অরূপা

(সামাজিক উপন্যাস)

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১১

উৎসর্গ।

পরমপূজনীয়া

শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

অরূপা

শ্রদ্ধার সহিত

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুশীলন, প্রচলিত জনবাদ এবং লৌকিক বিশ্বাস অবলম্বনে অরূপার চিত্র অঙ্কিত হইল। ইহার স্থানে স্থানে পরীক্ষিত সত্যের বাস্তব রেখা আছে।

ময়মনসিংহ,
৭ই ভাদ্র, ১৩১০।

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

অরূপা।

প্রথম খণ্ড—আবির্ভাব।

অরূপা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পিছিমা—হু-হু।

বৈশাখ মাস; প্রখর রৌদ্র; মধ্যাহ্ন সূর্য্য যেন চূর্ণ হইয়া চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে। রাজপথ জনশূন্য; জনপদ নিস্তব্ধ; অধিবাসিগণ নিদ্রায় অভিভূত। গৃহ-কুক্কুর এই পুকুর-পল্বলে অবগাহন করিতেছে, এই তপ্ত জলে উত্ত্যক্ত হইয়া দৌড়িয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লইতেছে, জিহ্বা লম্বিত করিয়া সঘন শ্বাস ফেলিতেছে। আকাশে পক্ষী নাই; কচিৎ বহু ঊর্দ্ধে কৃষ্ণতারকাবৎ দুই একটী শকুনি বলয়াকারে উড়িয়া উড়িয়া দ্রুতবেগে নামিয়া আসিতেছে।

এই প্রখর মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে যুদ্ধ। এক দিকে ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, ব্যোম,—ভূত চতুষ্টয়, অপরদিকে তেজ একা—একাই সহস্র। সংগ্রামে ক্ষিতিতল শতধা বিদীর্ণ; সলিল সফেণ; আকাশ ক্রোধে তাম্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে। উষ্ণ বায়ু ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে, এই আবার চমকিয়া দাঁড়াইতেছে।

প্রকৃতির ভীষণত্ব দেখিয়া বৃক্ষ-শাখায় বিহঙ্গকুল ভীত, স্তম্ভিত। সময়ে সময়ে উদাসভাবের অভিন্ন সুহৃদ্ বায়সরাজ, এই পক্ষপুট ঘন ঘন আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিয়া খা খা শব্দে গৃহ হইতে গৃহান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া পড়িয়া, অর্দ্ধজাগ্রত গৃহীর মনে আতঙ্ক আনিয়া দিতেছে, এই আবার মৌন ভাব অবলম্বন করিতেছে।

বৃত্ত এবং বক্র রেখায় দ্রুত-সঞ্চারী বিঘূর্ণিত ক্রীড়া-বর্ত্তুল যেরূপ ক্ষণে সশব্দ ক্ষণে নিঃশব্দ হইতে হইতে অবশেষে এক স্থানে নিশ্চল নীরব হইয়া থাকে, বায়ু-বিহঙ্গধ্বনির উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও তেমনি একবার শব্দিত হইতেছে, আবার নীরব নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেছে।

এই নিস্তব্ধতার নিরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া একটী শব্দ আসিল—

পিছিমা—হু-হু।

উত্তপ্ত পবনদেব, শীতল হইবার জন্যই কি এই শব্দ দুইটী বহুক্ষণ আপন বক্ষে ধারণ করিলেন কিম্বা উহার উচ্চারণ সময়ই একটু দীর্ঘ ছিল, বলিতে পারি না। আবার শব্দ হইল—

পি—ছি—মা—হু—হু—

সুরাক্ত সুগন্ধি গাত্রে ঢালিলে সুরা মৃদু পবনফুৎকারে অঙ্গ শীতল করিতে করিতে উড়িয়া গেলেও যেমন তাহার সৌরভ চারিদিক আমোদিত করিতে থাকে, তেমনি এই অর্দ্ধস্ফুট ক্ষীণ ধ্বনি লীন হইয়া গেলেও উহার মাধুর্য্য ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইতে লাগিল; আকাশ যেন সে শব্দ-সুধা সহজে পরিত্যাগ করিতে চাহিল না; কর্ণ অতৃপ্ত আকাশে সেই আবেশময়ী বচনমাধুরী বহুক্ষণ শুনিতে পাইল।

যে কক্ষ হইতে বালক "পিছিমা হু-হু" বলিয়া ডাকিতেছিল, তাহার অপর পার্শ্বস্থ কক্ষে বালকের পিতা দেবপ্রসাদ বসিয়া কি ভাবিতে-

ছিলেন। দেবপ্রসাদ খোকার শব্দ—শব্দ শেষ হইয়া গেলেও শুনিতেছিলেন। তিনি ডাকিয়া বলিলেন—

"খোকা, তোমার পিসীমাকে বিরক্ত করিও না। এই তিনি আমাদের জন্য রান্না করিয়া আসিয়াছেন, বেলা গড়াইয়াছে, এখনও কিছু খান নাই, তুমি একটু খেলাও গিয়ে, পরে তাঁর কাছে যেও।"

এই কথা ক'টী বলিতে দেবপ্রসাদের অনেক সময় লাগিল, স্বর অতি ক্ষীণ শুনাইল।

পিসীমা এই মাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছেন, বড় গ্রীষ্ম, এখনও আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করেন নাই। উনানে দুধ তুলিয়া দিয়া, পটল, বেগুণ, লইয়াছেন, "ও মা, আজ না তৃতীয়া" বলিয়া পটল রাখিয়া বেগুণ কাটিয়া জলে ফেলিলেন; সম্মুখে মাথা চাল কলা, অদূরে মৃত্তিকা-লিপ্ত পিত্তল বগুণাটী, পার্শ্বে হাতা বেড়ী লইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহার কক্ষের চতুর্দ্দিকে ধূর্ত্ত কাক কলরব করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছিল। সূর্য্যের তেজ, ক্ষুধার জ্বালা, তাহার উপর কাকের খা খা শব্দ। "দূর্ যা যমদূতেরা, পাগল কল্লে যে" বলিয়া তিনি কাক তাড়া করিলেন। এদিকে উনানে দুধ উথলিয়া পড়িয়া গেল, দুধ দেখিতে একটা কাক তাঁহার মাথা চাল কলার কিয়দংশ লইয়া পলায়ন করিল। "আপদ-গুলোর জ্বালায় আর টেকা গেল না, খা সব খা" বলিয়া তিনি অবশিষ্ট বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। পিসীমার রাগ, কাকের লাভ। ডাকে ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক আসিয়া জুটিল, সকল কাকে মহাকলরবে অভুক্ত বিধবার মুখের গ্রাস উদরস্থ করিল। উনান নিবিয়া গিয়াছিল, তিনি আর উহা জ্বালাইলেন না, রান্না স্থগিত রহিল।

দেবপ্রসাদ খোকাকে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন, মন দিলেও সে তাহার সমস্ত বুঝিতে পারিত না। "পিসীমার কাছে যেও না"

এ কথাটী বুঝিত, কিন্তু সে একটী কথাও শুনিতে পায় নাই। সুতরাং সে মধুর স্বরে "পিছিমা দু-দু" বলিয়া তাহার পিসীমার নিকট উপস্থিত হইল। পিসীমা সব বিরক্তি ভুলিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, চুম্বন করিলেন, খোকার মুখে দুধের বাটী তুলিয়া ধরিলেন। বিধবার ক্ষুধা মিটিল। খোকা দুধ খাইয়া "পিছিমা নান" বলিয়া চলিয়া গেল।

বড় গ্রীষ্ম। পাড়ার সদু, কাদু, বিন্দু, হীরু, ক্ষীরু প্রভৃতি ধলা কাল একদল বালিকা কলসী কাঁকে, চালনী মাথায়—

'কাল মেঘ ধলা মেঘ তোমরা দু'টী ভাই,
শুক্‌নো গাঙ্গে জল দেও আমরা সাঁতার খেলাই'

গাইতে গাইতে পিসীমার পরিষ্কৃত অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পিসীমা ইহাদিগকে বলিলেন—"বড্ড রোদ, আজ যদি জলের বর নিতে পারিস্, তবে তোদের জন্য সুন্দর সুন্দর বর এনে দেব, জোড়ায় জোড়ায় জোয়ার গাঙ্গে সাঁতার খেলবি এখন। দেখ্ বাছা সকল, পূজক ঠাকুরকে বল গিয়ে শালগ্রামশিলা ডাবের জলে ডুবিয়ে রাখে; দেবতা ঠাণ্ডা না হ'লে কি পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়?"

বালিকারা হাসিয়া খেলিয়া, এ উহার গায় পড়িয়া, চালনীর উপর কাঁকের কলসীর সমস্ত জল ঢালিয়া পিসীমার পরিষ্কৃত আঙ্গিনা ভিজাইয়া চলিয়া গেল। পিসীমা "ছেন্" শব্দে তপ্ত বগুণাতে তেল ঢালিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কোথায় তুমি ?

খোকার দাদা হরপ্রসাদ আহার করিয়া বহিরঙ্গনের সম্মুখের কক্ষে জানু আসনে বসিয়া আছেন। মস্তকে একখানি উড়ানী উষ্ণীষ আকারে ধৃত হইয়াছে; ইন্দ্রলুপ্তের অটল আসন মর্ম্মর-মসৃণ ব্রহ্মতালুতে এক হস্ত; অপর হস্তে একটী তৃণ লইয়া তিনি নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইতেছেন। একুনে একশত হাঁচি 'ফয়ার' হইয়া গেল। বৃদ্ধ দন্তহীন মুখে পেষিত পাণ চর্ব্বণ করিতেছেন, আবার আলবোলার নল তুলিয়া লইতেছেন। এই সময়ে শ্রীমান্ খোকা বাবাজিউ ঘরে প্রবেশ করিল, দাদার খাটে উঠিয়া "দাদা আমি এস্মি" বলিয়া ঠিক তাঁহার মত হইয়া বসিল। হরপ্রসাদের বুকে ঘন শুভ্র লোম ছিল। খোকা তাহার ভিতর তাহার কোমল অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিতে লাগিল। দাদা মহাশয়ের বোধ হইল যেন উলুবনে নেঙটে ইন্দুর দৌড়িয়া বেড়াইতেছে।

হরপ্রসাদ খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কার গোপাল ?"

খোকা। আমি পিছিমা গোপাল, টোমা গোপাল, বাবা গোপাল, মা—

খোকা দাদার দিকে তাকাইল, আঙ্গিনার দিকে দেখিল, ছাতের দিকে চক্ষু তুলিল, বালক, বুঝি বা তাহার মনের ফাঁক বুঝাইতে পারিল না—মূক ও শিশুর শোক বড় বিষম।

হরপ্রসাদ বিচলিত হইলেন, "বউ মা, কোথায় তুমি" বলিয়া অমনি আত্মসংবরণ করিলেন, বলিলেন—"খোকা, পাণ খাবে ?"

পাখী যেমন ছানাকে আহার তুলিয়া দেয়, হরপ্রসাদ খোকার মুখে

তেমনি চর্ব্বিত পাণ তুলিয়া দিলেন। বালকের রক্তিম ওষ্ঠ পাণের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, আরক্তিম দুই গণ্ডে রক্তিম ধারা বহিতে লাগিল।

হরপ্রসাদ আলবোলার নল মুখে দিয়া বালিশে মাথা রাখিলেন, নিমেষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। খোকা সেখান হইতে পিতার কক্ষে চলিয়া গেল।

দেবপ্রসাদ অনেকক্ষণ হইল আহার করিয়াছেন, নিদ্রার জন্য আরাধনা করিতেছেন, নিদ্রা আসিতেছে না।

খোকা পিতার কোলে যাইয়া বসিল, কোন কথা বলিল না। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"খোকা, দুধ খেয়েছ?" বালকের ক্ষুধা, খোকা বলিল—"বাবা দুদু।"

পরিপূর্ণ জলপাত্রে আঘাত লাগিলে জল যেমন ছড়াইয়া পড়ে, শিশুর ঐ কথা দু'টীতে দেবপ্রসাদের চক্ষু উছলিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। বালিকাদের প্রার্থনা দেবতার গ্রাহ্য হইয়াছিল কি না জানি না, পূজকঠাকুর শালগ্রামশিলা ডাবের জলে ডুবাইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কাল মেঘ, ধলা মেঘ এইখানে বৃষ্টি করিল। আর কেহ না ভিজিলেও দেবপ্রসাদ ভিজিয়া গেল। "কানে না" বলিয়া সন্তপ্ত শিশু ক্ষুদ্র কোমল হস্তে পিতার চক্ষু মুছাইতে লাগিল।

দেবপ্রসাদ খোকাকে বুকে টানিয়া লইলেন, এক বার দুই বার বহুবার নিরীক্ষণ করিলেন, উঠিয়া ভগ্নীর নিকট হইতে দুধ আনিয়া খাওয়াইলেন। তৎপর তাহাকে বুকে লইয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। কক্ষের সকল দ্বার রুদ্ধ, ঘর অন্ধকার।

অন্ধকার গৃহে সহসা আলোক জ্বলিল। আলোকময় এ কি অপূর্ব্ব গন্ধ, কিছু কুঙ্কুম, কিছু কস্তুরী; কিছু চুয়া, কিছু চন্দন; কিছু কেতকী, কিছু কামিনী; কিছু চম্পক, কিছু চামেলী; এ সকলের উপরে বাতাবী ফুলের গন্ধেই ঘর আমোদিত করিয়া তুলিল। অবগুণ্ঠন অপসারণে স্বর্ণ-

চুড়ের বাদ্য বাজিতেছে, বাদ্যেও যেন বিমল গন্ধ। কোমল কণ্ঠধ্বনি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, শব্দেও যেন স্নিগ্ধ সৌরভ। কক্ষময় পদক্ষেপে রৌপ্যালঙ্কার ঝঙ্কার দিতেছে, ঝঙ্কারেও যেন সুবাস খেলিতেছে। সৌরভ ছিটাইয়া রমণীকণ্ঠে শব্দ হইল—"কিছুই ত খাও নাই, মাছ বেড়ালকে দিলে, দুধমাখা ভাত কুকুরের পেটে গেল, ঠাকুরঝিকে বুঝাইবার জন্য পাতে হাত নাড়িয়া আসিলে, এমন করিয়া কি শরীর টিকিরে?

দেবপ্রসাদ। তুমি তখন কোথায় ছিলে?

রমণী। তোমার কাছেই ত ছিলাম।

দেব। আমি ত তোমায় দেখি নাই?

রমণী। আমি ত তোমায় দেখিয়াছি, ঐ আমার সুখ।

দেব। আমি ত তোমায় দেখি নাই, আমার কত দুঃখ!

রমণী। কেন, এই ত দেখিতেছ?

দেব। সব সময় ত দেখি না, এখনও ত দেখিতেছি, ধরিতে পারিতেছি না।

দেবপ্রসাদ নিদ্রার ঘোরে হস্ত প্রসারণ করিলেন, কাহাকেও ধরিতে পারিলেন না। সহসা জাগিয়া উঠিলেন, তখনও স্বর্গীয় সুবাসে গৃহ পরিপূর্ণ; দেবপ্রসাদ উন্মাদের ন্যায় ডাকিলেন—অরূপা কোথায় তুমি? ডাকিতে ডাকিতে দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন।

কক্ষের নিম্নেই ফুলের বাগান; বাগানে গোলাপ, বেলী, গন্ধরাজ অপর্য্যাপ্ত ফুটিয়াছে; দেবপ্রসাদ নিজে ফুল তুলিতেন না, কাহাকেও তুলিতে দিতেন না। তিনি বাগানে নামিয়া আসিলেন। হাসি ছড়াইয়া শাখায় শাখায় গোলাপগুচ্ছ মাথা নাড়িতেছে, তিনি কি ভাবিয়া তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, তুষারধবল বেলী বাগান আলো করিয়াছে, তিনি এক মুষ্টি অতর্কিতে তুলিয়া লইলেন, নাসিকার নিকট

ধরিলেন, সেই পরিচিত গন্ধ কিন্তু সেরূপ নয়। দ্রুত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, চারিদিকে খুঁজিলেন। কুঙ্কুম কস্তুরী, চুয়া চন্দন, বেল বকুল, চম্পক চামেলী, বাতাবী ফুলের ঐ যে ভরপুর গন্ধে গৃহ আমোদিত ছিল, তাহার কিছুই নাই। কক্ষ রুদ্ধ ছিল, অতর্কিতে কোন্ ছিদ্রপথে অরূপা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কে বলিবে। দেবপ্রসাদ উন্মাদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—

অরূপা, কোথায় তুমি?

চীৎকারে খোকা কাঁদিয়া উঠিল। কে তাহাকে সান্ত্বনা করিবে? দেবপ্রসাদ মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কানেনা, মা আবে নি।

পিসীমার হস্ত রন্ধনে ব্যস্ত, কিন্তু কর্ণ খোকার গতিবিধির দিকে একাগ্র হইয়া রহিয়াছে। সুবৃহৎ পুরীর অগ্র পশ্চাৎ পুষ্করিণী, অদূরে উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র বন, খোকা জলে জঙ্গলে না যায়—এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অলঙ্কারের অনুরোধে তত না হইলেও তিনি খোকার পায়ে রূপার নূপুর অতি সুন্দর এবং উত্তম মনে করিতেন। কারণ উহার ধ্বনি শিশুর গতি ঘোষণা করিত। ব্যঞ্জনের টগ্‌বক্ শব্দে সময়ে সময়ে কর্ণের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতেছিল। তাহা হইলেও শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি সতর্ক পিসীমার একাগ্র কর্ণকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই শুনিলেন, এই শুনিলেন না, ভাবিলেন, কাঁদিয়া আবার ঘুমাইয়াছে। এই সময়ে খোকা প্রতিদিন পিতার সঙ্গে ঘুমাইয়া থাকিত।

চীৎকারে শিশু অতৃপ্ত নিদ্রায় জাগিয়া উঠিয়াছিল, পিতার শয্যা গ্রহণে অমনি আবার নিদ্রিত হইল। দেবপ্রসাদের এ মূর্চ্ছা নহে। স্নায়ুর উগ্র বিকার শূন্য স্নায়ব অবসাদ মাত্র।

পিসীমার রন্ধনের পর আহার শেষ হইয়া গেল। তিনি দেবপ্রসাদের কক্ষের পূর্ব্ব বারেন্দায় পাটী পাতিয়া সিক্ত গামছায় উহা শীতল করিয়া শয়ন করিলেন। অদূরে ফলের উদ্যানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষের শাখার শিরে অসংখ্য ঝিল্লী ঝিঁ ঝিঁ শব্দে দারুণ গ্রীষ্মের উগ্র আরতি আরম্ভ করিয়াছে। মন্দিরা-ধ্বনি-বিনিন্দিত ঝিল্লীরবের ঐন্দ্রজালিক আবেশে ক্লান্ত শ্রান্ত পিসীমা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। দাস দাসী আপন আপন কক্ষে আশ্রয় লইয়াছে, হরপ্রসাদের বিশাল পুরী নিস্তব্ধ।

নিদ্রা, ঘড়ী ঘণ্টার বাধ্য নহে। এদিকে দেবতা কুমারীগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াছেন, কাল মেঘ ধলা মেঘ বৃষ্টি করিয়া গিয়াছে; ধারাস্নাত শীতল বায়ুর স্পর্শে নিদ্রার স্তর পড়িয়াছে; পার্শ্বপরিবর্ত্তনেও চক্ষুর কপাট খুলিতেছে না। আর অধিক বেলা নাই; ঐ সাত ভগ্নী কৃত্তিকারা আসিয়া শয্যার পার্শ্বে হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছে :—

জল হলো তো, মন্ত্র ফল্‌লো তো পিসীমা?

জ্যেষ্ঠা বালিকা। হবে না, মেঘ যে আমাদের পুরাণা নফর।

মধ্যমা। তা বই কি, আন্‌ জল, অমনি জল ঘড়ায় ঘড়ায়।

কনিষ্ঠা। যাই বল ভাই, মন্ত্রটা বড় মিঠা—

"কাল মেঘ ধলা মেঘ তোমরা দুটী ভাই।"

সকলে। চল্‌না ভাই, খিড়্‌কীর পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

পিসীমা। দুর্গা দুর্গা, জল তো এল, সত্যি, দেখ্‌তো বর এল কি না?

কিসলয়তুল্য কোমলাঙ্গী কুমারীগণ এ উহার গায় ঢলিয়া পড়িল; ঝাঁপিয়া পড়িবার জন্য জলের প্রয়োজন হইল না; তাহাদের মধুর

হাস্য-তরঙ্গে স্ফটিকনির্ম্মল সরোবরের সুস্নিগ্ধ দৃশ্য, হংসকাকলী এবং সরোজগুচ্ছে সজীব হইয়া উঠিল।

সব জাগিয়াছে। হরপ্রসাদ উঠিয়াছেন, দেবপ্রসাদ দ্বার খুলিয়াছেন, খোকা পিসীমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ঘুমের ঘোর এখনও দূর হয় নাই। নিদ্রাদেবীর কোমল স্পর্শে শিশুর মুখে জাগরণের পরে যে সুন্দর চিহ্ন থাকে তাহা চিত্রকরের তুলিকার যোগ্য। শিশুটীকে কে অগ্রে কোলে তুলিয়া লইবে, বালিকাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। নিদ্রার মায়া-মন্ত্রে শিশুর শ্লথ অঙ্গ কোমল কুমারীগণের ক্রোড়ে ক্রোড়ে নবনীত অপেক্ষাও বিগলিত হইয়া পড়িল। নিদ্রার পর সাধারণতঃ শিশুগণ একটু অপ্রসন্ন থাকে। কিন্তু খোকাবাবু অঙ্কে অঙ্কে উচ্চ হাস্যে অপরাহ্ণের অস্তরশ্মিতে এক শীতল জ্যোতি ঢালিয়া দিল। কিন্তু শিশু ক্ষুধায় কাতর।

বেতন দিলে প্রসূতি পরিচারিকার অভাব ছিল না; কিন্তু হরপ্রসাদ, দেবপ্রসাদ, পিসীমা কেহই উহার পক্ষপাতী ছিলেন না। পিসীমা অপরাহ্ণে মাতৃহীন শিশুকে লইয়া প্রতিবেশী কয়েকটী প্রসূতির গৃহে উপস্থিত হইতেন। অবসর অনুসারে তাঁহারা স্তন্যদানে পুণ্যসঞ্চয় করিতেন।

বালিকা-লহরে অনুসৃতা স্নেহশীলা পিতৃষসা, মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নবপ্রসূতি নিস্তারিণীর গৃহে উপস্থিত হইলেন; শুনিলেন, নিস্তারিণী গৃহে নাই। সৌদামিনীর গৃহদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, সৌদামিনী তাঁহার পদশব্দ শুনিয়াই আপন কন্যাটীকে স্তন্যদান করিতে বসিয়াছে। খোকা সাকুত-দৃষ্টিতে এই জননীর স্তন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, সাগ্রহ কর্ণে কন্যাটীর মুখের চুক্-চুক্ শব্দ শুনিতে লাগিল। পিসীমার বুঝিবার বাকি থাকিল না,—পরের সন্তানকে সৌদামিনীর স্তন্যদানের ইচ্ছা নাই।

পিসীমা তিলার্দ্ধ দাঁড়াইলেন না। মনের বেদনা মনে রাখিয়া পথে আসিতে আসিতে বালিকাদিগকে আপন আপন গৃহের সন্নিকটে সস্নেহ চুম্বনান্তে একে একে বিদায় দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষুধাতুর শিশুর আরক্তিম গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল।

খিড়কীর প্রবেশ-দ্বার-পথের পার্শ্বে গলকম্বল কম্পিত করিয়া পরিপূর্ণাঙ্গী "বিলাসিনী গাই" শয়ন করিয়াছিল। বিলাসিনী সবৎসা হইলেও কামধেনু—যে কেহ যখন ইচ্ছা তাহাকে দোহন করিয়া লইতে পারে। বিলাসিনী পিসীমাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল। "এই তোমার মা" বলিয়া তিনি খোকাকে ক্রোড় হইতে নামাইলেন, একটী পাত্র আনিয়া স্বয়ং দুগ্ধ দোহন করিয়া লইলেন, উষ্ণ দুগ্ধ খোকাকে পান করাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুজল বিন্দু বিন্দু করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। বালক ক্ষুদ্র হস্তের অঙ্গুলি বুলাইয়া বলিল, "পিছিমা কানেনা, মা আবেনি।" পিসীমার ভ্রাতৃবধূ-শোক উথলিয়া উঠিল। "অমন সোণার কমল বউ", "অমন সোণার স্বভাব বউ", "সোণার পাখী ফাঁকি দিয়া উড়িয়া গেল"—তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বিলাসিনীর চক্ষেও জল ঝরিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রতনমণি মশা'য়।

দেবালয়ে সান্ধ্য দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নারায়ণ চক্র এবং বৃন্দাবনচন্দ্র। বকুল-স্তূপে নারায়ণ চক্র ডুবিয়া গিয়াছেন, বোঁটাকাটা বেলমালায় বৃন্দাবনচন্দ্রকে সুস্নিগ্ধ কোমল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; ফুলের গন্ধে, ধূপের গন্ধে গৃহ

আমোদিত; দীপালোকে দেবালয় উদ্ভাসিত; শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরের শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আরতি অন্তে কীর্ত্তনের সূচনা হইল। একদিকে কৌপীনধারী মসৃণ-মস্তক মুণ্ডিতশ্মশ্রু পরম বৈষ্ণব, সুদীর্ঘ শিখা নাড়িয়া দক্ষিণ হস্তে মৃদঙ্গে মধুর ধ্বনি তুলিয়াছে। "চিড়ে আন্"; অপর দিকে তাহারই অবিকল সংস্করণ, বাম হস্তে মৃদঙ্গে প্রত্যুত্তর দিতেছে—"দে দই"; উভয় পার্শ্বে উড়িষ্যার অনুবাদ দুই ভৃত্যের হস্তে করতাল। করতাল নয়, যেন সবৃন্ত লুচী। উভয় হস্তে লুচী-বেলন-ভঙ্গীযুক্ত, দ্রুতকম্পিত, "মাথ চাথ" "মাথ চাথ" শব্দে রসনাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। ক্রমে "চিড়ে আন্" "দে দৈ" "মাথ চাথ" ঘন হইতে ঘনতর হইতে হইতে কীর্ত্তনের নির্দ্দিষ্ট তালে উপনীত হইল।

কীর্ত্তনের প্রথম পদ—"বৃন্দাবনবিহারিণী রাই আমাদের—"; দেবালয়ে হরপ্রসাদ ছিলেন; পিসীমা ছিলেন; খোকাবাবু ছিলেন। শিশু নূপুর পায় নৃত্য করিতে করিতে গাইতেছিল, "বিলাছিনী গাই আমাদেল"। শস্যক্ষেত্রে বর্ষার জল প্রথম প্রবেশ করিলে চটুল শফরী যেরূপ আপনার চিক্কণ বর্ণবিভা উদ্ভাসিত করিয়া শ্যামল তৃণের ক্রোড়ে ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে থাকে, খোকাও তদ্রূপ কীর্ত্তনোন্মত্ত গাথকদলের সচল পদব্যূহে বিচরণ করিতেছিল। পিসীমা অন্য কিছুই দেখিতেছিলেন না, অন্য কিছুই শুনিতেছিলেন না, তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার নয়নমণির দিকে আবদ্ধ ছিল; তিনি শ্রান্ত শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। তখন কীর্ত্তন সমাপ্ত হইয়াছে, প্রে-ম-সে-ক-হো ধ্বনি উঠিয়াছে। পিসীমা যে স্থানে বৃদ্ধ হরপ্রসাদ বসিয়াছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

* * * * *

হরপ্রসাদ। কি মনে করিয়া, রতন?

রতনমণি পিসীমার নাম। তিনি শৈশবে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছেন, পিতা মৃতদার, পিতার বিপুল সংসারের কর্ত্রী তিনি, প্রজাবর্গের শাসন সংরক্ষণের ক্ষমতা তাঁহার হাতে. মামলা মোকদ্দমার পরামর্শ তাঁহার মাথায়। বাড়ীর দেওয়ান রঘুনাথ রায় তাঁহাকে "রতনমণি মশা'য়" আখ্যা দিয়াছেন। কি অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তি, পল্লী প্রতিবাসীর এক শতাব্দীর জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ব্যাপারের মাস তারিখ তাঁহার কণ্ঠাগ্রে, তাঁহার ঘটকের কুলজীর প্রতীক্ষা করিতে হয় না; বাঙ্গালা কবিতায় "কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা" এবং হিন্দি পঁয়ার ত্রিপদীচ্ছন্দে "অঙ্গদ রায়বার" তাঁহার মুখে শুনিবার জন্য কত যুবক যুবতী, বালক বালিকা নিত্য তাঁহার মন যোগাইয়া থাকে।

রতনমণি মশা'য় বলিলেন, "বাবা, দেবুর কি বিয়ে দেবে না।"

হর। সেই জন্যই ত কাশীযাত্রা বন্ধ করিয়া বাড়ী আছি; দেবুর গায়ে ব্রহ্মদত্তির বাতাস লাগিয়াছে, সে ত বিবাহ করিতে চায় না।

রতন। চায় না নয়, পায় না।

হর। ও তোমার ভুল, দ্বিতীয়বার বিবাহ দত্তিকুলের শাস্ত্রনিষিদ্ধ; আমার ভয়ে সমাজ ছাড়িতে পারিতেছে না, কিন্তু উহার শিক্ষা দীক্ষা কেশব সেনের ইস্কুলে।

রতন। আমি কেশব টেশব জানি না, ইস্কুল টিস্কুল মানি না, এই বৈশাখে দেবুর বিবাহ দেবে কি, না বল।

হর। পাত্রী কোথায়?

রতন। তাও কি আমি দেখ্‌বো? কেন, বিলাসপুরের বিপিন বাঁড়ুয্যে—বিপিন বাঁড়ুয্যে যিনি বেতগাঁ বিবাহ করেন, তাঁর দৌহিত্রী কাঞ্চনতলার রাজলক্ষ্মীর মেয়ে, স্বর্ণরেখা; অতি সুন্দরী

হর। শুনিয়াছি, বয়স বড় বেশী, এত বড় বউ আমার ঘরে আনিবার ইচ্ছা নাই।

রতন। তাইত ভাল, খোকার পক্ষে ভাল।

হর। ঐটাই মন্দ, আর তারাই বা দোজবরের সঙ্গে মেয়ে বিবাহ দেবে কেন? দেবুর বয়স—

রতন। দেবুর বয়স, তা বেশী কি? কাঞ্চনপুরের কাকার ছেলে এক আষাঢ়ে, ফিরে আষাঢ়ে দেবুর জন্ম; যে বছর কলিকাতা যাই, সেই বছর মার গঙ্গা লাভ; (চক্ষু মুছিয়া) পাঁচ বছরের রাখিয়া মা স্বর্গে গিয়াছেন; আজ পঁচিশ বছর দেবু আমার—

অশ্রুজলে পিসীমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি উচ্ছ্বসিত শোক সংবরণ করিয়া বলিলেন—"এ বয়সে কত ছেলে প্রথম বিবাহ করে। আমি আর দেবুর দিকে চাইতে পারি না। দেখেছ কেমন শুকিয়ে গেছে।"

হর। শুকিয়ে গেছে, লোকে বলে দেবুকে পরী ধরেছে।

রতন। তা পরী আমার বউ মা। মা আমার সেই হাসি মুখে আজ দুপুর বেলা স্বপ্নে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তাঁকে বিয়ে দিন্"; আমি বলিলাম,—তুমি সতীন, সঙ্গ না ছাড়্‌লে ত কেউ এগোবে না। বউ বল্লে—"আমি সুখী হব, তার কষ্ট ত আমি সইতে পারি না; হাড়ে মাংসে হিংসা; আমার কি হিংসা আছে? দেখ না ঠাকুর-ঝি, আমার হাড় মাংস নাই, সব আলোক, সব সুগন্ধ; শিগ্‌গির বিয়ে না দিলে তাঁকে রাখ্‌তে পার্‌বে না, বল্‌চি।" সোণার বউ; সোণা আঁচলে বাঁধিবার আগে হারিয়ে গেল।

হর। মা সে দিন আমাকেও তাই বলিয়াছেন। আমি প্রজাকে ধরিয়া আনিয়া আটক করিতাম, মা আমার কোন্ দিক্ দিয়া আসিয়া

বলিত,—"বাবা আমাকে আটক কর, ওকে ছেড়ে দেও, খাজানা, তা আমার কাছে নিও।" আমি বলিতাম, "তা হলে ত আমার ঘরের টাকা আমার হাতে এল, ওর টাকা ত আমার ঘরে এল না।" বউমা বলিতেন "আমাকে যখন দিয়েছ তখন আমার টাকা পরের মনে কর"; কত টাকা জানিয়া লইয়া তখনই আঁচল হইতে টাকা খুলিয়া পায় রাখিয়া চরণ-ধূলা লইত। আজ দুপুরে দেখিলাম, করুণাময়ী তেমনি করিয়া পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া। যে আসিবে সে খোকার পর হইবে, সে পর অপেক্ষা এ পরী ভাল। ভূতে তোমার ভয় হয় না, রতন ?

রতন। বৌতে ভয় ? যে দিন না দেখি সে দিন ভয় ও দুঃখ। তুমি যে ভাল বল্‌চ, সে ভাল আমি চাই না, বউমা চান না, এই বৈশাখে বিয়ে দিতেই হবে।

হর। সব আয়োজন পণ্ড হবে, আমি জানি, দেবু বিবাহ করিবে না; কেবল ধর্ম্ম-গুরুর আদেশ নয়, কলিকাতায় তার এক রাজনৈতিক গুরুও আছে।

রতন। রাজ—কি বল্লে, ঐ ঐরাবতী কিম্ভূত কিমাকার শব্দ আমি বুঝি না। বিয়ে কর্‌বে, সে ভার আমার। আমি যদি রাজি করাইতে না পারি, তবে আমার নাম ফিরিয়ে রেখো।

হরপ্রসাদ সম্মত হইলেন। দেওয়ানজীকে ডাকিয়া সব আয়োজন করিতে বলিলেন। খোকা ঘুমাইয়াছিল, পিসীমা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

দেওয়ানজী রঘুনাথ আপন মনে বলিলেন "রতনমণি মশা'য়ের যোগ্য কথা হইয়াছে; যা ধরেন তা করেন।"

এ দিকে দেবপ্রসাদ আপন কক্ষে নিস্তব্ধে বসিয়াছিলেন। তাঁহার শয্যার পার্শ্বে হেরোল্ডের বাড়ীর একটী বহুমূল্য হারমোনিয়ম ছিল।

সহসা হারমোনিয়মের ডালা খুলিয়া গেল; পর্দ্দা নড়িতে লাগিল; মল্লিকা, মালতী, যুথিকা, যোজনগন্ধার সৌরভে গৃহ পূর্ণ হইল; সুর উঠিল—

প্রাণসখা হে—
অরূপের রূপ বুঝাই কেমনে ?
সে যে তুলিকার মুখে তরল কিরণ,
আঁকিছে চাঁদিমা যতনে।
চোক নাই, চাহনি আছে,
কুরঙ্গ লাগে কি কাছে,
ইঙ্গিত ইশারা, করে দিশাহারা
বাঁধে, বধে না পরাণে।
অধর নাই, অতুল হাসি,
আলো করে দশ দিশি,
বাঁধুলী বিম্ব, বৃথায় তুলনা
চুমিয়া বাঁচায় মরণে।
কর নাই, পরশ আছে
বাঁধ রে'খে লতিকা গেছে
বাহু———

হঠাৎ সঙ্গীত থামিয়া গেল।

পিসীমা দেবপ্রসাদের কামরার দিকে আসিতেছিলেন !

সেই গলা ; সেই হাত; দেবপ্রসাদ হাত ধরিবার জন্য হারমোনিয়মের পরদার উপর দুই হাত বাড়াইয়া দিল ; হাত, শূন্য আকাশ সবলে ধরিয়া লজ্জিত হইল; অতর্কিতে উচ্ছৃঙ্খল প্রহত পরদাগুলি ভোঁৎ ভ্যাঁৎ, সাঁই ঝাঁই, শব্দে উপহাস করিয়া উঠিল। দেবপ্রসাদ কাতরে মিনতি করিতে লাগিল—"অরূপা আবার গাও।"

কক্ষে কেহ নাই, কে গাহিবে?

অজড় অনায়ত্ত; অন্ধজড়ের পৃষ্ঠে অনন্ত অতৃপ্তির কি দারুণ কশাঘাত! আড়ষ্ট হইয়া-

এই অবস্থায় রতনমণি ম'শায় দেবপ্রসাদের কক্ষে দাদা কানেনা, মা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে মায়ের মমতা।

রতনমণি ম'শায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দেবপ্রসাদ তথায় নাই; ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও তাহার সাড়া পাইলেন না। তিনি সঙ্ক্ষেপে সন্ধ্যা-বন্দনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মালা জপ হয় নাই। তিনি জপমালা হস্তে আসিয়াছিলেন, জপমালা হস্তেই ফিরিয়া গেলেন, চন্দ্র-রশ্মি-প্রসন্ন বারেন্দায় বসিয়া মন্ত্র জপে মনোনিবেশ করিলেন। গো-মুখের চূড়া-রন্ধ্র-পথে তাঁহার তর্জ্জনী তীরের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে; অভ্যন্তরে স্ফটিকমালা গো-মুখ ঈষৎ স্পন্দিত করিয়া করে করে ঘুরিয়া আসিতেছে। রতনমণি ম'শায় এদিকে দেবপ্রসাদকে পরাস্ত করিবার জন্য তাঁহার মানস-কুরুক্ষেত্রে চক্রব্যূহ রচনা করিতেছেন, কিন্তু লক্ষ্য অদৃশ্য হইয়াছে। নিকষের অভাবে তীক্ষ্ণ তর্জ্জনী নিস্তেজ হইয়া পড়িল; তিনি দক্ষিণ হস্ত গো-মুখের অন্ধকূপ হইতে মুক্ত করিলেন, বাম হস্তের সাক্ষ্য-মাল্য গো-মুখ সহ শিরে স্থাপন করিয়া "গুরুদেব, তুমি জান" বলিতে বলিতে তিন বার প্রণাম করিলেন।

আচম্বিতে শব্দ হইল—"ঠাকুরঝি খোকা?"

রাত্রে খোকা পিসীমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইয়া থাকে। পিসীমা

তাহাকে তাঁহার শয্যায় নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। "ঠাকুরঝি খোকা" শব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, দৌড়িয়া শয্যার পার্শ্বে যাইয়া ... ন্দরী" বিড়াল একটী সর্পশিশু লইয়া খোকার সন্নিকটে ... বিড়াল তাড়াইলে সর্পশিশু খোকার দিকে ধাবিত ... তিনি সুন্দরীকে তাড়না করিলেন না, অপর পার্শ্বে ... কোলে তুলিয়া দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে চলিয়া ... সীমা চন্দ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, ...। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমান, মার বাছা মা-ই বাঁচাইয়াছে।" ...চাইয়া ডাকিলেন—"বাবা!"

স্ত্রীলোকের কণ্ঠে আতঙ্কের শব্দ অস্বাভাবিক উচ্চ হইয়া থাকে। উচ্চ শব্দে হরপ্রসাদ দৌড়িয়া আসিলেন। পিসীমা সমস্ত বলিলেন। হরপ্রসাদ বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "খোকার একটা রিষ্টি কাটিয়া গেল, এই একবার নয়; সুন্দর হতভাগাটাকে বলিয়া রাখিয়াছি খোকাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে রাখে। সে দেবুর কাজেই ব্যস্ত; দুপুর বেলা সে দিন ভাগ্যে আমি বাহিরে আসিয়াছিলাম, দেখি, খোকা পুকুরের ঘাটে জলে পা দিয়া হাঁসের সাঁতার দেখিতেছে; ঘাট যেরূপ পিছল, হাঁস ধরিবার উহার যেরূপ চেষ্টা, আর একটু হইলেই ডুবিয়া যাইত। ওর যে কখন কি ঘটে, বড় ভয় হইতেছে। নানা বিপদে নামকরণ হয় নাই, কুষ্টি করাই নাই; ঠিকুজি রিষ্টি ভরা; ওকে দেবতায় বাঁচায়।"

পিসীমা। বাবা, দেবতায় বল কি, মায়ের মমতায়। বউ মার পায়ের শব্দ যেন আমি খোকার পাছে পাছে শুনিতে পাই।

হরপ্রসাদ। তা হবে; মা, স্বর্গে গেলেও সন্তানকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন না।

এক বৎসর হইল হরপ্রসাদের মাতা ঠাকুরাণীর মৃত্যু হইয়াছে; মায়ের কোল, মায়ের মমতা, ভাবিয়া বৃদ্ধের চক্ষে জল ঝরিল।

খোকা নিদ্রার ঘোরে পিসীমার আতঙ্কের স্বরে একটু আড়ষ্ট হইয়াছিল। চক্ষে জল দেখিয়া কান্নার স্বরে বলিল "দাদা কানেনা, মা আবেনি।"

হরপ্রসাদ। মায়ের নিকট সকলেই শিশু, শিশুর কি স্বাভাবিক বিশ্বাস, মা স্বর্গে থাকিয়াও মমতায় সর্ব্বদা সন্তানের সঙ্গে রহিয়াছেন, কি বল রতন?

রতনমণির চক্ষে জলধারা বহিল, তিনি আপন চক্ষু মুছাইতে খোকার চক্ষু মুছাইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গৃহশূন্য।

দেবপ্রসাদ এদিকে বাগানের ভিতর দিয়া সম্মুখের সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দিনে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, দেবপ্রসাদ পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কে যেন চন্দ্র-করোজ্জ্বল আকাশ ক্ষোদিয়া দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা শ্রেণীতে বিশাল নন্দনপুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। পুরীর পার্শ্বের বিস্তীর্ণ ফলের বাগান, ঘন-বর্ণে সুধাধবল সৌধ-শ্রেণীর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি মিথ্যা—দেবপ্রসাদ গৃহশূন্য। শূন্য গৃহ এবং গৃহশূন্য—একটী শব্দের পূর্ব্বনিপাতে অভিধানে এবং অন্তররাজ্যে কি শোকাবহ বিপ্লবই না উপস্থিত হয়; গৃহশূন্য একটী শব্দে সকল ঐশ্বর্য্য উড়িয়া যায়। দেবপ্রসাদের বাষ্পাকুল দৃষ্টিকে ...লেন।

অট্টালিকার অতুল সৌন্দর্য্য নিমেষে আঁধারে আবৃত হইয়া গেল। তিনি কুণ্ডলা নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

আমরা যে স্থানে অরূপার মানচিত্র উন্মুক্ত করিয়াছি তাহা পুরাতন গোয়ালন্দের দশ মাইল দক্ষিণে ভাগবতপুর গ্রাম। পদ্মা, নিত্য নব সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত, রেল-যাত্রী, নৌকা-যাত্রী এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে সজীব গোয়ালন্দকে গ্রাস করিবার পর বাবু হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এত দূরে আসিয়া এই ভাগবতপুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ স্থানে পদ্মার ভীষণ ভৈরব তরঙ্গ-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় না। গ্রীষ্মকাল; অদূরে পদ্মার ক্ষুদ্র-শাখা "কুণ্ডলা" স্থানে স্থানে অগভীর জলাশয় বক্ষে লইয়া শুষ্ক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। উহার উৎপত্তি এবং বিলয় একই পদ্মায়—কুণ্ডলা বক্রাকারে জলৌকার ন্যায় পদ ও মুখ পদ্মায় সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। কুণ্ডলার অগভীর অখাতের তীরে শ্মশানক্ষেত্রে একটী দীর্ঘ বংশদণ্ড, নিশানরূপে একখানি বস্ত্র শিরে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেবপ্রসাদ এই বংশদণ্ড ঘন তাড়নে কম্পিত করিয়া তুলিলেন; অল্পক্ষণ হইল একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; বংশচূড়ায় শব অরূপার পরিধেয়; বৃষ্টিস্নাত বস্ত্রাংশ হইতে কয়েক বিন্দু জল দেবপ্রসাদের গাত্রে পতিত হইল, তিনি ঐ বারিবিন্দুগুলি বিস্ফারিত চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—"সব আছে সে কোথায়?" তিনি কুণ্ডলার কোল হইতে এক মুষ্টি বালুকা তুলিয়া লইলেন, হস্ত তালুকায় পেষণ করিলেন, রেণুকণা চন্দ্ররশ্মিতে চক্ চক্ করিতে লাগিল—"ভস্ম আছে বস্তু কোথায়?" কে তাহার উত্তর দিবে। দেবপ্রসাদ দ্রুত দৌড়িয়া খিড়কীর পথে অন্তঃপুরে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন, সেই চুলি তেমনি রহিয়াছে, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড তাহার পার্শ্বে থাকিয়া নির্ব্বাপিত চুল্লীর রুদ্ধ শোক প্রকাশ করিতেছে। সব তেমনি থাকিতে দেবপ্রসাদের আদেশ। তিনি তথা হইতে স্নানাগারে উপস্থিত

হইলেন ; সেই গন্ধ তৈল, সেই কোমল তোয়ালিয়া, সব তেমনি রহিয়াছে ; দেবপ্রসাদের সাধ। "সব আছে সে কোথায় ?" তিনি উন্মাদের ন্যায় সিঁড়ি বহিয়া দ্বিতলে উঠিলেন, শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইলেন ; নিদারুণ কার্ত্তিকের সেই সজ্জিত খট্টা, সেই লম্বিত মশারি। আস্তীর্ণ বালিশ এখনও চুলের সৌরভ- উদ্গীরণ করিতেছে ; দেবপ্রসাদ সজোরে, সে গন্ধ নাসিকা-স্পর্শে শুষিয়া লইলেন। সেই অর্দ্ধ-সেবিত ঔষধের শুভ্র শিশি ; সেই মেজার-গ্লাস ; সেই খল ; সেই পিকদান তেমনি ;— দেবপ্রসাদের আদেশ। "সব আছে সে কোথায় ?"

দেবপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ; তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র ; বিপুল সম্পত্তি ; তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের কোন প্রয়োজন নাই ; বৌবাজার ষ্ট্রীটে কলিকাতা আর্ট গেলারীতে কুমার গিরিশচন্দ্র এবং হুগলীর সূর্য্যাস্তের চিত্র দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তুলিকা তাঁহার বশে ছিল ; তিনি টেবল তুলিয়া ইজেল পাতিয়াছিলেন ; দোয়াত ফেলিয়া পেলেট লইয়াছিলেন ; পেন ফেলিয়া তুলিকার উগ্র আরাধনা করিয়াছিলেন। এখন দেবপ্রসাদ লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকর। পরিচয় চাও, দেখ,— দেয়ালে অরূপার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, চিত্রকরের অসাধারণ চিত্র-নৈপুণ্য ঈষৎ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখাইয়া দিতেছে। দেবপ্রসাদ চিত্রখানি দেয়াল হইতে খুলিয়া লইলেন। দেয়ালের নখদন্ত থাকিলে অরূপার চিত্র বিমোচন সহজ হইত না। তিনি চিত্র অতি কোমল হস্তে কোমল আবরণে আবৃত করিলেন। টেবলের উপর নানা স্থানে নানা বেশে নানা ভঙ্গিমাযুক্ত অরূপার শৈশব, কৈশোর এবং পূর্ণ যৌবনের চিত্রগর্ভ এলবাম রহিয়াছে—দেবপ্রসাদ ফটোগ্রাফার—বহুমূল্য যন্ত্রে স্বয়ং অরূপার রূপ ধরিয়াছেন ; ছায়া, চিত্র, প্রতিবিম্ব—"সব আছে সে কোথায় ?" তিনি বাহু চাপিয়া শোক-সন্তপ্ত বক্ষে এলবাম আলিঙ্গন করিলেন।

এই সময়ে ছাদ-বিলম্বিত দীপাধার হইতে এ কি স্বর——

বাহু বিনা আলিঙ্গন অরূপা জানে

অরূপের রূপ——

"স্বর আছে সে কোথায়?" চকিতে গীতাংশ শেষ হইল; তিনি এলবাম খুলিলেন,—এই সেই শৈশবের মূর্ত্তি; অরূপা একই গ্রামের একই বয়সের শৈশব সহচরী; দেবপ্রসাদ দেখিতেছেন এবং আবৃত্তি করিতেছেন—

"অনিয়ত রুদিতস্মিতং বিরাজৎ
কতিপয় কোমল দন্ত কুট্মলাগ্রম্।
বদন কমলকং শিশো স্মরামি
স্খলদসমঞ্জসমুগ্ধং জল্পিতং তে॥"

এই উভয়ের যুগল মূর্ত্তি; দেবপ্রসাদ তাহার উপর হস্ত বুলাইতেছেন আর বলিতেছেন—

"So we grew together
Like a double cherry seeming parted
And yet a union in partition.
Two lovely berries moulded on one stem."

ঐ সেই পূর্ণ যৌবনের পরিপূর্ণ চিত্র। চুম্বন করিতেছেন, আর গাইতেছেন—

"উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং
সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি
বিভক্তং নব যৌবনেন॥"

এই সেই শিশু সন্তান অঙ্কে জননী-মূর্ত্তি—নিরীক্ষণ করিতেছেন আর বলিতেছেন—

"অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতিবধ্যতে॥"

দেবপ্রসাদ শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চাহিলেন, তাঁহার শূন্য নয়ন পূর্ণ হইয়া উঠিল;—দেয়ালে স্বর্গ-সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া অরূপা। সেই নিতম্ব-চুম্বিত কেশদাম, কিন্তু অধিকতর চিক্কণ; সেই প্রেমাবেশপূর্ণ নয়ন, কিন্তু অধিকতর উজ্জ্বল; সেই গোলাপ-বিনিন্দিত বর্ণ, কিন্তু অধিকতর কোমল; সেই সুরসাল অধরপত্র, কিন্তু অধিকতর তৃষ্ণাকর; সেই পরিপাটী পরিধেয়, কিন্তু অধিকতর অসূক্ষ্ম; পুষ্পহার রত্নহার বলয় কঙ্কণে অরূপা কক্ষ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। সহসা দীপ নিবিয়া গেল, অরূপা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৈলচিত্র স্থূলবর্ণে স্থূলতা বুঝাইতেছিল। ফটোগ্রাফ আলোক আঁধারের রেখা, দর্শনগ্রাহ্য ছায়া-মাত্র। দেয়ালে এ কি? সজীব ছায়া—ছায়া কোথায়? জীবন্ত কায়া। দেবপ্রসাদ বলিতে লাগিলেন "দেবি, অরূপা, ছলনা করিও না, তোমাকে ছুঁইতে দেও, তাপিত বক্ষে ধরিতে দেও; দিদি তোমাকে "বউ" বলিয়া ডাকিতেছে, এস; বাবা তোমাকে "বউ মা" বলিয়া ডাকিতেছেন, এস; খোকা তোমাকে "মা" বলিয়া কাঁদিতেছে, এস।" অঙ্গরাখা উন্মুক্ত করিয়া বালক যেরূপ জলে ঝাঁপিয়া পড়ে, দেবপ্রসাদ এই তুচ্ছ দেহ তেমনি অবাধে ত্যাগ করিয়া দেয়ালে অরূপার রূপসাগরে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত—ধরিলেন, চুম্বন করিলেন; "সব আছে সে কোথায়?" তিনি কাহারও স্পর্শ অনুভব করিতে পারিলেন না; ঐ কক্ষের সম্মুখে মুক্ত বারেন্দায় আসিয়া ডাকিলেন—"ভানুসিং!"

তখন ঊর্দ্ধ আকাশের উজ্জ্বল চন্দ্র, কিরণ-রেখায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে ; দূরে দূরে উচ্চ বৃক্ষশাখায় বসিয়া উন্মত্ত যুগল পক্ষী, কানন কান্তার প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তরে ডাকিতেছে— "বউ কথা কও।" অদূরে কুণ্ডলার পার্শ্বে "রূপসী" বিল। বিল হইতে পদ্মগন্ধ ছুটিয়া আসিতেছে। বায়ুহিল্লোলে পদ্মপত্র চকিতে উলটিয়া চকিতে সুস্থ হইতেছে—বোধ হইতেছে যেন কোন জলদেবী প্রকৃতি-পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নূতন তত্ত্ব পাঠ করিয়া সকৌতুকে তাহা আবরিয়া রাখিতেছেন।

দেবপ্রসাদ আবার ডাকিলেন "ভানুসিংহ!"

ভানুসিং। হুজুর।

দেবপ্রসাদ। এই সমস্ত ছবি লইয়া যাও, সুন্দরকে যথাস্থানে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিতে বল। এলবাম ফুলের তোড়ার তলে ডুবাইয়া রাখিও—সেই স্থানে।

ভানুসিংহ চিত্র এবং এলবাম লইয়া চলিয়া গেল।

গৃহশূন্য দেবপ্রসাদ অরূপার নিদর্শনপূর্ণ শূন্য কক্ষে বসিয়া উন্মাদের ন্যায় বলিতে লাগিলেন "সব আছে সে কোথায়?"

"সে কোথায়" শব্দ "বউ কথা কও" ধ্বনির সঙ্গে অনন্ত আকাশে মিশিয়া গৃহশূন্যের অসার সংসার আরও শূন্যময় করিয়া তুলিল। রূপসী বিলের কেন্দ্রস্থলে একখানি গৃহে এক দিকের বিংশ বাতায়ন-পথে একই আলোক বিংশ দর্পণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। গৃহশূন্য দেবপ্রসাদ শূন্যদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রতনমণি ম'শায় ও দেবপ্রসাদ।

এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, রতনমণি ম'শায় এক দিনও দেবপ্রসাদের সঙ্গে বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিবার সুবিধা পাইলেন না। দেবপ্রসাদ এই ঘরে, এই বাহিরে, এই কুণ্ডলার কূলে, এই রূপসী বিলে; আহারের সময় ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছে; জলের গ্রাসে আরম্ভ, জলের গ্রাসে শেষ; ভাতের থাল যেমন আসে, প্রায়ই তেমনি যায়; দুধের বাটী ধরিয়া "খোকা খাবে এখন" বলিয়া চলিয়া যান। প্রসঙ্গ তুলিবার সুযোগ কোথায়?

বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন অপরাহ্ণে অতিশয় ঝড় বৃষ্টির আয়োজন হইল। উত্তরের মেঘ না বর্ষিয়া নিরস্ত হয় না; মেঘ মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দুরু দুরু গুরু গুরু শব্দে তাহার অভিযানের দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছে; বায়ু স্তম্ভিত হইয়াছিল, ঝড় নিমেষে উঠিয়া মেঘ উড়াইয়া লইল। বিশ্বচিত্রকর বিমান-পটে বর্ণ পরীক্ষা করিতেছেন; কাল, নীল, ধূমল, পিঙ্গল, অমিশ্র এবং মিশ্রবর্ণের সুদীর্ঘ মসলিন উলটিয়া পালটিয়া উড়িয়া যাইতেছে। বৃক্ষগুলি কম্পিত-জটা-মৌলী চৈত্রের সন্ন্যাসীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল; বাতাস বৃষ্টিধারার বেগ বাড়াইয়া দিল; বৃষ্টিধারা বাতাসকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিল। দেবপ্রসাদ আপন কক্ষে বন্দী হইয়া রহিলেন।

তখনও প্রদীপ জ্বালিবার সময় হয় নাই। রতনমণি ম'শায় ধীরে ধীরে দেবপ্রসাদের কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

রতনমণি। এখানে দাঁড়াইয়া রূপসী বিল কি সুন্দর দেখা যাইতেছে।

দেবপ্রসাদ। আমিও তাই দেখিতেছিলাম। পদ্মের পাতাগুলি যেন মাথা এদিক ওদিক নিয়া বলিতেছে আর ভিজাইও না।

রতনমণি। পদ্মের পাতার যে দশা, তোরও সেই দশা ; এত বৃষ্টি, ভিজে কই ? বাবা বলিতেছেন, আমি বলিতেছি, পাড়া পড়শী সকলে বলিতেছে, তুই ত ভিজিস্ না, কেবল মাথা এদিক আর ওদিক। বলি কি, আর দেরী করিয়া কাজ নাই, জ্যৈষ্ঠের দশই দিন ভাল, সেই দিন বউ ঘরে আনি। এমন আঁধার বাড়ীতে কি থাকা যায়, যে বাড়ীতে শাঁখা নাই সে বাড়ী শ্মশান।

দেবপ্রসাদ। কেন আমি ত বেশ আছি।

রতনমণি। বেশ যত, তা ত আমি দেখ্‌তেই পাচ্ছি। বাবা বল্লেন, তুই কেশব সেনের দল, সে দলে না কি বউ ম'লে বিয়ে কর্ত্তে নাই। আমি সে দলের একজনের কথা শুনিয়াছি, পর পর চার বিয়ে।

দেবপ্রসাদ। চার, পাঁচ, দশ হোক, তাতে আমার কি ? দিদি, জন্ম একবার, বিবাহ একবার, মৃত্যু একবার।

রতন। জন্ম মৃত্যু এক বার বই দুই বার নাই, কিন্তু বিবাহ বহু বার, হিন্দু মুসলমান সকল সমাজে।

দেব। স্ত্রীলোকের পক্ষে ? হিন্দু সমাজে ? কি বল দিদি ?

রতন। একবার ; (উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম করিয়া) স্ত্রীলোকের এক পতি।

দেব। তবে পুরুষেরও একবার, পুরুষের এক স্ত্রী।

রতন। স্ত্রীলোক আর পুরুষ কি সমান ?

দেব। এ বিষয়ে সমান বই কি ? ধর্ম্ম উভয়েরই এক।

রতন। ধর্ম্ম এক শাস্ত্র অনেক ; লোকাচার আরও অনেক। সংসার করিতে হইলে শাস্ত্র ও লোকাচার মানিতে হয়।

দেব। আমার আর সংসার করিবার ইচ্ছা নাই।

রতন। দেখ্ দেবু, এ কথা বাবার মুখে হইলে শুনাইত ভাল; তুই ছেলে মানুষ; বউ কার না মরে, ঘর সংসার সকলেই করে। বাবা আজ আছেন, কাল নাই; তুই বিয়ে না করিলে যে সব যায়। বাবা কাশী বিশ্বনাথ ভুলিয়া তোর বিয়ের জন্য বাড়ী আছেন। তোকে ছোটটী মানুষ করিলাম, আজ তোর কাছে বিশ্বরূপ দেখিলাম।

কত নদ দেখিলাম, নদী দেখিলাম,
দেখিলাম কত ধেনু।
কত আমার মত মা যশোদা,
কত তোমার মত কানু॥

তোর পেটে এত কথা, বিধবার বিয়ে নাই বলে কি মৃতদারের বিয়ে নাই?

দেব। দিদি, কি করি, তুমিও শোন, আমিও শুনি, সেই পরিচিত গলায় কে বলে—"বিবাহ কর"; আমি ত পারি না।

রতন। পার্‌তে হয়, পার্‌তে হবে। "পাঁঠার ইচ্ছায় ঘাড়ে কোব?"

দেব। বলি দেওয়া ভাল, তবু বিবাহ ভাল নয়।

ভগ্নী ভাইর হাত ধরিয়া মিনতি আরম্ভ করিলেন, কাঁদিয়া কোল ভাসাইলেন, ভাই বলিলেন,—

"তবে সময় দেও ভাবিয়া দেখি।"

ভগ্নী। কত দিন?

ভাই। এক মাস।

ভগ্নী। এক পক্ষ।

"আচ্ছা তাই হবে" বলিয়া দেবপ্রসাদ ভগ্নীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ম'শায় রতনমণি—দেওয়ান রঘুনাথ।

বামা ঝি আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইল, তখন বেলা পাঁচটা। রতন-মণি ম'শায় আহার করিয়া মুখশুদ্ধি করিতে বসিয়াছেন। খোকা মস্‌লার ডিবা খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

খোকা। মা আন্‌ছ ?

বামা। বলিস্ কি পাগল, আমি যে মা আন্‌তে গিয়াছিলাম, তা তুই বুঝলি কি ক'রে ?

রতনমণি। কাঞ্চনতলা হ'তে কখন এলি ? মেয়ে কেমন দেখ্‌লি ? —দেওয়ানজি ?

বামা। এই ত এলেম ; মেয়ে কাণা, খোঁড়া, বোবা ; দেওয়ান-জি বাহির বাড়ী।

রতন। তোর রঙ্গ শুন্‌তে চাই না, সত্যি বল বউ (শ্রীবিষ্ণু) মেয়ে কেমন ?

বামা। সত্যি বল্‌ব, রূপ দেখে লক্ষ্মী পালিয়েছেন, গুণ দেখে সর-স্বতী গলায় দড়ী দেছেন।

রতন। তবু মরণ, বল্ শিগ্‌গির।

বামা। বল্‌ব কি দিদি ঠাকুরুণ, তুমি দেওয়ানজিকে বলেছিলে, মেয়ের মার খবর নিও, বোন্‌গুলিকে দেখো, খেলার সাথীগুলিকে ডেকো, পড়শীর কাছে জেনো ? দেওয়ানজি ত দেওয়ানজি ? খুব খাওয়া আর খুব ঘুম। আম কাঁটাল গুলে দিলে আর দাঁতের ভরসা রাখে না—মুখে ও পেটে একাকার।

রতন। চার কাম্‌কা এক কাম, কুছ নাহি কিয়া। তুই ?

বামা। আমি নাড়ী নক্ষত্র সব দেখেছি, লেখা পত্র সব এনেছি। দেখ্‌বে। (পত্র বাহির করিয়া দিল)

রতন। আখরগুলি ত বেশ, গোলগোল ছোট খাট।

বামা। মেয়েও ঐ জানবে, গোলগোল ছোট খাট। না ছোট নয়, মস্ত, সমস্ত মেয়ে। মা গয়না পত্র, শাড়ী পত্র পরিয়ে মেয়ে নিয়ে এলো। মেয়ে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা চিন্‌বে দানে,
ঘোড়া চিন্‌বে কাণে,
মুক্তা চিন্‌বে ভাসায়ে,
ক'নে চিন্‌বে হাসায়ে।

আমি বল্লেম, "কি গো মা, তুমি কি কাণা ? খুকুমণি বুঝি হাঁট্‌তে জানে না। মেয়ে হেসে ফেল্লে। শাস্তরে ঠিক বলেছে "ক'নে চিন্‌বে হাসায়ে"। দেখ্‌লাম, দাঁত মুক্তার মত, হাসিতে যেন বাঁধুলী ফুল ঝরে গেল, হাসি বটে, শব্দটী নাই। হাঁটিয়ে দেখেছি, কি সুন্দর! বাহবা মেয়ে, আমি আপন হাতে চুল খুলে দিলাম, মেঘের বরণ চুল, পা ছুঁয়েছে বল্লে হয়; বাহবা রং, একেই বলে কুচ বরণ ক'নে। মুখের ছাঁদ খোকার মার মতন। দিদি, দশই পার হ'তে দিও না। আমি এখনি দাদা বাবুকে রূপের কথা বলি গিয়ে, সব পাগলামো ঘুচে যাবে এখন।

রতন। রাখ্‌ রাখ্‌ দেওয়ানজিকে ডাক্‌ আগে।

ইত্যবসরে দেওয়ানজি, আপরাহ্নিক কার্য্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। রামায়ণ খানা লইবেন—এ বাড়ীতে ভূতের কথা উঠিয়াছে;

অবধি রামায়ণ দুইবেলা সাথের সাথী, রামায়ণ কাঞ্চনতলা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছে—এমনি সময় বামা সংবাদ দিল,—দিদি ম'শায় দেওয়ানজিকে ডাকিয়াছেন।

দেওয়ানজি, রতনমণি ম'শায়ের তুল্য বয়স, তবে একটু অগ্রে বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। দেওয়ানজি আসিয়া আসন লইলেন। কন্যা দেখিতে যাইবার সময় "নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং" "বিধবা বন্ধ্যেরেখেণ" "মধ্যে চ পুষ্টা" "সুভ্রূ সুশীলা" ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া গিয়াছিলেন; দেওয়ানজি পুনরায় ঐগুলি মনে মনে আবৃত্তি করিলেন। রতনমণি ম'শায়,—কি জানি যদি কন্যা-পরীক্ষার শাস্ত্র কথা উঠিয়া পড়ে। দেওয়ানজির সঙ্গে দেবপ্রসাদের শ্যালক হরলালও আসিয়াছেন। ভগ্নীর মৃত্যুর পর হরলাল সবে তিন দিন এখানে।

রতন। মেয়ে কেমন দেখ্‌লেন?

দেওয়ানজি। মেয়ে পরমা সুন্দরী, দেখ্‌তে আমাদের বউমা যেমন ছিলেন অনেকটা তেমনি। বৌমার শোক ভুলাইয়া দিয়াছে, থুঁ।

রতন। তা বল্‌বেন না, তা কি ভোলা যায়, নামে অন্নপূর্ণা, কাজেও অন্নপূর্ণা, তার সমান কে? এক দিন বলেছি, রাঙ্গাবউ রান্তে যাবে, আঁচল কোমরে গুঁজে যেও; একদিন বই দুদিন বল্‌তে হয় নাই; দেবতার 'আগ' রেখে সামগ্রী ভাঁড়ারে তুলো, এক দিন বই দুদিন বল্‌তে হয় নাই; সন্ধ্যায় আপন হাতে প্রদীপ জ্বেলো, এক দিন বই দুদিন বলতে হয় নাই; আর কত বল্‌বো। রান্নার কথা বল্‌লে বউ আমার নেচে উঠ্‌তো, রাঁধতেন ই বা কি অমৃত?

হরলাল দৌড়িয়া উপরে চলিয়া গেল, ফ্রেমে আঁটা একখান পত্র আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

দেওয়ানজি। ক্রেমে ও কার পত্র ?

হরলাল। দাদা বাবুর এক ঢাকাই অরুন্তুদ, মুর্ম্মুরদাহ দলের বন্ধু পত্র লিখিয়াছিলেন; দাদা বাবু ঐ পত্র ক্রেমে এঁটে রেখেছেন—

রতন। তোর কথাই যে বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

হরলাল। পারিবে কি, ও শব্দাম্বুধির অমূল্য রত্ন, হিন্দি রামায়ণ হার মেনেছে। নাই বা বুঝ্‌লে, পত্রখানা শোন, দিদ্বি কেমনং রাস্তেন।

প্রিয় দেব,

তোমার গৃহিণীর হস্তের ইচড়ের অর্থাৎ অপক্ক পনসের ব্যঞ্জন আহার করিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। যখন সম্মুখে সেই ব্যঞ্জনের পাত্র উপস্থিত হইল, তখন চাক্ষুস প্রত্যক্ষে ভ্রান্তি ; যখন উহাতে হস্ত প্রদান করিলাম, তখন ত্বাচ প্রত্যক্ষে সংশয় ; যখন জিহ্বায় গ্রহণ করিলাম, তখন রাসন প্রত্যক্ষে উপলব্ধি। মাংসের ব্যঞ্জন বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। কি উপাদেয়। পুনরায় যাইব, অবধারিত। পুনরায় ঐ ব্যঞ্জন আহার করিয়া সুখী হইব।

তোমার

শ্রীবঙ্গচন্দ্র।

দেওয়ানজি। ও ইচড়ের দালনা, মাংস বলে ভ্রম হইয়াছিল, সোজা কথায় লিখ্‌লেই ত হ'তো।

হরলাল। সে মুল্লুকের পণ্ডিত লোকেরা সোজা কথা ভালবাসে না ;—মুখে মুখে অমরকোষ।

দেওয়ানজি। তা ভাল, বউমা অমৃতই রাঁধিতেন বটে,—থু।

হরলাল। আপনি বুঝি কথার বিচি না ফেলে কথা কইতে জানেন না।

রতনমণি ম'শায়ের মুখের অগ্রে আসিতেছিল—

"ছোটে বদন বাদ বড় কহসী।"

তিনি সাবধান হইয়া গেলেন, হরলালকে তিরস্কার করিলেন, হরলাল ওখানে আর তিষ্ঠিল না।

রতনমণি। যে বউ গিয়াছে সে আর আসিবে না। রাজলক্ষ্মীর স্বামী কি বলিলেন?

দেওয়ানজি। পরী টরীর কথা তিনি ধল্লেন না; বল্লেন, মেয়েকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি লিখিয়া দিতে হইবে: এক পুত্র ওদিকে, এদিকে যে সব সন্তান হবে তাদের ত চাই। আরও দুই চারি স্থান হইতে মেয়ে দেখিয়া গিয়াছে।

রতনমণি। আগেই কালনেমির লঙ্কা-ভাগ, এ কেমন কথা। লিখিয়া দেয় কে?

দেওয়ানজি। কেন কর্ত্তা।

রতন। তবে কি আপনি ঐরূপ কিছু ব'লেছেন?

দেওয়ানজি। কিছু বলি নাই, যেরূপ ভাব, তাঁরা ঐরূপ একটা লেখা পড়া না হলে মেয়ে এখানে বিয়ে দেবেন না।

তা দিতেই হবে, জানেন তো আমার নাম রতনমণি ম'শায়, আপনিই নাম দিয়েছেন। রাবণ অঙ্গদকে বলিয়াছিল—

"গুরু সুমেরু সমূল হিলাওয়ে
ক্ষুদ্র মক্ষিকা জৌন।"

*   *   *   *   *

তা কি মনে আছে ছাই; বাবা কাণপুর থাকৃতে বাঙ্গালী অঙ্গদ রায়বার হিন্দি করিয়ে নিয়েছিলেন; সাহেবকে শুনাতেন; তাঁর মুখে আমি শিখেছি, সে কি আজকার কথা?

গুরু সুমেরু সমূল ছিলাওয়ে
ক্ষুদ্র মক্ষিকা কৌন।
উদয় হোত খদ্যোত চন্দ্রকো পাত
হোয়ে ছিন গৌণ॥
মহা দুরাচারী খল নরকো
পাবন হোয়ে শরীর।
খগপতি ভাগ লেয় বায়স হরি
করি বল জোড় গম্ভীর॥
সহজে ত্যাগ দেয় নিজ পতি কো
সতী শিরমণি ভীয়।
তো রাবণ হি জিতকৈ, শুন রে কপি,
লে হেঁয় রাম স্ব সীয়॥

বাঙ্গালায় আছে "রাবণ জিতে সীতা নিতে নারবে রঘুনাথ।" ও মেয়ে আমার হাত ছাড়াইয়া লইবার কাহারও সাধ্য নাই।

রতনমণি ম'শায় তর্জ্জনীতে তাল রাখিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে-ছিলেন, হাতে তালি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেওয়ানজিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এতক্ষণ "অনাথের নাথ রাম অধমতারণ" পড়িতে পড়িতে তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা বহিতেছিল, রতনমণি ম'শায়ের মুখে হিন্দি আবৃত্তি তিনি অতি মিষ্ট শুনিলেন।

এদিকে রতনমণি ম'শায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন দেওয়ানজিকে ভেদ করিতে লাগিল।

দেওয়ানজি বলিলেন, "আপনি সব করতে পারেন।"

রতনমণি। পারি বই কি? রাজলক্ষ্মীকে মেয়ে সাধিয়া দিয়ে যেতে হবে। উমাপতি, সে ত রাজলক্ষ্মীর গোলাম।

দেওয়ানজি। আমার কি করিতে হইবে?

রতনমণি। আপনার আর কিছুই করিতে হইবে না, আপনি লেখা পড়ার একখানি মুশাবিদা করুন।

দেওয়ানজি তাই করিবেন স্বীকার করিয়া আপন কক্ষে আসিয়া রামায়ণ পাঠে মন দিলেন। সে রাত্রি তাঁহার কাণে কোঠায় কোঠায় কাহার পায়ের শব্দ বড় উচ্চ শুনাইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভূগোল অধ্যাপন—মনের মানচিত্রে।

কাঞ্চনতলা কুণ্ডলার তীরবর্ত্তী একখানি ক্ষুদ্র পল্লী;—ভাগবৎপুর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণে;—প্রতিষ্ঠা শতবর্ষের অধিক হয় নাই। প্রাচীন পল্লীর ন্যায় উহার বসতি বিশৃঙ্খল নহে। পূর্ব্ব দিকে বলয়াকারে কুণ্ডলী; কুণ্ডলার দক্ষিণ তীরে শস্যক্ষেত্র; এই শ্যামল শস্যক্ষেত্র সম্মুখে লইয়া কাঞ্চনতলার সরল পংক্তিবদ্ধ বসতি; একটী শুভ্র উচ্চপথ সুদীর্ঘ উপাধানের ন্যায় উভয়কে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে।

সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। সৌরকর, মৃদু পবন হিল্লোলে শ্যামল শস্যক্ষেত্রে দ্রব-সুবর্ণের তরঙ্গ তুলিয়াছে। উমাপতির অন্তঃপুরের পশ্চাতে উভয় পার্শ্ব হইতে সোপানবদ্ধ গুবাক বৃক্ষ, সৈনিক-পংক্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উহাদের ঘন সন্নিবিষ্ট বক্রাকার শিরোরেখা, সৌরকরে উন্নত সুবর্ণ ধনুর ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। গুবাক বৃক্ষশ্রেণীর কাণ্ডে কাণ্ডে বিচ্ছিন্ন সূর্য্যরশ্মি, তাঁহার অন্তঃপুরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্বর্ণরেখ শতরঞ্চ পাতিয়া দিয়াছে। অদূরে দুই একটী খর্জ্জুরবৃক্ষ শিরে সুবর্ণ ফল লইয়া লুব্ধ বালকদিগকে আহ্বান করিতেছে। উমাপতির

সমস্তই পর্ণকুটীর, পর্ণকুটীর সুবৃহৎ এবং পরিপাটী; বেত্রশিল্পে প্রত্যেক গৃহের বৃত্তিতে "রাম রাম" "হরে মুরারে" ইত্যাদি পুণ্যশ্লোকের একাধিক চরণ রচিত হইয়াছে; ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা বর্ণের কাপড়ের ছাপ কবাটের গাত্রে শোভা পাইতেছে। অঙ্গন পরিচ্ছন্ন; উহাতে প্রক্ষিপ্ত সিন্দূর-বিন্দু তুলিয়া লও, দেখিবে তাহা মলিন হয় নাই। এই পরিষ্কৃত অঙ্গনে পল্লীবালকগণ গুবাকপত্রে এক এক জন ক্রীড়া সহচরকে তুলিয়া দ্রুত সঞ্চালনে পল্লীসুলভ শকটারোহণের সরল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। কোন বালক আম্রবীজে বংশীধ্বনি করিতেছে।

অন্তঃপুরের এই পরিষ্কৃত অঙ্গনের পার্শ্ব বহিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে; এই পথের অদূরে বসিয়া স্বর্ণরেখা তাহার মাতার পূজার জন্য দূর্ব্বা তুলিতেছে। স্বর্ণরেখার সর্ব্ব শরীরে সূর্য্যরশ্মি অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইয়াছে। সুখস্পর্শের মোহে পড়িয়া সূর্য্যদেব যেন বিদায়গ্রহণে বিলম্ব করিতেছেন। স্বর্ণরেখার চম্পকতুল্য কোমল অঙ্গুলী শ্যামল দূর্ব্বা চয়ন করিতেছে; পত্রে পত্রে পরিচ্ছন্ন দূর্ব্বা গুচ্ছে গুচ্ছে নিবদ্ধ হইতেছে।

এই সময়ে অদূরে অন্তরালে সান্ধ্য সমীরণে বিরহ-বিধুর একটী বংশীধ্বনিতে গীত হইতে লাগিল—

"বাজিল শ্যামের বাঁশী
রাই বলে সই নিকুঞ্জ বনে।
বাজিল শ্যামের বাঁশী, মন হ'ল উদাসী
চল গো মোরা হইগে দাসী
শ্যাম-চরণে।"

সঙ্গীত শ্রুতপূর্ব্ব, স্বর পরিচিত। দূর্ব্বা ছিন্ন হয়, ছিন্ন হয় না; গুচ্ছ বদ্ধ করিবার জন্য উভয় হস্ত মিলিত হয়, মিলিত হয় না। ওদিকে,

বংশীতে সঙ্গীত; সঙ্গীতে সুতান; এদিকে নখাগ্রে নৈপুণ্য; করে আলস্য; স্বর্ণচুড় চুম্বিত বাহুলতার শ্লথ উত্থান পতনে একটী মধুর তাল বাজিতেছে।—দূর্ব্বা অমর, মৃত্যুতে অশোক—স্বর্ণরেখার শ্লথ হস্ত দুর্ব্বালতার ছিন্নশির লইয়া যেন মনানন্দে, কোন ছন্দোবদ্ধ কাব্যের বর্ণ যোজনা করিতেছে। বংশীধ্বনি সূর্য্যাস্ত উত্তীর্ণ হইল, দুর্ব্বাচয়ন নিত্যকার সময় অতিক্রম করিল, স্বর্ণরেখা সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালিবার জন্য গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

উমাপতির তিন কন্যা—স্বর্ণরেখা, শ্যামলা এবং সুরূপা; পুত্র নাই। তাঁহার গৃহে দীর্ঘনিশ্বাস বহু। কি জানি কেন, গরু আছে, দুধ নাই; গাছ আছে, ফল নাই; পুকুর আছে, মাছ নাই; বাগান আছে ফুল ফোটে বটে, কিন্তু কীটে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। এই সমস্ত দীর্ঘ নিশ্বাস নিমজ্জিত করিয়া তিন কন্যা গৃহ উজ্জ্বল এবং আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছে। স্বর্ণরেখা জ্যেষ্ঠা—পিতা, জ্যেষ্ঠা কন্যা দেবপ্রসাদকে সমর্পণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে বর অনুসন্ধানে কন্যার সামাজিক রীতিসম্মত বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যায়; স্বর্ণরেখার চতুর্দ্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে; শ্যামলা একাদশ, সুরূপা দশম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

শ্যামলা এবং সুরূপা ভগ্নীর ভরসায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালে নাই। স্বর্ণরেখা আসিয়া প্রদীপ জ্বালাইল, শয়নগৃহ হইতে পূর্ব্ব পার্শ্বের পড়িবার ঘরে প্রদীপ লইয়া চলিল। উজ্জ্বল আলোক, প্রসন্ন মুখশ্রী। প্রতিপদক্ষেপে হস্তধৃত দীপশিখা আন্দোলিত হইয়া উজ্জ্বল মুখশ্রীর মঙ্গলারতি করিতেছে। পড়িবার গৃহের দ্বারে আঁধারে দাঁড়াইয়া অনিলকুমার,—প্রদীপ এবং প্রসন্নমুখ—কে কাহার শোভা বৃদ্ধি করিতেছে অনিমেষদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছেন।

স্বর্ণরেখা। আপনি যে দীপ জ্বালিবার আগেই আসিয়াছেন।

অনিলকুমার। ফু।

প্রদীপ নিবিয়া গেল। স্বর্ণরেখা আবার শয়নগৃহ হইতে দীপ জ্বালিয়া আনিল; আবার ফু। আবার জ্বালিয়া আনিল; আবার ফু। তিন ফুতে আনন্দ কৌতুক-স্ফীতা স্বর্ণরেখা ডাকিয়া বলিল, "শ্যামলা দীপটী জ্বালিয়া আন ত, বাতাসে বাতি নিবিয়া যায়।"

শ্যামলা। তা আনিতেছি দিদি, অনল মানে আগুন, অনিল মানে বাতাস। উনি বড় দুষ্টু।

অনিল। তুই এনে দেখ্, নিবাব না।

শ্যামলা। তবে আমি আনিব না।

সুরূপা। দিদি, আমি লইয়া যাইতেছি। সুরূপা বুকে আড়াল দিয়া বাতি পড়িবার ঘরে লইয়া গেল; অনিল বাবু তাহা নিবাইলেন না।

বাবু অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় কাঞ্চনতলার একজন ডাক্তার, এই পরিবারের দূরসম্পর্কিত আত্মীয়, অতিশয় বাৎসল্যের পাত্র, এই বালিকাত্রয়ের অবৈতনিক শিক্ষক।

তিন ভগ্নী এক তক্তপোষে প্রদীপের তিন দিকে বসিয়া পড়িতেছে, অদূরে অনিল বাবু চেয়ারে বসিয়া তিনটী বালিকার পঠন-ছন্দের তালে তালে আন্দোলনোদ্ভাসিত নব নব সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবৈতনিক শিক্ষকতা করিতেছেন। অবৈতনিক মিথ্যা কথা; তাঁহার মনে হইতেছে এই বালিকাদের উচ্চারিত এক একটী শব্দ শুনিবার মূল্য পাঁচ পাঁচ টাকা। তক্তপোষের এককোণে স্বর্ণরেখার একটী বিড়ালছানা এক খণ্ড কাগজ পা এবং মুখে দ্রুত ধরিয়া ছাড়িয়া খস্ খস্ শব্দ তুলিতেছে, উহার মা "মণি বিড়াল" অদূরে বসিয়া আপন মনে গা চাটিতেছে। অলক্ষ্মী একবার গৃহে উঁকি দিয়া আপন কাজে চলিয়া গেলেন।

শ্যামলা পড়িতেছে "চতুর্দ্দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত জলভাগকে হ্রদ কহে, চতুর্দ্দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত জলভাগকে হ্রদ কহে।"

অনিল। ভারতবর্ষের একটী হ্রদের নাম বল ত ?

শ্যামলা। চিল্কা।

অনিল। বল ত মানুষের মুখ যদি ম্যাপ হয় তবে তাহাতে হ্রদ কি ?

শ্যামলা। সোণা দিদির চোক। সে দিন তাঁর বিড়াল ছানাটা ওপাড়ার বেণু লইয়া গিয়াছিল, ও মা, চোক না চিল্কা হ্রদ।

সুরূপা। তাইত, যখন বড় দিদির চোকের জল গড়াইয়া পড়িল ঐ ত তবে নদী

শ্যামলা। দিদি, ম্যাপ তবে ছিঁড়িয়া ফেলিব না কি ?

স্বর্ণরেখা। আজ আর পড়া টড়া হয় না দেখিতেছি। আমি তবে যাই।

অনিল। যোজক ?

শ্যামলা গমনোদ্যত স্বর্ণরেখার গলা জড়াইয়া বলিল, "সোণা দিদি", এইত সুয়েজ যোজক।

অনিল। অন্তরীপ ?

তিন ভগ্নী ইতস্তত করিতেছিল। অনিল বাবুর সাহসে কুলাইল না, তিনি ক্রমে স্বর্ণরেখা এবং শ্যামলার দিকে চাহিয়া সুরূপার চিবুক ধরিয়া বলিলেন "এই অন্তরীপ, তোর মাথাটা যে জঙ্গলী পাহাড়ের মত হইয়া আছে, চুল বাঁধবি না ?"

সুরূপা, "এই পাহাড়" বলিয়া অনিলকুমারের উচ্চ নাসিকা স্পর্শ করিল; তাহার বয়সের অনুপাতে সুদীর্ঘ কেশদাম মুখের দিকে উল্টাইয়া আনিয়া আবার পৃষ্ঠে ফেলিয়া দিল;—পলকে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় অস্তের এক উত্তম অভিনয় হইয়া গেল।

এই সময় রাজলক্ষ্মী আসিলেন, বলিলেন, "অনিল, ভাগবৎপুরের দেওয়ানজী আসিয়াছিলেন।"

স্বর্ণরেখা উঠিয়া গেল। শ্যামলা ও সুরূপা মার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; মা মেয়েদ্বয়কে বলিলেন, "তোরা পাণগুলি সেজে বিছানা করে রাখ্‌ গিয়া দেখি ?"

শ্যামলা ও সুরূপা অনিচ্ছায় চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী। অনিল, এ বিষয়ে তুমি কি বল ?

অনিল। কাকা কি বলেন ?

রাজলক্ষ্মী। তাঁর ত খুব ইচ্ছা; ভাল ঘর, টাকা কড়ি অনেক, স্বর্ণ আমার সুখে থাক্‌বে।

অনিল। তবে টাকশালের সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না, যাক্‌, দেবপ্রসাদ বাবুর স্বভাব চরিত্র—তিনি প্রায়ই রূপসী বিলে নৌকায় থাকেন। লোকে অনেক কথা বলে।

রাজলক্ষ্মী। তা ত শুনি নাই, পরী পাওয়ার কথা শুনিয়াছি। আমার ওসব কথায় বিশ্বাস হয় না। ও বাড়ীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আছে। রতনমণি দিদি আমাকে বড় ধরেছেন।

অনিল। পরী নয় বৈরী। যা ভাল, করুন, কাকা কিছু জানেন না ?

রাজলক্ষ্মী। হয় ত জানেন, মানেন না। তিনি আমার মত জান্‌তে চান, আমি মত দিলে তাঁর অমত হবে না।

অনিলকুমার রাজলক্ষ্মীর মনে সন্দেহ ঢালিবার যত্ন করিলেন; কথা কিছু আড়ষ্ট হইয়া আসিল, যুক্তি অসংবদ্ধ হইয়া পড়িল।

রাজলক্ষ্মী আপনার কন্যার বিবাহের প্রসঙ্গ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিবাহের কথা যে শুনিয়াছিলাম তাহার কি হইল ?"

অনিল। কিছু না; আজ যাই, কাল দেবপ্রসাদ বাবুর কথা জানিয়া বলিব।

অনিল বাবু অবিলম্বে বিদায় লইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রণয় পরীক্ষা।

আহারে প্রহর রাত্র উত্তীর্ণ হইয়া গেল। উমাপতি স্ত্রী, কন্যা লইয়া অন্তঃপুরাঙ্গনের দক্ষিণদ্বারী গৃহে শয়ন করিয়া থাকেন। গৃহে চারিটী কক্ষ, এক কক্ষে উমাপতি একা, বিদরী ও বালিশ। অপর কক্ষে রাজলক্ষ্মী, শ্যামলা ও সুরূপা এক শয্যায়। উহার পার্শ্বের কক্ষে স্বর্ণরেখা, তাহার পুস্তক, ছুঁচ সূতা, মণি বিড়াল ও তাহার বাচ্চা। চতুর্থ কক্ষে কতকগুলি তৈজস পত্র।

শ্যামলা ও সুরূপা শয্যা স্পর্শমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; মুখ অনাবৃত, কে যেন যুগল গোলাপগুচ্ছ শুভ্র শয্যায় রাখিয়া গিয়াছে। রাজলক্ষ্মী সংসারের সমস্ত কার্য্য সারিয়া আগামী কল্যের আয়োজন করিয়া শয়ন করিলেন। স্বর্ণরেখা তাঁহারও পরে, শয্যায় পৃষ্ঠ রাখিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল, নিদ্রা আসিল না, দুইবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল; দেবীর দয়া হইল না; বালিকা বালিশ ক্রোড়ে টানিয়া লইল; বাঁশীর সুর আসিয়া বালিশ ও বুকের মধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিল। চক্ষুর কবাট এই রুদ্ধ হইয়া আসে, আবার এই খুলিয়া যায়; কর্ণ এই অচেতন হইয়া পড়ে, ঐ কি সব শুনিতে পায়। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, তখনও কক্ষের প্রদীপ নিবিয়া যায় নাই; স্বর্ণ বুকের উপর করযুগল

স্থাপন করিল; সময়-সাপেক্ষ মাতৃ মঙ্গলার যুগল নৈবেদ্যের পার্শ্বে যুগল কমল-কলিকা শোভা পাইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে প্রদীপ নিবিয়া গেল। ধীরে ধীরে একটী যুবতী কক্ষে প্রবেশ করিল, স্বর্ণরেখার দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

স্বর্ণরেখা। কে?

যুবতী। আমি।

স্বর্ণ। আমি কে?

যুবতী। কেন, চেন না, এই যে আমি।

স্বর্ণ। আমি কি নাম, না পরিচয়?

যুবতী। নামও নয়, পরিচয়ও নয়, চিন্‌তেই পারলে না, আমি ত তোমার সঙ্গেই ঘরে আসিয়াছি।

স্বর্ণরেখার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তথাপি ভয় দমন করিয়া বলিল, "কই, আমি ত দেখি নাই।"

যুবতী হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "সন্ধ্যার আগে হইতেই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে; দূর্ব্বা তুলিলে, অনিল বাবুর বাঁশীর গান শুনিলে, ভূগোল পড়া হইল। অনিল বাবু তোমাকে খুব ভালবাসেন, তুমিও তাঁকে খুব ভালবাস? কেমন?"

স্বর্ণরেখার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বালিকার হৃদয়ে প্রেমের প্রথম উন্মেষ—ভূগর্ভে হীরকের সৃষ্টি; সাগর-গর্ভে রত্নের জন্ম; প্রভাততারার উদয় আলোক; নির্ঝরিণীর প্রথম গতি; স্বরোপিত বৃক্ষে ফুলের প্রথম আশা; শিশুর মুখে প্রথম বাক্-স্ফূর্ত্তি—অতি গোপন, অতি নূতন, অতি মধুর। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বর্ণ ভাবিতেছিল—অনিলকুমার ভাল লোক, শিক্ষক শুভাকাঙ্ক্ষী; এখন যেন সহসা অনুভব করিল, অনিলকুমার মনের মানুষ, হৃদয়ের দেবতা,

সর্ব্বশুভদাতা। স্বর্ণরেখা যেন চোর ধরা পড়িয়া লজ্জিত হইল। বলিল, "আপনি জানিলেন কি করিয়া।"

অরূপা। অচেনা লোকের উত্তর শুনিয়া কাজ নাই। স্বর্ণ, পাণ খাবে?

কস্তূরী, কেতকী, বেল, বকুল, আতর, গোলাপের গন্ধে গৃহ আমোদিত হইয়া উঠিল।

যুবতী দুটী খিলি তাহার হাতে তুলিয়া দিল। বলিল "এই পাণ দুটী খাও, উত্তম পাণ, মিষ্ট পাণ, এমন পাণ এ দেশে পাবে না; রূপসী বিলের নাম শুনেছ, সেই বিলের ধারে এক বরজে এই পাণ হয়। তিনি এই পাণ খান। তাঁকে দু'টী দিয়াছি, একটা আমি খেয়েছি, তোমাকে দুটী দিলাম। এই পঞ্চ পাণ, এই পঞ্চ প্রাণ, এক। তোমাকে পাইলে তিনি সুখী হবেন, তাঁর সুখে আমি সুখী হব। রাজি?

স্বর্ণ বালিশে মুখ লুকাইল, শয্যায় জড়সড় হইল।

শয্যা সহিত স্বর্ণরেখা গৃহের শিরোভাগ বিচ্ছিন্ন করিয়া উড়িয়া চলিল; রূপসী বিলে উত্তীর্ণ হইল; দেখিল, পার্শ্বে দেবপ্রসাদ; দেখিল পথের পাতায় পাতায় সেই যুবতী অরূপা লঘু পদক্ষেপে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। স্বর্ণ অরূপাকে কখনও দেখে নাই, রূপ গুণের কথা শুনিয়াছে। সেই শ্রুতরূপের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি; সেই শ্রুতগুণের জীবন্তমূর্ত্তি—ত্রিদিবের ইন্দিরা তুল্য, কৈলাসের গৌরী তুল্য, মর্ত্ত্যের পদ্মিনী তুল্য। লঘু ললিত এবং সহাস্য অরূপা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিতেছে, "এখন কেমন, মন উঠেছে ত? যদি না মজিয়া থাকে, তবে এই বিলে শয্যা সহিত বিসর্জ্জন।"

স্বর্ণরেখা ভয়ে মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী "কি কি কি মা" বলিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন, উমাপতি উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" স্বর্ণরেখা উত্তর করিল, "এই ঘরে অরূপা—আমাকে—রূপসী বিলে—বড় ভয়—দুটো পাণ।"

সত্যই দুটী পাণ শয্যায় পড়িয়া আছে। পাণের কি অপূর্ব্ব সৌরভ।

রাজলক্ষ্মী পাণ দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

স্বর্ণরেখা কাঁপিতেছে। রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, স্বর্ণরেখার মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। শ্যামলা, স্বরূপা জাগিয়া দিদির অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভোর হইবার পূর্ব্বেই অনিলকুমার আসিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। রোজা আসিয়া উচ্চমন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িতে লাগিল। স্বর্ণরেখার মূর্চ্ছার সময়ের ব্যবধান বাড়িল, কিন্তু রোগ আরোগ্য হইল না।

এখন দিনে অন্ততঃ একবার মূর্চ্ছা হয়, মূর্চ্ছার পূর্ব্বে মুখে শব্দ— "অরূপা", "রূপসীবিল" "বড় ভয়" "দুটী পাণ।"

উমাপতির কনিষ্ঠ ভাই শচীপতি কলিকাতা থাকেন; নারিকেল-ডাঙ্গায় তাঁহার বৃহৎ ফুলের বাগান, তিনি ফুলের ব্যবসায় করেন, ভিন্ন ভিন্ন ফুলের ভিন্ন ভিন্ন সৌরভের কি সব পরীক্ষা কার্য্যে লিপ্ত আছেন উমাপতি শচীপতিকে স্বর্ণরেখার অবস্থা জানাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

এদিকে অনিলকুমার তাহার "প্রেকটিস্ অব্ মেডিসিন" "ফিমেল ডিজিজ" "হিষ্টেরিয়া" পুস্তক পাঁচ বার সমাপ্ত করিলেন; স্বর্ণরেখার চিকিৎসার উক্ত ব্যাধির তাঁহার সমস্ত ঔষধ ফুরাইয়া আসিল।

অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যা; এই অবস্থায় এই রোগ; নয়নের মণি স্বর্ণরেখা; সে রূপ নাই, শরীর শুকাইয়া যাইতেছে; পিতা মাতা

কি দারুণ কষ্ট। তাঁহারা শচীপতির আসিবার দিন গণিতেছেন। অরূপার প্রতি অভিসম্পাতে দিন অতিবাহিত হইতেছে। রাজলক্ষ্মীর মুখে অন্য কথা নাই কেবল—"অনিল ত তখনই বলেছিল, পরী না বৈরী।" হায়, মাকে পরী বল্লে। আমি কালীঘাটে পূজা দিব, মা আমার কি ভাল হবে ?"

[illegible] গৃহ, পল্লীর আবাল বৃদ্ধ বনিতার সাতঙ্ক উক্তি এবং সভয় দীর্ঘনিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাহার কথা শুনিব ?

দেবপ্রসাদ ভগ্নীর নিকট একপক্ষ সময় লইয়াছেন। দিন যাইতেছে, কি উত্তর দিবেন কোন মীমাংসা হইতেছে না। বিপত্নীকের পুনরায় বিবাহ—বিবাহের পূর্ব্বে মনকে প্রবোধ দিতে কত রাত্র অনিদ্রায় কাটিয়া যায়, কত বালিশ ভিজিয়া যায়, কত দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া যায়, কে তাহা লক্ষ্য করে ? সেই পরিচিত শয্যা, কিন্তু পার্শ্বে অপরিচিতা সদ্যঃ-সঙ্কুচিতা আর একটী প্রাণী ; সেই পরিচিত উপাধানে কিন্তু মস্তক স্পর্শ করিয়া আর একখানি মুখ। রমণী এক অথচ এক নহে, গঙ্গা যমুনার জল এক, অথচ এক নহে। প্রস্তরফলকে এক মূর্ত্তি মুছিয়া অন্য মূর্ত্তি সহজে অঙ্কিত করা যাইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের স্তরে স্তরে দৃঢ় অঙ্কিত একই সুখ দুঃখ একই হর্ষ বিষাদের একই রেখায় চিরচিহ্নিত বাঞ্ছিত মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া আর একটী মূর্ত্তি স্থাপন সহজ নহে। পুনরায় বিবাহ প্রস্তাবনার চক্রব্যূহে বিপত্নীকের চিত্ত নিত্য সংগ্রামময়। দেবপ্রসাদ এই সংগ্রামে একাকী তিষ্ঠিতে পারেন নাই ; কলিকাতায় ব্রাহ্ম বন্ধু

বাবু শ্রীপদ বসু এবং রাজনৈতিক সুহৃদ বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষালকে পত্র লিখিয়াছিলেন ; উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রতনমণি ম'শায় ইঁহাদিগকে কেশব ভারতীর ভিন্ন সংস্করণ মনে করিয়াছেন ; কিন্তু তাই বলিয়া আথিতেয়তার ত্রুটী নাই। তাঁহার মনে আর একটু ছিল, ইঁহাদিগকে প্রীত করিয়া তিনি দেবপ্রসাদের মন প্রস্তুত করিয়া লইবেন। শ্রীপদ এবং প্রতাপচন্দ্র উভয়েই "দিদি" বলিয়া হবিষ্যগৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন ; তিনি সস্নেহে উভয়ের হস্তে মিষ্ট সামগ্রী প্রদান করিয়া নূতন সম্পর্ক নিত্য মধুর করিয়া তুলিতেছেন।

শ্রীপদ এবং প্রতাপচন্দ্র চারিদিন হইল ভাগবৎপুরে আসিয়াছেন ; এই চারিদিনে দেবপ্রসাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এত দিন চুল চিরুণীচর্চ্চা শূন্য ছিল ; অঙ্গরাখা ইস্ত্রিশূন্য ছিল ; একপদে চটী অপর পদে বুটে চৈতন্য ছিল না। আন্তরিক বিকৃতি বশে দেহে এবং বেশ ভূষায় উৎসন্নের একটা চিহ্ন পড়িয়াছিল ; এখন ছন্নমূর্ত্তির স্থলে পারিপাট্য দেখা দিয়াছে। কর্ণের উচাটন ভাব, চক্ষের শূন্য দৃষ্টি, হস্তপদের অর্থহীন সঞ্চালন চলিয়া গিয়াছে। আজ রাত্রিতে আহারের পর তিন জনে কলিকাতার জীবন আলোচনা করিতেছেন। শ্রীপদ বলিলেন, "তোমার প্রতি তাঁ'র যে কি উচ্চ ভাব তাহা ভাষায় বুঝাইয়া বলা যায় না।"

প্রতাপচন্দ্র। দেবপ্রসাদের প্রতি দেবনাথ বাবুর স্নেহের তুলনা হয় না। তিনি বলিয়াছেন, এরূপ দশজন হইলে তিনি ভারতবর্ষে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারেন।

শ্রীপদ। ভারতে যুগান্তর উত্তম কথা ; তাঁর ভরসা আছে, দেবপ্রসাদের পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে আলোকিত হইয়া অপর দশ পরিবারের দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইবে।

প্রতাপ। এখন পরিবারেরই যে অভাব। কাঞ্চনতলার বিবাহ-প্রস্তাবের কথা দেবনাথ বাবুর কাণে গিয়াছে। তিনি প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। বিষয়টী পেলে রাজনীতিচর্চার খুব সুবিধা হইতে পারে।

শ্রীপদ। হিন্দুমতে? কিছুতেই নহে, তাহার অপেক্ষা বিবাহ না করা ভাল। শৃঙ্খল যখন ছিঁড়িয়াছে তখন "ঢোল বাজায়কে জিঞ্জির দেনা ক্যায়া তামাসা ভাই!" তুলসীদাস ঠিক বলিয়াছেন।

প্রতাপ। তা বটে, কিন্তু শৃঙ্খল না পরিলে, অথবা ব্রাহ্ম কি বিধবা বিবাহ করিলে, বুড়া যে পুত্রকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন, সে কথার কি? তাঁর নাম রামমণি ম'শায়, পিতাকে দিয়ে উইল করে রেখেছেন।

শ্রীপদ। ধন সম্পত্তি তুচ্ছ কথা, পদ্মার একটী তরঙ্গের ভরসা সয় না; চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, তাই যদি না থাকিল তবে ধনে দরকার?

শ্রীপদ তাঁহার কুরিয়ার ব্যাগ হইতে একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্র বাহির করিল, লেখা—

এক ঈশ্বর, এক বিবাহ; অর্থ বিত্ত এবং জীবন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে দান করিব।

শ্রীদেবপ্রসাদ।

প্রতাপ! দেবপ্রসাদ দেবনাথ বাবুর নিকটও প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ "দেশের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিব"; উইলে যদি উড়িয়া যান তবে উৎসর্গ করিবেন কি প্রতিজ্ঞা-পত্রের পিণ্ড! দেবু যে কিছুই বলেন না?

দেবপ্রসাদ। বলিব না কেন, বলিবার জন্যই ডাকিয়াছি। আমাকে বলিবার জন্য দিদি তোমাকে ধরিয়াছেন। আমি বিবাহ করিব না। লোকের ইচ্ছা থাকিলে উৎসর্গ করিবার অনেক আছে।

দেশের উন্নতি এবং জনসমাজের শিক্ষার জন্য অনেক করা যাইতে পারে।

শ্রীপদ। ঠিক ভাই, ঠিক বলেছ।

প্রতাপ। বিষয়টা পেলে রাজনীতিচর্চার খুব সুবিধা হ'তো।

শ্রীপদ। ফের ঐ কথা।

শ্রীপদের মনের ভাবগুলি গলাইয়া পরীক্ষা করিলে [illegible] আনা ধর্ম্ম, সিকিভাগ রাজনীতি। প্রতাপচন্দ্রের চিত্ত পরীক্ষা করিলে উহাতে সিকিভাগ ধর্ম্ম, বার আনা রাজনীতি। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ব্রাহ্ম এবং রাজনৈতিক অবধূতে ভিন্নতা থাকিলেও একটা একাত্মভাব ছিল। তর্ক তীব্র হইয়া উঠিবার অবসর পাইল না। দেবপ্রসাদ অন্য বিষয় তুলিয়া দিলেন, বলিলেন, "আমি দেবনাথ বাবুর নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী, একটী চিত্র অঙ্কিত করিতে দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই করি নাই বলিলেই হয়।"

প্রতাপ। সেই চিত্র, তা আর তাঁর নিকট তোমার অপরাধ কি, তোমার প্রতিভা—তিনি কি সাধে বলিয়াছিলেন—তোমার মত দশ জন—

শ্রীপদ। ঐ যে সেই চোঙ্গা।

প্রতাপচন্দ্র সুদীর্ঘ টীনের চোঙ্গা হইতে চিত্র বাহির করিয়া লইলেন; ইজেল টানিয়া তাহাতে স্থাপন করিলেন, প্রশস্ত পটে উজ্জ্বল জলীয়বর্ণে কূর্ম্ম, তদুপরি করী, তদুপরি অনন্ত, অনন্তের অনন্ত শিরে অনন্ত মানব-সমাজসঙ্কুল পৃথিবী, আকাশমণ্ডল, জলমণ্ডল সহ অতি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। এখনও পটে সূক্ষ্ম তুলী পড়ে নাই।

শ্রীপদ। পটের চতুঃপার্শ্বে সুন্দর অক্ষরে কি লেখা শুনিবে—

"পৃথিবী মানব সমাজ বা মানব সংসার ; অনন্ত—রাজনীতি ; হস্তী—সমাজনীতি ; কূর্ম্ম—ধর্ম্মনীতির পরিণত প্রত্যক্ষ জীবন্ত অবতার।

"রাজনীতির সানুনাসিক গর্জ্জন সর্প ভিন্ন কে প্রকাশ করিতে পারে ? মন্ত্রী যন্ত্রী, পাইক প্রহরী, সভ্য সদস্য, রাজশক্তির ভিন্ন ভিন্ন মুণ্ড ভিন্ন ভিন্ন দর্পে গর্জ্জন করিতেছে। রাজনীতির চক্রব্যূহ—সর্পের [illegible] শক্তি সর্পের নির্ম্মোকের ন্যায় সময়ে সময়ে উদার অনুদার [illegible] [illegible] গাত্রাবরণ পরিত্যাগ করে।

"বিশাল-দেহ বারণে সমাজ—চক্ষু ক্ষুদ্র, কর্ণ বৃহৎ ; সমাজ আপনার দেহ আপনি দেখিতে পায় না। লোনভূমিতে পতিত হইলে হস্তীর অব্যাহতি নাই ; পতিত সমাজের উদ্ধার কঠিন।

"কূর্ম্ম দৃঢ় পৃষ্ঠ ; ধর্ম্ম ধরাধারক। কূর্ম্ম নদীতীরে উঠিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে ; ধর্ম্ম কর্ম্মভূমিতে কেবল পরম জ্যোতির ভিখারী।

"কচ্ছপে চলিতে মৃত্যুঃ দুর্ভিক্ষমথ পন্নগে।
কুশলং সর্ব্বরাজ্যেষু পৃথিব্যাং চলিতে গজে॥

"রাজনৈতিক বিপ্লবে দুর্ভিক্ষ, সমাজ বিপ্লবে কুশল, ধর্ম্ম বিপ্লবে মরণের মহোৎসব ডাকিয়া আনে।

"বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক লোকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ধর্ম্মনীতির দৃঢ় ভিত্তি ব্যতীত রাজনীতিই বল, আর সমাজনীতিই বল, কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। যদি তুমি ধর্ম্মকে দূরে রাখিয়া দেও, তবে যে তোমার রাজা প্রজা, সমাজ সংসার, সকলই চূর্ণ হইয়া যায়। ধর্ম্মবল, ঘটিকাযন্ত্রের স্প্রিংবৎ গুপ্ত থাকিয়া রাজনীতির প্রতিচক্রে শক্তি সঞ্চার করে ; মূর্খ যে, সে কেবল রাজনীতির দোলকের পার্শ্বপরিবর্ত্তন দেখিতে এবং নিয়মিত টঙ্কার শুনিতে পায় ; যিনি গভীর তত্ত্বদর্শী, তিনি মূলাধারে ধর্ম্মকে দেখিয়া বলেন,—ধর্ম্মই শক্তি, ধর্ম্মই গতি, যতো ধর্ম্ম

স্বতো জয়ঃ। তিনি জানেন শত বিকন্সফিল্ড বিসমার্ক পেষিয়া একজন ঈশা হয় না; সহস্র কণিক চাণক্য চূর্ণ করিয়া একজন বুদ্ধ হয় না; লক্ষ মেকিয়াভেলি একত্র হইলেও একজন লুথরের পদ স্পর্শ করিবার যোগ্য নহে। সর্পের গর্জন আছে শুনিতে পাওয়া যায়; হস্তীর বৃংহিত আছে কর্ণে প্রবেশ করে; কূর্ম্মের ধ্বনি নাই, ইনি আপনি আপনাতে মগ্ন, ইনি কার্য্যস্রোতের কূলে বসিয়া সতত ঊর্দ্ধদৃষ্টি, ঈশ্বরের কৃপার ভিখারী। অনেক সময় নব্য সমাজের অনেককে ঐই গভীর তত্ত্বে মূর্খ অথচ রাজনীতি ও সমাজনীতির কাণ্ডারে দেখিয়া আশঙ্কা হয়—

প্রতাপ। আশঙ্কাই হয়, আশঙ্কাই হয়! উত্তম বর্ণনা, অতি উত্তম চিত্র। কিন্তু দেবনাথ বাবু একদিন এই চিত্র দেখাইয়া বক্তৃতাদানে ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাকে এখানি লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।

দেবপ্রসাদ। কার্য্য শেষ করিয়া দেব, বিলম্ব করিব না।

প্রতাপ। চিত্র শেষ করিবার পূর্ব্বেই যে তুমি সমাপ্ত হইয়া আসিলে। দিদি বলেন, তোমার বাবা বলেন, বিবাহ করাই ভাল, মেয়েটীর স্বভাব চরিত্র ও চেহারা অতি সুন্দর।

শ্রীপদ। ঐ ত তোমাদের রাজনৈতিক ভ্রান্তি। চিত্র দেখিয়া ব্যাখ্যা শুনিয়াও তোমাদের চৈতন্য হইল না। সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম।

প্রতাপ। তা সত্য, কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বার্থ।

শ্রীপদ বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দেবপ্রসাদ সবিনয়ে ধরিয়া বলিলেন, "দাদা, একটী গান কর, অনেক দিন তোমার গান শুনি নাই, মনটা বড় শুকাইয়া গিয়াছে, একটু উপাসনা—"

শ্রীপদ কোকিল কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলেন—

বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে—

প্রতাপচন্দ্র অন্য মনে টেবলে তাল বাজাইতে লাগিলেন।

দেবপ্রসাদ উপাসনায় পুনঃ পুনঃ কাতরে, করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো! বলিয়া দেও, কি করিব, কাহার কথা শুনিব।"

হৃদয়-যন্ত্রে দিব্য তাড়িতের কোন ধ্বনি হইল না; কাণের কাছে সেই পরিচিত স্বরে প্রতিধ্বনি হইল—

বিবাহ

রূপসী বিলে

হইয়া গিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

না।

পরদিন প্রত্যুষে উদ্যান ভ্রমণ সময়ে প্রতাপচন্দ্র বিবাহের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে কথোপকথনের পর তিনি রতনমণি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বিবাহ না করিলে যে সকল স্বার্থে আঘাত পড়িতে পারে, প্রতাপ তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন। শ্রীপদ ফুল তুলিলেন, ফুল ছড়াইলেন, আর গাইলেন—"অয়ি সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল?" দেবপ্রসাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "চল না ভাই, তোমার রূপসী বিলের রূপ দেখিয়া আসি, প্রভাতে পদ্ম তুলিতে বড় সুখ।"

দেবপ্রসাদ একথা ওকথায় এই প্রস্তাব ঢাকিয়া ফেলিলেন। প্রতাপচন্দ্র ওকথায় কাণ না দিয়া স্বর্ণরেখার গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সুন্দর আসিয়া বলিল, "দিনের গাড়ীতে যেতে হ'লে আর দেরী কর্‌বেন না, মাথায় দু'ঘটী জল ঢেলে পেটে কিছু দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, গাড়ী প্রস্তুত।"

শ্রীপদ বাবু ছুটিয়া আসিয়া তৈল মর্দ্দনে বসিয়া গেলেন; প্রতাপ-চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল আরও দুদিন থাকেন, কিন্তু শ্রীপদ একা ফিরিবার লোক নহেন; তিনি প্রতাপের মাথায় গন্ধ তৈল ঢালিয়া দিলেন। স্নানের পর আহার করিয়া ধর্ম্মনৈতিক এবং রাজনৈতিক বন্ধু-যুগল অন্তর্ধান করিলেন।

দেবপ্রসাদের দিন একরূপ প্রসন্নতায় চলিয়া গেল। রাত্রিতে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত কেমন অন্ধকার হইয়া উঠিতে লাগিল; মন কাহাকে ডাকিতেছে, সে আসিতেছে না; হাত কাহাকে ধরিতে চাহিতেছে, সে ধরা দিতেছে না; কাণ কাহার কথা শুনিতে চাহিতেছে, সে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে।

দেবপ্রসাদ এলবাম আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়াছিলেন, এলবামে স্বর্ণরেখার একখানি ফটোগ্রাফ আছে। বামা আনিয়া দিয়াছে। দশম বর্ষের ছবি, শচীপতি স্বয়ং স্নেহাস্পদা ভ্রাতুষ্পুত্রীর চিত্র তুলিয়াছেন—স্বর্ণ পুষ্পোদ্যানে দাঁড়াইয়া; গোলাপ তুলিতে বালিকার প্রফুল্ল মুখে হাত বাড়াইলে কেহ তাহা ভ্রম বলিয়া মনে করিবে না।

দেবপ্রসাদ এই ফটোর সঙ্গে আর একখানি ফটো লইলেন; অরূপার দশম বর্ষের মূর্ত্তি। উভয়েই বালিকা, চাহিলে চক্ষু জুড়ায়; স্নেহ আছে মোহ নাই, প্রীতি আছে আসক্তি নাই। চিবুকের দিক্ যেন উভয়ের এক। দেবপ্রসাদ অরূপার চিত্র এবং স্বর্ণরেখার চিত্র পরস্পর চুম্বিত করিয়া রাখিলেন, আবার পৃথক্ করিলেন আবার পার্শ্বে স্থাপন করিলেন। একখানি উত্তম—অতীত; আর একখানি উত্তম—

ভবিষ্যৎ। দেবপ্রসাদ অরূপার পঞ্চদশের চিত্র খুলিলেন, স্বর্ণরেখার ছবি কাগজে আবৃত করিয়া পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দিলেন।

"কাহার জন্য অতীত ভুলিয়া ভবিষ্যতের হস্তে আত্মবিক্রয় করিব? স্মৃতি তুমি সুখের, আশা—কে জানে তাহাতে কি আছে? শিকল সোণার হইলেও আর পরিব না; খোকাকে বিমাতার হাতে তুলিয়া দিব না; অরূপা সত্যস্বপ্ন, রূপসী বিল সত্য সত্য; সুখে আছি; বাবাকে বলিব, খোকাকে সব উইল করিয়া দিন্; দিদিকে বলিব আর বিবাহে কাজ নাই।—দেবপ্রসাদ এইরূপ চিন্তার শেষ মীমাংসায় উপনীত হইলেন; পশ্চাতে ভগ্নীকে উত্তর দিলেন—না। একটী ক্ষুদ্র কথায় ভাগবৎপুরের বিশাল পুরী মলিন হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ কাশী-যাত্রার আয়োজন করিলেন; রতনমণি ম'শায়—"সদা শিব হে" বলিয়া মহেশ্বরের মস্তকে নিত্য ত্রিপত্র তুলিয়া দিতে লাগিলেন। ভ্রাতার বিবাহ মহেশং; ভ্রাতার বিবাহ রজতগিরিনিভং; ভ্রাতার বিবাহ চারুচন্দ্রাবতংসং। পাদ্য অর্ঘ্য সকলই দেবপ্রসাদের বিবাহের অটল প্রতিজ্ঞা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রূপসী বিল।

দেবপ্রসাদ গৃহশূন্য হইয়াও এত দিন গৃহে ছিলেন, এখন গৃহে তিষ্ঠা দায় হইয়াছে। ভগ্নীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকাইলে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে; পিতার কাশীযাত্রার তৈজস পত্র অতি অনিচ্ছায় বাক্সে আবদ্ধ হইতেছে; আবরণের আচ্ছাদনে, কীলকের শিরে হাতুড়ির প্রহারে, আসন্ন-সমাধি মহাযাত্রার মর্ম্মান্তিক চিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

খোকা একবার পিতার নিকট যাইয়া বলিতেছে "মা আবেনি", পিসীমার নিকট যাইয়া বলিতেছে "মা যাই", নিদ্রিত ঠাকুরদাদাকে "মা কই" বলিয়া জাগাইয়া তুলিতেছে, বামাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মা আনচ না।" খোকার সাকুত প্রশ্নে বিষণ্ণতার অন্ধকার আরও ঘন হইয়া উঠিতেছে। দেবপ্রসাদের নিকট মর্ম্মালয় অপেক্ষা যমালয় উত্তম।

শাশুড়ী জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; গতবর্ষে এই উপলক্ষে অরূপা, স্বামী পুত্র লইয়া মাতৃগৃহ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল, আজি অরূপাশূন্ত হইয়া ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ দেবপ্রসাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কন্যার জন্য অশ্রুপাত করিতে করিতে মাতা জামাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বসন ভোজ্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, উহাতে উচ্ছ্বসিত শোকে ঘৃতাহুতি পড়িয়াছে।

আষাঢ়ের প্রথম ভাগ; অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে; দেবপ্রসাদ উদাস মনে কুণ্ডলার দিকে অগ্রসর হইলেন। নূতন বর্ষায় পদ্মায় নূতন জোয়ার আসিয়াছে, কুণ্ডলা স্ফীত বক্ষে উদ্দাম ছুটিয়াছে। তরঙ্গ তর্ তর্ করিতেছে; তরঙ্গের উপর রাশি রাশি ঘাস পালা গড়াইয়া চলিয়াছে— উহারা বন্ধন শূন্য, পার্শ্বে সহস্র সহস্র সরোজ, সাঁপলা দোল খেলিতেছে—উহারা মাটিতে বাঁধা, ডুবিয়া ডুবিয়া শ্বাস ফেলিবার অবসর নাই; মৃত্তিকাবদ্ধ শৈবালশ্রেণী তরঙ্গ-তলে হেলিয়া পড়িয়াছে, বোধ হইতেছে যেন জলের তলে ঝড় বহিয়া যাইতেছে। কুণ্ডলার চারিদিকে মাঠ—মাঠভরা জল; মাঠে শ্রেণীবদ্ধ অগণিত ধান্য-ক্ষেত্র মৃদু বায়ু-হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধান্য পাকিয়াছে, যেন সবুজ সাগরে সোণার দ্বীপ শোভা পাইতেছে। চড়ুই, বাবুই, টিয়া, টুনী, প্রভৃতি হাজার হাজার পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে সন্ সন্ শব্দে উড়িয়া

পড়িতেছে। ঝোপে ঝাউ বনে ছোট বড় পাখী কলহ বিবাদ বিরহ মিলনের কঠোর কোমল তান ধরিয়াছে। নীচে, উপরে চারিদিকে জল ও জীবন।

কুণ্ডলার তীরে একখানা সুরঞ্জিত পানসী বাঁধা আছে। গাত্রে লেখা "অন্নপূর্ণা"। বেলা অবসান; পূর্ব্বাকাশ সুনীল; জলস্রোতে পশ্চিমাকাশের আরক্তিম ছায়া দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন বিশ্বশিল্পী তাঁহার ভাঁণ্ডার ভাঙ্গিয়া দ্রব সুবর্ণ ঢালিয়া দিয়াছেন। স্থানে স্থানে পল্লীবাসিগণ নদীর তীরে বসিয়া বড়শী-যোগে যোগী অপেক্ষাও মনোযোগী হইয়া মৎস্য শিকারের প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। সারি সারি ছিপে, সারি সারি সূতায়, সারি সারি বড়শী; বড়শীতে বড়শীতে বিদ্ধ জীবন্ত সফরী চঞ্চল তরঙ্গে ত্রস্তব্যস্তে নৃত্য করিতেছে; কোঁথাও মাছরাঙ্গা ক্ষুদ্র সফরীর প্রাণ লইতে ছিপের শিরে ধ্যানস্থ হইয়াছে; সহসা আকাশে উড়িয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া, সফরীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কখনও সফরী প্রাণ হারাইতেছে, কখনও অতি লুব্ধ মৎস্যরাজ বড়শী বিদ্ধ হইয়া চটফট করিতেছে। দেবপ্রসাদ তীরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য বহুক্ষণ দেখিয়া অন্নপূর্ণায় উঠিলেন; দাঁড়ী বন্ধন খুলিয়া দিল; অন্নপূর্ণা অনুকূল স্রোতে রূপসী বিলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

রূপসী বিল—যেমন নাম তেমনি রূপ; সুদূর পল্লীর সুনীল রে[illegible] পর্য্যন্ত বিলের সুবিস্তীর্ণ পরিধি নূতন জলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিলের স্থানে স্থানে তৃণদল অটল; স্থানে স্থানে জল ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া ডায়মণ্ড কাটিতেছে। তৃণদলের নূতন জলে ডাহুক ডাহুকী, হংস সারসের কলরবে রূপসী বিল থাকিয়া থাকিয়া নবযৌবনে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। বিল ময় শত শত বিকশিত পদ্ম, শত শত

পদ্মকোরক, শত শত পদ্মপত্র। সন্ধ্যার অন্ধকার, রূপসী বিলে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল; লক্ষ লক্ষ শ্বেত কুমুদ চক্ষুর আবরণ উন্মুক্ত করিল। আকাশে অনন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়াছে। লক্ষ কুমুদ নীরব ইঙ্গিতে নক্ষত্রদিগকে বলিতেছে, তোমরা কেবল উজ্জ্বল, কোমলতা কই? কোটি নক্ষত্র কমল এবং কুমুদগুলিকে ডাকিতেছে, তোমরা আকাশে উঠিয়া আইস, আমরা রূপসী বিলে একবার গা ঢালিয়া দি। নির্ম্মল জলে নক্ষত্রের ছায়া পড়িয়া উজ্জ্বলতা এবং কোমলতার মধুর মিলন হইয়া গেল। দেবপ্রসাদ দেখিতেছেন,—কমল কুমুদে অরূপা শত মুখে হাস্য করিতেছে; জলের তলে নক্ষত্র রূপে অরূপা শত চক্ষে চাহিয়া আছে; মৎস্য সকল শৈবাল আহারে চুক্ চুক্ শব্দ তুলিয়াছে, দেবপ্রসাদের মনে হইতেছে—যেন অরূপা নিশীথে সুখ-শয্যায় জাগ্রত হইয়া মৃদুকণ্ঠে সংসার-কথার আলোচনা করিতেছে। মৃদু হিল্লোলে পদ্মপত্র কাঁপিতেছে, মনে হইতেছে—অরূপা পাতায় পাতায় হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ পক্ষী উড়িয়া যাইতেছে, মনে হইতেছে,—অরূপা পলাইয়া যাইতেছে। বিল বিশাল, অরূপা অনন্ত। অনন্ত তার প্রীতি; অনন্ত তার অনুরাগ; অরূপা রূপসী; রূপসী অরূপা; এই জন্য দেবপ্রসাদ রূপসীকে এত ভালবাসিয়া থাকেন। রূপসীর রূপের মোহে দেবপ্রসাদ ঘুমাইয়া পড়িলেন, অরূপার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"অরূপা"।

রূপসী বিলের বিশাল বক্ষে রাত্রি প্রভাত হইল। দেবপ্রসাদ নিদ্রা হইতে উঠিয়া ভানু সিংহকে ইঙ্গিত করিলেন। ভানু সিংহ অন্নপূর্ণার

ছাতে দাঁড়াইয়া ক্রমোচ্চস্বরে রূপসী বিল প্রতিধ্বনিত করিয়া তিনবার ডাকিল—"মাঝি কিস্তি লে আও।"

সুদূর পল্লীর ঘন কৃষ্ণ রেখা উল্লঙ্ঘন করিয়া সূর্য্যদেব মুখমণ্ডল বহির্গত করিলেন। সুদূরপল্লীর পার্শ্বে একটী অথাত্ত হইতে একখানি সুবৃহৎ বজরা বাহির হইয়া আসিল। এ ক'দিন শ্রীপদ ও প্রতাপচন্দ্রের চক্ষু হইতে বজরা গুপ্ত ছিল। এক প্রহর অপেক্ষা করিয়া উভয় নৌকা বিল হইতে বাহির হইয়া ভরা নদীতে গা ভাসাইল।

যখন গা ভাসাইল তখন বেলা দেড় প্রহর। নদীর কিনারায় এক-খানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের পায় পায় জল; জলে গ্রাম্য বউ ঝি, বালক বালিকা কেহ সাঁতার দিতেছে; কেহ সেলাইর ছুঁচের ন্যায় এই ডুবিতেছে ঐ উঠিতেছে। জলপূর্ণ মৃণ্ময় কলসী গ্রাম্য বধূর কাঁখে পৈঁছার আন্দোলনে মৃদু মধুর প্রহৃত হইয়া অতি ঠমকে চলিয়া থাকেন; এখন গ্রাম্য বধূ,শূন্যতোয়া ভাসমান কলসীর উপর গা ভাসাইয়া তাহার প্রতি-শোধ লইতেছেন। কলসী প্রতিশোধ বুঝিতেছে না,—অতি আত্মীয়তা ভাবিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। নেঙটী-পরা রাখাল বালকগণ হাতে হাত ধরিয়া জল বাঁধিয়া নাচিয়া নাচিয়া উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সেই তরঙ্গে একসঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশে ঐ দেখ ইন্দ্রধনু—কোন দেবতার সাধের তরী যেন বাতাসে উলটিয়া পড়িয়াছে; অথবা এই বজরার ঐ ছায়ানীল ঐ ছায়ার এই কায়া,কে জানে? ইন্দ্রধনু সুন্দর—কি এই বজরা সুন্দর—বালক বালিকা, যুবক, বৃদ্ধ দেবতার ধনু রাখিয়া মর্ত্ত্য শিল্পীর হাতের এই সখের তরী দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্রধনুতে সাত রংএর বাহার। বজরায় বর্ণ আছে, বসন আছে, বেণী আছে; বজরার কাঠে কাঠে কত সাজান, কত ভাজান,কত সো

রং। ওকি পালের পরদা, না পেকিন সাটি? বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে অসংখ্য বেণী বাঁধা; নিশানে নিশানে চঞ্চল অঞ্চল উড়িতেছে। এই সুবৃহৎ তরণীর কোলে কোলে কুণ্ডলার আবর্ত্তিত ফেনিল জলতরঙ্গ; সা সা সা, রে রে রে, গা গা গা, মা মা মা, পা পা পা, ধা ধা ধা, নি নি নি, মিলিয়া মিশিয়া সঙ্গীত গাহিয়া যাইতেছে। যেমন ভরা জল তেমন বাহারের বজরা; যেমন বাহারের বজরা তেমন ভরা জল; এরূপ সুবৃহৎ এবং সুন্দর তরী এমন ভরা গাঙ্গে আর কখনও ভাসে নাই বুঝি?

ইংরেজ চৈতন্য পুরুষ, ইংরেজের জাহাজ চেতন পদার্থ, জাহাজের একটা নাম থাকে। এই তরণীও চেতন পদার্থ—নাম "অরূপা।" উভয় পার্শ্বে সম্মুখে পশ্চাতে সুবৃহৎ স্বর্ণাক্ষরে "অরূপা", পালে "অরূপা", পতাকায় "অরূপা", দাঁড়ে দড়ীতে, দাঁড়ী মাল্লার পোষাক পরিচ্ছদে "অরূপা"। "অরূপা" নামাবলী জলে ভাসিয়াছে।

কুণ্ডলার স্রোতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া অরূপা অন্নপূর্ণার সঙ্গে সংযুক্ত হইল।

দেবপ্রসাদ অরূপার দ্বারে পদার্পণ করিবামাত্র মাথার উপর একটা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; তিনি উপরের দিকে চাহিলেন,—নানা রত্নখচিত চৌবেষ্টনী নিবদ্ধ কৃষ্ণ মকমল-বক্ষ-কাচাবরণে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে—

উদ্গী

"অরূপা"

ভা:

রমণীর পঅক্ষরগুলি যেন আঁখির ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে।

সুদূর পল্লীর য়-কক্ষ, বাতায়নে বাতায়নে বিবিধ বর্ণের ফুলমালা। বাতা-

যুবতী অরূপায় বধান স্থানের উপরে শুক, শিব, নারদ, ব্যাস, বাল্মীকী

নের কথা বলিয়া ঋষিদের চিত্র। নিম্নে এক একটী লম্বমান দীপাধার।

দীপাধারের চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ বলয়াকারে অতি সুললিত শ্লোকাবলী। ঊর্দ্ধ ছাদে কিনখাপমণ্ডিত চন্দ্রাতপ, দীপাধারের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। কক্ষের কেন্দ্রস্থলে ত্রিপদ, তদুপরি জাপানঝালরযুক্ত মসৃণ মকমল টল্ টল্ করিতেছে। পুষ্পাধার, মস্যাধার, আতর দান, গোলাপপাস, পাণদান অতি সুশৃঙ্খল সুসজ্জিত। চারিদিকে বসিবার কয়েকখানি আসন। দেয়ালে একটী বৃত্তাকার ঘটিকাযন্ত্র সময় গণিতেছে।

ইহার পর আর এক কক্ষ, প্রথম কক্ষের সমধরাতল হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে; টবে টবে সপুষ্প লতা গুল্ম বাঁকে বাঁকে পথ রাখিয়া উত্তম বিন্যস্ত হইয়াছে। সচল পুষ্পোদ্যান নিত্য নূতন সজ্জিত হইয়া থাকে। প্রাচীরের সঙ্গে দৃঢ় নিবদ্ধ আলমারী। আলমারীর স্তরে স্তরে সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গালা, লাটিন, ফরাসী, পারস্য ভাষায় সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, চিকিৎসা এবং প্রেততত্ত্বের বিবিধ পুস্তক পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে সংরক্ষিত। আলমারীর আবরণ কাচনির্ম্মিত; প্রত্যেক গ্রন্থ অতি সুন্দর মলাটে আবৃত; ললাটে ললাটে মুদ্রিত নাম লইয়া যোগীর ন্যায় ধ্যান জাগরণ করিতেছে।

তৃতীয় কক্ষ অর্গলাবদ্ধ। দেবপ্রসাদ প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষে অতি অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, তৃতীয় কক্ষ খুলিলেন না, সুতরাং এখন আমরাও তাহা দেখাইব না। তিনি দোয়াত কলম কাগজ লইয়া অন্নপূর্ণায় চলিয়া আসিলেন, পত্র লিখিলেন—

পরমারাধ্য

শ্রীযুক্ত পিতা ঠাকুর মহাশয় [illegible] এই

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু [illegible] সেন আ[illegible] বনে

আপনি আমার উপর রাগ করিয়া কাশী যাইতেছেন, কত সে[illegible] শত

অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কি করিলে শ্রীচরণে আমার অপরাধের ক্ষমা হয় বুঝিতেছি না।

আমার একটী অনুরোধ—সে বলিয়া গিয়াছিল, সরকারী তহবিলে তাহার যে টাকা আমানত আছে তাহা হইতে যেন একটী মহোৎসব করা হয়। নানা কারণে তাহার শেষ আকিঞ্চন রক্ষা করা হয় নাই। সে দিনের ঝড়ে চরকাহনীয়া, কুকুটীয়া, নন্দবালা প্রভৃতি গ্রামের প্রজা-দের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে, এদিকে বন্যায় অনেক গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে, গরুর খড় নাই, মানুষের ভাত নাই; গোলায় যে চাউল আছে গরীবদিগকে যদি তাহা দেওয়া যায়, তবে তাহার (এক ফোঁটা জল পড়িয়াছিল অক্ষর মুছিয়া গেল)। আপনার আদেশ হইলে আমি অন্নদানের ভার লইতে পারি।

সেবক

শ্রীদেব

দেবপ্রসাদ সুন্দরের হাতে পত্র পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং অন্নপূর্ণা কুণ্ডলার ঘাটে প্রতীক্ষা করিবে আদেশ করিয়া অরূপায় উঠিয়া রূপসী বিলে চলিয়া গেলেন।

দুইদিন কোন উত্তর আসিল না; দেবপ্রসাদ দুইদিন গৃহে গেলেন না। নিশীথে দীপালোকসমুজ্জ্বল অরূপা চত্বারিংশ বাতায়ন পথে জ্যোতিঃ উদ্গীর্ণ করিয়া ভাসমান প্রাসাদের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ভানুসিংহ প্রহরায় থাকিয়া কখন কখন অরূপার কক্ষে কক্ষে যেন রমণীর পদচারণে মলের মৃদু মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইত, দাঁড়ীগণ দেখিত সুদূর পল্লীর দিক হইতে একখানি তরণী বাহিয়া সালঙ্কৃত একটী সুন্দরী যুবতী অরূপায় উঠিতেছে। ভানুসিংহ এবং মাল্লাগণ বাবুর পরী সাধ-নের কথা বলিয়া শিহরিয়া উঠিত; তাঁহাদের বিশ্বাস "স্ত্রী নাই, বড়লোক,

বাবুর চরিত্র খারাপ।" ভানুসিংহ সময়ে সময়ে তাহার শ্মশ্রুহীন গাল-পাট্টা নাড়িয়া বলিয়া থাকে—"এ্যায়সা সক্‌সকা নকরী করণা মুনাসেফ নেহি হ্যায়।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পুষ্প-চিকিৎসা।

নারিকেলডাঙ্গায় শচীপতির উদ্যানে উষালোকের প্রথম রেখা ক্রীড়া করিতেছে। পাখী সকল থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। ফুলে ফুলে সহস্র সহস্র ভ্রমরের চতুর ভ্রমণে শত তানপুরার একটী ঐকতান বাঁধিয়া গিয়াছে। ঐ ঐকতানে একতন্ত্রী মিলিত করিয়া নিভৃতে এক কামিনীকুঞ্জে বসিয়া শ্রীপদ বাবু গাইতেছেন—

জাগে সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী,

নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।

"ডাক রে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে শান্তির বারি।"

শেষপদে সঙ্গীত সমাপ্ত হইয়াও হইতেছে না। গায়ক ইকার উচ্চে তুলিয়া অতৃপ্তি কণ্ঠে "পাইবের" মধুর আবৃত্তি করিয়া যাইতে-ছেন; বিমল প্রভাতের মৃদু পবন হিল্লোল, কণ্ঠের সুস্বর এবং পুষ্পের সুবাসে মিলিয়া সমস্ত উদ্যান উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছে।

এই সময়ে শচীপতি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কি হে ভায়া, আজ যে এত ভোরে।"

শ্রীপদ অতি ধীরে চক্ষু মেলিলেন, অতি ধীরে উত্তর করিলেন "আজ একটু ভোরেই আসিয়াছি, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

শচীপতি। ফুলের বাগান, ফুলের গন্ধ, এমন ভোর, এমন বাতাস, পা ও মুখ এক সঙ্গে চালাইলে হয় না?

শচীপতির উদ্যান সালেমারের অনুকরণে রচিত, কিন্তু উহার অপেক্ষা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। ইহার পুষ্প-বৃক্ষসকল ক্রমোচ্চ স্তরে স্তরে বলয়াকারে বিন্যস্ত। ঊর্দ্ধ স্তরে শচীপতির বাসগৃহ,—দ্বিতল, অতি সুঠাম এবং অতি সুরম্য। বর্ণাক্ষরে উদ্যানের চিত্র লইলে তাহা এইরূপ:—

দ্বিতল অট্টালিকা

১০ম বৃত্ত—অথাতে পদ্ম

৯ম বৃত্ত—মতিয়া রাই বেলী

৮ম বৃত্ত—বৃত্তাকারে গন্ধরাজ

৭ম বৃত্ত—আলবালে চামেলি

৬ষ্ঠ বৃত্ত—আলবালে যূথিকা

৫ম বৃত্ত—পঞ্চদল শতদল রজনীগন্ধা

৪র্থ বৃত্ত—নানাবর্ণ গোলাপ

৩য় বৃত্ত—শ্বেত রক্ত করবী

২য় বৃত্ত—শ্বেত রক্ত রঙ্গন

১ম বৃত্ত—স্থলপদ্ম ও জবা

স্থানে স্থানে কেতকী ও কামিনী কুঞ্জ। ইতস্ততঃ এক একটা আলবালে দেশীয় এবং বিদেশীয় শ্বেত পীত লোহিত নানা বর্ণের ক্ষুদ্র ফুলে কোমল কারপেট আঁকিয়া রাখিয়াছে। একটী স্থানে অটল অতসী, অশোক, অপরাজিতা, কুন্দ, কামিনী, করবী, কস্তুরী, কুটরাজ, কৃষ্ণচূড়া, গন্ধরাজ, গোলাচি, গোলাপ, গাঁদা, চাঁপা, চামেলী, জবা, যূই, ঝিণ্টি,

জয়ন্তী, ধুতুরা, দোপাটী, বক, বকুল, বেলী, ভাণ্ডী, মল্লিকা, মালতী, রঙ্গন, রজনীগন্ধা, সেফালিকা, সর্ব্বজয়া, পদ্ম, সূর্য্যমুখী, হরগৌরী সকল ফুলের একত্র সমাবেশ। শচীপতি প্রতিদিন প্রত্যূষে এই উদ্যানে পুষ্পের রূপগুণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

উভয়ে এই সকল পুষ্পসমাবিষ্ট স্তরে চলিতে চলিতে শ্রীপদ বলিলেন, "দেবপ্রসাদ বাবু পত্র লিখিয়াছেন।"

শচী। দেখেছেন জবা—গরম লাল, লাগে ত লাগাও লাঠী।

শ্রীপদ। লিখিয়াছেন—

শচী। রঙ্গন দেখেছেন, চিমটিকাটা পাতিগোঁয়ার।

শ্রীপদ। তাঁহার ইচ্ছা—

শচী। স্থলপদ্ম—বেকুব বজ্জাত, প্রাতে সাদা, দুপুরে লাল। বাঁধা বজ্জাতও আছে।

শ্রীপদ। ইচ্ছা কি, শুন্‌বেন—

শচী। বেল যুঁই—বেশ মেয়ে,সরল সোজা সাদা সিদে।

শ্রীপদ। পিতার এক পুত্র—

শচী। চাঁপা—চুলে বড় চড়া গন্ধ। কি একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়; গন্ধ নয় মন্ত্র। করবী—চোর চাকরাণী; পদ্মের গন্ধ চুরি করিয়া বসিয়া আছেন। গোলাপ সে অনেক কথা।

শ্রীপদ। একটু শুনুন—

শচী। পদ্ম—মাটিতে পা, জলে গা, আকাশে মাথা। পদ্মমুখী—কবি ঠিক বলেছেন।

শ্রীপদ। কিছুই যে শুন্‌ছেন না—

শচী। যোজনগন্ধা বা রজনীগন্ধা, আহ্লাদে মেয়ে নাকের নিকট গন্ধ দিবার জন্য কেমন দাঁড়াইয়া উঠিতেছে।

শ্রীপদ। একবারে যে ক্ষেপে উঠলেন্—

শচী। দেখেছেন ধুতুরা; পাগলী সাদা কাপড়ে বিধবা; বোঁটা খসে তবু ডাল ছাড়ে না।

শ্রীপদ। তবে আর কথা হ'লো না।

শচী। একটু দেখুন, সেফালিকা এখনও ফোটে নাই; শরতের সেফালিকা কনে বউ, সারারাত কান্না, টুপ্‌টাপ্। কামিনী—ভাবেই গলে পড়েন আর কি? চামেলী—দেবলোকে ঋষিকন্যা, গরিমা নাই; বহুগুণ, রমণীর মণি।

শ্রীপদ। তবে কি আজ বিদায় হবো?

শচী। না, দেবপ্রসাদ বাবুর কথাটার আলোচনা করতেই হবে, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, তাঁর সুনাম শুনেছি। দেখুন বেল বকুল, যুঁই জবা, গাছ এক, কলি বহু, ফুল বহু। মানুষ এক, কাজ বহু; কাজই তাহার কলি, কাজই তাহার ফুল ও ফল। কত কলি কীটে খায়, কত কলি শুকাইয়া যায়, কত কাজ নষ্ট হয়, কত কর্ম্ম সময়ে অচিহ্ন হইয়া যায়, তথাপি মানুষ কাজে ফোটে। গাছ ছাঁটিলেই ফুল বড় হয়, বেশী হয়। মানুষেরও কিছু কাটা ছাঁটা দরকার। ইংরেজীতে ইহাকে বলে culture; অছাঁটা গাছ বুনো হইয়া যায়। কিন্তু রজনীগন্ধা ছাঁট্‌তে নাই; আদর ছাঁট্‌লেন কি, সব গেল। ফুল দেবসেবায় লাগাইলেই পুণ্য। কাজ ভগবানে অর্পণ করিলেই ধন্য।

প্রতাপ। কর্ম্মই ধর্ম্ম, কর্ম্মই ধর্ম্ম—পদধূলি, পদধূলি।

শচী। রাখুন রাখুন, প্রতাপ বাবু যে, কোত্থেকে, কখন?

প্রতাপ। আমি ত শ্রীপদের ছায়া। আমার এ বাগানে আসলে ছাতে উঠিয়া দাঁড়াইলে, চারিদিকে চাহিলে, মনে হয়, বক্তৃতা

দেবার কি সুন্দর মঞ্চ। আমি অনেক সভায় বক্তৃতা দিতে উঠেছি, উঠ্‌লেই লোকগুলিও উঠেছে ছুট্‌ছাট। এই গাছগুলি যদি শ্রোতা হয়, মাটিতে মূল, পালাইবার উপায় নাই, মুখে "বসে পড়ুন", "বসে পড়ুন" বল্‌বার সাধ্য নাই, তবে করতালির মজাটা হবে না।

শ্রীপদ। তোমার মনে হয় বক্তৃতা, আমার মনে হয় উপাসনা। কি সুন্দর বাগান, কি সুন্দর ফুল, এ বাগানে ভগবান্‌কে না ডাক্‌লে আর ডাক্‌বো কা'কে। এই জন্যই এত ভোরে নেবুতলা হইতে নারিকেলডাঙ্গা।

শচী। ভগবান ফুলে ফুলে পত্রে পত্রে রূপ, রস, গন্ধ রূপে বিরাজিত আছেন। কেবল কি ফুলের রূপ, ফুলের গুণও বহু। শ্রীপদ বাবু! দেবপ্রসাদ বাবুর কথাটা আমার কাণে আসিয়াছে। দেবপ্রসাদ বাবু পিতার অভাবে যে সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কেহ বলিতেছেন,—ধর্ম্মসমাজে যাউক, কেহ বলিতেছেন,—রাজনৈতিক সমাজে যাউক। তাই প্রতাপ বাবুকে বলি, আপনি শ্রীপদ বাবুর ছায়া, কই, দুই, স্বতন্ত্র সত্তা। ধর্ম্মাচার্য্য কেশবচন্দ্রের রাজনীতির সঙ্গে এখন একটু সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা অধিক দিন থাকিবে না। রাজনৈতিক দেবনাথ বাবুও ব্রাহ্মদিগকে বহুদিন জীর্ণ করিয়া চলিতে পারিবেন না। আমি বলি কি, আমরা ভারতবাসী, চিররুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি,—আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক। ত' চিকিৎসা করা আবশ্যক। আমাদের আছে কি, আমরা কত ছো হইয়া পড়িয়াছি। ক্ষুদ্র শম্বুকও চলিয়া যাইতে তাহার পথে এক উজ্জ্বল চিহ্ন রাখিয়া যায়, আমরা মানুষ, শ্রেষ্ঠ কি না, খাই দাই ম যাই, কিছু কি রাখিয়া যাই। কথা অধিক, কাজ কম, আবার এ নির্লজ্জ এমন যে কুট বলের ন্যায়, প্রতি পদাঘাতে দমিয়াও আবার ই

সেই। আমার মত এই, মানুষের হৃদয় মন ও আত্মাটীকে ভাল করিতে হইবে; তিন ভাল হইলেই সব ভাল হইবে;—দেশ ধর্ম্ম সব।

শ্রীপদ। আমরাও তাই চাই, ঈশ্বরের উপাসনায় তাই হবে।

প্রতাপ। আমরাও তাই চাই, স্থানে স্থানে বক্তৃতা দ্বারা মানুষের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিতে হইবে।

শচী। তা বেশ, কিন্তু ফুলের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা করা আবশ্যক। ফুলের এক এক বর্ণের এক এক গন্ধের এক এক গুণ। শক্তির ফুল লাল, ভক্তির ফুল সাদা। বর্ণের একটা শক্তি আছে। গ্রহপূজার সামগ্রীর বর্ণ ভাবিলে উহারও একটা তাৎপর্য্য বুঝা যায়। রবি মঙ্গল লাল, সোম শুক্র সাদা, বুধ গুরু পীত, রাহু ধূমল, কেতু শনি কালতে তুষ্ট। উপাসনা ফুল, বক্তৃতা ফুল। তমোগুণে লাল, রজোগুণে মিশ্র, সত্বগুণে সাদা। ব্রাহ্মণ ভিন্ন শিখায় কে? বৈশ্য এবং শূদ্র ভিন্ন সমাজ কি? ক্ষত্রিয় ভিন্ন রাখে কে? আপনার "আনন্দরূপমমৃতম্" "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"—ইনি ফুল; ইঁহার "হিমালয় হইতে কুমারিকা, আসাম হইতে আটক"—ইনিও ফুল; ফুলের মত বক্তা কে, বক্তৃতা কাহার?

শচীপতি এক অঞ্জলি ফুল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সমস্ত আকাশে উড়াইয়া দিলেন; ফুলগুলি বৃষ্টির ন্যায় সকলের মাথায় পড়িতে লাগিল।

কথায় কথায় আলাপে শচী বাবু শ্রীপদ বাবু এবং প্রতাপ বাবু উদ্যানের দশটী স্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া তখন ঊর্দ্ধ স্তরের অট্টালিকার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বেলা প্রায় আটটা। শচী বাবু ফুল পালেন; পক্ষীও পালেন, কিন্তু পিঞ্জরে নহে; তাঁহার উদ্যানই মুক্ত পঞ্জর; স্থানে স্থানে শস্য রক্ষিত হইয়াছে, পক্ষিগণ ঐ শস্য আহার করিতেছে, শাবককে আহার দিতেছে, কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে,

বাগান কলরবময় করিয়া রাখিয়াছে। এই কলরবময় উচ্চ মঞ্চে অট্টালিকার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীপদ এবং প্রতাপচন্দ্র বিস্ময়ে শচীপতির কথাগুলি ভাবিতেছেন। শচীপতি ডাকিলেন, "মা"। নিম্নতলের মধ্য কক্ষে পদশব্দ হইল। শচীপতি আবার ডাকিলেন, "মা স্বর্ণরেখা, এস ত, শ্রীপদ বাবু ও প্রতাপ বাবু আসিয়াছেন, প্রণাম কর।"

চুলে চামেলীর মালা, গলায় বেলের হার, প্রকোষ্ঠে যূথিকার কঙ্কণ, লম্বিত বেণীতে শ্বেতপুষ্পের সুন্দর স্তবক; স্বর্ণরেখা অতি নম্রভাবে আসিয়া দাঁড়াইল, অতি নম্রভাবে শ্রীপদ বাবুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, যেন একটী সপুষ্প লতিকা মৃদু পবনহিল্লোলে হেলিয়া পড়িল। উঠিয়া প্রতাপচন্দ্রকেও প্রণাম করিল, কিন্তু কি একটা বিরুদ্ধ বিদ্যুৎ তাহাকে আঘাত করিল; স্বর্ণরেখা অতি নম্রভাবে চলিয়া গেল।

শচীপতি বলিলেন, "জানেন, রোগ হিষ্টেরিয়া, শুনিয়াও থাকিবেন, দাদা দেবপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে স্বর্ণের বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। দেব-প্রসাদ বাবুর সঙ্গে বিবাহ হবে কি না, বিবাহ দেব কি না, জানি না এই রোগ আরোগ্য না হইলে বিবাহ করে কে? মা আমার শুকাইয়া গিয়াছিল। দেখুন ফুলের গুণ প্রত্যক্ষ। বোম্বাই অঞ্চলে বেলী ফুলের মালা ঘরের দুয়ারে বাঁধিয়া বসন্ত রোগ তাড়ায়, আর বাঙ্গালায় ফুলে হিষ্টেরিয়া হার মানিবে না?"

প্রতাপ। রোগ আরোগ্য হইয়াছে; এখন দেবপ্রস- বিবাহ করিতে রাজি হইবেন।

শচী। দেবপ্রসাদ বাবু হইতে পারেন, কিন্তু আমরা দেব কি সেই কথা।

শ্রীপদ। কেন, কেন?

শচী। একখানা বেনামী পত্র পাইয়াছি; অন্য সময়ে সে কথা হবে।

প্রতাপ ও শ্রীপদ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যা ভেবেছেন, ফুলের গুণে সে দিক্‌ও ভাল ক'রে তুলবেন।

শচী। বিদ্রূপ করবেন না, একদিন হয়ত আপনাদের দু'জনকেই আমার পুষ্প-চিকিৎসার অধীন হইতে হইবে।

শ্রীপদ। কলিকাতার অনেক গৃহে প্রাতে ফুলের উপহার যাইতে দেখি, তা কি আপনি—

শচী বাবু কোন উত্তর করিলেন না। শ্রীপদ গুন্ গুন্ রবে একটী ব্রহ্মসঙ্গীত করিতে করিতে, প্রতাপচন্দ্র উদ্যানের মঞ্চে মঞ্চে প্রতি পদক্ষেপে তাহার হস্তস্থিত সুদৃঢ় যষ্টি প্রহত করিতে করিতে অবতরণ করিয়া আপন আপন গৃহের দিকে চলিলেন।

শ্রীপদের চিন্তা হইল, দেবপ্রসাদের বিবাহ না করাই সঙ্গত কিন্তু স্বর্ণরেখা কি সুন্দরী। চিন্তা চিত্ত ছাড়িয়া মুখে বাহির হইয়া পড়িল—

অশোকনির্ভর্ৎসিত পদ্মরাগ-
মাকৃষ্ট হৈমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং
বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥

প্রতাপচন্দ্রও স্বর্ণরেখার আগমন ও অন্তর্ধান স্বপ্নরাজ্যে কোন সুরসুন্দরীর ছলনা মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার জপনার প্রধান বিষয় হইল—বেনামী পত্র কে লিখিল—কি লিখিল—দেবপ্রসাদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছে কি?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বেনামী পত্রের অদৃষ্ট।

অপরাহ্নে প্রতাপচন্দ্র নেবুতলায় শ্রীপদ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, উভয়ে শচীপতি বাবুর গৃহে যাইয়া বেনামী পত্রের রহস্য ভেদ করেন। শ্রীপদ বাবুর এ বিষয়ে কৌতূহল অল্প, বেনামী পত্রে সন্দেহ সত্য হইলেই বিবাহে বাধা। সন্দেহের সূত্র ছিন্ন করিয়া দেবপ্রসাদের বিবাহের পথ সুগম করা প্রতাপ বাবুর উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের সন্ধিস্থল এক, অথচ পূর্ব্ব পশ্চিম দুই বিরুদ্ধ শব্দ। প্রতাপচন্দ্র এবং শ্রীপদ এক হইয়াও দুই। শ্রীপদ শচীপতির গৃহে যাইতে সম্মত হইলেন না; দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার মন টানিয়াছে। যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে পরমহংস রামকৃষ্ণ সেই সময়ের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পরমহংস ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে প্রায় অর্দ্ধ গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, হিন্দু, ব্রাহ্ম এবং বৌদ্ধগণের এক তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছে। কীর্ত্তন, সঙ্গীত, কথোপকথন, ধ্যান এবং সমাধিতে গঙ্গাতীর পবিত্র। পরমহংস কামিনী কাঞ্চনের বিরুদ্ধে দুর্জ্জয় অভিযান ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীপদ দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। প্রতাপচন্দ্র একাকী শচীপতির গৃহে যাইতে সাহসী হইলেন না, অথবা বুঝিতে পারিলেন, শচীপতি শ্রীপদের সমক্ষে না হইলে সকল কথা ব্যক্ত করিবেন না। প্রতাপচন্দ্র শ্রীপদের ছায়া, উভয়ে দক্ষিণেশ্বর যাইবার জন্য গঙ্গায় একই নৌকায় আরোহী হইলেন। দক্ষিণেশ্বরে সপ্তাহ কাল সমাধির পর কীর্ত্তন, কীর্ত্তনের পর সমাধি, সময়ে সময়ে পরমহংসের জ্ঞানগর্ভ পদাবলী, কৌতুকপূর্ণ অভিনব উপদেশমালা সমং

জনমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিল। প্রতাপচন্দ্রের মুখে বিস্ময়, কিন্তু পেটে বেনামী পত্র।

সপ্তাহের পর প্রতাপচন্দ্র পরমহংসের গ্রাস হইতে শ্রীপদকে উদ্ধার করিয়া নারিকেলডাঙ্গায় উপস্থিত হইলেন। যখন উদ্যানের দ্বারে পদার্পণ করিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা; স্তরে স্তরে মঞ্চে মঞ্চে আরোহণ করিতে এদিকে কলিকাতার সারকুলার রোডের গ্যাসের স্তম্ভগুলি আলোক উদ্গীর্ণ করিল, চারিদিকে দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উভয়ে উর্দ্ধ স্তরে দ্বিতলের দ্বারে দাঁড়াইয়া ভৃত্যমুখে শচী বাবুকে তাঁহাদের আগমন সংবাদ জানাইলেন।

শচীপতির অট্টালিকা দক্ষিণমুখী। দ্বিতলে তিনটী কক্ষ। মধ্য কক্ষের সম্মুখে প্রশস্ত বারেন্দা; অপর দুই কক্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে সুন্দর কাশ্মীরী টপ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাদচারণ এবং উপবেশনের জন্য আহ্বান করিতেছে। মধ্য কক্ষ সাদর অভ্যর্থনার জন্য সুসজ্জিত; পশ্চিমের কক্ষে শচীপতি সস্ত্রীক শয়ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের কক্ষে পুষ্পচিকিৎসালয়। শচীপতি স্বর্ণরেখার জন্য উহা সজ্জিত করিতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া শচীপতি টপে অগ্রবর্ত্তী হইয়া ডাকিলেন "আসুন না, দেখুন না আমার চিকিৎসালয় যন্ত্রালয় বিশেষ।"

উভয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শচীপতি একখানি সুরম্য খট্টার চতুর্দ্দিকে টবে টবে পুষ্প বৃক্ষ সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেছেন। ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় শিল্পী যেরূপ কখনও একটী সামগ্রী ওখানে, আর একটী সামগ্রী সেখানে টানিয়া, আবার মনঃপূত না হইলে অন্যরূপে বিন্যস্ত করে; আলোকের ইতর বিশেষ করিবার জন্য সাসীর উপর শত উপদ্রব ঘটাইয়া থাকে; শচীপতিও সেইরূপ করিতেছেন। এফুলের টব এখানে, সে ফুলের টব ওখানে; খাটের মশারিতে পুষ্পমালা—এমন নয় তেমন;

দেওয়ালে ফুলের স্তবক—মিশ্র নয় অমিশ্র। গৃহে প্রবেশ করিলে সুগন্ধে শিরায় শিরায় যেন কি এক ইন্দ্রজাল খেলিতে থাকে। একটী উজ্জ্বল দীপাধার ছাদ হইতে পুষ্পময় রজ্জুতে লম্বিত; উহার চারিদিকের বেষ্টনী স্ফটিক দোলক ফেলিয়া দিয়া পুষ্পগুচ্ছে শোভিত হইয়া মৃদু বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। দেয়ালে একখানি বৃহৎ দর্পণ, একটী স্থূল যূথিকা মালো ভূষিত হইয়া পুষ্পপত্র, পুষ্পশয্যা এবং পুষ্পপ্রদীপ দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছে।

শচীপতি বলিলেন, "দেখ্‌ছেন কি, রোগী হইতে কি ইচ্ছা হয় না? বালক সিরাপের সন্ধান পাইলে সর্দ্দির অছিলা করে। নারিকেলডাঙ্গার কত রোগী এবং কত লোক রোগের অছিলায় এখানে কাটাইয়া যায়—বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী।"

অস্ত্রহস্ত সার্জ্জন দেখিলে রোগী অতিশয় ভীত হইয়া পড়ে; রোগী ভীত হইবার পূর্ব্বেই সার্জ্জন তাহাকে আয়ত্ত করিয়া থাকেন। শচীপতির হস্তে একটী পুষ্পস্তবক ছিল; প্রতাপ এবং শ্রীপদ যেন কোন মন্ত্রবলে সেই পুষ্পগুচ্ছের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। শচীপতি উভয়কে ঐ পুষ্পশয্যায় শায়িত করিলেন। উভয়ে তন্মুহূর্ত্তে ভাবিলেন, "দূর হউক, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির স্বতন্ত্র অর্থ পিপাসা, দেবপ্রসাদের অর্থে দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার হইলে আমার তোমার উভয় দেবতাই তুষ্ট।"

শ্রীপদ। কি বল প্রতাপ?

প্রতাপ। কি বল শ্রীপদ?

উভয়ের চক্ষে চক্ষে কি যেন এক অব্যক্ত একতা ঝঙ্কার দিয়া গেল।

প্রতাপচন্দ্র বসনে একজন বহুরূপী। কখন গৈরিক, কখন কার্ত্তিক, কখন কাবুলি, কখন হ্যাট কোট। আজ তাঁহার পরিধানে একটী কাষিত গৈরিক অঙ্গরাখা, মস্তক গৈরিক উত্তরীয়ে আবৃত। প্রতাপ শয্যা হইতে

উঠিয়া উত্তরীয় মোচন করিয়া বলিলেন, "বেনামী পত্রখানা দেখিতে পারি।"

শ্রীপদ। শচী বাবুর ঔষধ ধরিয়াও ধরে নাই। আমি ভাই শু'য়ে শুন্‌ব? বড় আরাম।

শচী। যার ব্যারাম আছে সেই আরাম পায়; প্রতাপ বাবুর কোন ব্যারাম নাই, চিকিৎসাও নাই; তা পত্র দেখ্‌তে পারেন বই কি?

শচীপতি বেনামী পত্রখানা আপন কক্ষ হইতে আনিলেন এবং মেঝেতে ফেলিয়া পদ দলন করিয়া বলিলেন,"আপনাদের দুযোড়া পাদুকা এই পত্র এবং এই পত্রলেখকের শিরে তুলিয়া দিন্। চতুর লেখক ইচ্ছা করিয়া যেখানে তালব্য শ সেখানে দন্ত্য স, যেখানে দন্ত্য ন সেখানে মূর্দ্ধন্য ণ, যেখানে হ্রস্ব ইকার সেখানে দীর্ঘ ঈকার করিয়াছে। র এবং ড়—একের স্থানে অন্যের অনধিকার প্রবেশ। পত্র দেখিয়াই দরকার নাই, বড় কদর্য্য কথা, দেবপ্রসাদ বাবু কখনই সেরূপ হইতে পারেন না।"

শচীপতি পত্রখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া বাতায়ন-পথে নীচে ফেলিয়া দিলেন।

শ্রীপদ। উত্তম হইয়াছে, ভায়ার বিনামা বেরাম এই বার আরাম। দেখ ভায়া, দেবপ্রসাদের টাকার দিকে তোমাদের বড়ই মন গিয়াছে।

প্রতাপ। তোমাদের কি কম? নিত্য একাদশী, টাকাগুলো পেলে, এক পেট ত খেতে পাবে।

শচীপতি। খেতে পেলেই ঘুম; ঐ জন্যই ত বলি, কাঞ্চন দিয়েই কাজ নাই। পরমহংসও তাই বলেন। রাজনৈতিক অবধূতই হউন, আর ধর্ম্মনৈতিক অবধূতই হউন, টাকা হাতে এল কি আলস্যে ঘিরে ধর্‌বে। বরং এখন টাকা সংগ্রহ করিতে যাইয়া দুদশ স্থানে বক্তৃতা ও

উপাসনা হয়, ঘরে থাবার হইলে বক্তৃতা ও উপাসনা ঘরেই আবদ্ধ হইবে। সম্প্রতি আপনারা দরিদ্র থাকিলেই দেশের মঙ্গল।

গত সপ্তাহে পরমহংসের কামিনী কাঞ্চনের বিরুদ্ধে অভিযান, শ্রীপদ বাবুর হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন "প্রতাপ, তুমি টা—কা টা—কা করিয়া দাঁড়কাক হইয়া জন্মিবে। আমার মুখে আর ও কথা শুনতে পাবে না, টাকার ঝন্‌ঝনা হইতে আমার একতারার ঝঙ্কার ভাল। শচী বাবু, তবে বিদায়।"

শ্রীপদ আর তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিলেন না, দোতালার সিঁড়ি এবং উদ্যান-মঞ্চ বহিয়া অতি দ্রুত নামিয়া আসিলেন। প্রতাপচন্দ্র কি ভাবিয়া যেন কক্ষের চারিদিকে কপাট জানালা টানিয়া দেখিলেন। অবশেষে বিমর্ষ-ভাবে শচী বাবুর নিকট বিদায় লইলেন। নীচে আসিয়া নিক্ষিপ্ত বেনামী পত্রের ছিন্ন অংশ কুড়াইয়া লইয়া তস্করের ন্যায় প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব রূপান্তর।

শ্রীপদ এবং প্রতাপচন্দ্র চলিয়া যাইবার পর পুষ্প-চিকিৎসালয়ে শচী-পতি স্বর্ণরেখাকে ডাকিয়া লইলেন, হাস্যোদ্দীপক অনেক গল্প করিলেন। হাস্যও এক ঔষধ বিশেষ। শচীপতি বলিলেন, "পণ্ডিত হিপক্রিসেরও এই মত।" নয়টা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া শচীপতি আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন। স্বর্ণরেখা পুষ্প-চিকিৎসালয়ে শয়ন করে—ইহাই ব্যবস্থা। স্বর্ণরেখা শয়ন করিলে শচীপতি একবার আসিয়া ফুলের টব-গুলিকে আবার একটু এদিক ওদিক করিয়া গেলেন।

মঞ্চে মঞ্চে চক্রে চক্রে সপুষ্প বৃক্ষশ্রেণী। ঊর্দ্ধ স্তরে অট্টালিকায় সুন্দর কক্ষ; কক্ষে কুসুম দীপ, কুসুম শয্যা, পুষ্পপাত্র এবং মাল্যমণ্ডিত সুবৃহৎ দর্পণ। ফুলের রাজ্যে ফুলের শয্যায় একটী ফুলবালা ঘুমাইয়া পড়িল।

গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘড়ীতে ঘড়ীতে দশ হইতে তিনটা বাজিয়া গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ। স্বর্ণরেখার শয়ন-কক্ষের কাশ্মীরী টপের পার্শ্বের দ্বার সহসা উদ্ঘাটিত হইল। ধীরে ধীরে একটী গৈরিক পরিচ্ছদ এবং গৈরিক উষ্ণীষধারী যুবাপুরুষ গৃহে প্রবেশ করিল, ধীরে ধীরে খট্টার দিকে অগ্রসর হইল—সুগভীর নিদ্রিতা স্বর্ণরেখার ফুল্ল কপোলে একটী মৃদু মধুর চুম্বন করিল। নিদ্রাভঙ্গ হইল না; বালিকা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিল। যুবক অপর গণ্ডে আবার চুম্বন করিল। স্বর্ণরেখা চাহিয়া দেখিল।

প্রতাপচন্দ্র অপরাহ্নে যখন আসিয়াছিল, তখন স্বর্ণরেখা তাহার পরিচ্ছদ দেখিয়াছিল; প্রথম দিনও নয়, আজিও নয়, তাহার মুখের দিকে সে কখনও চাহিয়া দেখে নাই। পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু চীৎকার করিল না; সাহসে ভর করিয়া অনিমেষে যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া পলকে পালঙ্ক হইতে উঠিয়া বসিল; পলকে গৈরিক উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিল; যুবক পলাইতে উদ্যত। স্বর্ণরেখা দুই হাতে যুবকের দুই হাত ধরিয়া বলিল "চেনা চোর, পালাও কোথায়, আজ তোমাকে দেখিয়া ভয় পাইব না।"

যুবক একটু মৃদু হাসিয়া গৈরিক অঙ্গরাখার অন্তরাল হইতে গৈরিক শাড়ীর অঞ্চল খুলিয়া শরীরে ও মাথায় ঘুরাইয়া পরিল।

স্বর্ণ। চাতুরী কার সঙ্গে? পোষাকে বহুরূপী—মুখে চুণ কালী মাখিয়া আসিলে ঠকাইলেও ঠকাইতে পারিতে।

অরূপা। যুবক অরূপায় পরিবর্ত্তিত হইল। আমি মনে করিয়াছি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ।

স্বর্ণ। ও কি ভুলিবার রূপ? এখানে আসিয়া কতদিন দেখিয়াছি তুমি ঐ বাগানে বেড়াইতেছ; ঘরে আইস নাই কেন?

অরূপা। তুমি আমায় ডাক নাই কেন?

স্বর্ণ। এখন কি তোমায় ডেকেছিলাম যে এসেছ?

অরূপা। ডেকেছিলে বই কি, নিদ্রায় অস্ফুট কণ্ঠে, অস্ফুট অধরে অমন মধুর ডাক কত দিন শুনি নাই; দিদিমণি, আবার তেমনি ক'রে ডাক দেখি "অরূপা।"

স্বর্ণ অরূপার গলা জড়াইয়া পাঁচ বার ডাকিল,—"অরূপা"; তার পর অরূপাকে বুকে লইয়া কুসুম শয্যায় শুইয়া পড়িল।

অরূপা। তা হ'বে না, তুমি আমার বুকের উপর শুইবে।

অরূপা পৃষ্ঠ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বর্ণরেখাকে বুকে তুলিয়া লইল; স্বর্ণরেখার আরক্তিম অধরে একবার চুম্বন করিয়া বলিল, "ওগো না, আমার চুম্বন ফিরাইয়া লইব।"

স্বর্ণ। দুষ্ট, দুনো করিতে চাও, তা হবে না।

অরূপা। দুনো না করিলাম, তুমিই কেন একটী দান কর না।

স্বর্ণ কুসুম কস্তুরী, বেল বকুল, মালতী মল্লিকা, পদ্ম পারুল-সুরভি অরূপার অধরে পাঁচবার চুম্বন করিল; বলিল, "এত গন্ধ তুমি কোথায় পাও।"

অরূপা। তোমার খুড়ো পান বাগানে, আমি পাই যেখানে সেখানে।

এই বলিতে বলিতে যূথিকাগ্রথিত যেন একখানি শাল উভয়ে

শরীর ঢাকিয়া ফেলিল। সুকোমল সুগন্ধি শালের তলে অর্দ্ধ কোমল যুগলসুন্দরী। যূথিকার শাল উড়িয়া গেল, বেল ফুলের রুমাল আসিয়া উড়িয়া পড়িল। হৃদয়ে হৃদয়, করে করতল, গণ্ডে গণ্ড-স্থল। বেল ফুলের রুমাল অদৃশ্য হইল; অরূপা পৃষ্ঠ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বর্ণরেখার মস্তক বকুলের বালিশে স্থাপন করিল; বাহুলতায় লতায় তেমনি সুকোমল সংবদ্ধ।

অরূপা। স্বর্ণ, পত্রখানা দেখাও না?

স্বর্ণ। বালিশের নীচে আছে, তুমি কেন দেখ না। আমি হাত তুলিতে পারি না; পত্র হইতে তোমার হাত মিঠা।

অরূপা। আমার হাত যে তোমার হাতে মিশিয়া গিয়াছে। বিনা হাতে পত্র লইব কিরূপে?

স্বর্ণ। বিনা শরীরে ভাগবৎপুর হইতে এতদূর আইস যেরূপে।

বালিশের নীচ হইতে পত্র বাহিরে আসিল, আবরণ মুক্ত হইল, মুক্তার মত লেখা :—

স্বর্ণ,

কলিকাতা গিয়াছ অবধি আমার মন বড় ব্যাকুল, পত্র যা লেখ অতি ছোট, বড় পত্র লিখিবে। আমি আজ ছোট পত্র লিখিলাম, তাই বলিয়া তাহার শোধ দিও না। আমার সুদীর্ঘ পূর্ব্ব পত্রের শোধ দিলে সুখী হইব। শীঘ্র আসিবে না কি? না আসিলে আমি কলি-কাতা যাইব।

অনিল।

অরূপা। সুন্দর পত্রখানি, অনিল বাবু তোমাকে খুব ভাল-বাসেন, নয়?

স্বর্ণ। ভালবাসেন বই কি?

অরূপা। তাঁহাকে যখন বিবাহ করিবে তখন তেমন পাগল করিয়া কেন পত্র লেখ না?

স্বর্ণ। বিবাহ করিব তা কে বলিল, স্ত্রীলোক—কুমারী—কোথায় বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে জানে? আমি কেন বিবাহের ভাবে তাঁহাকে পত্র লিখিব? তিনি যা ইচ্ছা ভাবুন গিয়া।

অরূপা। দিদিমণি আমার, এত বুদ্ধি, তা নৈলে কি তোরে এত ভালবাসি।

অরূপা স্বর্ণরেখাকে ক্রোড়ে করিয়া পালঙ্ক হইতে উঠিল। উঠিয়া দীপালোকোজ্জ্বল দর্পণের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "তাঁকে কেন বিবাহ কর না।"

স্বর্ণ। তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বিবাহ করিবেন না।

অরূপা। অন্য স্ত্রীলোক বিবাহ করিবেন না। যদি আমাকে পান, পুনরায় বিবাহ করিবেন।

স্বর্ণ। তুমি কি আমি?

অরূপা উত্তর না দিয়া আপনি দর্পণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, স্বর্ণের মুখ আপন মুখের পার্শ্বে রাখিল। দর্পণের কোলে দুইটী প্রফুল্ল পদ্ম।

স্বর্ণ। তাইত, ঠিক যেন এক চেহারা, একই নাক, একই চোক, একই সব, কেবল তোমার গালে যে একটী তিল আছে আমার নাই. তিলে মুখ বড় সুন্দর দেখাইতেছে।

বলিতে বলিতে স্বর্ণের মুখে একটী তিল ফুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

স্বর্ণ। এ কি অদ্ভুত বিদ্যা। মানুষ কি এক জনকে আর একজন মানুষের মত গড়িয়া উঠিতে পারে?

অরূপা। একটা কাঁচপোকা, একটা আরসুলাকে কাঁচপোব

করিতে পারে আর একটা মানুষ মানুষকে তার মত করিতে পারে না? তার পর আমি কি মানুষ?

তখন ভোর হইয়াছে, কক্ষে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়াছে। দিব্য গন্ধ, দিব্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া অরূপা বাতায়ন-বিনির্গত-রশ্মিরেখা পথে উড়িয়া চলিল।

স্বর্ণরেখা চেঁচাইয়া ডাকিল, "দিদি, দিদি, যেও না।"

অরূপা। যাব না, বল, তাঁকে বিবাহ করিবে।

স্বর্ণ। তোমাকে তিনি আবার বিবাহ করিবেন।

অরূপা। তাই সত্যি, আমিই তুমি।

অরূপা অদৃশ্য হইল, স্বর্ণরেখা তখনও দর্পণের নিকট দাঁড়াইয়া আপনার অরূপ রূপ দেখিতেছিল।

দ্বারে আঘাত হইল, "মা, দ্বার খোল, বেলা হইয়াছে।"

স্বর্ণ দ্বার খুলিয়া দিল। শচীপতি নব কুসুমের নব মাল্য আভরণ লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া। তিনি কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমে স্বর্ণের চরণে রজনীগন্ধার নূপুর পরাইতে অগ্রসর হইলেন। স্বর্ণ পা টানিয়া লইয়া দূরে চলিয়া গেল।

শচীপতি। তুমি রোগী, আমি চিকিৎসক; চিকিৎসকের আর পা ও মাথার বিচার কি? এস মা, ঐ রাঙ্গা চরণে সাদা নূপুর পরাইয়া দি।

স্বর্ণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ শচীপতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শচীপতি কুসুম নূপুর স্বর্ণরেখার চরণে পরাইয়া দিলেন। একবার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, স্বর্ণরেখার মুখে কি অপূর্ব্ব শ্রী খেলিতেছে। শচীপতি স…হে ভ্রাতুষ্পুত্রীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "ফুলের কি গুণ, কি …াছিলি, কি সুন্দর হয়েছিস্, আয়নায় একবার দেখ্ না।"

শচীপতি স্বর্ণরেখাকে দর্পণের নিকট লইয়া গেলেন। স্বর্ণরেখা দিবালোকে দিব্য চক্ষে সলজ্জে দেখিল, আপনার প্রতিরূপ—

অরূপা।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পিতা হরপ্রসাদ।

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। ভাগবৎপুরে কয়েকটী বিবাহ উপস্থিত, বৃষ্টিও বুঝিয়াছে এই সময়। বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রে গৃহিণীগণ যখন পরবর্ত্তী দিনের বিবাহভোজ রন্ধনার্থ চুল্লীতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছেন সেই সময় হইতে বৃষ্টির ধারা স্থূল এবং ঘন হইয়াছে। শেষ রাত্রে ঘোর বৃষ্টি—চারিদিকে গাছের পাতায় পাতায় জগঝম্প বাজিয়া যাইতেছে। প্রাতেও জলের বিরাম হইল না। জলে ভিজিয়াই কর্ম্মকর্ত্তাগণ কাজ করিতেছেন। দাস দাসী, অতিথি আগন্তুক সকলেই ভিজিতেছে। কুকুরগুলি ভিজিয়া ভিজিয়া উৎসৃষ্ট অন্ন উদরস্থ করিয়া, বৃষ্টির প্রহারে গৃহে প্রবেশের চেষ্টায় দাসদাসীগণের লগুড়ের তাড়নায় বাহির হইয়া একই অন্নপাত্রে দশটীতে স্বজাতিপ্রিয়তার নিদর্শন স্বরূপ নখ দন্তে প্রাণান্ত বক্তৃতা আরম্ভ করিতেছে; কখনও অস্থায়ী আর্দ্র আচ্ছাদন-তলে ভোজননিরত নিমন্ত্রিতের পংক্তি ভেদ করিয়া ঘোর বিপত্তি ঘটাইতেছে। দুই একটী দুরন্ত বালক তৈল ঘৃতের শূন্য টীন সবলে বাজাইতেছে; কর্ণে শত গণ্ডা উইচিংড়ি আস্ফালন করিলেও এরূপ উপদ্রব বোধ হয় না। অসহ্য কর্কশ শব্দে উৎপীড়িত হইয়া দুই এ কর্ম্মকর্ত্তা বালকদের কাণ মলিয়া দিতেছেন। কোন বালক পলাব

করিতেছে ; কোন বালক পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে টীনে তাল রাখিয়া কান্নার তাল চড়াইয়া কর্ণমর্দ্দনের প্রতিশোধ লইতেছে। কুকুরের কলরব, লোকের কোলাহল, বালক বালিকার ক্রন্দন, আর্দ্র বস্ত্রের সপ্ সপ্ শব্দ, কর্দ্দমাক্ত পথে যাতায়াতে চপ্ চপ্ ধ্বনি ;—বর্ষার বিবাহ এক অদ্ভুত পঙ্কোৎসব হইয়া উঠিয়াছে। পিচ্ছিল অঙ্গনে দধির ভাণ্ড হস্তে পরিবেশকের পতনে কর্দ্দম ও দধিতে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম হইয়াছে। অন্তঃপুর-অঙ্গনে কোন কুটুম্বিনী এক গৃহ হইতে অপর গৃহে যাইতে কর্দ্দমে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, ভূতলে একটী বিজলী বাজী খেলিয়া গিয়াছে ; এদিকে হাস্যের তরঙ্গ উঠিয়াছে। কর্দ্দম সুন্দরীগণের চরণে লিপ্ত হইয়া সার্থক হইতেছে, অন্তঃপুরিকাগণকে ভিজাইয়া বৃষ্টি তাহার খেচর জন্ম সফল করিতেছে। সময়ে সময়ে বাদ্যোদ্যম এবং হুলুধ্বনি হইতেছে, তাহাও যেন ভিজিয়া গিয়াছে, ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ভিজা বাদ্যের ভিজা প্রতিধ্বনি হরপ্রসাদের বিশাল পুরীতে মস্তক লুটাইয়া ক্রন্দন করিতেছে—কেন না হরপ্রসাদ এবং রতনমণি উভয়েই ভাবিয়াছিলেন এই সময়ে তাঁহাদের গৃহও বিবাহের অনুষ্ঠানে উৎসবময় হইয়া উঠিবে। তাঁহাদের আশা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

অপরাহ্ণে বৃষ্টি একটু থামিল ; ঢোল, কাঁশর, সানাইর শব্দ একটু সজীব হইয়া উঠিল। যতই সজীব হইয়া উঠিল, দেবপ্রসাদের পিতা এবং ভগ্নীর মন ততই বিষণ্ণ হইতে লাগিল। হরপ্রসাদ দেওয়ান রঘুনাথকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি দেবুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন ?"

দেওয়ান। দেখা করিয়াছিলাম।

হরপ্রসাদ। কি বলিল ?

দেওয়ান। আপনার সঙ্গে দেখা করিবার তাঁহার সাহস নাই ; তিনি সব গুছাইয়া এতদিনের মধ্যেও কাশী যাইতে পারেন নাই,

বিশ্বেশ্বর অপেক্ষা তাঁহার প্রতি আপনার টান কত অধিক, ভাবিয়া তিনি আরও আকুল হইয়াছেন।

হরপ্রসাদ। উইল তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন?

দেওয়ান। দেখাইয়াছিলাম, তিনি উহা পড়িলেন না, বলিলেন, সব খোকাকে দিয়াছেন, সে ত আমারই, তবে "অরূপা" এবং "অন্নপূর্ণা" হইতে যেন আমাকে বঞ্চিত না করেন। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহাও তিনি করিতে পারেন। তিনি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দিয়া যে অমূল্য সম্পত্তি দান করিয়াছেন তাহা কেহ কখনও লইতে পারিবে না। পিতা স্বর্গ, পিতা দেবতা, কিন্তু চিত্তের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। মহোৎসব করিয়া একান্ত ইচ্ছা হইলে কাশী যাইতে বলিলেন।

হরপ্রসাদ। দেখি উইল।

দেওয়ানজী উইল আনিয়া দিলেন। হরপ্রসাদ ফাঁৎ করিয়া উইল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "সব প্যাক্ খুলিয়া ফেলুন, আমি কাশী যাইব না, মহোৎসব করিব, ঐ সঙ্গে খোকার নামকরণ হইবে। দেবুকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া ফল নাই, উহাতে আমারই দুর্নাম রটিবে। পুত্র থাকিতে পৌত্রে সম্পত্তি দান এবং বংশের উইল গোপন থাকিবে,—পুত্র আপন সম্মান, সুনাম রক্ষা করিয়া চলিতে চাহিবে,—ঋণ করিতে যাইবে,—লোকে সম্পত্তি দেখিয়া ঋণ দিবে; পরে যখন উইল বাহির হইয়া পড়িবে, পুত্র প্রবঞ্চক সাব্যস্ত হইবে। আমি প্রবঞ্চক পুত্রের পিতা বলিয়া পরিচিত হইতে চাহি না। শুনিতে পাই, ব্যেকুব, আমার অভাবে সম্পত্তি কলিকাতায় কোন্ কোন্ বাবুকে মাথা মুণ্ড কি জন্য দান করিয়া যাইবে। তাহাই হউক। যে দিন পদ্মার টানে বৃন্দাবনচন্দ্রের আসন সহ দেবালয় নামিয়া যাইতে থাকে, পদ্মায় পৈতৃক গৃহ গ্রাস করে,

দিন যদি সহ্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে আজিও সহ্য করিব। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়—সাহেব আমাকে কত ভালবাসিতেন,—মৃত এবং পলায়িত পল্টনের বিলপ্রাপ্য বেতন পাঁচ লাখ টাকা আমাকে ধরিয়া দিলেন। এক দিনে পাঁচ লাখ। ধন কখন আইসে কখন যায়। সকল ধনের সার দেবু—এক পুত্রের পিতা আমি, বিধাতা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। এক পুত্রের পিতা সে, খোকার রিষ্টির পার নাই, এই পুরী নিষ্প্রদীপ হইবে, যদি তাহাই দেবতার ইচ্ছা হয়, হউক। ধানের গোলা দরিদ্রকে খুলিয়া দিন, উহার অপেক্ষা আর মহোৎসব কি? দেবুকে বলুন, লক্ষ্মী বউমা, তাঁহার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখিব না। খোকার নামকরণ—আজ বউমা নাই। বৃদ্ধ সিপাহীযুদ্ধের সাক্ষী। উচ্চে কাঁদিয়া ফেলিল।

রতনমণি ম'শায় পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিলেন। পিতার চক্ষের জলে তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, তিনি আঁচলে জল মুছিয়া ফেলিলেন। রতনমণি জানিতেন, পিতা অধিক কথার লোক নহেন, প্রশান্তসাগরে পাহাড় ভাঙ্গিয়া না পড়িলে এরূপ উচ্ছ্বাস উঠে নাই, তিনি পিতার পার্শ্ব হইতে ছায়াবাজীর ন্যায় অদৃশ্য হইলেন। তখন বেলা অবসান, আকাশ উত্তম পরিষ্কার হইয়াছে। পিসীমা খোকাকে কোলে লইয়া কুণ্ডলার দিকে অগ্রসর হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রতনমণি ম'শায়—পুনরায়।

"অন্নপূর্ণা" কুণ্ডলার বক্ষে সান্ধ্য পবনহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। পিসীমা খোকাকে কোলে লইয়া নৌকায় উঠিলেন, কেহ তাঁহাকে

। জিজ্ঞাসা করিল না, নির্দ্দিষ্ট লোক ব্যতীত অন্য লোক উঠিতে বারণ, কিন্তু কেহ বারণ করিতে সাহস পাইল না।

দেখিতে দেখিতে অরূপা আপনার পালপক্ষ বিস্তার করিয়া রূপসী বিল হইতে "অন্নপূর্ণার" নিকটবর্ত্তী হইল। উভয় নৌকা উত্তমরূপে রজ্জুতে আবদ্ধ হইতে না হইতেই পিসীমা খোকাকে কক্ষে লইয়া "অন্নপূর্ণা' হইতে অরূপায় পদার্পণ করিলেন। বাঘিনীও আপন ছানা লইয়া এরূপ নিঃশঙ্কে এবং নির্ভয়ে লম্ফ প্রদান করিতে পারে না।

দেবপ্রসাদ দুইখানি পত্র পড়িতেছিলেন—দুই খানি পত্রই বেনামী। তিনি পোষ্টাফিসের শীল মোহর এবং হস্তাক্ষর তুলনা করিতেছিলেন।

পশ্চাতে কোলে থাকিয়াই খোকা বলিয়া উঠিল, "বাবা আমি।"

দেবপ্রসাদ যেন স্বপ্নে চমকিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন—সত্যই খোকা। তখন সে পিসীমার কোল হইতে নামিয়া পিতার চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেবপ্রসাদ। দিদি, তুমি কতক্ষণ? আমাকে ডাক্‌লেই ত হ'ত।

খোকা তখন এককক্ষ ওকক্ষে অতি আনন্দে দৌড়িতেছিল, এটা ওটা ধরিতেছিল, তৃতীয় কক্ষের দরজার স্ফাটিক হাতল ধরিয়া খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। দেবপ্রসাদ উঠিয়া উহার চাবি বন্ধ করিয়া আসিলেন। পিসীমা উহা লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন, "না হয় আমিই আসিয়াছি, আমি কাশী যাইব; তোমার খোকা থাকিল, উহাকে দেখিও; আমি উহাকে পালিয়াছি মাত্র, তোমার সন্তান, তোমাকে সঁপিয়া দিয়া গেলাম; দেখিও উহার যেন কোন কষ্ট না হয়।"

ভগ্নীর ক্রোড়ে খোকাকে রাখিয়া গৃহশূন্য দেবপ্রসাদের এই স্বপ্নলীলার দিনগুলি অতি সুখে যাইতেছিল। সহসা সে স্বপ্নে

অভাবনীয় আঘাত আসিয়া পড়িল। দেবপ্রসাদ বলিলেন, "আমার কি সাধ্য উহাকে মানুষ করিতে পারি ?"

ভগ্নী। আমার কি সাধ্য যে আমি উহাকে পালন করি ? চাকর রাখ, ঝি রাখ, উহারা খোকাকে পালিবে। তোমার সংসারে শরীর শেষ করিয়াছি, আর না ; আমারও ত একটা পরকাল আছে।

দেবপ্রসাদ। খোকা বড় হউক, আমি তোমাকে কাশী রাখিয়া আসিব। দিদি, তুমি যেও না, যাইলে খোকা বাঁচিবে না।

ভগ্নী। খোকা বাঁচিল কি না বাঁচিল তা কি একবার ফিরিয়া দেখিস্, আপনার সুখ লইয়া আছিস্, বিবাহ করিলে ত বাবা কাশী যাইতে চাহিতেন না। খোকার যত্ন হইত। মার কাঁকে কলসী দেখিলে খোকা সহিতে পারিত না, আজ বাছা আমার কোলের কাঙ্গাল।

দেব। দিদি, তুমি যেও না।

দেবপ্রসাদ দিদির পা ধরিল।

ভগ্নী। তবে বল্, বিবাহ করিবি।

দেব। তুমি যদি এরূপ বল, আমি যাই কোথায় ? আমি সব পারি, বিবাহ করিতে পারিব না।

ভগ্নী। খোকা রহিল, খোকাকে দেখিস্।

রতনমণি ধীরে ধীরে "অরূপার" গলুইর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাতাসে "অরূপা" ঘুরিয়া আসিয়া অন্নপূর্ণার গলুই চুম্বন করিতেছিল। আবার পৃথক্ হইয়া যাইতেছিল।

খোকা পিসীমাকে দেখিতে না পাইয়া দৌড়িয়া আসিল। তখন তিনি, অন্নপূর্ণায় পা তুলিয়া দিয়াছেন। খোকা "পিছিমা দাইও না, পিছিমি দাইও না" বলিতে বলিতে পিসীমার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল ; অন্নপূর্ণা তখন বাতাসে সরিয়া গিয়াছে। জলে পড়িল ভাবিয়া

দেবপ্রসাদ খোকার পা চাপিয়া ধরিলেন ; খোকা জলে পড়িল ভাবিয়া পিসীমা তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। অন্নপূর্ণা এবং অরূপা তরঙ্গে এবং বাতাসে ক্রমেই ধীরে ধীরে অধিক বিচ্ছিন্ন হইতেছে। যদি পিসীমা দেবপ্রসাদের ভরসায় ছাড়িয়া দেন, আর দেবপ্রসাদ না ধরিয়া রাখেন, তবে খোকা জলে পড়িয়া এখনই অদৃশ্য হইয়া যায়। যদি দেবপ্রসাদ পিসীমার ভরসায় ছাড়িয়া দেন আর পিসীমা না ধরেন, তবেও খোকা জলে পড়িয়া তখনই প্রাণ হারায়। ভানু সিং, সুন্দর, মাঝি মাল্লা কেহ ছাদে, কেহ ধারে দাঁড়াইয়া দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। যূপবদ্ধ ছাগশিশুর ন্যায় পিতা এবং পিসীমার হস্তধৃত "পিছিমা দাইও না, তুমি দাইও না"—কান্নামুখ খোকার ছায়া তখন কুণ্ডলার জলে টলমল করিতেছে। একের ভরসায় অন্যে ছাড়িলে এখনই সব শেষ হয়। পিসীমা খোকার হাত আপন বস্ত্র ও হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইতেছেন, খোকা আরও অাঁটিয়া ধরিতেছে। যায় যায়, ধর্ ধর্। রতনমণি ম'শায়ের মাথায় এই সুযোগে উৎপন্নমতি খেলিয়াছে। রতনমণি ম'শায় তখন পুরুষোচিত কণ্ঠে বলিলেন, "বল্ বিবাহ কর্‌বি কি না?" তখন খোকার এক পা, সহসা নৌকার ঝাঁকিতে দেবপ্রসাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। পিসীমা ছাড়িয়া দিলে খোকাকে জলমগ্ন হইতে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই। সন্তানের স্নেহ— দেবপ্রসাদ চিন্তা তর্কের অবসর পাইলেন না, বলিয়া ফেলিলেন, "করিব।"

পিসীমা দুই হস্তে খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। "অরূপা" এক দাপট বাতাসে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

রতনমণি অন্নপূর্ণার মাঝিদিগকে বলিলেন, "নৌকায় [illegible] বাঁধ।" উহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সিঁড়ি ডাঙ্গায় বাঁধিয়া দিল; [illegible]

খোকাকে কোলে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন, একবারে পিতার কক্ষে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "বাবা, দেবপ্রসাদ আমাকে বলিয়াছে বিবাহ করিবে।"

হরপ্রসাদ। করিবে? সত্যি করিবে? কেমন করিয়া মত করাইলে?

রতনমণি আনুপূর্ব্বিক সব বলিলেন।

পিতা কন্যার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, দীর্ঘ অপেক্ষা যেন দীর্ঘ বোধ হইল, স্পষ্ট অপেক্ষা যেন স্পষ্ট বোধ হইল। তিনি আপন মনে বলিলেন, "সাধে কি ইহার নাম রতনমণি ম'শায়।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অরূপার যাদুবিদ্যা।

নিদ্রা—আরামের আবাহন, যুবতীর সুষুপ্তি; কেবল তাহা নহে পরার্থে পূর্ণাহুতি। স্বর্ণরেখা আপন কুসুম-শোভিত কক্ষে, কুসুম-রচিত শয্যায়, উপাধানের উপর বাম প্রকোষ্ঠ উপাধান করিয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। মণিবন্ধের মাধবাকঙ্কণে ফুল্ল কপোল ঈষৎ পিষ্ট হইয়াছে, মুক্ত শিথিল বেণী কৃষ্ণসর্পের আকারে দক্ষিণ বাহু উল্লঙ্ঘন করিয়া নিভৃত বক্ষে কুণ্ডলাকারে বিশ্রাম করিতেছে। গন্ধদীপে কক্ষ আমোদিত; উজ্জ্বল আলোক, স্বর্ণরেখার সুপ্ত শান্ত মুখমণ্ডলে ললিত লাবণ্য ঢালিয়া দিয়াছে। নীরব ওষ্ঠ বলিতেছে—"আমার নহে তোমার"; নিস্পন্দ চক্ষু বলিতেছে—"চাহিলে আমি দেখি, তুমি আমাকে যত ইচ্ছা প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও"; সুস্নিগ্ধ কপোল আনন্দে ইঙ্গিত করিতেছে, "তোমার পবিত্র ভোগ্য যদৃচ্ছা ভোগ কর"।

বাহুলতা আহ্বান করিতেছে, "দেখ কত শিথিল কত শান্ত, উহাতে আমার বলিতে কিছুই নাই, তুমি উহাকে আলিঙ্গন কর"; হৃদয় আকুল প্রাণে ডাকিতেছে, "আমি নাই তুমি, এস হে হৃদি-মন্দিরে"।

দেবপ্রসাদ ধীরে ধীরে পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই সুপ্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন; তাঁহাকে যেন কোন এক অসীম শক্তিশালী অদৃশ্য চুম্বকে টানিতেছে; দেবপ্রসাদ শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, কে যেন মোহমন্ত্রে প্রলুব্ধ করিতেছে; দেবপ্রসাদ স্বর্ণরেখার দক্ষিণ করপল্লব আপন করে তুলিয়া লইলেন, কে যেন রূপকথায় রোমাঞ্চিত করিতেছে; আত্মহারা অধীন প্রাণী দেবপ্রসাদ আপন অঙ্গুলী স্বর্ণ-রেখার অঙ্গুলীর পার্শ্বে কীলকবৎ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন; কোমল পীড়ন—স্নিগ্ধ পেষণ।

স্বর্ণরেখা চক্ষু মেলিয়া চাহিল, বলিল, "আপনি কতক্ষণ?"

দেবপ্রসাদ। অনেকক্ষণ নয়, অতি অল্পক্ষণ।

স্বর্ণ। বসিয়া কেন, বিশ্রাম করুন।

দেবপ্রসাদ অতি ধীরে অতি সঙ্কোচে যেন শরীরে শরীর স্পর্শ না করে, উপাধানে মস্তক রাখিলেন।

রমণীর উপাধানে গন্ধতৈলের দুর্জ্জয় মাদকতা দেবপ্রসাদকে অবশ করিয়া ফেলিল, তাহার উপর স্বর্ণরেখার সুরভি নিশ্বাসের সুরভি গন্ধ তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। এই চেতন ঐ অচেতন, একবার চাহিতেছেন আবার চক্ষু নিমীলিত করিতেছেন। একবার যাই চাহিলেন, দেখিলেন, তাঁহার বাম পার্শ্বে অরূপা তাঁহার সমান্তরালে শয্যার অংশ গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে স্বর্ণ অপরদিকে অরূপা। স্বর্ণ আবার নিদ্রিত হইয়াছে। অরূপা জাগিয়া দেখিতেছে—এদিকে এই ওদিকে ঐ অরূপ; এই স্থূল, ঐ সূক্ষ্ম; এই কায়া, ঐ ছায়া

অথচ এক। অবয়ব আকৃতি, প্রীতি প্রকৃতি সব অভিন্ন; তবে একটী তরুণ, আর একটী তৃপ্ত।

অরূপা মৃদুমধুর স্বরে গাইতে লাগিল—

অরূপার রূপ মিশে নিরাকারে
সাকার কাঁদিছে সাকারের তরে—

দেবপ্রসাদ। আ, ওকে জাগাও কেন, সুন্দর ঘুমাইয়া আছে।

অরূপা। নৈলে যে পরখ হয় না! চোকে চোক, মুখে মুখ। ও স্বর্ণ, উঠ্‌বি না, বর এসেছে।

দেবপ্রসাদ অরূপার মুখ চাপিয়া ধরিল। স্বর্ণের গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল না।

দেবপ্রসাদ দেখিলেন, স্বর্ণ তাঁহার শরীর ডিঙ্গাইয়া অরূপায় এক হইয়া যাইতেছে। শয্যায় দুইটী সত্ত্বা ব্যতীত তৃতীয় সত্ত্বা নাই—দেবপ্রসাদ ও অরূপা।

দেবপ্রসাদ। আ, এতদিন পরে আসিয়াছ, তোমা ভিন্ন ঘর আঁধার, শয্যা কণ্টক, আহার উপবাস, এস এস কাছে এস।

অরূপা। আসিব কেন, ঠাকুরঝির কাছে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, বিবাহ করিবে। তাই কর।

দেব। অভিমান হ'লো বুঝি, স্ত্রীলোকে সহিয়াও সহিতে পারে না, কেন, তুমিই ত বিবাহের জন্য জেদ করিতেছ?

অরূপা। বিবাহ করিবে?

দেব। ভাবিয়াছিলাম, দিদিকে যখন বলিয়াছি, তখন করিব, কিন্তু কখন করিব, হয়ত মরণের কিছু আগে।

অরূপা। তিনি ঠাকুরকে কতবার বলিয়াছেন, ব্রাহ্মের কথা মিথ্যা হবে।

দেবপ্রসাদ। দিদির স্নেহ অসীম ; কিন্তু স্বর্ণ কি তুমি, যে আমি তাহাকে বিবাহ করিব ? সে আমার শয্যায় মানাবে কেন, সে আমার মন বুঝিবে কেন ? এক বলকে দুধ, দশ বলকে ক্ষীর ; ক্ষীর আর দুধ কি সমান ?

অরূপা। ও ছুঁড়ী উঠ্‌লি না, বর যে চলে যায়।

দেবপ্রসাদের এক হাত স্বর্ণরেখার হাতে কীলকবদ্ধ ; তিনি অপর হাতে অরূপার মুখ আবার চাপিয়া ধরিলেন।

অরূপা। সখও আছে মনও পোড়ে। দেখ—নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখ—দুধ কি ক্ষীর।

স্বর্ণ সহসা জাগিয়া উঠিল ; স্বর্ণের চক্ষে জল পড়িতেছে।

তিনি আপন বস্ত্রাঞ্চলে স্বর্ণের অশ্রুস্নাত কপোল মুছাইয়া দিলেন। স্নিগ্ধ কপোলে অতর্কিতে মৃদু মধুর চুম্বন করিলেন।

অরূপা। এই কিন্তু প্রেমের শীলমোহর পড়িল, হো—হো—হো।

উচ্চ হাস্যে "অরূপার" প্রহরী পাহারা জাগিয়া উঠিল, ভানু সিং চেঁচাইয়া বলিল, "কোন্ হ্যায়রে ঠার ত।"

চীৎকারে দেবপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি যে অরূপায় সেই অরূপায়।

স্বপ্নের সূচনা অংশ এই—তিনি ভগ্নীর নিকট সহসা সঙ্কটে পড়িয়া বিবাহের প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছিলেন না ; ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এমন সময়ে অরূপা আসিয়া তাঁহার মাথায় চির-অভ্যস্ত হাত বুলাইতেছিল ; দেবপ্রসাদ যেন সত্যই স্বর্ণের কুসুম-কক্ষে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সব সত্য। মনোরাজ্যে সত্যের পরীক্ষক মন। অরূপা

শরীর মুক্ত। মুক্ত অরূপা মনোরাজ্যে কি মহাবিপ্লব না ঘটাইতেছে। স্বপ্নের হস্তে যাদুবিদ্যার প্রভাব অসীম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

COURTSHIP.

মহোৎসব এবং নামকরণের বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। বৃষ্টিতে উৎসবের টনটনে আনন্দ ভিজাইয়া দিবে, সকলেই এই আশঙ্কা করিতেছিল; কিন্তু হরপ্রসাদের ভরসা মহাপ্রভু,—তিনি বৃষ্টির বিড়ম্বনা নিবৃত্তি করিবেন।

রতনমণি ম'শায় কাঞ্চনতলায় রাজলক্ষ্মীর নিকট পত্র লিখাইলেন, "আমাদের ঘরে কুমারী ও আয়তি কেহ নাই, তুমি, স্বর্ণ, শ্যামলা, সুরূপাকে লইয়া আসিলে অতিশয় সুখী হইব। বাবা আলেদা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন।"

স্বর্ণরেখা কলিকাতায় তাহা তিনি জানিতেন, কন্যার রোগের কথা ছড়াইয়া না পড়ে পিতা তজ্জন্য তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি তিনি পত্রের পুনশ্চয়ে লিখিলেন, "নির্ব্বন্ধ কাহার কোথায় আছে কে জানে, স্বর্ণরেখাকে লইয়া আসিতে মনে কিছু করিও না।"

রতনমণি ম'শায়ের পত্র, পত্র নয় সমন।

উৎসব আয়োজনে দিনগুলি অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিল। দেবপ্রসাদ কখনও "অরূপায়" কখনও "অন্নপূর্ণায়"। এখন গৃহের কক্ষগুলিও হার পদধূলি পাইতে লাগিল। সমাগতা স্বর্ণরেখার সঙ্গে দেব-দের একদিন এইরূপ কোর্টসিপ হইল।

দেবপ্রসাদ। ঐ দেয়ালে দেখুন, কেমন সুন্দর ছবি, আপনার দিকে চাহিয়া আছে।

স্বর্ণরেখা নত হইয়া বসিয়াছিল, অতি ধীরে মুখ তুলিয়া দেখিল, অরূপার ছবি দেয়াল আলো করিয়া রহিয়াছে। চিত্রের চক্ষু এমন ভাবে আঁকা, যে দিকে বসিয়া দেখিবে সেই দিকেই অরূপা তোমার দিকে চাহিয়া আছে। স্বর্ণ চিত্র দেখিয়া আবার মুখ নত করিল।

দেবপ্রসাদ। ঠিক আপনারই মত ;—

স্বর্ণ। আমাকে "আপনার" বলিবেন না, আমি তাঁহার মত কি করিয়া হইব ?

দেবপ্রসাদ। আয়না আনিয়া দেব ?

দেরাজের উপর একখানি আয়না ছিল, দেবপ্রসাদ এমন করিয়া ঘুরাইয়া রাখিল যেন স্বর্ণের ছবি তাহার উপর পড়ে। স্বর্ণ আয়নার দিকে চাহিয়া আবার মুখ নত করিল।

দেবপ্রসাদ। আচ্ছা, আর আপনার বলিব না। এই সব তোমার, সকলই তোমার জন্য, এ ঘরে আসিলে সুখী হইবে ত ?

স্বর্ণ। আমার সুখ চাই না, আমি আপনাকে কি সুখী করিতে পারিব ? আমার এমন ভাগ্য কি যে, আমার দ্বারা অরূপার স্থান পূর্ণ হইবে। তাঁর রূপ যেন হইল, তাঁর গুণ আমি কোথায় পাইব ? তাঁহার দয়া, তাঁহার সেবা, তাঁহার সব। আমি তাঁর চরণ ধুইবারও যোগ্য নই।

দেবপ্রসাদ হৃদয়ে যেন কি একটা গুরুতর অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। সব মুছিয়া ফেলিয়া, অরূপার ছবি চাপিয়া রাখিয়া, নূতনের সঙ্গে নূতন প্রণয় স্থাপনে তিনি যেন কোন কৌশল পাইতেছিলেন না। ভাবিতে লাগিলেন, ছবি না দেখাইলেই

এই সময়ে খোকা আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেবপ্রসাদ। জান খোকা, ইনি তোমার কে?

খোকা। ম।

স্বর্ণরেখা বালকটাকে কোলে তুলিয়া লইল, বলিল, "আমি ইহার সৎমা, মায়ের মায়া, তা সন্তানের যেন সৎমা না হয়। আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকুন।"

দেবপ্রসাদ। এত দিন তা পারিয়াছি, এখন তা পারিতেছি না। এই দেখ তোমার ফটো, এই দেখ অরূপার তোমার বয়সের ফটো। কুসুম কাননে কুসুম ভূষণে ভূষিতা তোমার এই ছবি উঠিয়াছে, কি সুন্দর, তোমার কাকার হাতে তোলা, কেমন? কলিকাতা হইতে এই ছবি আনিয়াছে। তুমি এবং সে এক। সে ছায়া তুমি কায়া। আমি তোমাকে ছাড়িতে পারি না।

দেবপ্রসাদ দুই হাতে স্বর্ণরেখার কোমল করপল্লব তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, "বল, এখানে আসিলে তুমি সুখী হইবে।"

স্বর্ণ। বলুন আপনি সুখী হইবেন, "অরূপা" নৌকা, অরূপার ছবি, অরূপার বিছানা, অরূপার বালিশ, অরূপার স্মৃতি আপনাকে ব্যথা দিবে না ত?

দেবপ্রসাদ। তা দেবে কেন; তুমিই অরূপা, অরূপাই তুমি। যদি ব্যথাই দেয় তবে আমি "অরূপা" কুণ্ডলায় ডুবাইব; ছবি, বিছানা, বালিশ সব জলে ভাসাইয়া দিব।

স্বর্ণ। তিনি আপনাকে কত ভালবাসিয়াছেন, আর আজ আপনি আমার জন্য তাঁর সব ডুবাইয়া দিবেন। আমাকে ভুলিয়া যান।

দেবপ্রসাদ স্বর্ণরেখার হাত বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, তাহার বুক করিতে লাগিল।

এই সময়ে "ছি, পুরুষ এমন, আমি এই যে, আমার সাক্ষাতে অন্যকে লইয়া, ছি ছি!" এই কথা বলিয়া যেন অরূপা বিজলীর ন্যায় চকিতে দেবপ্রসাদের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। দেবপ্রসাদ স্বর্ণরেখার হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

একটা "খিল্ খিল্" হাসি, একটা "ঝুণু ঝুণু" পদশব্দ কাণের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। দেবপ্রসাদ বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন।

প্রেমিক জনের চিত্তে প্রেম-দেবতার কি অদ্ভুত লীলা চাতুরী! কলিকাতায় স্বর্ণ, কুণ্ডলায় দেবপ্রসাদ। ভগ্নী কাঞ্চনতলায় পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তিনি জানিয়াছেন, পত্র পাইয়া রাজলক্ষ্মী কন্যা-ত্রয়কে লইয়া আসিয়াছেন, দেবপ্রসাদ "অরূপায়" বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন। উল্লিখিত কথোপকথন উদ্বেলিত প্রেমের প্রমত্ত উচ্ছ্বাস মাত্র। বিবাহার্থী প্রণয়ার্থী—একের চিত্ত অপরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে অনেক সময় দূরে থাকিয়াও এইরূপ কথোপকথন হইয়া থাকে। স্বর্ণরেখাও শচীপতির উদ্যানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিল, এইরূপ উত্তর দিতেছিল। এইরূপ কথোপকথন তাহার সমন্বয় মাত্র।

ভগ্নীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিবার পরদিন কলিকাতা হইতে স্বর্ণরেখার একখানি ফটোগ্রাফ আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই ফটোগ্রাফ দেব-প্রসাদকে "ফয়ার" করিয়া ফেলিয়াছে।

কুণ্ডলায় অস্তপ্রায় সূর্য্যের আভা পড়িয়া নৃত্য করিতেছে; দেব-প্রসাদ স্বর্ণরেখা এবং অরূপার ফটো বার বার দেখিতেছেন; একই চোক—সামান্য ইতর বিশেষ; একই অধর তেমনি পাতল, তেমনি রসাল, তেমনি রক্তিম। ভ্রূ এক, কপাল, কপোল, নাসিকা, সমস্তই এক।

একটী সঙ্গীত শুনা যাইতে লাগিল—

মিটে নাই আশা
মিটে নাই তৃষা
মিটাব আবার আমাকে দিয়া।
অরূপার ধ্যান মিশে নিরাকারে
সাকার কাঁদিছে সাকারের তরে
তুমি যারে চাও
এই আমি—লও,
জুড়াও তোমার তাপিত হিয়া।

কখন বোধ হইতে লাগিল, গীত রূপসী বিলের পদ্মবনের গন্ধ বহিয়া লইয়া আসিতেছে; কখনও মনে হইল, গীত অরূপার মাস্তুলে নিশানের অগ্রে নৃত্য করিতেছে; কখনও যেন উহা "অরূপার" তলে সাঁতার কাটিয়া বাতায়ন-পথে উঁকি দিতেছে। "তুমি যারে চাও, এই আমি—লও।" দেবপ্রসাদ ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহার কাল্পনিক কোর্টসিপে তবে কি অরূপাই দূতী।

এই মানসিক কোর্টসিপের মধুরতার মধ্যে বেনামী পত্র তুইখানা তাহাকে শেলবিদ্ধ করিল। "ইহা নিশ্চয়ই কোন পাপিষ্ঠের কাজ" "ইহার লেখককে ধরিয়া গালে চুণ কালি দিতে হইবে" বলিয়া তিনি বেনামী পত্র তুইখানি খামে বন্ধ করিলেন।

দেবপ্রসাদের মানসিক কোর্টসিপ, নদীবক্ষে, গৃহের কক্ষে, বনে, উদ্যানে, শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে নিত্য নিত্য এক উন্মাদিনী মায়া-রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি।

চিৎপুর রেলপথ যে স্থানে বেলগাছিয়া রোডকে ছিন্ন করিয়াছে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক খণ্ড বহু বিস্তীর্ণ ভূমি দেবদারু, অশ্বত্থ, ঝাউ, প্রভৃতি পুরাতন সমুন্নত বৃক্ষে সমাকীর্ণ হইয়া অরণ্যের আকার ধারণ করিয়াছে। চারিদিকে প্রাচীর উচ্চ এবং প্রশস্ত—স্থানে স্থানে উহা ভূশায়ী হইয়াছে, স্থানে স্থানে অশ্বত্থমূল অজগরের ন্যায় প্রাচীরের উভয় পার্শ্বে লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। এই অরণ্যভাগে অট্টালিকার অভাব নাই, দ্বিতল ত্রিতল কত; কিন্তু সমস্তই ভগ্ন, অর্দ্ধ ভগ্ন; চূড়ায় চূড়ায় বৃক্ষ উঠিয়া উহাদের উচ্চতা বাড়াইয়া দিয়াছে; কোন কোন স্থানে ইষ্টকস্তূপে ভগ্ন অট্টালিকার পুরাতন চিহ্ন রহিয়াছে। পরিখা পুষ্করিণী অসংখ্য; শিবমন্দির সারি সারি। বাঁধা ঘাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; শিবমন্দির শিবাদলের আশ্রয়-স্থান হইয়াছে। সমস্তই কোন ভাগ্যবান্ পুরুষের অতীত বৈভব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্তই ভয়াবহ এবং উদাসভাবব্যঞ্জক। রাত্রিকালে ভূতুম পেচকের বিকট ধ্বনি কোন রোগক্লিষ্ট দৈত্যের আর্ত্তনাদ স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই অরণ্যভাগের উত্তর পার্শ্বে একটী স্থান এখনও পরিষ্কৃত রহিয়াছে, মধ্যস্থলে একটী অট্টালিকা আপনার পারিপাট্য বজায় রাখিয়াছে। প্রতাপচন্দ্র এই অট্টালিকার অধিস্বামী। ইনি একজন শিক্ষক এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ী; বড়বাজারে ইঁহার একখানি বস্ত্রের দোকান আছে, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর সেই দোকানের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার কর্ম্মস্থল, সপ্তাহের অধিকাংশ সময় প্রতাপচন্দ্র কলুটোলা ষ্ট্রীটে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করেন। রবিবার পৈতৃক

বাসস্থানে ব্যয়িত হয়। পৈতৃক বৈভব কালসাগরে ডুবিয়া যাইলেও তাহার সুখ-স্মৃতি রহিয়াছে। আরণ্য অন্ধকার, নিশাচর পক্ষিগণের বিকট স্বর এবং দিবাভাগে নীরব নির্জ্জনতা ঐ সুখস্মৃতি মলিন করিতে পারে নাই।

রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে, চারিদিক্ নিস্তব্ধ। প্রতাপচন্দ্র আপন দ্বিতল কক্ষে বসিয়া পত্র লিখিতেছেন। দূরে অদূরে বৃক্ষশাখায়, অট্টালিকার চূড়ায় গভীর অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতুমপুঙ্গব থাকিয়া থাকিয়া "ভুতভুতুম" ডাকিয়া উঠিতেছে। প্রতাপচন্দ্রের কর্ণে তাহা পৌঁছিতেছে না, তিনি বামহস্তে অতি ধীরে ধীরে কাগজের উপর স্থূল কলমে স্থূলকায় পংক্তিভ্রষ্ট উৎপাতিত অক্ষর সকল বসাইয়া যাইতেছেন। এই সময়ে সোপানপথে একতারার একটী ধ্বনি উঠিল। একবার—দুইবার—প্রতাপচন্দ্র তাহা শুনিতে পাইলেন না, ধ্বনি যখন কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, পদশব্দ যখন সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বারে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি ভয় ব্যস্তে ব্লটিং প্যাডে পত্র লুকাইয়া আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিলেন। আগন্তুক আর কেহ নহে—নিশাচর, নির্ভয়, ব্রাহ্ম শ্রীপদ। অন্ধকারে আত্মচিন্তার ইহা এক উত্তম স্থান; শ্রীপদ অনেক সময় নিশীথে অন্ধকারে অন্ধ পুষ্করিণীর ভগ্ন সোপানে বসিয়া একতন্ত্রী যোগে যোগ সাধনা করিয়া থাকেন।

শ্রীপদ আজ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে না যাইয়া অগ্রেই প্রতাপচন্দ্রের কক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীপদ বলিলেন, "কি গো, আজ যে তোমাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখা যাইতেছে, কেন হইয়াছে কি?"

প্রতাপ। হইয়াছে অনেক, তোমাকে ইস্কুলের ফেরতই বলিয়া আর্শ্চিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার বিষদাঁতের ভয়ে বলিতে সাহসই নাই।

শ্রীপদ। কই, আমার কথায় ত কেহ মরে নাই, কোন রোজা ডাকিতে হয় নাই। বল না, বিষয়টা কি ?

প্রতাপ। অতি প্রকাশ্য, অতি গোপনীয়। যাহা ঘটিবে তাহা অতি প্রকাশ্য—প্রকাশের জন্যই অতি প্রকাশ্য, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ঘটিবে তাহা গুহ্যাদপি গুহ্য। অন্ধকার—বন্ধঘর—ঘরে সিন্ধুক, সিন্ধুকে বাক্স, বাক্সে কুঠরী, কুঠরীতে কৌটা, কৌটায় কাগজ, কাগজের মোড়কে গোপন কথা।

শ্রীপদ। বল্‌বে কি না, বল ?

প্রতাপ। একটু অপেক্ষা কর্‌লে হয় না, অন্ধকার—বন্ধ ঘর সিন্ধুক—বন্ধ বাক্স—কুঠরী—কৌটা—কাগজ তল্লাস করিয়া কথাটা বাহির করিতেও ত একটু সময় চাই ? দেবনাথ বাবু রাজনৈতিক প্রচারে বাহির হইবেন, সংগোপনে তাহার বিরাট আয়োজন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে যাইয়া নৌকায় পূর্ব্ববাঙ্গালায় প্রধান প্রধান স্থানে উপস্থিত হইয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীপদ। তা বেশ, তাহার আর গোপন করিবার কি আছে ?

প্রতাপ। দেবনাথ বাবু দেবপ্রসাদকে তাহার "অরূপা" খানা গোয়ালন্দের ঘাটে রাখিতে লিখিয়াছিলেন, জানাইয়াছিলেন, ঐ নৌকায় তিনি ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা যাইবেন।

শ্রীপদ। দেবনাথ বাবু তবে "অরূপাকে" নৌকাই মনে করিয়াছেন। দেবপ্রসাদের নিকট অরূপা ত কাঠের নৌকা নয়, অরূপা স্মৃতির অপূর্ব্ব সামগ্রী। সে দিন তোমাকে, আমাকে দেখাইল না, দেবনাথ বাবুকে অরূপায় উঠিতে দিবে ?

প্রতাপ। তা নাই বা দিল, দেবনাথ বাবু বড় মানুষ, [illegible] অভাব নাই। গোয়ালন্দে তাঁহার বজরা ভাসিয়াছে—তাঁহার প্রতীক্ষা

করিতেছে। গোয়ালন্দে ষ্টিমার, ষ্টিম-লঞ্চ কত, কিন্তু দেখ দেবনাথ বাবু যেরূপ বলিয়াছেন তাঁহার নৌকার নিকট লোকের হাট বসিয়া গিয়াছে। ও কি নৌকা, পুষ্পক রথ—উহার মুখে মাস্তুলে, পালপক্ষে রশি রজ্জুতে ছোট, বড়, লাল, নীল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ কত বর্ণের কত নিশান উড়িতেছে। দেবনাথ বাবু আমার লিখিত কয়েকটী ইংরেজী রাজনৈতিক বক্তৃতা মুখস্থ করিয়াছেন—বাহবা স্মৃতিশক্তি—স্থানে স্থানে ঐ সকল বক্তৃতা করিবেন; দেবপ্রসাদ তাঁহার পৌরাণিক চিত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন; অনন্ত, হস্তী, কূর্ম্ম দেখাইয়া ধর্ম্মের মহিমা বুঝাইবেন। রেলের পার্শ্বে যে স্থানে স্কুল আছে, সে স্থানের শিক্ষকদিগকে গোপনে—অতি গোপনে পুরস্কারের প্রলোভন দিয়া স্থির করা হইয়াছে, তাঁহারা নিশানধারী ছাত্রদল লইয়া নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত থাকিবেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক জেলায় তাঁহার কৃপাপ্রার্থী নবীন প্রবীণ কোন কোন উকীলকে উপদা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাঁহারা বক্তৃতা হওয়া মাত্র, শ্রোতা উপস্থিত হউক আর নাই হউক, Hall was crowded to suffocation. Sometimes in oratory Deva Nath Babu surpassed K. C. Sen and S. N. Banerji. One and all lustily cheered our rising Indian Demosthenis. Great enthusiasm prevailed—সংবাদপত্রে এইরূপ টেলিগ্রাফ করিবেন। অনেক সংবাদপত্রকে, কাহাকেও সাক্ষাৎভাবে, কাহাকেও তাঁহার কোন প্রিয় সভার নামে স্বদল-ভুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা দেবনাথ বাবুর গুণপনা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিবেন। আর চাই কি, এবার রাজনীতির রবরবা পড়িয়া

কিন্তু—

শ্রীপদ ; ছি, ছি, ছি, এইরূপ কি তোমাদের রাজনীতির চর্চ্চা ! কাজ নাই কথার বন্যা, বালিশ নাই খোলের বাহার, তরবারি নাই খাপে কিনখাব, এইরূপে তোমরা ইংরেজকে আয়ত্ত করিতে চাও, ইংরেজ অন্ধ নয়—তোমাদের কপটতার তত্ত্ব তাঁহারা জানেন। আমি শুনিয়াছি, তোমাদের ফাঁকা বক্তৃতার তলে কোন বস্তু নাই, সংবাদপত্রের প্রবন্ধের তলে কোন প্রাণ নাই—কেবল আস্ফালন, কেবল দন্তবিকাশ, তাহা সাব্যস্ত করার জন্য গোপনে একজন ইংরেজ অধ্যাপক শেনসার নিযুক্ত হইয়াছেন। অচিরে এই কপটাচার এবং কাপুরুষতার ফল ভোগ করিতে হইবে। দেবনাথ বাবু ত আর বালক নন, তাঁর এ কি কাণ্ড ! তার পর "কিন্তু" কি বলিতেছিলে ?

প্রতাপ। ছানা চিঁ চিঁ করে, বুড়ো পায়রার বাক্‌বাকুম্ বেশী। জ্যান্ত Ego ; এইরূপ করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁকে খেতাব দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেবেন, এ ভরসা বিলক্ষণ। আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য ধরেছেন, কিন্তু আমি কিছুতেই তা পারব না। এখন রাজনীতিতে আমার মন নাই। কেন সে দিন আমি শচীপতি বাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম, কেন আমি সে দিন তোমার পিছনে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, কেন আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। শ্রীপদ, তুমি ভিন্ন আমার বন্ধু কেহ নাই, শচীপতি বাবু তোমাকে অতিশয় ভালবাসেন, আমার কথা তুমি তাঁহার নিকট পাড়বে, বল।

শ্রীপদ। একবারে খেপে উঠলে যে ?

প্রতাপ। লোকে কি খেপে ওঠে, খেপাইয়া তোলে—কি রূপ, কি লাবণ্য, কি বিনয়, কি ভক্তি, কি লজ্জা ; আমি শুনিয়াছি দেবপ্রসাদের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব চলিয়াছিল, ব্যারাম আছে বলিয়া সে বিবাহ করিবে না। তা ভালই হইয়াছে, আমি চিরজন্ম

এরূপ রোগীর সেবা করিব। কিন্তু আর এক উপদ্রব উপস্থিত; অনিলচন্দ্র নামক তাঁহাদের গ্রামের এক ডাক্তার তাহার প্রার্থী; সে কলিকাতায় আসিয়াছে; শচীপতি বাবুর বাড়ীতে আছে। আমি উহা সইতে পারিতেছি না; তোমাকে বল্‌তে কি, আমি গুণ্ডা ধরাইয়া দিব। তোমাকে আমি কোন কথা গোপন করিব না।

শ্রীপদ যে কার্য্য উদ্ধার করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলেন, লজ্জাকর রাজনৈতিক অভিযানের আলাপে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার তাহা স্মরণ হইল। তিনি বলিলেন, "গুণ্ডা ধরাইয়া দিবে বলিতেছ, ধরাইয়া দিয়াছ; দেখ ত এই পত্রখানি কার হাতের লেখা? গুণ্ডা এর চাইতে ভাল।

প্রতাপ। অ্যাঁ অ্যাঁ তুমি, পাইলে কিরূপে? কার হাতের লেখা—তা—আমি—কি জানি। দেখি দেখি।

শ্রীপদ দৃঢ়মুষ্টিতে পত্র ধরিয়া রাখিলেন। প্রতাপ রাজনৈতিক অভিযানের বর্ণনা কালে মনের আবেগের আতিশয্য বশতঃ অসতর্ক হইয়া ব্লটিংপ্যাড উল্টাইতেছিল; ঐ সময়ে তাহার লুকাইত বেনামী পত্র পড়িয়া গিয়াছিল; সে লক্ষ্য করে নাই। শ্রীপদ তাহা তুলিয়া লইয়াছিলেন। তখন কিছু মনে করেন নাই, সাদৃশ্য দেখিয়া অমনি ধরিয়া দিলেন; বলিলেন, "এ লেখা কার।"

প্রতাপ। দেখি, দেখি, তুমি কি যাদু জান, পেলে কিরূপে?

শ্রীপদ। তুমি শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., বালকদিগকে সদুপদেশ দেও, তুমি একটী বালিকার চরিত্রের বিরুদ্ধে দেবপ্রসাদকে এইরূপ কুৎসিত কথা লিখিতে লজ্জিত হইলে না।

প্রতাপ। অনিলও ত শচী বাবুকে দেবপ্রসাদের বিরুদ্ধে [illegible]ছে।

প্রতাপ উঠিয়া তাহার দেরাজ হইতে আঠায় জোড়া ছিন্ন শত খণ্ড পত্র আনিয়া শ্রীপদকে দিল। স্থানে স্থানে শব্দ নাই। প্রতাপ শচী বাবুর বাতায়নতল হইতে উহা কুড়াইয়া আনিয়াছিল, অনেক খণ্ড উড়িয়া গিয়াছিল, পায় নাই।

শ্রীপদ। নজীর দেখাইও না, আমি উহা দেখিতে চাই না। এই তোমাদের নীতি? এই তোমাদের চরিত্র? কেবল বক্তৃতা; মনে করিয়াছ, চরিত্র পায় দলিয়া কেবল কপট আচার ও কপট বক্তৃতায় দেশের উদ্ধার করিবে? বালিকা অবিবাহিতা, তার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ! পাপিষ্ঠ! নরাধম! আমি সব কথা কাল সকলকে বলিয়া দিব, তোমার মুখ দেখাইবার আর স্থান থাকিবে না, আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না।

প্রতাপ শ্রীপদের ভৎ’সনা শুনিয়া ভয়ে ক্রোধে কাঁপিতে-ছিল, শ্রীপদকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল। বন্দুকের কেস হইতে একটা গুলিভরা বন্দুক বাহির করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "দাঁড়াও ব্রাহ্ম, ধর্ম্মনীতির অবতার, পালাও কোথায়? কেবল বক্তৃতা নয়, আমরা বন্দুকেরও পূজা করিয়া থাকি। এই অন্ধকার রাত্রি, এই নির্জ্জন কুঠরী, কাল তোমার চিহ্নও জগতে থাকিবে না।”

শ্রীপদ। ভয়? কাহাকে? তোমার মত একটা কাপুরুষকে ভয় করিলে শ্রীপদ এত অন্ধকারে একাকী এখানে আসিত না।

শ্রীপদ তাঁহার একতারা ধরিয়া টঙ্কার দিলেন।

প্রতাপ তাহার বন্দুকের ঘোড়া চড়াইল; শ্রীপদের কপাল তাকা-ইয়া লক্ষ্য করিল।

এই টিপ, ঐ মৃত্যু, চক্ষুর নিমিষের সময় নাই।

শ্রীপদ চক্ষু নিমীলিত করিলেন, একতারায় তান তুলিয়া তাঁহার সুকণ্ঠে সঙ্গীত ছাড়িলেন—

অমৃত পরশ বিনা কে জাগাবে মৃত জনে।
সত্যের সাধনা বিনা কে শকতি দিবে প্রাণে॥
ছলনার খেলা বিজলীর প্রায়,
চকিতে চমকি আকাশে লুকায়;
ধ্রুবতারা জ্বলে, সুপথ দেখায়,
কি ভয় ভাবনা মরণে রণে।
কপটের রাজ্য, কপট আচার
জাগাইবে দেশ সাধ্য আছে কার?
কোথা সত্যদেব, এসো এক বার,
যাই তব কোলে প্রসন্ন মনে॥

শ্রীপদের সুকণ্ঠ মধু বৃষ্টি করিতে লাগিল, জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থল,—সকরুণ সঙ্গীত মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল; "কোথা সত্যদেব"—গমক গিটকিরীর স্তরে স্তরে পদক্ষেপ করিয়া যেন এক শুভ্র সত্যপুরুষ তাঁহার অমৃত ক্রোড় পাতিয়া দিলেন।

তখনও—মুহূর্ত্তে যেন সঙ্গীত শেষ হইল—তখনও শ্রীপদের হস্তে একতারা বন্দুকের ন্যায় ধৃত—তখনও প্রতাপের বন্দুক শ্রীপদকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে; শ্রীপদ একতারা লম্বভাবে বুকের কাছে টানিয়া প্রাণের তার একতারার তারে মিলাইয়া দিলেন। প্রতাপের বন্দুক লম্বিত হইয়া পড়িল; বন্দুক হস্তস্খলিত হইল; ক্রুম্ শব্দে গুলি ছাদের দিকে চলিয়া গেল। প্রতাপ উন্মাদের ন্যায় শ্রীপদকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর, তুমি বন্ধু, তুমি দেবতা,

আমি অন্য দেবতা জানি না। এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বল, তাই করিব—লোকনিন্দায় পোড়াইতে চাও, তাই সহিব। বল আমাকে ঘৃণা করিবে না। স্বর্ণ, দেবী; তুমি আমাকে ক্ষমা না করিলে আমার বাঁচিয়া ফল কি?”

প্রতাপ যুক্ত করে, সজল নয়নে, দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল। দেয়ালে এক অপূর্ব্ব স্ত্রী-মূর্ত্তি অভয়প্রদহস্ত দেখাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রতাপ শ্রীপদের পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। শ্রীপদ সমস্ত রাত্রি তাহার শুশ্রূষা করিলেন। যখন তাহার সংজ্ঞা হইল, তখন ভোর হইয়াছে; অন্ধকার অরণ্যভাগ, নবীন সূর্য্যের নব কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীপদ প্রতাপকে শয্যায় উত্তমরূপে শায়িত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল অনিলের শিক্ষা দানের উপায় কি?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিনামা রোগ—বিনামা চিকিৎসা।

ডাক্তার অনিলকুমার উমাপতিকে কাকা বলিয়া ডাকিয়া থাকেন; সুতরাং সম্পর্কে শচীপতিও কাকা। অনিলকুমার কলিকাতায় কাকার বাড়ীতেই আশ্রয় লইয়াছেন। কাকা ফুলের রাজা; তিনি তাঁহার বাগানে কত সুন্দর ফুলই না লালন পালন করিয়া থাকেন। এমন সুন্দর উদ্যান, এমন সুন্দর সুরভি ফুল, অনিলকুমারের চক্ষু ও মন তাহাতে নাই। অনিলকুমার স্বর্ণরেখাকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছেন। দেখা হয় কিন্তু চক্ষু দেখিল বলিয়া

স্বীক।৯ টর তফাৎ নাই। বিধাতা বড় দুষ্ট! অনিল, অতিশয় উপদ্রব বলিয়া [করিতে লাগিলেন।

দেখা হ শ্রীপদ। আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি. একটী কথা, এসে আমাকে গণিয়া রাখেন নাই। ...কে স্বর্ণরেখার একটু নিকটবর্ত্তী দে... শচীপতি বাবু তাঁহার পুষ্পশাস্ত্র কি পুষ্পচিকিৎসার অনন্ত অধ্যায় আরম্ভ করিয়া দেন, দেখা ও আলাপের তিলার্দ্ধ অবসর থাকে না। দুই দিন গেল, চারি দিন গেল; শেষে অনিল বাবুর মনে হইতে লাগিল, বিধাতা ফুল সৃষ্টি না করিলে পৃথিবীর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না,—শচীপতিও এরূপ করিতেন না, ফুলের এরূপ কথাও হইত না।

সমস্ত দিন যত্ন করিয়া অনিল বাবু স্বর্ণরেখার সহিত আলাপের একটু সুযোগও করিতে পারেন নাই। সূর্য্যের শেষ রশ্মি এতক্ষণ উচ্চ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা আশ্রয় করিয়াছিল, সে আলোকরেখাও অদৃশ্য হইয়া গেল; অনিলকুমার অপরাহ্ণের ন্যায় বিষণ্ণ মনে উদ্যানের একটী সেফালিকা বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহাকে চমকিত করিয়া একটি প্রশ্ন হইল "কি অনিল বাবু, দেখছ কি শ্রাবণ মাস; শরৎ আসে নাই, সেফালিকা আসিয়াছে, আশ্চর্য্যের কথাই বটে; তোমাদের বটানীতে অনেক কথা আছে, অনেক কথা নাই, ফুলের আহার নিদ্রার কথা আছে, কিন্তু ফুল আগে ফুটাবার কথা আছে কি? হিষ্টেরিয়া সারাতে পার নি, পার, নি, পার নি। আমার চিকিৎ-সায় সোণা কেমন সেরে উঠেছে, দেখেছ ত? ফুল সৃষ্টির এক অদ্ভুত পদার্থ"

এখানে সেফালী-তলায় মনে মনে মূর্ত্তি গড়িয়া মনে মনে কথার অঞ্জলি দিবার একটু অবসর হইয়াছিল, এখানেও আবার সেই কা—কা। অনিল বাবু আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "বটানীতে তা নাই

আমি অন্য দেবতা জানি না। এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত করিআবিষ্কার তাই করিব—লোকনিন্দায় পোড়াইতে চাও, তাই সহিব আমাকে ঘৃণা করিবে না। স্বর্ণ, দেবী ; তুমি আমাকে ক্ষমা না,—

তরুগুল্মলতাদীনাং অকালে কুশলৈ.

পুষ্পাদ্যুৎপাদকং দ্রব্যং দোহদঃ স্যাত্তু তৎক্রিয়া॥

কেবল কি ফুল, ফলের সম্বন্ধেও তাঁরা কত পরীক্ষা করিয়াছেন—

আবিক্কাথেন সংসিক্তা ধূপিতা তপ্তরোমভিঃ।

ফলানি দাড়িমি সূতে সুবহূনি পৃথুনি চ॥

কি বাবাজি, বটানীতে Angiosperms, Gymnospers Ranunculaceae, Umbelliferæতে হাড় ঝালাপালার পর বুঝি অনুস্বার বিসর্গে গা জ্বালা করে। আগে ফুল ফোটাবার জন্য দোহদ আছে, মেষ মাংসের ক্বাথে মেষরোমের ধোঁয়ায় দাড়িমটাকে তালের মত কর্বার প্রণালী আছে।

এই সময়ে পশ্চাৎদিক হইতে শ্রীপদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "কি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সংস্কৃত বটানী বলা হইতেছে বুঝি, এখন উঁহার শুকনো ডাঁটা Dicotyledons, Monocotyledons ভাল লাগিবে কেন? সজনে খাঁড়া সোয়াস্তিতে বসিয়া চিবান যায়, তাড়াতাড়িতে কড়াইর দাল ভাল।"

শচী। বাবাজীর আর তাড়াতাড়ি কি, বরং আমারই তাড়াতাড়ি ; আজ হিন্দুস্কুল-থিয়েটারে ফুলের সম্বন্ধে আমার এক প্রবন্ধ পড়্তে হবে। বাবাজি যাবে কি? শ্রীপদ বাবু, কি বল। চল, নয় থাক, যা খুসী। নীচে গাড়ী এতক্ষণ তৈয়ার হইয়াছে।

কাকার অন্তর্ধানে একটু সুযোগ হইয়া উঠিতেছিল, আবার কোথা হইতে এক অবধূতের আবির্ভাব হইল। ঠিক এই সময়ে, ঘন্টা

মিনিটের তফাৎ নাই। বিধাতা বড় দুষ্ট! অনিল, অতিশয় উপদ্রব বোধ করিতে লাগিলেন।

শ্রীপদ। আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, একটী কথা, এসে আমাকে এখানে পাবেন।

অনিলের আত্মাটা তবুও একটু আরাম লাভ করিল।

শচীপতি বাবু পোষাক লইয়া তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ পকেটে গুঁজিয়া শ্রীপদ বাবুর সঙ্গে স্কুলের কুলজী কুর্সিনামা বলিতে বলিতে, শ্রীপদের কথা শুনিতে শুনিতে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী একটু থামাইয়া শ্রীপদ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "যা ভাল বোঝ ক'রো, কিন্তু সোণা মা যেন কিছু না শোনে।"

অনিলকুমার সময় ব্যয় না করিয়া ঘরে ফিরিয়া এ কথায় ও কথায় স্বর্ণরেখাকে দোতলার মধ্যের কামরায় লইয়া আসিলেন। তখন কামরায় বাতি জ্বলিয়াছে।

অনিল। চল না, দেশে চল, এখন ত বেশ সেরে উঠেছ।

স্বর্ণ। মা ভাগবৎপুরে যাবেন, আমি, শ্যামলা, সুরূপা, সবাই যাব। চলুন না,—আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন। নৌকায় যাব; বর্ষায় কুণ্ডলা কেমন সুন্দর হয়, ভরা নদীতে ভরা নৌকায় যেতে আমার ভাল লাগে। রূপসী বিলের নাম শুনে থাক্‌বেন; বিলে কত পদ্ম ফোটে; নৌকা পদ্মবনের মধ্যদিয়া যখন যাবে, তখন আমরা কত পদ্ম তুলবো। বলুন, যাবেন।

অনিল। ভাগবৎপুরে যাবে, আমি এ কথা শুনতে আসি নাই। অত বড় লোকের বাড়ী—মহোৎসব, নামকরণ, তোমার গিয়ে দরকার কি, দেবপ্রসাদ বাবু আর সে দেবপ্রসাদ বাবু নাই, রূপসী বিল, অরূপা নৌকা নিয়ে লোকে তাঁকে বড় মন্দ বলে।

স্বর্ণরেখার কুমারসম্ভব পড়া থাকিলে তন্মুহূর্ত্তে বলিত—

"নিবার্য্যতামালি। কিমপ্যয়ং বটুঃ
পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্॥"

স্বর্ণরেখা উত্তরে কিছু বলিল না, ভরা নদী, ভরা বিল এবং পদ্ম ফুলের কথায় তাহার মনটা হাসিয়া উঠিয়াছিল, দেবপ্রসাদ বাবুর নিন্দায় তাহার মুখে মলিনতা দেখা দিল। অনিল বলিলেন, "তুমি মনে ব্যথা পেলে, যেতে চাও যাও।"

স্বর্ণ। আমি শীঘ্রই আবার এখানে ফিরে আসিব। কাকা বলেছেন, দেশে থাক্‌লে ব্যারাম বাড়্‌তে পারে।

অনিল। প্রতাপ বাবু নামে একটী বাবু এখানে আসেন কি? শ্রীপদ বাবু বোধ হয় খুব আসেন।

স্বর্ণ। দুজনেই সময়ে সময়ে আসেন; শ্রীপদ বাবু বড় ভাল মানুষ, তাঁর অতি মিষ্ট গলা।

অনিল। তাঁর সঙ্গীত গান, তোমার কথাই গান। আমার মনে হয় মধুভরা মল্লিকা ফুল—তোমার গলায় বিধাতা বেয়ালার সুর বেঁধে রেখেছেন।

স্বর্ণ। এবাড়ীতে পা দিলেই বুঝি ফুলের নামে কথা কয়, আপনি তবে এখানে বস্‌তে দিবেন না। আস্‌বার সময় শ্যামলা, সুরূপা বুঝি আপনার সঙ্গে আস্‌তে চেয়েছিল। তারা আমাকে ছেড়ে কখনও থাকে নাই—মনে হয় এখনি উড়ে গিয়ে ওদের দেখে আসি। আমার কথা তাদের বল্‌বেন।

অনিল। আমি আর কাঞ্চনতলা যাব না, কলিকাতায়ই ডাক্তারী

কর্‌বো। কোন্ সুখে আর কাঞ্চনতলা থাক্‌বো। দেখ, আজ কোন কথা গোপন কর্‌ব না, তুমি বালিকা নও, ভাগবৎপুরে কখনই সুখী হ'তে পারবে না।

স্বর্ণরেখা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল ; ভাবিতে লাগিল, শ্যামলার বয়সেও নয়, সুরূপার বয়সেই বিয়ে হ'য়ে যাওয়া ভাল, তা হ'লে কাহারও মনে কষ্ট দিবার কারণ হয় না।

অনিল। যা হয় বল,—

স্বর্ণরেখা তাহার পুষ্পবলয়োজ্জ্বল মণিবন্ধ মুখরিত উভয় হস্ততালুকা, ঘনকৃষ্ণ তরঙ্গায়িত কেশদাম শোভিত মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গুলীর পার্শ্বে অঙ্গুলীগুচ্ছ কীলকাবদ্ধ করিয়া বিস্তৃত পক্ষ পরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিতে উদ্যত হইল।

ইতিমধ্যে শ্রীপদ বাবু দ্বারের পরদা সরাইয়া বলিলেন, "অনিল বাবু আছেন ত ?" বেশ নামটী যা হোক। অনিল—বাতাস। বাতাস নৈলে জীব জন্তু কেউ বাঁচে না। কিন্তু "ঝড় বয় বড় ভয়"।

সাড়া পাইয়া স্বর্ণরেখা চকিতা হরিণীর ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছে ; অনিল বাবু একটু শঙ্কা ত্রস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আসুন, আমার নাম শুধু অনিল নয়—অনিলকুমার।

শ্রীপদ। ঠকে গেলেন, অনিলকুমার না হ'লে কি আর এমন প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন হয় ? দেখুন দেখি, এতে এমোনিয়া এসিটেটিস্, নাইট্রিক ইথরের ডোজ ঠিক আছে কি না ?

শ্রীপদ বাবু দুইখানা পত্র অনিলকুমারের সম্মুখে ধরিলেন।

অনিল বাবু পত্র দুইখানি দেখিয়া বলিলেন, "এ পত্র কোথায় পেলেন ?"

শ্রীপদ। তবে "এ পত্র" আপনার জানা পত্র। ভদ্রলোকে ছি

বেনামী পত্র লেখে, আপনি কি আক্কেলে একটী বালিকার সম্বন্ধে এমন কথা লিখিলেন, একটী অপরিচিত ভদ্রলোক সম্বন্ধে শচীপতি বাবুকে এরূপ জানাইলেন।

গেজেটে নাম দেখিতে উদ্যত হইলে হাত হইতে গেজেট লইয়া গেলে ফলদর্শী বালকের যেরূপ মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়, স্বর্ণরেখা কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, শ্রীপদের পদশব্দে সে পলাইয়া গেল, কিছু বলিয়া গেল না; অনিলকুমার ফলদর্শী বালকের ন্যায় ব্যথা পাইয়াছেন। তন্মুহূর্ত্তে ফেল সংবাদ রটিয়া উঠিলে একেবারে শিরচ্ছেদ। শ্রীপদের মুখে দুর্নামে অনিলকুমারকে দমাইয়া দিল।

অনিল। আমি এ সব কিছুই লিখি নাই।

শ্রীপদ। আপনি না লিখুন, কাঞ্চনতলার বেচারাম ঘোষকে দিয়ে লিখিয়েছেন।

অনিল। কিরূপে জানলেন? একজন ভদ্রলোককে এরূপ ভাবে গালি মন্দ বলা আপনার মত ব্রাহ্মের উচিত হয় না।

শ্রীপদ। অনিল বাবু, অধিক বক্‌বেন না। দেবপ্রসাদ এই বেনামী পত্র পাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়। পত্রের এক কোণে হাতের তলার দাগ ছিল। দেখ্‌লেই বাঁ হাতের চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যায়। বাঁ হাতে পূজার ঘণ্টা বাজে ভাল, কিন্তু লেখা ভাল হয় না! তখনই আপনাদের দেশের এক কাগজে বিজ্ঞাপন দেই "যাঁহাদের বাঁ হাতের লেখা ভাল তাঁহারা সত্যতা সহ একখণ্ড লেখা * * * ঠিকানায় পাঠাইবেন। যাঁহার লেখা উৎকৃষ্ট হইবে তিনি পঁচিশ টাকা পুরস্কার পাইবেন।" এই দেখুন, বেচারামের লেখা, এই দেখুন পত্রের লেখা। আপনি যে তাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছেন, এই দেখুন তার স্বীকার-উক্তি। শচীপতি বাবুকে যে বেনামী পত্র লেখেন, তা তিনি তাঁর

ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপকারের জন্য লেখা হইয়াছে মনে করিয়াছেন। দেবপ্রসাদের কাছে যেখানা লিখিয়েছিলেন, আমি এই মাত্র তাঁকে সেখানা দেখিয়ে দিয়েছি। আপনি এখনি এখান হতে বিদায় হউন, তিনি অতিশয় চক্ষুলজ্জার লোক ;—

অনিল। আপনি, শুনেছিলাম ব্রাহ্ম, এখন দেখ্‌ছি ব্রাহ্ম নন, ব্রহ্মদৈত্তি, সব কথা বিচার না করিয়া একজন ভদ্রলোকের প্রতি এরূপ আক্রমণ !

শ্রীপদ। বাড়ীর কর্ত্রীর কাণে সব তুল্‌ব কি ? এই সময় শিগ্‌গির স'রে পড়ুন। ব্রহ্মদৈত্তির রাগ হলে আজ বেনামীর জন্য "বিনামা-জোড়া" ছিঁড়ে যাবে দেখ্‌ছি। আমরা তোমার মত রোগীর জন্য সুখতলায় প্রেস্‌ক্রিপসন লিখি।

ভয়ে রাগে অনিলকুমার কাঁপিতে লাগিল।

শ্রীপদ। আমি তোমার ব্যাগ বোচকা বের ক'রে দিচ্ছি, গোয়া-লন্দের গাড়ী এখনও ছাড়ে নাই, উমাপতি বাবু তোমাকে খুব ভালবেসেছিলেন, তাঁর মেয়েটীর উপর খুব প্রতিশোধ নিয়েছ। তুমি না তার প্রার্থী ? আমার তেমন রাগ হচ্ছে না, রাগ হলে—পলাও পামর,—দরওয়ান ডাক্‌বো ?

ব্রাহ্মের গতিবিধি দেখিয়া অনিল প্রমাদ গণিলেন, কাণ ত যাবেই, প্রাণই বা যায় ! তিনি ব্যাগ্‌টী লইয়া প্রহৃত তস্করের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

রাত্রে ভাত দিবার সময় স্বর্ণরেখা কাকাকে অনিল বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিল।

শচী বাবু বলিলেন, "আসিয়াছিল চলিয়া গিয়াছে, যাক্‌, কাল তোমাকে দেশে রেখে আস্‌বো। ছেলে ছেড়ে কিন্তু মা থাক্‌তে

পারে না; বল্, আস্‌বি দেরী কর্‌বি নে। নৈলে ভাত এই রইলো।

স্বর্ণ। ভাত থাকবে কেন, তোমার মেয়ে তুমি আন্‌বে, দু দিন থেকে সঙ্গে করেই কেন নিয়ে এসো না।

শচী। তা হবে না, আমার ফুলগুলি দেখ্‌বে কে?

স্বর্ণ। কাকা রাত্রেও ফুল স্বপ্ন দেখ।

শচী। তুই বুঝি দেখিস্ না। খা আমার পাতের প্রসাদ খা।

শচীপতি ঐ পরিবেশনের অবস্থায়, ঐ কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁহার সোণা মার মুখে ভাত তুলিয়া দিয়া আপনি অসীম তৃপ্তির চিহ্নস্বরূপ এক চুমুকে এক গ্লাস জল পান করিয়া ফেলিলেন।

স্বর্ণ নিমেষে মুখের গ্রাস শেষ করিয়া, নিমেষে মুখ ধুইয়া কাকার আচমনের জন্য জল লইয়া দাঁড়াইল। আচমন শেষ হইলে পা মুছাইয়া দিল, শচীপতি শয়নকক্ষে যাইয়া শয়ন করিলে, স্বর্ণ বাতাস দিতে লাগিল। শচী বাবু নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; স্বপ্নে বলিতে লাগিলেন—

"মধুরং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং কুমুদং হ্লাদী শীতলং।"

স্বর্ণ শচীপতির প্রবন্ধটী পড়িয়াছিল। স্বর্ণ খুড়ার স্বপ্ন ভাবিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিল। আলোক-দীপ্ত কক্ষের প্রাচীর ভেদ করিয়া যেন শত সহস্র স্নিগ্ধ শীতল কুমুদ ফুটিয়া উঠিল। খুড়ীমা কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া আসিলে স্বর্ণরেখা আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইয়া শয়ন করিল। সেখানে ফুল অপেক্ষা অরূপার উপদ্রব অধিক। এ পাশে ও পাশে, বুকে পিঠে, কপালে, কপোলে ওষ্ঠপুট এবং চোখের পাতায় অরূপা—অরূপা—অরূপা। অরূপা প্রতি রাত্রিতে স্বর্ণরেখার সঙ্গে শুইয়া থাকে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রাবণ-মেঘের অবিরাম অশ্রুপাত থামিয়া গিয়াছে। আজ অন্নপার মহোৎসব; আজ খোকার নামকরণ। প্রভাত নহবতের সানাইর স্বরে সূর্য্যদেবের বহুদিনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; শুভ্র অঙ্গন; শ্যামল শস্যক্ষেত্র, নব সূর্য্যের নবীন কিরণে হাস্য করিতেছে; পক্ষীর কলরব সতেজ কাঁশর বাঁশী, জগঝম্প সকলের বাদ্যই সুমিষ্ট শুনাইতেছে। নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বগণের আনন্দধ্বনি, পরিচারকগণের পুরস্ত্রীগণের কলকোলাহল, মঙ্গল জয়কারে গৃহ উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে।

সম্মুখের বিস্তীর্ণ ময়দানে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। মাতা বসুন্ধরা আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শস্য প্রদান করেন, সেই বক্ষে চুল্লী করিয়া লোকে অগ্নি জ্বালিয়া শস্য রন্ধন করে; বসুমতীর ধৈর্য্যের তুলনা নাই। সারি সারি শত চুল্লী জ্বলিয়াছে; অন্নের পর্ব্বত; দাইলের সরোবর; নৌকায় নৌকায় দালনা; ভাণ্ডে ভাণ্ডে দধি; প্রহর উদয়েই শত শত লোক এক এক পংক্তিতে বসিয়া মহা মহোৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে। প্রধান বৈষ্ণব দণ্ডায়মান হইয়া তর্জ্জনী আকাশে তুলিয়া তারস্বরে বলিতেছে—

প্রেম সে কহো শ্রীরাধে কৃষ্ণ

প্রভু নিতাই চৈতন্য

রাধারাণী কি জয়!

ভোজন-প্রবৃত্ত জনমণ্ডলী উদরভাণ্ড কম্পে কম্পে থলিয়ার ন্যায় প্রহত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিতেছে হ্যাঁয় হ্যাঁয়।

এক এক হ্যাঁয় হ্যাঁয় শব্দের পেষণে উদরে পাঁচ পাঁচ সেরের স্থান হইতেছে।

আবার ধ্বনি উঠিতেছে—

বৃন্দাবন সে রস মাধুরী
প্যারি জীকো ধাম।
কুঞ্জে কুঞ্জে শবদ পড়ে
শ্রীরাধা রাধা নাম।
প্রেম সে কহো—

আবার হ্যাঁয়, হ্যাঁয়, আবার উদরে একসের পূরিবার আশা বাড়িতেছে, দধি ভোজনের হুস্ হাস্ সাপুর্ সুপুর্ শব্দে মনে হইতেছে যেন রেলের মত এঞ্জিন যাতায়াত করিতেছে। পংক্তি উঠিতেছে, পংক্তি বসিতেছে। সামান্য সামগ্রী, অসামান্য তৃপ্তি, অসীম আনন্দ। মহাপ্রভুর মহোৎসব এক অপূর্ব্ব দৃশ্য; ভাগবৎপুর প্রেমধ্বনিতে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে অন্তঃপুরে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে "অরূপা" আসিয়াছেন, মানুষের মত কি মানুষ হয় গা, ঠিক সেই বউমা, খোকাটি এখন মা বলিয়া মায়ের কোল জুড়িয়া বসিয়াছে, কি আশ্চর্য্য, সেই মুখ, সেই চোক, সেই গড়ন। বামা ঝি "তোরা দেখ্‌বি যদি আয়" বলিয়া লোক ডাকিয়া স্বর্ণরেখার কাছে লইয়া আসিতেছে। স্বর্ণ বড় বিপদে পড়িয়াছে।

পিসীমা, রাজলক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন, যাবি যদি এইবার যা, স্বর্ণ, শ্যামলা, সুরূপাকে লইয়া যা, "অরূপাকে" খিড়কীর ঘাটে আনাইয়াছি, এই সময় দেখে আয়, ইহার পর নামকরণের লগ্ন।

শ্যামলা, সুরূপা। মা, আমাকে ফেলে যাসনি।

স্বর্ণ কিছুই বলিল না। হরপ্রসাদ আসিয়া স্বর্ণের মাথায় আশীর্ব্বাদের হস্ত তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এস মা আমার সঙ্গে এস, আমি অরূপায় রাখিয়া আসি। রাজলক্ষ্মি, তুমি আমার মেয়ের তুল্য, আমাকে দেখিয়া লজ্জা কি ?" বৃদ্ধ আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে।

তখনও স্নানের বেলা হয় নাই। ভরা কুণ্ডলা। কুণ্ডলার একটী খাল হরপ্রসাদের অন্তঃপুরের সীমা স্পর্শ করিয়া রহিয়া যাইতেছে; উভয় পার্শ্বে আম্রকানন; অরূপা সবুজ অরণ্যে যেন সুবর্ণরথ, রজতপথে যাত্রার প্রতীক্ষা করিতেছে। দেবপ্রসাদ "অন্নপূর্ণায়" অন্ন বোঝাই করিয়া বহুদূর গ্রামে অন্ন বিতরণ করিতে গিয়াছিলেন। দাঁড়ীগণ তাঁহার রচিত, তাঁহার শিক্ষিত সঙ্গীত—

ও মা অন্নপূর্ণে,
মুখে অন্ন দে মা তুলে,
তোর আলোক বাতাস সবই অন্ন
অন্ন ফলে ফুলে—

দাঁড়ে দাঁড়ে তরঙ্গ দলিয়া, তালে তালে সঙ্গীতের তাল রাখিয়া অন্নপূর্ণা অরূপার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল। বৃদ্ধ ইহাদিগকে অরূপার সিঁড়িতে তুলিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। অভ্যর্থনার ভার দেবপ্রসাদের উপর পড়িল। কি সঙ্কোচ, কি সুখ। দেবপ্রসাদ রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিলেন। সুরূপা আগে, তার পর শ্যামলা, তার পর স্বর্ণ দেবপ্রসাদকে প্রণাম করিল। দেবপ্রসাদের চক্ষু তুলিবার সাহস হইল না।

প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষে, দেয়ালে দেয়ালে ছবি, তাকে তাকে পুস্তক; তোড়ায় তোড়ায় ফুল; টেবিলে টেবিলে কলের পাখী। কলের ঝরণা; দেবপ্রসাদ অর্গানে চাবি দিলেন, ললিত লুম্ ঝিঁঝটের পর বেহাগ, ভৈরবী বাজিয়া যাইতে লাগিল। প্রাচীরে অরূপার তৈলচিত্র অঙ্কিত

রহিয়াছে ; স্বর্ণরেখার চক্ষু সেই দিকে, যেন সে একদিন উহা দেখিয়াছে, যেন কে তাহাকে একদিন উহা দেখাইয়া দিয়াছিল। সুরূপা ও শ্যামলা তৃতীয় কক্ষের কপাটে দুইবার হাত দিল ; দেবপ্রসাদ তাহা খুলিলেন না, পলকে একবার চিত্র এবং একবার স্বর্ণরেখার দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

শ্যামলা। মা, ইনি কি অরূপা ?

সুরূপা। এ যে দিদির ছবি ?

মা। তাই ত, আমি ত অত নজর করি নাই।

স্বর্ণরেখা পলাইবার পথ পাইল না ; উপরে ছাদ নীচে জল, সে একটী আলমারীর পাশে যাইয়া দেয়ালে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইল।

মণি বিড়াল স্বর্ণের সঙ্গে কোন্ সময়ে অরূপায় আসিয়া উঠিয়াছে কেহ তাহা দেখে নাই। মণির অভ্যাস আছে কখনও হঠাৎ অতি আনন্দ হইলে, এমন কি দাঁড়ান লোকের গা বাহিয়া কাঁধে উঠিয়া বসে।

দেবপ্রসাদ দাঁড়াইয়াছিলেন ; মণি অসঙ্কোচে তাঁহার কাঁধে উঠিয়া বসিল,—শুভ্র কার্পাসের স্তূপ ; দেবপ্রসাদ মণিকে দুই হাতে বুকের কাছে বারবার চাপিয়া ধরিতে লাগিলেন। মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। মণি আনন্দে ঘুরঘুর শব্দ করিতে লাগিল।

তখন স্নানের বেলা হইল ; রাজলক্ষ্মী কন্যাদিগকে লইয়া গৃহে আসিতে উদ্যত হইলেন। দেবপ্রসাদ বিড়াল ছাড়িয়া দিলেন। রাজলক্ষ্মী, শ্যামলা, সুরূপা, স্বর্ণ সিঁড়ি বাহিয়া তীরে উঠিলেন ; বিড়াল সিঁড়িতে পা দিল না। দেবপ্রসাদ ডাকিয়া বলিলেন, "আপনাদের বিড়াল রহিয়া গেল।"

স্বর্ণ অতি মৃদুস্বরে বলিল, "তা থাক্ না।

স্বর্ণের কলের জলে স্নানের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। যে স্নানাগারে অরূপা স্নান করিত, পিসীমা সেই ঘরে তাহার স্নানের আয়োজন করিয়া দিলেন। শ্যামলা সুরূপা খালে নাইতে গেল। খালের জল ফুরায় না, বালিকাদের নাওয়াও হয় না।

স্বর্ণ স্নানাগারের কপাট বন্ধ করিয়া দিল। অরূপার স্নানাগার, সুরভি সাবানের কিয়দংশ অরূপার শরীর সুরভি করিয়া এখনও সাবানপাত্রে শুকাইয়া রহিয়াছে; স্বর্ণ উহাতে জল দিয়া হাতে ফেণা তুলিয়া মুখে দিল; তোয়ালিয়া তেমনি পরিচ্ছন্ন, স্বর্ণ স্নান করিয়া উহাতে গাত্র মার্জ্জনা করিল। দেওয়ালে দর্পণ; স্বর্ণ, আলুলায়িত সিক্ত সুদীর্ঘ কুন্তল তোয়ালিয়ার রজ্জু প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত জলকণায় ইন্দ্রধনু আঁকিয়া, স্নাত প্রসন্ন স্নিগ্ধমুখে দর্পণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

অরূপা। কি বোন্, কেমন আছ?

স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল। একটী প্রসন্ন হাস্য ছড়াইয়া স্বর্ণের মুখে তাহার নিত্য স্বপ্নের হস্ত বুলাইয়া অরূপা বলিল, "কেমন, এনেছি ত, অনেক দিন পরে আমার স্নান হলো; বড় ঠাণ্ডা করিলি বোন্।"

সুরূপা। এখনও তোমার স্নান হয় নি? কলিকাতার কলতলায় ত কেহ এতক্ষণ থাকে না?

সুরূপা দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। স্বর্ণ বাহির হইয়া আসিল।

চক্ষুর পার্শ্বে অঙ্গুলী বিদ্ধ করিয়া দিলে দৃষ্ট বস্তুর অবিকল ছায়া বাহির হইয়া যেমন আবার চক্ষুতে মিলিয়া যায়, লোকে তেমনি দেখিতে লাগিল, স্বর্ণের শরীর হইতে অবিকল অরূপা বাহির হইয়া স্বর্ণের শরীরে মিশিয়া যাইতেছে। প্রজার মুখে মুখে একই কথা "মা আসিয়াছেন।"

উচ্চ রোলে ঢোল কাঁসর ঝম্প বাঁশরী বাজিয়া উঠিল, পঞ্চ কণ্ঠে স্বরে স্বরে হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। নামকরণের লগ্ন উপস্থিত। খোকার আপাদ মস্তক স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। গলায় মালা, কপালে চন্দন। মাতুল ভাগিনেয়কে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন; পিতা, পিতামহ আনন্দে অদূরে দাঁড়াইলেন। খোকা স্বর্ণের দিকে চাহিয়া এক একবার বলিতেছে "মা দাই"। শুভ অনুষ্ঠান-শয্যার পার্শ্বে সতীপ্রসাদ, শান্তপ্রসাদ, প্রিয়প্রসাদ নামের উপর তিনটী প্রদীপ জ্বলিয়াছে। দ্বিতীয় প্রদীপ নিবিয়া গেল, প্রথম ও তৃতীয় প্রদীপে প্রতিযোগিতা চলিল; এই নিবে, ঐ জ্বলিয়া উঠে। অনেক সংগ্রামের পর প্রথম পরাজয় মানিল, প্রিয়প্রসাদ প্রদীপ নিষ্কম্প জ্বলিতে লাগিল। তিন নামই রহিল, কিন্তু "প্রিয়প্রসাদ" নাম প্রচলিত হইল।

যানারোহণে নগর প্রদক্ষিণ, লাজ বৃষ্টি, মুদ্রা বর্ষণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সতেজ বাদ্যোদ্যমে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দিবা এক প্রহর থাকিতে জনপ্রবাহ ফিরিয়া আসিল। প্রজাগণ খোকাকে দেখিতে টাকার উপর টাকা ঢালিতে লাগিল; গৃহিনীগণের ধান দূর্ব্বায় প্রিয়প্রসাদের কেশ ছাইয়া ফেলিল।

একতলায়, দোতলায়, কক্ষে কক্ষে, অন্তঃপ্রাঙ্গণে, বহিরঙ্গণে, মহোৎসব। ময়দানে লোকে লোকারণ্য। প্রিয়প্রসাদ ক্রোড় হইতে ক্রোড়ে নীত হইতেছে। "খাও" "দাও" "লও" শব্দে গৃহ পরিপূর্ণ। উৎসবের একটা আবেশ উন্মাদনা বাঁধিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নের সঙ্গে সঙ্গে ভোজ এবং বাদ্য-কোলাহল প্রশান্ত হইয়া আসিতে লাগিল। এখনও বহু আহূত এবং অনাহূত ব্যক্তির আহার হয় নাই। রতনমণি ম'শায়ের উপর ভাণ্ডারের ভার। পাছে অকুলান হয় এই আশঙ্কায় তিনি এই মহোৎসবের তালিকার অতিরিক্ত দ্রব্য-

সামগ্রী পিতার অজ্ঞাতে সংগ্রহ করিয়াছেন, পরিবেশনকারিগণের অগোচরে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে অন্তঃপুরিকাগণ আহার করিতে বসিয়াছেন। পরিবেশনকারিণীগণ ভাণ্ডার দেখিয়া ভাবিতেছেন,—দ্রব্যে অকুলন হইবে—ব্যাপারে অযশ অখ্যাতি সুনিশ্চিত। রতনমণি ম'শায়ের মন্ত্রমুগ্ধ কোন দৈত্য যেন দ্রব্য যোগাইতেছে;—যাহা চাই কোন সামগ্রীরই অভাব নাই। সকলে বিস্মিত, রতনমণি ম'শায় দূরদর্শিতার আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল;—যে যাহা চাহিতেছে উৎসাহের সহিত বাহির করিয়া দিতেছেন। মহিলাগণের আদর অভ্যর্থনা এবং সেবায় পিসিমার দৃষ্টি খোকার দিক্ হইতে একটু ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। দিনে যাহা না করে, ক্ষণে তাহা করে। মহিলাগণের আহার প্রায় শেষ। এমন সময় হঠাৎ কান্না-কোলাহলের রোল উঠিল, "খোকাকে পাওয়া যাইতেছে না। দেখ্, কে নিল, কোথায় গেল।" হঠাৎ বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল, জনমণ্ডলীর মুখে কালিমার রেখা পড়িল। দেবপ্রসাদ ছুটিয়া পুকুরে জাল নামাইয়া দিলেন। হরপ্রসাদ "উহার রিষ্ট" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পিসিমা পাগলিনীর ন্যায় ভিতর হইতে বাহির, বাগান হইতে বন, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেওয়ানজী ভৃত্য ভাণ্ডারীগণকে শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন; বাঁমা কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িল। সুন্দর গোয়ালন্দের পথে ছুটিল; ভানুসিংহ নৌকাপথে বাহির হইল; পাইক প্রজা ভিখারী বৈষ্ণবের মুখে 'হায়, হায়' ভিন্ন শব্দ নাই। কুকুরগুলি নীরব হইয়া গিয়াছে, উপরতলায় দুইটী ময়না আছে, তাহারা নৃত্য বন্ধ করিয়াছে। অন্নপা, অন্নপূর্ণা আরোহিশূন্য। দেবালয়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের আরতি অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিলাসিনী গাভীর চক্ষে জল ঝরিতেছে। কি ভাবে সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল, আর কি ভাবে সূর্য্যের অস্ত হইল। আনন্দপুরী নিরানন্দ।

পরদিন অনুসন্ধান হইতে লাগিল। তখন অনেক কথা উঠিয়াছে "বুড়ো নাতিকে সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া ভাল করেন নাই"; "কাঞ্চনতলায় বিবাহের কথাটা মঙ্গলের হয় নাই", "উমাপতির স্বার্থ কি"—কথার ঢেউ চলিয়াছে।

তৃতীয় দিনে আত্মীয় কুটুম্ব বিদায় হইল। চতুর্থ দিনে হরপ্রসাদ কাশীযাত্রার আয়োজন করিলেন। বালকদিগকে মিষ্টান্ন, সধবাদিগকে সিন্দুর, কুমারীদিগকে কাপড় দান করিয়া বৃদ্ধ গোয়ালন্দ যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন। নদীতীরে ভাগবৎপুরের সমস্ত লোক একত্রিত হইল, গ্রামের দেবতা চলিয়া গেল, আর উহার রহিল কি?

রতনমণি ম'শায় পিতার সঙ্গে কাশী যাইবার প্রস্তাব তুলিলেন না, যাত্রাকালে পিতার চরণামৃত লইলেন। কন্যার উপর সংসারের ভার দিয়া, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধ বিদায় হইলেন।

পঞ্চম দিনে হরপ্রসাদ নৈহাটী। সপ্তম দিনে কাশী। অষ্টম দিনে বৃদ্ধ সকল মায়া কাটাইয়া তারকব্রহ্ম নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন। দেশে সংবাদ পৌছিল। ভাগবৎপুরে যেন চিতার উপর চিতা জ্বলিল। দেবপ্রসাদের অত বড় পুরীতে চতুর্থ প্রহরে রতনমণি ম'শায়ের "সদাশিব হে তুমি জান" সশব্দ ঘণ্টাধ্বনি ব্যতীত অন্য শব্দ নাই। দেবপ্রসাদ শোকের পুরী পরিত্যাগ করিয়াছেন। নিশীথ রাত্রিতে কখনও বাগানের ভিতর, কখনও দালানের উপর, পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতার কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তীরে তরীতে, কক্ষ কামরায়, কোথাও আর অরূপার সাড়া শব্দ নাই, রাজার পুরী রাক্ষসে খাইয়াছে; ভাগবৎপুর অন্ধকার। কলিকাতা, কাঞ্চনতলায় বৃদ্ধের মৃত্যুসংবাদ পৌছিয়াছে। স্বর্ণরেখার মনের মানচিত্র, অন্ধকার ভাগবৎপুর অপেক্ষাও ভয়াবহ—কথায় তাহা কি বুঝাইব?

বিজয়া দশমী আসিল। শত শত দেবী প্রতিমা কুণ্ডলার জলে ভাসিল। ঢাক ঢোল কাঁশী বাঁশীর কলরবে দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। আনন্দ উৎসবে বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী, আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। নৌকায় নৌকায় নাচ, নৌকায় নৌকায় প্রতিযোগী বাচ্; রাঙ্গা সূতা, রাঙ্গা আক্, লোহার বঁটী, মাটির পুতুল, হাতে হাতে। সন্ধ্যায় আলোকে আলোকে নদীবক্ষ নৈশ আকাশের রূপ ধারণ করিল; ফানশ উড়িল; হাউই ছুটিল। বঙ্গে বিজয়ার তুলনা নাই।

দেবপ্রসাদ গৃহে আসিয়াই দেখিলেন, সুন্দর ও ভানু সিং উভয়েই ফিরিয়াছে। তিনি নবমীর রাত্রিতে বলিয়া দিয়াছেন, অরূপা, অন্নপূর্ণা সাজাইয়া বিজয়ার তরীর সঙ্গে বাচের জন্য প্রস্তুত কর।

সমস্ত আয়োজন অলঙ্কার, পাল পতাকা লইয়া অরূপা, অন্নপূর্ণা সজ্জিত হইয়াছে। অরূপা ও অন্নপূর্ণার উদয়ে দেবীপ্রতিমা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সব প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়া গেল। অরূপা ও অন্নপূর্ণা রূপসী বিলের কেন্দ্রস্থলে নঙ্গর করিল।

খোকার নামকরণের পর হইতে দেবপ্রসাদ কত যত্ন করিয়াছেন, এক দিনও অরূপাকে দেখিতে পান নাই। তিনি মনে করিয়াছেন অরূপায় না উঠিলে অরূপা তাঁহাকে দেখা দিবে না। তিনি অরূপায় পা দিলেন, অরূপা বলিয়া ডাকিলেন, অরূপাকে দেখিতে পাইলেন না। ভানুসিং সুন্দর ও মাঝী মাল্লা সকলকে বলিয়া দিলেন, অরূপায় আজ কাহারও থাকিবার প্রয়োজন নাই, সকলে অন্নপূর্ণায় থাক, অন্নপূর্ণা অরূপার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিও। তাহাই হইল।

দেবপ্রসাদ অরূপার সকল দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই শয্যার যে শয্যায় শুইলে অরূপা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইত, সেই শয্যায় শুইলেন। কিন্তু কোথায় অরূপা? কাহারও সাড়া নাই, মৌরজের

আভাস নাই। দেবপ্রসাদ এপাশ ওপাশ করিয়া উর্দ্ধবক্ষে করজোড়ে ডাকিলেন, "অরূপা সৌরভ চাই না, শরীর চাই না, স্বপ্নে হইলেও একবার আসিয়া দেখা দাও, আমার মত দুঃখী কে? স্ত্রী হারা, পিতা হারা, পুত্র হারা, তার উপর আর একটি বালিকার সুখের পথে কাঁটা দিয়াছি, তা ত তোমার কথায়, সে ত তোমার স্বর্ণরেখা সরলা বালিকা, তার জন্য হইলেও একবার আসিয়া দেখা দেও।"

স্ত্রীশোক জলন্ত আগুন; পিতৃশোক—শোকের পাষাণ পেষণ; পুত্রশোক—শোকের দারুণ শেলাঘাত; তিন বেদনায় দেবপ্রসাদের পাঁজর ভাঙ্গিয়া পড়িল, চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া গেল। অরূপা কোথাও নাই।

দেবপ্রসাদ উঠিয়া তাহার পুস্তকালয়ের সংস্কৃত গ্রন্থের আলমারির সম্মুখে বসিলেন। ভাষা পরিচ্ছেদ, তট্টিকা মুক্তাবলি, তট্টিকা দিনকরী, তট্টিকা রৌদ্রী খুলিয়া লইলেন প্রশ্ন—"আত্মা কি? মরণের পর করে কি? অরূপা কোথায় গেল, যাহা দেখিলাম এসব কি স্বপ্ন? গর্ভস্থ শিশু মাতার চিন্তা অনুসারে মুখের আকৃতি গ্রহণ করে, মানুষ কোন স্বর্গীয় আত্মার ধ্যানে তৎবৎ আকৃতি গ্রহণ করে কি না? স্পিরিট দেহীর দেহ মন পরিবর্ত্তন করিতে পারে কি না? অরূপার কার্য্য যে অবিশ্বাসের অতীত, চক্ষু কর্ণ ত্বক্ তাহার সাক্ষী। বৌদ্ধ শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মুখের গঠনের বিশেষত্বের হেতু কি?"

"বিভুর্বুদ্ধ্যাদি গুণবান্" হইতে "ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতা", "করণং হি স্বকর্ত্তৃকং", "তথাচেদিন্দ্রিয়াণাং", "উপঘাতে কথং স্মৃতি"—শ্লোকের পর শ্লোকে তাঁহার চক্ষু পড়িতে লাগিল, কিন্তু মীমাংসা কি? মনে প্রবোধ কোথায়! দেবপ্রসাদ উপনিষদ বাহির করিলেন, সেনেকা, সক্রেটিস, প্লেটো, পিথাগোরস, প্লুটার্ক পড়িলেন; মিডি, জোসেফ গ্লানভিল, কেসেনবেরো

ডেটন, ডেকার্ট, হারবার্ট, জুবার্ট, পাশ্চাত্য আত্মাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক গণের গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলেন ; সকলেতেই আত্মার সংবাদ আছে কিন্তু সাক্ষাৎ নাই। কোথায় আত্মা, কোথায় অরূপা, কোথায় পিতা কোথায় পুত্র! তাকে তাকে পুস্তক ইংরেজী, সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক—সব নীরব। দেবপ্রসাদ যেন বিজন অরণ্যে অচেতন কাষ্ঠবৃক্ষকে আত্মার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। জানালা খুলিলেন, গভীর বিরক্তির সহিত এত যত্নে সংগৃহীত, এত যত্নে রক্ষিত, এক একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ রূপসী বিলে বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করিলেন। পাছে শব্দ হয় তাই পুস্তক ধরিয়া হাত জলে ডুবাইয়া এক এক খানি জলসাৎ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, পুস্তক বিসর্জ্জনের নেশা বিজয়ার প্রতিমা বিসর্জ্জনের উন্মাদনার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। আলমারীর পর আলমারী শূন্য হইয়া আসিল। তাঁহার শোকক্লিষ্ট শরীরে অসুরের বল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। "আত্মা কোথায় তুমি" প্লেটো যাও জলে ; "অরূপা কোথায় তুমি",—এই শ্লিগেল শেষ, "পিতা কোথায় তুমি"—এই প্লুটার্ক জলসাৎ। "প্রিয়প্রসাদ" বলিতে দেবপ্রসাদ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পুনরায় চেতনা পাইয়া আবার আরম্ভ করিলেন। এইবার কাব্য জলে। রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, রঘু, ভট্টি, মেঘদূত, উত্তর চরিত, বীরচরিত, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, লংফেলো কার্লাইল, ইমার্সন জলে। টেনিসনের অতি উত্তম স্বর্ণ মলাট—দেবপ্রসাদ কলেজে পড়িবার সময় সাধ করিয়া মলাট বাঁধাইয়াছিলেন। একবার খুলিলেন—ঐ সেই অভ্যস্ত পৃষ্ঠা, অযত্নে সেই স্থান খুলিয়া গেল—

More things are wrought by prayer
Than this world dreams of

দেবপ্রসাদ একটী মেষশাবকের ন্যায় অরূপার দারুময় পাটাতনে জানু পাতিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিলেন।

সত্য—অরূপা,

জ্ঞান—পিতা,

অনন্ত—পুত্র,

আনন্দ—অরূপা,

অমৃত—পুত্র,

স্বপ্রকাশ—পিতা,

শান্ত—অরূপা

শিব এবং অদ্বিতীয়—পিতা,

শুদ্ধ—পুত্র।

ধীরে ধীরে বেল বকুল, মালতী মল্লিকা, পদ্ম পারুলের গন্ধ বহিতে লাগিল; নাসিকায় ঘ্রাণশক্তি আসিল। ধীরে ধীরে মলের রুণু ঝুনু ধ্বনি হইতে লাগিল, কর্ণ পঞ্চবাদ্য দূরে রাখিয়া এক শব্দ শুনিতে পাইল। ধীরে ধীরে ত্বকে কোমল স্পর্শ অনুভূত হইল। তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন—দিব্য রূপে দিব্য লাবণ্যে দিব্য জ্যোতিতে সেই অরূপা। চাহিলে পাছে চলিয়া যায়, দেবপ্রসাদ আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, আবার চাহিলেন, আবার মুদিলেন, অরূপা আপন ঐশ্বর্য্যে "অরূপার" দারুকক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া অটল এবং অচল, স্থির এবং গম্ভীর!

দেবপ্রসাদ একবার অরূপার দিকে চাহিলেন। তুষারশৃঙ্গ যেন সূর্য্যালোকে গলিয়া পড়িল, দরবিগলিত ধারে অরূপার দুনয়নে অশ্রু বহিতে লাগিল। পুত্রশোকাতুরা মাতা নীরব অশ্রুপাতে স্থির থাকিতে পারিলেন না, "খোকা রে আমার" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেবপ্রসাদ অরূপার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে যাইয়া আপনি

হইলেন। পিতা মাতা উভয়ের আর্ত্তনাদে রূপসী বিল ক্লিষ্ট কম্পিত হইয়া উঠিল।

অরূপা একটু শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথাও খুঁজিয়া পাইলে না?"

দেব। কোথাও না, হারাইলে পাওয়া যায়, জলে পড়িলে ঝাঁপ দিয়া জাল দিয়া তোলা যায়, কিন্তু যমে——— । তুমি?

অরূপা। কোথায় না গিয়াছি, কোথায় না খুজিয়াছি, বাছাকে কোথাও দেখিলাম না।

দেব। তোমরা ত সব দেখ, সব শোন।

অরূপা। এটি ভুল, আমরাও সব দেখি না সব শুনি না, তোমা-দের চাইতে বেশী দেখি এই মাত্র।

দেব। একই লোকে; তোমাকে দেখি তাকে দেখি না কেন?

অরূপা। সে হয়ত দেখার দেশ হইতে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে। চোকে যতদূর দেখা যায়, কাণে তার অধিকদূর শোনা যায়। সেই দূরদেশ হইতে বাছার মুখে "মা" কথা যে কাণে আইসে না, এ দুঃখ ভুলিতে পারিতেছি না।

দেব। মরিলে কি তাকে পাব?

অরূপা। আমি ত মরিয়াছি, কই তাকে ত পাই না। কখন দূরে দেখি, কখন নিকটেও দেখি না। কেন দেখি, কখন দেখি, এ দিব্য লোকের দেখার তত্ত্ব তোমাকে বুঝাইতে পারিব না।

দেব। আমি মরি, চল দুজনে খুজিব।

অরূপা। না, মরিবে কেন? এই সম্পদ,এই সংসার, সব রহিয়াছে ভোগ কর, সময় হইলে দুজনে খুজিব।

দেব। তোমার তাড়নায় ভাবিয়াছিলাম আবার সংসার পাতিব, কিন্তু আর না।

অরূপা। আমি যে তবে বিবাহের পূর্ব্বে বিধবা হইলাম। আমি স্বর্ণকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? দেহ যায় কিন্তু প্রেমের দায় ত যায় না। তাকে এবং তোমাকে সুখী করিতে না পারিলে ত আমি এ পৃথিবী ছাড়িতে পারিব না, মায়ায় যে আমাকে বাঁধা থাকিতে হইবে। তবে ত খোকাকে আর দেখিলাম না।

দেব। অরূপা, আমি সংসারের পথে কাঁটা দিয়াছি। বৃন্দাবনচন্দ্রকে এক চতুর্থ সম্পত্তি, দিদিকে কাশীবাসের জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা এবং পাঁচ হাজার টাকা লিখিয়া দিয়া বাকি স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়াছি। বিলাসিনী গাই কাঞ্চনতলায় বিলাইব। তোমার টাকায় প্রতি বর্ষে [illegible] মহোৎসব হইবে। লোকে প্রিয়-[illegible]র নাম [illegible]রিবে।

অরূপা। উইল? কাহাকে?

দেব। কলিকাতায় শ্রীপদ, প্রতাপচন্দ্র, শীতলচন্দ্র—এই তিনজনকে উইল করিয়া দিয়াছি, অবশ্য তাদের ভোগের জন্য নয়, কোন ভাল কাজের জন্য।

অরূপা। প্রতাপচন্দ্র বাবু, যিনি শ্রীপদ বাবুকে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন? কেন, দেবনাথ বাবুকে দিলে না কেন, তিনি যে তোমার গুরু।

দেব। প্রতাপচন্দ্র আর সে প্রতাপচন্দ্র নাই। এখন সে শ্রীপদের প্রকৃত ছায়া। দেবনাথ বাবু শিক্ষার জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁর কথা আর বলিব কি? [illegible]লেজে থাকিতে ব্রাহ্ম ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের সার [illegible]য়া আপন [illegible] স্বার্থ করিয়াছেন; সংবাদপত্রের সম্পাদক

ছিলেন, তাহাতে স্বার্থই ভজিয়াছেন; রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, তাহাতে আপনার প্রতিষ্ঠাই খুজিয়াছেন। সে দিন বক্তৃতায় বাহির হইয়াছিলেন; উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; গবর্ণমেণ্ট নূতন বৎসরে তাঁহাকে রায় বাহাদুর খেতাব দিবেন। তিনি নগদ টাকার কুমীর, রাজনীতির কাকপুচ্ছ ফেলিয়া সে দিন জমিদারীর ময়ূরপুচ্ছে পেকম ধরিয়াছেন। রাজনীতিতে তাঁর আর মন নাই। ব্রাহ্মসমাজের ফেরতা এক ভয়ঙ্কর জীব, আগে বুঝি নাই। যাক্ সে সব কথা। টাকা লোহার সিন্দুকে থাকে কিন্তু বোঝা ধনীর মাথায়; জমি মাটিতে থাকে, ভার জমিদারের। ভার এখন অসহ্য, উইল করিয়া পাতলা হইয়াছি। রাজনীতির আলোচনা, বাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের উন্নতি—প্রধানতঃ এই দুই উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় হইবে। কত টাকা জান? নগদ পাঁচ লাখ আর পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তি।

অরূপা। ঠাকুরের এত টাকা ছিল!

দেব। এত টাকা? এই দেখ হাতে সোণার তাবিজ, এই তাবিজে পাঁচ লাখ টাকার পাঁচ খানি হীরা আছে। পিতার নিদর্শন, তাই রাখিয়াছি।

অরূপা। অর্থে সুখ, এত অর্থ, এত সুখ পায় ঠেলিলে? আমি যে কত বাঁধ বাঁধিতেছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, আবার তোমাকে সুখী করিব, তোমাকে সুখী করিলে তবে ত আমার মুক্তি, সব মুক্তি ফুরাইল। পোষ্য পুত্র রাখিলে না কেন? এর পর আপনি কি করিবে?

দেব। আর পোষ্যপুত্রের পামর বাড়াইয়া ফল কি? যে শৈশবে মাতার স্নেহ পায় না; যৌবনে পত্নীর প্রীতি পায় না, বার্দ্ধক্যে পুত্র কন্যার সেবা পায় না, সেত পশুর অধম। অনেক আছে, আর কেন? আমি? ভারতে তীর্থ বহু, তীর্থ পর্য্যটন করিব।

দেবপ্রসাদ অরূপাকে কাছে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, "অর্থ এবং

স্বার্থ কিছুতেই সুখ নাই, সুখ পরার্থে। লোকে ইচ্ছা করিলে দেশের সেবা ও জনসমাজের শিক্ষার জন্য অনেক করিতে পারে।"

অরূপা। কিন্তু ধর্ম্মের উদ্দেশে ত কিছু দিলে না। তুমি ত তোমার সেই সাপ, হাতী, কচ্ছপের ছবির চারিদিকে লিখিয়াছ—

অরূপা সেই সমস্ত লেখা অবিকল আবৃত্তি করিয়া ফেলিল।

দেবপ্রসাদ আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, বার বার অরূপার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

অরূপা। তাকাও কি, আমরাই সরস্বতী, তোমরা আমাদের উপাসক মাত্র। না, না তা কিছু না, কিছু না।

আদ্যাশক্তি লজ্জাবতী লতার মত আত্মসঙ্কোচ করিয়া ফেলিলেন।

দেব। কর্ম্মই ধর্ম্ম, করণের নাম মরণ; যিনি নিষ্কাম কর্ম্মের জন্য মরণকে আলিঙ্গন করেন, তিনি ইহ পরকালে অমরত্ব লাভ করেন। এই কর্ম্মের বা ধর্ম্মের কর্ত্তা প্রিয়প্রসাদ, আমি উপলক্ষ মাত্র। যে এরূপ অমর শিশুর জননী সে ধন্যা, যে তোমার মত স্ত্রী লাভ করে সে ধন্য। বল, উইলে, তোমার মত আছে।

অরূপা। তোমার যে মত আমারও সেই মত।

দেব। বাল্যে তোমাকে ভালবাসিয়াছি, যৌবনে তোমাকে সংসারে লইয়াছি, স্বর্গে মর্ত্ত্যে আছ, এখনও তোমারই কথায় চলি। এ জীবন তোমাময় হইয়া গিয়াছে। দেখিবে?

দেবপ্রসাদ "অরূপার" তৃতীয় কক্ষ খুলিয়া দিলেন! এতদিন কেহ তাহা দেখে নাই, উহাতে অরূপারও চক্ষু পড়ে নাই।

কক্ষের এক পার্শ্বে একখানি শয্যায় একটী যুবতী শয়ন করিয়া আছে। কেমন কেশ, কেমন বেশ, কেমন কবরী, কেমন কান্তি, কেমন মুখ, কেমন নাক। মৃণালোপম ভুজ; চম্পকবিনিন্দিত অঙ্গুলি;

বাহুতে অয়স্কান্ত-অনন্ত; মণিবন্ধে মরকত-কঙ্কণ; সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার। রত্নরাজি নাকি সুবর্ণে সংস্থাপিত হইলে পরম সুন্দর দেখায়, হৈমকান্তি বপু সুবর্ণের অভাব পূরণ করিয়াছে। রমণী মনোমোহিনী, চিত্তোন্মাদ-কারিণী। চারিদিকে কুসুম দাম, অলঙ্কারের উপর আবার কুসুম হার কুসুম ভার যেন সে কোমল শরীর সহ্য করিতে পারিতেছে না।

অরূপা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, অপবাদ কি তবে সত্য? অরূপা বলিল, "আমাকে এখানে ডাকিলে কেন?"

দেবপ্রসাদ অবিচলিত ভাবে সেই শায়িতা রমণীর শরীর হইতে আঁবরোঁয়ার সূক্ষ্ম আবরণ তুলিয়া লইলেন। অরূপার মুখ, রমণীর নিকট লইয়া বলিলেন "দেখ", "ভাল করিয়া দেখ"।

অবিকল অরূপা। কি উপাদানে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে বিশ্বশিল্পী ব্যতীত তাহা কেহ জানে না। সব সুন্দর কিন্তু শব—অসুন্দর। প্রাণ থাকিলে প্রতিমা অরূপাকে জমজা বলিয়া আলিঙ্গন করিত।

অরূপা হিংসা বশতঃই হউক কিম্বা বিরক্তি বশতঃই হউক, বলিল, "কেমন? মূর্ত্তি জলে ফেলিয়া দেই।"

দেব। ফুল চন্দনে যাহাকে এতদিন পূজা করিয়াছি, ধূপ দীপে যাহার আরতি করিয়াছি, দেশ বিদেশে এত দীর্ঘকাল আরাধনা করিয়া যখন তোমার দেখা পাই নাই, তখন বিজয়ার দিনে আজ তাহা বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিলাম। কত সাধের বই গুলি, তা তুমি জান; সব পুস্তক জলে ফেলিয়া দিয়াছি; আজ তোমার দেখা না পাইলে এ মূর্ত্তিও জলে ফেলিয়া দিতাম; দেখা দিয়াছ, ভাল করিয়াছ; যদি ঐ দেয়ালে, তোমার চিত্র থাকিয়া থাকে, তবে এই শয্যায় এই মূর্ত্তি থাকুক। তোমার নকল তুমি।

অরূপা। তৃণ খড়ে এ কি গড়িয়াছ? আমি আপনাকে দিয়া

সোণার প্রতিমা গড়িয়া প্রাণ দিয়াছি,—তোমারই জন্ত। দিয়াছ সম্পত্তি, দেশের উপকার হউক। স্বর্ণকে বিবাহ করিয়া পুনরায় সংসারী হও। একদিন তিন আত্মায় মিলিয়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে, চন্দ্রে সূর্য্যে, নক্ষত্রলোকে প্রাণের গোপাল দুখের গোপালকে খুজিয়া বেড়াইব। ছয় চক্ষু ছয় হাত ; তখন তার দেখা পাব না কি ?

এই সময়ে বায়ুকোণে বিদ্যুৎ চমকিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হইয়াছে। দশমীর অস্তপ্রায় জ্যোৎস্না রূপসী বিলে আলু থালু হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে অনন্ত আকাশ, ঈষৎ কুয়াসায় আবৃত হইয়া মহাসাগর ভ্রম জন্মাইতেছে। এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল ; দেখিতে দেখিতে চাঁদ ঢাকিয়া ফেলিল। পূর্ব্বাকাশের উর্দ্ধভাগে এখনও জ্যোৎস্না, পশ্চিমাকাশ ঘন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ঐ কৃষ্ণ মেঘে চপলা চমকিতেছে, চমকে চমকে ভীষণ বজ্র ভৈরব গর্জ্জিতেছে। পবন, প্রলয় আস্ফালনে মেঘ উড়াইয়া আনিল। ভয়ঙ্কর সাঁ সাঁ শব্দ উঠিল। সমস্ত আকাশ কৃষ্ণমেঘে আবৃত হইল ; পৃথিবী যেন করাল কালগ্রাসে পতিতা ; নিশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে ; আঁধারে কিছুই দেখা যাইতেছে না। তরঙ্গের আস্ফালনে, বায়ুর গর্জ্জনে কাণে কিছুই শুনা যাইতেছে না। পতাকা পক্ষে, আলোক পুলকে বিজয়ার অরূপা, দৃপ্ত পরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। গুণবৃক্ষের চূড়ায় লোহিত যুগল লণ্ঠন, রক্ত চক্ষুর ন্যায় জ্বলিতেছে। সহসা ভীষণ প্রলয় শব্দে চারিদিক চমকিত করিয়া গুণবৃক্ষের উচ্চ চূড়ায় অশনিপাত হইল। অরূপার পালপক্ষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। "আগুন", "আগুন", "নিবাও", "নিবাও" বলিতে বলিতে তৈলবর্ণমণ্ডিত অরূপা দ্বিগুণ তেজে জ্বলিতে লাগিল। ঝড় ঝাপটে অরূপার নঙর উপাড়িয়া গেল ; অন্নপূর্ণা বন্ধনছিন্ন হইল ; মাঝি মাল্লা কে কোথায় প্রাণ হারাইল কে জানে ? অরূপা মহাপ্রদেশের

প্রজ্বলিত অনল শিখার ন্যায় নক্ষত্রবেগে রূপসী বিল ভেদ করিয়া কুণ্ডলা নদীর দিকে ছুটিল। একে আগুন, তাহাতে ঝড়; অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি হাউই বেগে উড়িতেছে। অরূপার অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জ্বলিতে লাগিল। এদিকে প্রবলবেগে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। অগ্নি নির্ব্বাণ হইল, অরূপা অতল জলে ডুবিয়া গেল। অরূপা নৌকা, অরূপা চিত্র, অরূপা মূর্ত্তি সব গেল। দেবপ্রসাদ কোথায়? একবার দুইবার তিনবার শব্দ হইয়াছিল, "আমি এই পথে।" অন্নপূর্ণায় থাকিয়া কেহ কেহ "অরূপা কোথায় তুমি" শুনিয়াছিল; দেখিয়াছিল,—দেবপ্রসাদ হাত বাড়াইয়া কাহাকে ধরিবার জন্ম ডাকিতেছে।

পরদিন প্রত্যূষে ভাগবতপুরে সকলেই জানিল অরূপা ভস্ম হইয়াছে, দেবপ্রসাদ পুড়িয়া মরিয়াছেন। শ্মশানের পার্শ্বে শ্মশান। শোকের উপর মহাশোক। বউ গেল, ভাইপো গেল, বাবা গেল, ভাই গেল। বিধবা মহাশ্মশানে এখনও বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় দিনে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আসিয়া দেবপ্রসাদের তোষাখানায় কুলুপ লাগাইলেন। পঞ্চমদিনে শ্রীপদ বাবু ঘোষণা করিলেন, দেব-প্রসাদ এক উইল করিয়া গিয়াছেন। ষষ্ঠ দিনে রতনমণি মশা'য় দেওয়ানজীকে ডাকিয়া বলিলেন "কাশীতে বাবা যে বৃন্দাবনচন্দ্র এবং আমার নামে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা আদালতে দাখিল করিয়া দিন, কলিকাতার বাবুদের ফন্দি খাটিবে না।"

এই শোকের মহাশ্মশানে বিধবা একা। যত দিন বৃক্ষে বিল্ব-পত্র আছে, যত দিন মাটিতে শিবমৃত্তিকা আছে, যত দিন বিধবার দেহে প্রাণ আছে, তত দিন রতনমণি মশা'য়ের শিব আছে, শিব পূজা আছে। শোকের পুরীতে দিনে নিশীথে গালবাদ্যে, গুল্ফ শব্দে বিধবার মুখে শোককে শোকাকুল করিয়া, নীরব অশ্রুজলকে কাঁদাইয়া

ধ্বনি উঠিতেছে "পাপং হর, তাপং হর, শোকং হর সদাশিব হে তুমি জ্ঞান।"

রতনমণি মশা'য় এখন দোতলায় থাকেন, এ কক্ষে অরূপার মৃত্যুশয্যার সাজ সজ্জা; ও কক্ষে পিতার পাদুকা এবং শত নিদর্শন; এ কক্ষে খোকার দুধের বাটি, বসিবার আসন, খেলার বস্তু; ও কক্ষে দেবপ্রসাদের দ্রব্যজাত। চারি কক্ষে জীবন্ত শ্মশান। সম্মুখে প্রহরী— হিন্দু বিধবা একাকিনী।

দেওয়ানজী কোন কোন রাত্রিতে রতনমণি মশা'য়কে ডাকিয়া দেখাইয়া থাকেন, দেবপ্রসাদ এবং অরূপা, রূপসী বিলের পদ্মের পাতায় পাতায় হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন।

দেওয়ানজী বলেন, "ঐ দেখুন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে"; শোকাতুরা বিধবা কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। কত যত্ন, কত মিনতি, বউ এবং ভাই, কেহ দেখা দিল না। এই শোকসন্তপ্ত দগ্ধ পুরীতে পতি পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু বর্জ্জিতা হিন্দু বিধবা মহাশ্মশানের এক জলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি হইয়া রহিলেন।

কেহ তাহার কোন আচরণে বাধা দিতে সাহসী হয় না, পাছে বা সে ব্যথা পায়। তাহার যৌবনের এই প্রথম প্রভাত কিন্তু ম্লান, তাহার সৌন্দর্য্যের এই নূতন বিকাশ কিন্তু বিষণ্ণ। এদিকে স্বাধীনতার মুক্ত স্পর্শে যৌবনে মালিন্য, সৌন্দর্য্যের বিষাদ এক স্বতন্ত্র শ্রী ধারণ করিয়াছে। সে শ্রী মানবের ভোগ্য বস্তু নহে, দেবতার পূজার সামগ্রী। যদি কখনও গ্রামস্থ কোনও যোগ্য যুবক স্বর্ণের দিকে চাহিতে প্রলুব্ধ হয়, তাহার আশা ভরসার কিছু থাকে না। এ বয়সে স্বর্ণের স্বাধীন ব্যবহার তাহাকে দেবাশ্রিতা শ্রেণীতে স্থান দিয়াছে। কাঞ্চনতলার বৃদ্ধ কুলচন্দ্র সার্ব্বভৌম কখন কখন স্বর্ণকে কুমারী পূজা করিয়া থাকেন। তিনি প্রচার করিয়াছেন, "মা আমার সামান্য মেয়ে নয়, টাটে বসিলে মার মুখের চারি দিকে কি সুন্দর সুবর্ণ জ্যোতি খেলিতে থাকে।" শ্যামলা সুরূপা এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে। কোন পিতা মাতার স্বর্ণের সঙ্গে তাহাদের পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিবার সাহস নাই। যোগ্য যুবকগণ এই সরল স্বাধীন স্বর্ণমূর্ত্তি ধ্যান করে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে নক্ষত্রের সঙ্গে বিবাহ ভাবিয়া মরমে পুড়িয়া ছাই হয়।

৯ই পৌষ যুবরাজ কলিকাতা পৌঁছিবেন। কলিকাতার পথ, প্রাসাদ, গঙ্গাতীর, গড়ের মাঠ, পুষ্প, পত্র, পতাকা তোরণ এবং চিত্র শিল্পে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অট্টালিকার গাত্রে গাত্রে, রাজপথের পংক্তিতে পংক্তিতে নানাবর্ণের দীপাধার, ব্যূহ, বৃত্ত ত্রিকোণ চতুষ্কোণ নানা আকারে প্রতীক্ষা করিতেছে, যুবরাজের নগরভ্রমণ সময়ে উহারা ইন্দ্রলোক ভ্রম জন্মাইয়া দিবে। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে তোপ সকল তুমুল ধ্বনি উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। অর্দ্ধলক্ষ টাকার আতসবাজী আকাশে উড়িবার জন্য সময় খুঁজিতেছে। দেশ বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমে রাজধানী কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে।

শচীপতি তাঁহার সোণা মার অবস্থার কথা শুনিয়াছেন! এই জন-কোলাহলে এবং রাজধানীর এই তামসিক সৌন্দর্য্যে স্বর্ণরেখাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখিতে পারিবেন বলিয়া তিনি এক দিন সহসা তাহাকে লইবার জন্য কাঞ্চনতলা উপস্থিত হইলেন; সকলকেই কলিকাতা যাইতে অনুরোধ করিলেন। উমাপতি এবং রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় যাইতে সম্মত হইলেন না। শচীপতি স্বর্ণরেখাকে লইয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন, শ্যামলা এবং সুরূপা সঙ্গে আসিল। স্বর্ণ-রেখার নিকট ইন্দ্রালয় এবং যমালয় উভয়ই সমান। থাকা, তা—এক স্থানে থাকিলেই হইল। দেবপ্রসাদের উপহার সবৎসা বিলাসিনী গাই স্বর্ণের সঙ্গে আসিয়াছে।

যুবরাজ কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। ১০ই পৌষ রাত্রিতে নগর প্রদক্ষিণ। অলকা কলিকাতায় অবতীর্ণ। রাজপথে আলোক-শিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। সকলেই রাজপথে যুবরাজকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। পদব্রজে, অশ্বযানে লক্ষ লক্ষ লোক চলিয়াছে। স্বর্ণরেখা বলিল "কাকা আমাকেও কি লইয়া যাইতে চাও।"

শচীপতি। মা, একবার দেখিয়া আইস, কলিকাতা বড় সুন্দর সাজিয়াছে; চক্ষু জুড়াইবে।

স্বর্ণ। কাকা, সুন্দর কি বাহিরে? সুন্দর যে ভিতরে; চোকে নয়, বুকে।

শচীপতি তাঁহার সোণা মার মুখের দিকে চাহিলেন। মেয়ের মাথাটা খারাপ হইয়াছে বলিয়া তিনি বুঝিয়া লইতেছেন দেখিয়া স্বর্ণ বলিল "তুমিও থাক, আমিও থাকি, কাল তোমাকে ত ফুলের অনেক জোড়া যোগাইতে হইবে, আমি গড়িয়া দিব, শ্যামলা এবং সুরূপাকে শ্রীপদ বাবুর সঙ্গে সব দেখতে পাঠাইয়া দেও। শেষ রাত্রে উঠিয়া মালা গাঁথিব।"

শচীপতি সম্মত হইলেন, দুই জনের কাহারও এই আলোক উৎসব দেখা হইল না।

রাত্রি দশটা; স্বর্ণ তাহার সেই কক্ষে যাইয়া সেই শয্যায় শয়ন করিল, অরূপা আসিল না। সেই আয়নার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল, অরূপা বলিয়া চাহিল, অরূপা দেখা দিল না। স্বর্ণরেখা বহুবার কক্ষের এ দিক হইতে ও দিকে হাঁটিয়া বেড়াইল, "দিদি" "সোণা দিদি" "অরূপা" "খোকার মা" বলিয়া ডাকিল, অবশেষে সকল যত্নে পরাস্ত হইয়া দেরাজ হইতে কাগজ বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল:—

স্নেহের ভগ্নী অরূপা,

দিদি, পত্র লিখিতেছি। কাহাকে? তোমাকে। তুমি কোথায়? স্বর্গে। স্বর্গে কি কখনও পত্র যায়। তা ত যায় না, তবুও লিখিব। স্বর্গে কাগজ যায় না, কান্না যায়। আমার মনের কথা পত্রে লেখা থাকিল। এক দিন আসিয়া পড়িও।

পড়িয়াছি—চোক, কাণ, নাক, জিভ, ত্বক্ এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়। পাঁচটা কই? একটা। দেখিবার যে বস্তু, চোকে তা ছোঁয়—তবে না দেখা; শুনিবার যে বস্তু, কাণে তা ছোঁয়—তবে না শোনা; শুঁকিবার যে সামগ্রী, নাকে তা ছোঁয়,—তবে না শোঁকা; আস্বাদের যে জিনিস জিভে তা ছোঁয়—তবে না আস্বাদ। ত্বক্—ছোঁয়া। দিদি, এস, তোমাকে সকল গায় প্রাণ ভরিয়া ছুঁই। তোমাকে ছোঁয়া—না দেখা, শোনা, শোঁকা, খাওয়া—সব গঙ্গায় স্নান—কি শীতল, কত সুখ!

দিদি, তুমি বুঝি তাঁহাকে পাইয়া আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। এক দেবতাকে কত লোকে পূজা করে, দুই জনে তাঁহাকে পূজা করিব। দেবসেবায় সতীন কি? তিনি যখন তোমাকে ভাবিয়া এতদিন এখানে জীবিত ছিলেন, আমি তবে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া এপ্রাণ ধরিয়া থাকিতে

পারিব না কেন? লোকে মনে করে, হাতুড়ী সশব্দে পিটে তার শক্তি অধিক কিন্তু নিঃশব্দ নেই বুক পাতিয়া আঘাত না সহিলে হাতুড়ী কি? নীরব অবলার ধৈর্য্য অনেক, দিদি। ধৈর্য্যে বসুমতী তুমি, তোমাকে আর আমি কি বুঝাইব?

তোমাকে দেখি না, তবু তুমি আছ; তোমাকে শুনি না তবু তুমি আছ। না থাকিলে আমাকে এই পত্র লিখাইতেছে কে? আমি কি এমন লিখিতে পারি? আমি জানি, কত অবোধ আমি। আমাকে তুমি কথা শিখাইয়াছ; আমাকে তুমি ভালবাসা কি, বুঝাইয়াছ; গুরু, স্বামী দেখাইয়া দিয়াছ। কুমারী আমি বিধবা হইলাম কেন? খোকা যে দিন হারাইল, কত লোকে বলিল "স্বর্ণের ভাগ্য ভাল, পরের ছেলের জ্বালা সহিতে হইবে না।" শুনিয়া আমি মরিয়া গেলাম; একবার ভাবিলাম তুমি কোথাও তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছ। শুনিতে পাই, রাত্রে ছাদে বসিয়া তুমি খোকার জন্য কাঁদিয়া থাক। আমিও ত স্বামী পুত্র হারা। এস, দু'জনে একত্রে গলাগলি ধরিয়া কাঁদি।

সেই সর্ব্বনেশে আগুনের কথা, দিদি কেমন করিয়া ভুলিব? এই যে আঁচলে বাঁধা আঙ্গার এ "অরূপার"। তিনি তাতে ছিলেন। যখন বাজ পড়িল, দিদি, তুমিত সব পার, তুমি কেন সে বাজ ধরিলে না? যদি তুমি না পারিতে আমাকে কেন ডাকিলে না, আমি বুক পাতিয়া বাজ ধরিতাম, তাঁর গায় আগুনের আঁচ লাগিতে দিতাম না, তাঁকে বাঁচাইতাম। দিদি এস, আমাকে নিয়ে যাও, দু'জনে মিলিয়া তাঁকে খুজি। কুণ্ডলার জলে তিনি আছেন; তাঁর শ্রীচরণে এস শেওলা হইয়া জড়াইয়া থাকি। তিনি রূপসী বিল এত ভালবাসিতেন; তিনি রূপসী বিলে আছেন, আমরা পদ্ম হইয়া তাঁর পাদপদ্মের দুই দিকে ফুটিয়া থাকি। দিদি, তোর কি দয়া নাই, একবার দেখা দে। আমি পাড়াগাঁয়ের

অবোধ মেয়ে, আমার সখী সুহৃদ কেউ নাই, প্রাণের কথা কা'কে বলিব একবার দেখা দে দিদি।

তোমার

অভাগিনী স্বর্ণ।

স্বর্ণ পত্র লিখিয়া একখানি খামে পুরিয়া "অরূপা" শিরোনামা লিখিয়া ঠিকানা লিখিল "দেবলোক।" প্রথম দু'টি অক্ষর এই তার প্রথম লেখা। স্বর্ণের চক্ষের জলে পত্র ভিজিয়া গেল। সুন্দর লেখাগুলির দিকে তাকাইয়া স্বর্ণ একবার স্মরণ করিল, অনিল বাবু হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, তিনি কোথায়? রমণীহৃদয় কত কৃতজ্ঞ।

স্বর্ণ অশ্রুজলাভিষিক্ত পত্র একটী বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া পরিধেয় বস্ত্রের কাল পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল—এ যে দীঘল কাল সাপ তাহাকে বেড়িয়া রহিয়াছে। সোণার বালা খুলিয়া ফেলিল—এ যে ধারাল শিকল তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে। কপালের সিন্দুর মুছিয়া ফেলিল—এ যে জ্বলন্ত টীকা তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। স্বর্ণ একখানি কেঁচি বাহির করিয়া আয়নার কাছে দাঁড়াইল, বাঁ হাতে সুদীর্ঘ এবং স্থূল কৃষ্ণবেণী ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে উহা কাটিয়া ফেলিল।

শচী। মা, মা, মা, ও কি কর, কাটিও না, কাটিও না, আমি যে ও মূর্ত্তি সহ্য করিতে পারিব না।

স্বর্ণরেখার হস্ত হইতে কাঁচি খসিয়া পড়িল। স্বর্ণ বলিল "কাকা মনের কথা বলিবার কেউ নাই, আমি বিধবা, আমার শাড়ী, বালা এবং চুলে কাজ কি? তুমি আমাকে পোষ্যপুত্রী লও। বিধবা মেয়ের ভার তুমি বই কে বহিবে? শ্যামলা, সুরূপা——"

দেবাশ্রিতা, স্বাধীনা, স্নিগ্ধভাষিণী কুমারী বিধবা স্বর্ণরেখা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সধবা কুমারী।

উমাপতি এবং শচীপতি দুই সহোদর ভাই; রাজলক্ষ্মী এবং মহালক্ষ্মী দুই সহোদরা ভগ্নী। মহালক্ষ্মী স্বর্ণরেখার খুড়ীমা এবং মাসীমা। স্বর্ণরেখা যখন দেখিল—তাহার রোগ দুরারোগ্য,—অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব—অন্যকে তাহার বিবাহ করা অসম্ভব,—তাহার প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ়, এবং তাহার অবস্থা ভগ্নীদ্বয়ের সত্বর বিবাহের প্রতিকূল, তখন মাসীমার কন্যারূপে প্রতিপালিত এবং পরিচিত হইবার বাসনা করিল। মাসীমা নিঃসন্তান, স্বর্ণরেখাকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করিতে তাঁহার আগ্রহ ব্যতীত আপত্তি হইল না। শচীপতি যখন সোণা মাকে পোষ্যপুত্রী লইতে বিশেষ অগ্রসর তখন মহালক্ষ্মী মহা আনন্দে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রাজলক্ষ্মী অপর দুই কন্যার দিকে চাহিয়া ভগ্নীর হস্তে স্বর্ণরেখাকে অর্পণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন না; উমাপতি গৃহিণীর মতই গ্রহণ করিলেন। মহালক্ষ্মী এবং রাজলক্ষ্মী—দুই ভগ্নীর দুই প্রকৃতি। মহালক্ষ্মী তরণী, শচীপতি কাণ্ডারী; রাজলক্ষ্মী কাণ্ডারী, উমাপতি তরণী। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নীর গৃহে আপনাদের স্বর্ণধন গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন; অবস্থা চক্রে অনায়াসে সুখে স্বচ্ছন্দে স্বর্ণ খুড়ার গৃহ আলো করিয়া বসিল। শ্যামলা এবং সুরূপা যুবরাজের কলিকাতা দর্শনের আনন্দ উৎসবের পর বড় দিদির নিকট কাতর প্রাণে বিদায় লইয়া কাঞ্চনতলা চলিয়া গেল।

শচীপতির এই শৈলভবনে কুণ্ডলা নদী নাই কিন্তু কৃত্রিম অখাত

আছে; বন নাই বাগান আছে। স্বর্ণরেখা অখাতের তীরে তীরে স্বাধীন মনে বিচরণ করে, বাগানে বাগানে ফুল পাতা কুড়াইয়া বেড়ায়। একটী "সঞ্চারিণী" "পল্লবিনী" লতায় শচীপতির বাগানের শোভা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সময়ে সময়ে স্বর্ণরেখার মূর্চ্ছা হয়। উহা হিষ্টিরিয়া নহে, যেন কোন দেবাশ্রয়ের দৈব মোহ, দিব্য তন্দ্রা। শচীপতি কন্যাকে পূর্ব্বাপেক্ষা যত্নের সঙ্গে পুষ্প-চিকিৎসা করিতেছেন, সঙ্গে আলোকস্নানের ব্যবস্থা চলিয়াছে। কখন কখন লাল কিম্বা নীল বোতলে সূর্য্যালোকে জল রাখিয়া স্বর্ণরেখাকে স্নান করাইয়া থাকেন। স্বর্ণরেখার ত মূর্চ্ছা নয়,—উহা মর্ত্ত্যে স্বর্গলোকের সুন্দর ছায়া। সঙ্গীত—কে শিখায়, কে গাওয়ায়, কে জানে? স্বর্ণ ত গান জানে না, গাইতে পারে না; কিন্তু মূর্চ্ছায় গান কত নূতন, স্বর কত মিষ্ট। ইঙ্গিত—কোমল কিশলয় তুল্য হস্তের কি সুন্দর, যেন হাতছানির ছন্দে ছন্দে নন্দন কানন নামিয়া আসিতেছে। হস্ত ভঙ্গিমার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতে বাহুলীন পরাস্ত হইয়া যায়; আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্বর্ণ গায়:—

আঙ্গার আমার হীরা মাণিক
আঙ্গার সাত রাজার ধন,
মাণিক আঁচলে বেঁধে আমি চলেছি বৃন্দাবন।
আমার হৃদয় রাধা, তাঁর প্রেমে সদা বাঁধা
ডাকিছে, এস হে
ও অরূপ রূপ মোহন!
(কিবা রূপ রস মাধুরী রে)
দেহ রসনা আঁখি
মাখি, চাখি, দেখি,

সে রূপ, রস মাধুরী,
পাগলিনী বেশে, ধাইছে উদেশে,
কোথায় পাব রে পরাণ ধন।
বৃন্দাবনে—বাজে খোল, বলে খোল্
অন্ধ আঁধার নয়ন;
বৃন্দাবনে—বাজে খোল, বলে খোল্
বন্ধ বধির শ্রবণ;
বৃন্দাবনে—বাজে খোল, বলে খোল্
অবস অসাড় রসনা;
বৃন্দাবনে—বাজে খোল, বলে খোল্
হৃদয় কেন খোল না;
বাজনা বাজিছে, বঁধুয়া আসিছে
নয়ন মন রঞ্জন।
(তার কিবা রূপ রস মাধুরী রে)

দেবাশ্রয়ে আর একটী ব্যাপার এই হইয়াছে—মূর্চ্ছা কালে আঙ্গুলের ডগা যে কোন ভাষার পুস্তকে স্পর্শ করাইয়া দিলে স্বর্ণ অজানা ভাষা অনায়াসে পড়িয়া ফেলে। এই সকল বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিবার জন্য কত বড় লোক শচীপতির গৃহে আসিয়া থাকেন। শচীপতি অনেককে দেখিতে দেন, অনেককে দেখিতে দেন না। শ্রীপদ অনেক সময় উপস্থিত থাকেন। শচীপতির বাগানে এত দিন ফুল আছে; ফুলে সৌরভ আছে; এখন ফুলে স্বর্গ, সঙ্গীত, এবং সরস্বতী আসিয়া অবতীর্ণা হইয়াছেন। পিতা কন্যাকে কুসুমরচনা শিখাইয়াছেন। লফু-মালার বিক্রয় বাড়িয়া গিয়াছে।

১১ই মাঘ স্বর্ণরেখা ভোরে উঠিয়া বিলাসিনী গাভীকে স্বহস্তে বিচালী

কাটিয়া খাওয়াইতেছে। কি যত্ন! কম্বলে ঢাকা বিলাসিনীর কোমল দেহে কম্বল তুলিয়া হাত বুলাইতেছে, কি অসীম প্রীতি। গাভী চক্ষু বুঁজিয়া বিচালী খাইতেছে—স্বর্ণ দেখিতেছে—যেন কোন দেবতার ভোগ হইতেছে। স্পর্শে স্পর্শে বিলাসিনী রোমাঞ্চিত হইতেছে, স্বর্ণের শরীর কাহার সাড়া পাইয়া যেন শিহরিয়া উঠিতেছে। দেবপ্রহ্লাদ যে মণি বিড়ালে তাঁহার স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মণি বিড়াল স্বর্ণের পায় পায়। মণি এবং বিলাসিনী স্বর্ণের বড় আদরের বস্তু। প্রেমিকের চক্ষে বাঞ্ছিত জনের পদের অভাবে পদচিহ্নই প্রিয়।

শচীপতি উঠিয়া স্বর্ণকে দেখিয়া বলিলেন "চাকরেরাই ত আছে, মা, গাইর সেবা, তা বেস্। আমরা গরুর সেবা ভুলিয়া গিয়াছি। ফুলের সমান ইহার যত্ন করা উচিত। ফুলে শক্তি এবং সৌরভ; গাভীতেও শক্তি এবং সৌরভ

ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতং।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি॥
যস্মাৎ তেজোময়ংব্রহ্ম ঘৃতে তচ্চব্যবস্থিতং।
তেজোমৃতময়ং দিব্যং মহাপাতকনাশনং॥

নন্দিনীর সেবায় কি পুণ্যই না দিলীপকে আশ্রয় করিয়াছিল। এত ভোরে; মা, বড় শীত।"

স্বর্ণ। ভোর কি, আমি রাত্রে উঠিয়াছি। আজ না তোমার দুই খানি সিংহাসন সাজাইয়া দেবার কথা। বিলাসিনীর কাজ সারিয়া লইলাম। ছুঁচ, সূতা, বাদলা, কাঁচী সব লইয়াছি, এস।

শচীপতি প্রস্তুত হইয়া স্বর্ণরেখার শয়নকক্ষে আসিয়া সিংহাসন সাজাইতে বসিলেন; পিতা ও কন্যা দুই জনে দুই সিংহাসন।

স্বর্ণ কাঁচি হাতে চিক্ চিক্, কিচ্ কিচ্ কুট্ কুট্ পাতা কাটিতে লাগিল, ছোট, বড়, গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ; মালা গাঁথিতে লাগিল—কত ফুলের, কত বর্ণের। সিংহাসনের থামে থামে লাল ও সাদা মালা লতার আকারে জড়াইয়া দেওয়া হইল। মাথায় মাথায় কাটা পাতার অপরাজিতা; আসনে গোলাপ কলির বেড় থরে থরে সজ্জিত হইল। ফুলে ফুলে বিচিত্র বুননে ফণার আকারে কার্ণিসের কোণে কোণে কাটাপাতা সাজান হইয়াছে। চক্রাকারে কাটা কাঁটাল পাতার বেড়; তদুপরি দলকমল দলের ছাউনি; নীল অপরাজিতা উহার তলে উঁকি দিতেছে। তদুপরি শুভ্র কলিকার স্থূল ক্ষুদ্র মালা—মালার কেন্দ্রে কৃষ্ণচূড়া আঁটিয়া বসান। এইরূপ কত স্তবক, পংক্তিতে পংক্তিতে সিংহাসনের প্রাচীরে সংবদ্ধ হইয়াছে। সিংহাসনের দ্বারে ফুলের ঝালর, ফুলের পরদা—কোথাও অচ্ছিদ্র, কোথাও চতুষ্কোণ রন্ধ্র। রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল—বালিকার নাকে নোলকের ন্যায় দুলিতেছে। পুষ্কলগুলি সুন্দর পুষ্পগুচ্ছে শোভিত। ভিতরের ছাদ কুসুম আভরণে আচ্ছাদিত। পলাস, ডালিয়া, গাঁদা, গোলাপ কি সুন্দর সাজিয়াছে। বাদলায় সিংহাসন ঝল্ মল্ করিতেছে।

মালাগাঁথা এবং পাতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে পিতা ও কন্যায় অনেক কথা হইতেছে। ফুলের হাসি, মুখের হাসি যেন সূক্ষ্ম সুতায় গাঁথা পড়িতেছে।

সিংহাসন সাজাইতে সাজাইতে স্বর্ণ বলিল "কাকা, বাবা, শুনিতে পাই অনিল দাদা, এখানে আছেন; কতকাল তাঁকে দেখি না।"

শচীপতি। অনিলকে ত পত্র লিখেছি; হয়ত আজই আসবে; না আজ আসবে না; আজ ১১ই মাঘ; ব্রহ্মোৎসবে গিয়েছে।

তোমাকেও ত লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম। কি মিঠে গান; কি মধুর বাদ্য; কি সুন্দর উপদেশ!

স্বর্ণ। আমাকে তবে নিয়ে গেলে না কেন? সে দিন আলো দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে; আর এমন আনন্দ দেখতে দিলে না। হিন্দু মেয়েরা কি ওখানে যেয়ে থাকেন?

শচী। যেয়ে থাকেন বই কি, কত? ভাব্লাম, ওখানে পাছে তোমার অসুখ হয়, তা হলে তাঁদের অসুবিধা হবে, তোমারও অযত্ন হবে।

কথার সঙ্গে, সূঁই, সূতা, কাঁচি সমান চলিয়াছে। উভয় সিংহাসনের সজ্জা সমাপ্ত হইল। স্বর্ণ বলিল, "বাবা, সিংহাসনে দুই দশটা ভোমরা বসাইয়া দিলে বড় সুন্দর হইত।"

শচী। তা এখন কোথায় পাওয়া যাবে, পারিস্ ত তোর সিংহাসনের দুয়ারের মাথায় তোর দুটো চোক্ বসাইয়া দে।

স্বর্ণ লজ্জায় চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিল। এই অবসরে শচীপতি তাঁহার বাক্স হইতে কতকগুলি ভোমরা বাহির করিয়া উভয় সিংহাসনের যথাস্থানে বসাইয়া দিলেন। সিংহাসন যেন চক্ষু মেলিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিল। উভয় সিংহাসনই সুন্দর; কিন্তু স্বর্ণের রচিত সিংহাসনে কোমলতার চিহ্ন অধিক।

শচীপতি দূরে সরিয়া যাইয়া দু'খানি সিংহাসন নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটী সংশোধন করিলেন। দ্রুত সিংহাসনের নিকটে আসিয়া বলিলেন "মা তুই এই সিংহাসনে বস।" শচীপতি এই বলিয়া মেয়ের রচিত সিংহাসনে তাঁহার সোণা মাকে বসাইয়া দিলেন।

স্বর্ণ। দেবতার আসন, আমাকে বসাইলে, সিংহাসন যে উচ্ছিষ্ট হইল।

শচী। হউক, এ আসন আমি দেব না, আর একখানি গড়িয়া দেব।

স্বর্ণরেখার অধিষ্ঠানে সিংহাসন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কুসুমস্তর খোদিয়া যেন কুসুমমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার মুখ-মণ্ডল বেড়িয়া এক উজ্জ্বল আলোকচক্র ক্রীড়া করিতে লাগিল। আলু-লায়িত ঘন কুন্তল মেঘের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বর্ণরেখার পরিধানে সাদা ধুতি, হাতে কোন অলঙ্কার নাই। শচীপতির চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। নীলকণ্ঠ ফুলের একটী সুদীর্ঘ চিক্কণ মালা গ্রথিত হইয়া নিকটে পড়িয়াছিল; অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়া শচীপতি তাঁহার সোণা মার পায়ের নিকট শুভ্র বস্ত্রের সীমারেখা হইতে ক্রোড়, স্কন্ধ, বক্ষ, বেড়িয়া আঁচল পর্য্যন্ত নীলকণ্ঠ ফুলের ঐ মালা বসাইয়া দিলেন; হাতে বাদলাযুক্ত ফুলের বালা পরাইলেন। বলিলেন "তুই ত আমার মেয়ে নস্, আমার মা, এই ভবদুস্তরে নিস্তারিণী; আমার ফুলের তপস্যার ফল ফলিয়াছে। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী কমলা কিন্তু লক্ষ্মী আছে, নারায়ণ কই?"

শচীপতি সিংহাসনের সম্মুখে লুঠাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

স্বর্ণ। বাবা, কাঁদিও না, নারায়ণ এই বুকের মধ্যে, ভুলিয়া যাই বলিয়া বিধবা সাজি, আমি সধবা—

এসহে—এসেছ

ও অরূপ রূপ মোহন।
সে রূপ, রস, মাধুরী
দেহ, রসনা, আঁখি,
মাখি, চাখি, দেখি

কিবা রূপ, রস, মাধুরী রে।

স্বর্ণের কণ্ঠ নীরব, চক্ষু স্থির। রক্তমাংসের এরূপ সুন্দর দেবতা

আর কখনও এরূপ সুন্দর সিংহাসন শোভিত করে নাই। সিংহাসন সার্থক হইল। গান শুনিয়া মহালক্ষ্মী দৌড়িয়া আসিলেন, দেখিলেন,— স্বামী সিংহাসনের সম্মুখে মূর্চ্ছিত, স্বর্ণরেখা সিংহাসনে নীরব নিস্পন্দ বসিয়া রহিয়াছে। মহালক্ষ্মীর মনে ভয় এবং ভক্তির দুইটী তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিল। তিনি ত্রস্ত ব্যস্তে জল আনিয়া উভয়ের চক্ষে ছিটাইয়া দিলেন।

সংজ্ঞা লাভ করিয়া পিতা পুত্রী উভয়ে ভাবিল মূর্চ্ছা সুখ, চৈতন্য দুঃখ। মহালক্ষ্মী, দেবাশ্রিতা কন্যায় প্রমাদ গণিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপাসনা।

১১ই মাঘ, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রত্যূষের পূর্ব্বে জনপূর্ণ হইয়াছে। মন্দিরের মধ্য প্রাচীরের তিন দিক্ অগ্রবর্ত্তী দ্বিতল। একদিকে যবনিকার অন্তরালে মহিলাগণ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য দুই দিকে উপাসক এবং তামসিকগণ স্থান লইয়াছেন। নিম্নে পূর্ব্বভাগে মর্ম্মর বেদী, বেদীর পদতলে সুরক্ষিত ক্ষুদ্র মর্ম্মর চত্বর। বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে পংক্তিবদ্ধ আসন-কতকগুলি চিহ্নিত, কতকগুলি অচিহ্নিত। কত অপরিচিত আগন্তুক চিহ্নিত আসনে অতর্কিতে উপবেশন করিতেছেন; মন্দির রক্ষক প্রহরী-প্রচারক, অমনি তাঁহার কর্ণে কর্ণে আসনের দক্ষিণা শুনাইয়া হয় তাঁহাকে উঠাইয়া দিতেছেন, নয় তাঁহার নিকট মূল্য লইয়া এক দিনের জন্য আসন বিক্রয় করিতেছেন। ভজনালয়ের উপযুক্ত প্রশান্ততার সঙ্গে প্রবেশ এবং আসন গ্রহণের ব্যাপার চলিয়াছে। উপরে মহিলাগণের হস্তে চুড় এবং কঙ্কণের মৃদু ঝঙ্কার

হইতেছে ; সহসা তন্নিম্নে সিংহাসন তুল্য অর্গেনে পূর্ব্বপরীক্ষাসূচক দুই একটী বিচ্ছিন্ন ধ্বনি উঠিল। আচার্য্যের অপেক্ষায় জনমণ্ডলী উদগ্রীব হইয়া আছে। দিব্য পুরুষ কেশবচন্দ্র মন্দিরে পদার্পণ করিলেন ; ঘড়ী বাজিয়া উঠিল, আচার্য্য বেদীতে আসন লইলেন। অর্গেন-যন্ত্রযোগে সঙ্গীত-প্রচারকের কণ্ঠে সঙ্গীতের মধুর স্রোত, হরিদ্বারের ভাগিরথী প্রপাত স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। উদ্বোধন অপূর্ব্ব। আচার্য্যের শব্দ নহে—মন্ত্র। মন্ত্রে মানব আত্মা ভগবৎ প্রীতির প্রত্যাশায় স্বর্গলোকে উড়িয়া চলিয়াছে। আচার্য্যের কথা নহে—কবিত্ব। যখন কেশবচন্দ্র সবিনয়ে আপনার অপরাধ জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, উপাসকমণ্ডলীতে তখন মানবী প্রেমের অকৃত্রিম চিহ্ন—অশ্রুধারা অবিরল বহিয়া যাইতে লাগিল। আন্তরিকতার আঘাতে আঘাতে উচ্চ তরঙ্গ উঠিল ; অবলাগণের আবেগ, যুবকগণের ক্রন্দনের আকুলতা, বৃদ্ধের উচ্ছ্বাস মিশিয়া সাগরসঙ্গমে জলকল্লোলের অভিনয় করিয়া তুলিল। আরাধনা সংক্ষিপ্ত এবং সরস। ধ্যান গুরু এবং গম্ভীর। মন্দির নীরব নিস্তব্ধ।

অনিলকুমার শ্রাবণ মাসের সেই স্মরণীয় নিগ্রহের দিনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,—কলিকাতায় কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবেন। তাহাই করিয়াছেন। আপন প্রকৃতির মধুরতা, রোগে সতর্কতা, রোগীর শুশ্রূষায় অনিলকুমার অর্দ্ধ বৎসরে একজন পরিচিত চিকিৎসক হইয়া উঠিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের স্পর্শে পরিচয় এবং প্রসার অতি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। অনিলকুমার প্রসারে অর্থ এবং প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন ; অনিলকুমার একজন গণ্য ব্যক্তি—গণ্য ব্রাহ্ম, ব্রহ্মমন্দিরে গণ্য স্থানে গণ্য আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এখনও অবিবাহিত ; কি এক বিবেকে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের স্রোতে ফেলিয়া দিয়াছে কিন্তু তিনি

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। অনিলকুমার সুপুরুষ কিন্তু আশা-ভঙ্গের বিষাদে তাঁহার মুখশ্রী মলিন করিয়া রাখিয়াছে। ধ্যানে অনিল-কুমারের অশ্রুধারা দুই কপোল বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

আচার্য্য বেদিকার পাদমূলে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন; সমগ্র উপাসকমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার অনুকরণ করিলেন। ধ্যানে—ব্রাহ্ম ভাবিলেন ব্রহ্ম; বিষয়ী ভাবিল বিষয়। ধ্যানে কোন ব্যবসায়ীর পাঁচ টাকার জমা খরচ মিলিল না; কোন ছাত্র দেখিল,—পরীক্ষাগৃহে গার্ড সাহেব fold up your papers বলিয়া তাড়া দিতেছেন; ছাত্র উপা-সকের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। কেহ ভাবিলেন,—মোকদ্দমার বায়না বড় অল্প লওয়া হইয়াছে। অনিলকুমারের ভাবনা টাকা, পরীক্ষা, বায়না কিছু নয়। তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছেন; তিনি দেখিতে চান সত্য, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় স্বর্ণ; তিনি সোণার চসমা ঘসিয়া আবার নাকে বসাইতেছেন; সংযমের অঙ্কুশ আঘাতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আবার দেখিতে চান—অমৃত; চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে সেই পুষ্পময়ী স্বর্ণ-রেখা। তিনি কত দিন শ্রীপদ বাবুর তাড়না ভুলিয়া নারিকেলডাঙ্গার শৈল উদ্যানের চারিদিকে গাড়ীতে বেড়াইয়াছেন, একদিনও স্বর্ণের দেখা পান নাই; আজ ধ্যানে সশরীরে স্বর্ণরেখা আকাশের আলোক-রেখায় পা রাখিয়া ধীরে ধীরে যেন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছে।

আচার্য্য মধুর কাতর কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও।" অনিলকুমার মন্ত্র পড়িলেন কিন্তু অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে স্বর্ণ। অনিলকুমার মুখ ফিরাইলেন। আচার্য্য বলিলেন "অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।" অনিল তাহাই বলিলেন কিন্তু স্বর্গের পথে আলোকহস্তে স্বর্ণরেখা; মৃত্যু হইতে অমৃতের পথে সেই সুশীলা শিক্ষার্থিনী বালিকা। অনিলকুমার

মন্দিরে তিষ্ঠিলেন না, আপনাকে ধিক্কার দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত। অদূরে তাঁহার ল্যাণ্ডো অপেক্ষা করিতেছিল; তিনি সহিসকে ইঙ্গিত করিলেন; গাড়ী আনিবা মাত্র উহাতে উঠিয়া গৃহে ফিরিলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একখানি পত্র টেবিলে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনি খাম খুলিলেন। লেখা—

বাবা অনিল,

পার ত আজ মধ্যাহ্নে আসিও, এখানে আহার করিলে সুখী হইব; সোণার অনুরোধ।

আঃ

শচী

অনিল সব জানেন, খোকার নিরুদ্দেশ জানেন, দেবপ্রসাদের মৃত্যু জানেন, দুই খানি উইল জানেন। স্বর্ণরেখা কলিকাতায় তাও জানেন। এত দিন পরে এই আহ্বান কেন? "সোণার অনুরোধ"—ডাক্তারের গাড়ী নারিকেলডাঙ্গার দিকে দ্রুত ধাবিত হইল।

তখন বেলা দশটা। সেই নিগ্রহ—কিছু না। যদি শ্রীপদ থাকেন—তুচ্ছ কথা। অনিলকুমার শৈলনিবাসের মণ্ডলাকার পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া চূড়ার অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শচী বাবু তাঁহাকে উপর তলায় লইয়া রাখিয়া আসিলেন। মধ্য কক্ষে স্বর্ণ বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রমে আসিয়া অনিল দাদাকে প্রণাম করিল। মহালক্ষ্মী আসিলেন, অনিল তাঁহার পদধূলি লইলেন। মহালক্ষ্মী কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "এখানে আছ, দেখতে পাই না, ঢের বেলা হয়েছে। তোমার খাবার হয়ত দেরী হলো।"

অনিল। ডাক্তারের আর বেলা কি?

মহালক্ষ্মী। তোমরা আলাপ কর, আমি সব খাবার ঠিক করি।

মহালক্ষ্মী চলিয়া গেলেন। অনিল স্বর্ণকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না; দেখিলেন—এ কি বিধবার সাজ! কপালে সিঁদুর নাই; হাতে বালা নাই; পরিধানে সাদা ধুতি; ওষ্ঠে পাণের রং নাই। কিন্তু উহাতে একটী সরল ধবল সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে।—যেন নির্ম্মল নর্ম্মদা জলে মর্ম্মর প্রস্তর দাঁড়াইয়া আছে;—যেন প্রশান্ত সাগরে মুক্তার শুভ্র শিখর ভাসিয়াছে। অনিলকুমারকে নীরব দেখিয়া স্বর্ণরেখা বলিল—"দাদা, এই সাদা ধুতি দেখিয়া বুঝি অবাক্ হইয়াছ। সাদাও পরি, পেড়েও পরি। আপনি তবে সাদা ভালবাসেন না।"

স্বর্ণরেখা এই বলিয়া একখানি কালপেড়ে ধুতি পরিয়া আসিল।

অনিল। ভাল আছ ত?

স্বর্ণ। এখন ভালই আছি। আপনি বিবাহ করেন নাই? আপনার মা এখানে? ভাল আছেন ত?

অনিল। না করি নাই, মা এখানে, ভাল আছেন।

স্বর্ণ। শুনিতে পাই, আপনি বেশ টাকা করিয়াছেন, বিবাহ করেন নাই!

অনিল। স্বর্ণ, এখনও আশা আমাকে ছাড়ে নাই। এখনও দেখ।

বলিতে বলিতে অনিলের কথা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। স্বর্ণ অন্য সময়ে হইলে হয়ত উঠিয়া যাইত কিম্বা উত্তর দিত না। সে হাসিয়া বলিল "হিন্দু সমাজে বিধবার বিয়ে হয় না, তা জানেন।"

অনিল। তুমি কি বিধবা? পাগলী, কপালে সিঁদুর দে।

স্বর্ণ। আমি সধবা, হিন্দু সমাজে সধবারও বিয়ে হয় না। এই সিঁদুর দিচ্ছি।

স্বর্ণ আঁচল হইতে অঙ্গার খুলিয়া চূর্ণ করিয়া কপালে এক টিপ বসাইয়া দিল।

অনিল। এ কি কাল; কুৎসিৎ।

স্বর্ণ। আপনি দেখেন কাল, আমি দেখি লাল টুক্‌টুক্—স্থুৎসিৎ।

স্বর্ণরেখা যেরূপ সরল স্বাধীন ভাবে হাসিমুখে উত্তর দিল, তিনি পূর্ব্বে এরূপ দেখেন নাই। "স্থুৎসিৎ" নূতন শব্দে তাঁহাকে চমকিত করিল। অনিল ভাবিলেন,—এ সব রোগের লক্ষণ; খুড়ীকে উদ্দেশে ডাকিয়া বলিলেন "ঔষধ টৌষধ দেও কি, বেদানা, মাছ, দুধ খুব খাওয়া উচিত।"

স্বর্ণ। এখন ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা বিনা পয়সায় পাব। ঔষধ ফুলের গন্ধ; মাছ ছি! বেদানা খাবেন? আম চাই?

স্বর্ণ এক বাক্স বেদানা আনিয়া ভাঙ্গিয়া রক্তিম রসাল দানা রেকাবে সাজাইতে লাগিল। এক ঝুড়ি আম আনিল। মাঘ মাস, এতগুলি আম দেখিয়া অনিল অবাক্ হইলেন।

অনিল। এত আম কোথা পেলে?

স্বর্ণ। আম? যা চান তাই দিব, এই দণ্ডে; কেবল দিতে পারিব না——দাদা, তুমি বিয়ে কর। আমি বাবার বাগান ভাঙ্গিয়া ফুল দিয়া বউদিদিকে সাজাইব; আমার সোণার বালা তার জন্য তুলিয়া রাখিয়াছি।

এই সময়ে মহালক্ষ্মী আসিয়া বলিলেন "অনিল সোণার একটু চিকিৎসা তুমি কেন কর না, ঘর ভরা খাবার, কিছু খায় না। ওর ঘরে কোথেকে বেদানা, আম কত কি আসে, কেউ জানে না; দেব অংশী মেয়ে নিয়ে বড় চিন্তায় আছি। এমন সুন্দর মেয়ে; এমন স্বভাব, বিয়ে দেব; একি! সাদা পরে; উপস করে।"

স্বর্ণ। মা, তবে মেয়ে তোমার ভার বোধ হচ্ছে? আমি তবে অনিল দাদাদের বাড়ী যাই—যাব?

স্বর্ণ, মার গলা জড়াইয়া শিথিল দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

মহালক্ষ্মী। না মা, ভার ভেবে বলিনি, তুই গেলে মরে যাব। অনিল, কিছু না, কিছু ক'রে কাজ নাই, মেয়ে শেষে সত্যি চলে যাবে, ওর যে মরজি। মা সোণা, সাদা পরিস, পর, কিন্তু উপস করিস না; তোকে উপসী রেখে আমরা যে খেতে পারি না।

স্বর্ণ। নিত্য করি একাদশী, হয় শরীর মোটা।

স্বর্ণ বাঁ হাতে ডান হাতের বলয়ভ্রংশ মণিবন্ধ বেড়িয়া মাকে শরীরের পুষ্টি বুঝাইয়া দিল।

মহালক্ষ্মী। শরীর মাপতে নাই।

তিনি থু বলিয়া স্বর্ণের চারিদিকে হাত নাড়িয়া দিলেন।

অনিল ভাবিলেন,—রোগ দুশ্চিকিৎস্য,—স্বর্ণের মনে একটী বই রেখা পড়ে নাই। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিলেন,—দেবপ্রসাদ স্বর্ণের চিত্ত জুড়িয়া আছে। বিদ্যালয়ের দালানের বেওয়ারিশ প্রাচীর, শত পেন্সীলের অদ্ভুত চিহ্নে চিত্রিত; অধিকবয়স্কা অনূঢ়া কুমারীর হৃদয় কত নিষ্ফল প্রেমের নিষ্ঠুর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। কিন্তু স্বর্ণের শুভ্র হৃদয়ে একটী সরল রেখা ব্যতীত অন্য রেখা নাই।

তখন খাবার যায়গা হইয়াছে। আহারের ডাক পড়িল। শচীপতি, অনিল আসন লইলেন; এই সময়ে শ্রীপদ বাবু উপস্থিত হইয়া এক আসন গ্রহণ করিলেন। স্বর্ণরেখা স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করিল। অনিল ভাবিলেন—কেন অর্দ্ধপথে উপাসনা ছাড়িয়া আসিলাম; ধ্যান ছিল ভাল,—এ যে সাক্ষাৎ নিরাশা।

শচীপতি দূরে এক কোণে যাইয়া শ্রীপদকে ডাকিয়া তাঁহার কাণে

কাণে বলিলেন—"অনিল অতি ভাল ছেলে, ওকে সন্দেহ করো না, আর কেউ হবে।

শ্রীপদ শচীপতির মনের ভাব বুঝিয়া কোন উপদ্রব ঘটাইলেন না।

আহারের পর অনিল, শচীপতি বাবুকে স্বর্ণের চিকিৎসার কথা বলিলেন।

শচীপতি বলিলেন "কোন চিকিৎসায় ফল হইবে না, সোণাকে লইয়া পশ্চিম যাইব।"

হতভাগ্য অনিল! বিধাতার কৃপায় নিত্য উপাসনার বস্তুকে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাও ফুরাইল। সাবধান, প্রেস্‌ক্রিপ্সন লিখিতে যেন ভুল না হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আবেশ।

অনিলকুমার শচীপতির গৃহ হইতে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মধ্যাহ্নের পর পুনরায় উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। অনিল আপন চিহ্নিত আসনে বসিলেন কিন্তু আসনে যেন ছারপোকার উপদ্রব অধিক। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তিনি বাসায় চলিয়া আসিলেন। বাসা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে। দ্বিতলে বসিবার কক্ষ অতি পরিপাটী; উপার্জ্জনশীল অবিবাহিত যুবকের যেমন থাকিতে হয় সাজ সজ্জা তেমনি।

উভয় পার্শ্বে চারিটী আলমারীতে অনেকগুলি চিকিৎসা পুস্তক সজ্জিত রহিয়াছে। অনিলকুমার একখানি ইজিচেয়ারে উপবেশন করিলেন, উঠিয়া আলমারী হইতে টেনারের চিকিৎসা-তত্ত্ব বাহির করিয়া চেয়ারে বসিয়া অর্দ্ধশয়ন অবস্থায় পড়িতে লাগিলেন; টেনারের অধ্যায়ের

পর অধ্যায় শেষ হইল, বার্ণেস, হিউট প্রভৃতি চিকিৎসকগণের গ্রন্থের অনেক অংশ লাল পেন্‌সীলে চিহ্নিত করিলেন—সমস্তই স্নায়বীয় রোগের তত্ত্বানুসন্ধান,—হিষ্টিরিয়ার মূল ও আমূল চিকিৎসা। পড়িতে পড়িতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গাড়ী প্রস্তুত; তখন ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত্তনের সময়। সময়ের অভ্যস্ত আহ্বানে তিনি ব্রহ্মমন্দিরের দিকে গাড়ী চালাইতে বলিলেন।

ঘোড়া অবাধ্য বলিয়াই হউক কিম্বা কোচমান তখন বধির ছিল বলিয়াই হউক, গাড়ী ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইল না, অনিলকুমারও দাঁড়াইতে বলিলেন না। নারিকেলডাঙ্গার পুল পার হইলে তাঁহার চৈতন্য হইল, গাড়ী শচীপতির উদ্যানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; তিনি আর ফিরিলেন না, গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া উদ্যান-শিখরে অট্টালিকার মধ্য কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

কক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছে, এককোণে ইজিচেয়ারে শুইয়া বুকের উপর একখানি পুস্তক রাখিয়া শচীপতি নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছেন। অনিলকুমারের প্রবেশ তিনি লক্ষ্য করিলেন না। ডাক্তারেরও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। মনের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জুতার মচ্ মচ্ শব্দ অধিক হইতে লাগিল,—শচীপতি বুকের উপর হইতে পুস্তক নামাইয়া বলিলেন "কে অনিল, কতক্ষণ?"

অনিল। এই যে—

শচী। উৎসবে যাও নি?

অনিল। না, এতক্ষণ বাড়ীতেই ছিলাম, বাড়ী থেকেই বরাবর এখানে এসেছি। অনেক বই প'ড়ে দেখলাম—এখানে উত্তম চিকিৎসা হ'তে পারে, পশ্চিম যাবার দরকার কি? আপনি ত পুষ্পচিকিৎসা—একটা

নূতন কাণ্ড—অনেক করলেন, এখানে বড় বড় ডাক্তার আছেন, তাঁদের দেখিয়ে তবে যা হয় করবেন।

শচী। পুষ্পচিকিৎসা তা নূতন কাণ্ডই বটে। এই যে, এই মাত্র পড়্ছিলাম, যোগবাশিষ্ঠ লিখেছেন,—মূল সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গালা অনুবাদ সবই আছে। বাঙ্গালাই পড়িঃ—"শ্রীসরস্বতী কহিলেন—বৎসে! তুমি এই শবরূপে পরিণত স্বামীকে পুষ্পরাশি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা কর, পুনরায় প্রাপ্ত হইবে, এবং দেখিবে, ঐ সমুদয় পুষ্পের একটীও ম্লান হইবে না ও তোমার স্বামীর দেহও নষ্ট হইবে না; পরন্তু পুনরায় ইনি জীবিত হইয়া তোমাকে ভরণ করিবেন এবং আকাশের ন্যায় নির্ম্মল তদীয় জীবাত্মা তোমার অন্তঃপুর হইতে কুত্রাপি গমন করিবেন না।" বুঝলে কি না বাবাজি, ফুলের অসীম গুণের কথা বলা হয়েছে। মহারাজা পদ্মের মৃত্যুর পর স্বামিশোকাতুরা লীলা দেবী সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন, সরস্বতী এই আশ্বাস দিতেছেন। মৃত বাঁচিয়া উঠে কি না জানি না, ফুল যে একটী মহা ঔষধ তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অনিল। তা ফুলের চিকিৎসা চলুক, বড় বড় ডাক্তারদেরও দেখান।

শচী। সোণা কি বলে, জানবো? তাকে ডাকবো?

অনিল। ডাকুন না?

অনেকক্ষণ আলাপ হইল। তার পর শচীপতি সোণা বলিয়া ডাকিবা মাত্র স্বর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণ পূর্ব্বে চেয়ারে বসিত, এখন চেয়ারে বসে না; কক্ষের মেজের উপর সে শিথিল ভাবে বসিয়া পড়িল, বলিল—"অনিল দাদা যে, বাবা ডাকলে কি জন্য?"

শচী। অনিল বল্‌চে পশ্চিমে যেয়ে কাজ নাই; এখানেই কিছুদিন চিকিৎসা করা যাউক।

স্বর্ণ। কার?

অনিল। তোমার।

স্বর্ণ। কে করবে ?

শচী। আমি করবো।

স্বর্ণের চক্ষু ঘুরিতেছিল, সহসা উর্দ্ধে উঠিল, অস্বাভাবিক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কি অনিলকুমার,—অনিল ডাক্তার,—আমার চিকিৎসা—ভিজিট, ভিজিট—চিকিৎসা নয়, স্বর্ণকে ভিজিট—যা ভেবেছ তা হবে না গো, তা হবে না—স্বর্ণ ভাল হবে না ; আমি কে জান, আমি ভাল হ'তে দেব না।

শচী। আপনি কে ?

স্বর্ণ। তা জান না, আমি অরূপা।

শ্রীপদ ব্রহ্মমন্দিরে অনিলের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাঁহাকে সেখানে না দেখিয়া উৎসব শেষ হইতে না হইতেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

শচী। শ্রীপদ বাবু কতক্ষণ, দেখেছ মার মুখে কি সুন্দর আভা খেল্‌ছে। অরূপাই বটে ! (অরূপার প্রতি) আপনি কোথায় থাকেন ?

স্বর্ণ। একি অনিল বাবুর ভূগোল শিক্ষা ?—কেবল ফুলের কারখানা করলে হয় না। কোথায়, দেখ্‌তে সত্যের সেবা চাই, সংযম চাই। অন্ধের চসমা বিফল।

শ্রীপদ। আপনি কি করেন ?

স্বর্ণ। কত কি করি, স্বর্ণকে উপোস করাই, বিধবার বেশ পরাই, স্বর্ণের গলায় গান গাই, ও—হো।

শ্রীপদ। স্বর্ণকে না হইলে কি আপনি গাইতে পারেন না ?

স্বর্ণ। বাতাস বাজেনা, বাঁশী বাজে। বাতাসও বাজে, তা তুমি বুঝবে না।

অনিল। বুঝাইলেই বুঝি।

স্বর্ণ। মূর্খ, চসমা নৈলে পাতের ভাত খুঁটে খেতে পারেন না, তা আবার বুঝাইলে বুঝি, দূর হ। ভিজিট—যা ভাব্ছ তা হবে না—হবে না।

শ্রীপদ বাবু শচী বাবুকে বলিলেন "এ কি অদ্ভুত।"

শচী। আমাদের নিকট অদ্ভুতই বটে। "নাবিরতো দুশ্চারিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ। না শান্ত মনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" তুমি ব্রাহ্ম, তোমাকে উপনিষদ শোনাবার দরকার নাই? সে রাজ্যের তত্ত্ব বুঝিবার আমাদের অধিকার কি? টেলিস্কোপে আকাশ দেখা যায়, আত্মা দেখা যায় না। আত্মা দেখতে সাধনা চাই। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।" পরমাত্মা এবং আত্মার সম্বন্ধে একই কথা; যিনি বলেন "আছ" তার কাছেই আছে। লেবরেটরীতে আজীবন এক্সপেরিমেণ্টে একটী জড় সত্যের আবিষ্কার হয়; অজড় অমর সত্যের জন্য শুদ্ধি এবং সংযমের সহিত আমরা কোন্ তপস্যা করিয়া থাকি?

অনিল। আপনি কেন ব্রাহ্ম হন না, ব্রাহ্মসমাজে যান না?

শ্রীপদ। তিনি "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং" বুঝে বসেছেন।

শচী। তা থাক্ দেখবে কি অদ্ভুত ক্ষমতা।

শচীপতি যোগবাশিষ্ঠ খুলিলেন। তাঁহার অধীত অংশই খুলিয়া গেল। তিনি ঐ স্থানে স্বর্ণের হস্ত স্থাপন করিলেন। ইংরেজির অনুবাদের উপর স্বর্ণের অঙ্গুলি সরিয়া পড়িল। স্বর্ণ পড়িতে আরম্ভ করিল।—

Said Sarasvati—O dear child! preserve the body

of thy beloved husband, now a corpse, by covering it up with a heap of flowers. Thou shalt get him back; Thou shalt see not a flower fadeth away; The corpse of thy husband perisheth not; And he cometh back to life, maintaineth thee again; His soul, spotless as the clear sky, doth never depart from the inner courtyard of your house.

হাত পুস্তক হইতে গড়াইয়া পড়িল, আবৃত্তি থামিয়া গেল। মুখের কি মাধুরী, স্বরেরই বা কি লালিত্য! আবৃত্তি নয়—যেন অপ্সরাকণ্ঠ-বিনিন্দিত সুললিত সঙ্গীত সুধা বর্ষণ। ইংরেজী শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। স্বর্ণের হাত আবার পুস্তকখানি বিশৃঙ্খল ভাবে স্পর্শ করিতে লাগিল।

স্বর্ণ। Beloved husband

thou shalt

The corpse of thy husband perisheth not

And he cometh back to life

maintaineth thee again—

ও হো, হায় হায়, কবে? কখন? এই বাগান ভাঙ্গিয়া ফুল দিয়া ঢাকিতাম; তাঁর যে তনু নাই, ঢাকিব কি?

শচী। আপনার স্বামী কোথায় আছেন?

স্বর্ণ। কোথায় গো কোথায়, হায়, হায়।

শচী। পুত্র?

স্বর্ণ বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রন্দন শুনিয়া মহালক্ষ্মী দৌড়িয়া আসিলেন, বলিলেন "মেয়েটাকে

তোমরা মেরে ফেলবে দেখ্‌চি? ওগো, তোমাকেই বলি, তোমরা তামাসা দেখ, আর মেয়ে আমার মারা যাক্!"

মহালক্ষ্মী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

স্বর্ণ। কোথায় গো কোথায়? পতি, না দেবে কেন? স্বর্ণকে পঞ্চাশ হাজার টাকা উইল, লুকায়েছে, দেখায় নাই, টাকায় আমি ভুলব না। ভিজিট—অনিল ডাক্তার যা ভাব্‌ছ, তা হবে না—হবে না।

মাতার কোলে মাথা রাখিয়া স্বর্ণ ঘুমাইয়া পড়িল। শচীপতি, শ্রীপদ, অনিল কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে শচীপতি কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বর্ণ জাগিয়াছে। তিনি বলিলেন "মা, অরূপা এসেছিলেন।"

স্বর্ণ। তোমাকে ত অনেক বার বলেছি। আ! আমাকে দেখালে না। অরূপাকে আমি কত খুজিতেছি।

নিকটে একটি পদ্মের কলি পড়িয়া ছিল, স্বর্ণ উঠিয়া সেই কলিটি ধীরে ধীরে ফুটাইতে লাগিল, খুজিতে লাগিল,—যেন অরূপা সেই পদ্মের পাপড়ীর মধ্যে কোথায় পলাইয়া আছে।

অনিল দেখিলেন,—রোগী চিকিৎসার অতীত; তিনি বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন; রাত্রি অনেক হইয়াছে, ক্ষুধা আছে, বোধ নাই; আহার করিলেন না, নিদ্রার জন্য যত্ন করিলেন কিন্তু আশার কুহক তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি জাগাইয়া রাখিল। নূতন ব্রাহ্মের ১১ই মাঘের উৎসব রজনী এক মর্ম্মান্তিক জাগরণে প্রভাত হইয়া গেল।

শ্রীপদ বাবু সে রাত্রে শচীপতির গৃহেই থাকিলেন। ভোরে উঠিয়া শচীপতি শ্রীপদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বর্ণকে পঞ্চাশ হাজার টাকা উইল, কথাটা কি?

শ্রীপদ। সে অনেক কথা, সময়ে বলিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উইল সংঘর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১২৮২-৮৩ সালে বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজে যে এক রাজনৈতিক তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। যুবরাজের ভারতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে কবিবর হেমচন্দ্রের অক্ষয় কাব্য "ভারত ভিক্ষা" নব্য-বাঙ্গালীর হৃদয়ে এক উগ্র সুরা ঢালিয়া দিল; কলিকাতা সিঁতির মরকত কুঞ্জে সারস্বত সম্মিলন এবং সারস্বত কবিতা এক অভিনব "আশার ফুল" ফুটাইয়া তুলিল। ইণ্ডিয়ান লিগের উত্থান এবং অধঃপতনে অচিরে মহুৎসাহী ব্যক্তিগণের যত্নে ভারত সভার সৃষ্টি হইল। কলিকাতার রাজনৈতিকগণের বিরাম বিশ্রাম নাই। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপনে এবং মুহুর্ম্মুহু সভা সমিতির অধিবেশনে কলিকাতা সহর সজীব। কলেজের ছাত্রগণ রাজনীতি চর্চ্চার নামে অধ্যয়ন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে। যে স্থানে ছাত্রদের "মেছ" সেই স্থানেই তর্ক বিতর্কের মহোৎসব। বক্তৃতা বহ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। শিমলা, শাঁখারীপাড়া, জোড়াশাঁকো, বাগবাজার, বহুবাজার, ভবানীপুরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের অন্ত নাই। তন্মধ্যে দেবনাথ বাবুর দল একটী। শ্রীপদ বাবু, প্রতাপ বাবু, শীতল বাবু, মেঃ দাস প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি ইঁহাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবনাথ বাবু উপাধির আশায় রাজনীতির উত্তপ্ত আসর পরিত্যাগ করিয়াছেন। উপাধি লাভ ঘটে নাই, বাবু দেবনাথ এখন উভয় কুল ভ্রষ্ট।

আমরা যে দলের উল্লেখ করিতেছি, দেবনাথ বাবুর অন্তর্ধানে এখন শ্রীপদ বাবু উহার কেন্দ্র। দেবপ্রসাদ ইঁহাকে অগ্রণী করিয়া বিপুল সম্পত্তি উইল করিয়া গিয়াছেন; ইহাতে শ্রীপদ বাবুর পদত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে পাঠকগণের পরিচয় হইয়াছে। শীতলচন্দ্র * * * পত্রের সম্পাদক; অতি স্থির ধীর লোক। উইলের প্রবেট লইতে বহু অর্থের প্রয়োজন; এতদিন অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। শ্রীপদ বাবু মাঘোৎসবের পর রাজনৈতিক সভা সমিতির তরঙ্গে পড়িয়া আর উইলের প্রসঙ্গ তুলিতে পারেন নাই। দেওয়ানজী রঘুনাথ ফরিদপুর আদালতে রতনমণি ম'শায়ের নামে হরপ্রসাদের উইল দাখিল করিয়াছেন। শ্রীপদ বাবুও তাঁহাদের উইল আছে জানাইয়া কেভিয়েট দিয়াছেন। উভয় পক্ষেই দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া ভাদ্র মাস আসিয়া পড়িয়াছে। পরামর্শের জন্য মেঃ দাস, বাবু প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ সম্পাদক শীতলপ্রসাদের গৃহে সমবেত হইলেন।

বাবু শীতলপ্রসাদ সংবাদপত্রে তন্ময়; তাঁহার সম্পাদক-কক্ষও এই তপস্যার আয়োজন উপকরণে পরিপূর্ণ। কক্ষের প্রাচীরে প্রাচীরে দৈনিক, সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি কাণফোঁড়া হইয়া ঝুলিতেছে; সাময়িক পত্রে স্তরের উপর স্তর পড়িয়াছে। গৃহেই প্রেস। "কাপী" "প্রুফ" "হুকুম" শব্দে গৃহ প্রতিধ্বনিত। শীতলপ্রসাদ আপন কক্ষে ঝড়ের মত লিখিয়া যাইতেছেন; ছোকরা শ্লিপ হাতে প্রিণ্টারের নিকট উড়িয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, রাত্রেই সংবাদপত্র বাহির হইবে।

প্রথমতঃ মেঃ দাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতাপচন্দ্র, তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্র, কালীনাথ, শ্যামাপ্রসন্ন, প্রভৃতি একদল।

শ্রীপদ বাবুর আসিতে একটু বিলম্ব হইল। দেবনাথ বাবুরও আহ্বান ছিল; তিনিও উপস্থিত।

মেঃ দাস। What a big legacy! রাজনীতির এই সরগরম সময়ে What a notable coincidence. Money—that is the question—সে ভাবনা ফুরাইল। গ্রামে গ্রামে Delegate পাঠাও।

কালী। গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল। উইলের প্রবেট নেওয়া সহজ কথা নয়। হরপ্রসাদের উইল রদ করলে ত?

কৃষ্ণ। সেই ত আসল কথা।

দেবনাথ। বুঝেছেন কৃষ্ণ বাবু, কথা কিছুই নয়, তবে কি না এত বড় গুরুতর ব্যাপার, এতে একটু compromise একটু concordat একটা clipue চাই।

মেঃ দাস। শ্রীপদ ব্রাহ্ম থাক্‌তে compromise—সর্ব্বনাশ! এত বড় উইল এঁর নামে কি ক'রে হলো?

কৃষ্ণ। ঐ উনি আস্‌ছেন, একতারা শুন্‌ছেন।

মেঃ দাস। এখানেও কি ব্রাহ্মসমাজ ক'রে তুলবেন নাকি?

শ্রীপদ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সময় ক্ষেপ না করিয়া উইল পাঠ করা হইল।

মেঃ দাস। উইলে লিখিত স্বর্ণরেখা কে?

শ্রীপদ। ইনি শচী বাবুর ভ্রাতুষ্পত্রী। ইঁহার সঙ্গে দেবপ্রসাদের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল।

মেঃ দাস। What a loving heart! বড় দান। Love to live or live to love—which?

প্রতাপ। পঞ্চাশ হাজার পাইলেও রাজনীতির চর্চ্চায় অনেক

হয়। নগরে নগরে স্কুল কর্ত্তে হবে ; ছাত্র তৈয়ার না হ'লে, রাজনীতি চর্চ্চা চল্‌বে কেন ?

কৃষ্ণ। মাষ্টার কি না ?

মেঃ দাস। No school ; দেশে স্কুল ছড়ায়ে পড়েছে ; এক এক জনের এক এক স্কুল ; যত দলাদলির সৃষ্টি ওখানে ; কেবল নাম জাহির ; কেবল পেট পালন। আমাদের হচ্ছে স্কুলে স্কুলে sowing the seed of disunion।

প্রতাপ। স্কুল থাক্। আমি রতনমণি ঠাকুরাণীকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম—"গঙ্গাস্নানে কলিকাতা আসিবেন, এই সময়ে উইল সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করা যাইবে।" তিনি উত্তরে শ্রীপদ বাবুকে এইরূপ লিখিয়াছেন।

শ্রীপদ বাবু পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। দেওয়ানজীর লেখা, রতনমণি ঠাকুরাণীর দস্তখত।

কল্যাণবরেষু।

পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তোমাদের কথা মনে করিতে দেবুর কথাই মনে পড়ে। আমি সর্ব্বনাশী কুগুলায় স্নান করা ছাড়িয়াছি। কবে উহার বুকে চড়া পড়িবে। আমার পিত্রালয়ই কাশী, আমার পিতার গাঙ্গিনাই গঙ্গা। উইলের সম্বন্ধে আমি কিছু লিখিতে চাই না ; প্রয়োজন থাকিলে তোমরা এখানে আসিয়া শুনিয়া যাইতে পার। আগতে কুশল মঙ্গল লিখিবে।

আশীর্ব্বাদিকা

শ্রীরতনমণি।

দেবনাথ। মেয়ে বটে !

শীতল। দেখুন শ্রীপদ বাবু, আপনি এবং প্রতাপ বাবু, তাঁর ওখানে চলে যান। যে গতিক দেখ্‌ছি, উইল টেকান দায়।

দেবনাথ। দ'মে যান কেন, ঐটীই দোষ। হাজার হ'লেও স্ত্রীলোক।

মেঃ দাস। অধিক কথায় কাজ নাই। শীতল বাবু যা বল্লেন তাই করাই উচিত। কৃষ্ণ বাবুও ওঁদের সঙ্গে যাবেন। এক জন অপরিচিত লোক থাকা ভাল।

এই পরামর্শই স্থির হইল। তিন জন ভাগবতপুরে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

WOMAN'S WILL.

শ্রীপদ বাবু, কৃষ্ণ বাবু এবং প্রতাপ বাবুর ভাগবতপুরে পৌঁছিতে রাত্রি হইল। বিশালপুরী শূন্য, প্রবেশ করিতে ভয় হয়। শ্রীপদ বাবুকে দেখিয়া সুন্দর চোখের জল ফেলিল; ভানু সিং নীরবে দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। অন্তঃপুরে সংবাদ গেল।

রতনমণি ম'শায় শ্রীপদ এবং প্রতাপচন্দ্রকে ডাকিলেন, কৃষ্ণ বাবুকে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। বিশ্রাম এবং আহারের পর ইঁহাদের কথা বার্ত্তা হইল। রতনমণি ম'শায় সমস্ত শোক ঢাকিয়া রাখিলেন।

প্রতাপ। উইল সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইয়া যাওয়াই ভাল।

রতনমণি। আর একটী বাবু আসিয়াছেন তাঁকেও ডাক। তিনিও সব শুনে যান, তোমরা ত ঘরের ছেলে।

কৃষ্ণ বাবু একটু দূরে আসন লইলেন ; দেওয়ানজী রঘুনাথ তাঁহার পার্শ্বে।

রতনমণি। দেখুন, একটা মীমাংসায় আমার কোন আপত্তি নাই। আপনাদের মধ্যে শুনেছি এমন লোক আছেন, যিনি সাদাকে কাল, কালকে সাদা, দিনকে রাত, রাতকে দিন কর্‌তে পারেন। আমার সাদা সিদে কথা। আমার বাবার উইল উড়াইয়া দেয় এমন লোক জন্মায় নাই।

কৃষ্ণ। উভয় পক্ষেই ত অর্থব্যয় হইবে।

রতনমণি। আপনারা ভিক্ষা করিয়া আনিবেন। বৃন্দাবন চন্দ্রের আশীর্ব্বাদে লোহার সিন্দুক এখনও ভরা। চাবি আমার হাতে।

শ্রীপদ। আপনার ভাই, একটা কৎকার্য্য, সৎকীর্ত্তির জন্য উইল করেছেন। তা——

রতনমণি। তোমাদের সাত জনে সৎকার্য্য হবে না। তোমরা এক এক জনে এক এক কর্ত্তা, তার খবর আমি লইয়াছি। টাকার কথা—তোমরা দুই দিনে তোমাদের মধ্যে দাঙ্গা আরম্ভ করিবে।

প্রতাপ। তবে আপনি কি বলেন ?

রতনমণি। উইলের প্রবেট আমি লইব ; তোমরা কোন বাধা দিতে যাইবে না। স্বর্ণরেখার নামে পৃথক্ উইল নাই ; মূল উইলে মাত্র একটী ধারা। আমি স্বর্ণরেখার বিবাহের যৌতুক পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখিয়া দিব। আর তোমাদের কি সব সৎকার্য্য—তার জন্য মবলক পাঁচ হাজার। এত পরিশ্রম করিতেছ, শ্রীপদ আছেন, তুমি আছ, তিনি আছেন।

কৃষ্ণ। পাঁচ হাজার! বলেন কি? আমরা প্রবেট পাইলে পাঁচ লাখের তুল্য মূল্য হয়। পাঁচ হাজার!

কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীপদ বাবু ও প্রতাপ বাবুকে ডাকিয়া কাণে কাণে কি বলিলেন।

রতনমণি। জজ সাহেবকেই সহায় করুন, আর মাজিষ্টার সাহেবকেই সহায় করুন, ঐ যে নদী দেখেছেন—উহার নাম পদ্মা; পদ্মা পারের লাঠিয়ালের নাম শুনে থাকবেন; গ্রামে গ্রামে যত দিন আমার লাঠিয়াল প্রজা আছে, প্রজার বাড়ীতে বাড়ীতে যতদিন বাঁশের ঝাড় আছে, ততদিন মাথা বাঁচাইয়া আমার বাবার মাটিতে পা দেয় এমন মানুষও আছে? আপনারা অতিথ—

কৃষ্ণচন্দ্র। আমরা পরামর্শ না করিয়া কিছু বলিতে পারি না।

রতনমণি। তাই করুন, যে মত হয় জানাবেন। আমার মন্ত্রী আমি।

শ্রীপদ। তবে রাত্রির গাড়ীতেই বিদায় হই।

রতনমণি। তা হবে না; কাল সকালে আহার করে যাবে; একজন ভদ্রলোক এসেছেন, রাত্রে তাঁর জন্য কিছুই করতে পারি নাই।

তাই হইল। তিন জনে দিনের বেলা পাঁচটায় কলিকাতা পৌঁছিলেন। তিন জনে শচীপতি বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইলেন,—দেখিলেন বাগানের ফটক বন্ধ; স্বর্ণরেখার স্বাস্থ্যের জন্য শচী বাবু পশ্চিম চলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ বাবু রতনমণি ম'শায়ের উত্তর সভ্যগণকে যথাযথ জানাইলেন; পাঁচ লাখে পাঁচ হাজার। রাজনৈতিক সভার সভ্যগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এখন উইল সাব্যস্তের উপায় কি?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বার্থ vs স্বদেশানুরাগ।

প্রতাপচন্দ্র। চাঁদার খাতা লইয়া আর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না।

শ্যামাপ্রসন্ন। আমি ত ভাই মার্কামারা হয়ে পড়েছি। আমাকে দেখলেই লোকে হয় গা ঢাকা দেয়, নয় তাড়া করে।

দেবনাথ। বুঝলেন, শ্যামাপ্রসন্ন বাবু, দেশের কাজ করতে হলে একটু কষ্ট স্বীকার চাই।

প্রতাপচন্দ্র। দেবনাথ বাবু একথা বলতে পারেন, তাঁহার ত কেবল সম্পাদকরূপে নাম দস্তখত—তাও এখন ইস্তাফা দিয়েছেন—জুরী গাড়ীতে সাহেব সুবার বাড়ীতে যাতায়াত—যত গলবস্ত্র, যত খোসামুদী আমাদের; হাঁটিতে হাঁটিতে যেরূপ জুতা ক্ষয়, আর কিছুদিন এরূপ চলিলে জানু অবধি ক্ষয় হয়ে যাবে।

কৃষ্ণচন্দ্র। সব কষ্ট দূর হ'তে পারে যদি দেবপ্রসাদের উইল টেকাতে পারেন।

কালীনাথ। টাকা হ'লেই টেকান যায়। কেবল তাঁহার ভগ্নীর উপর চটলে চল্‌বে কেন? এত বড় সম্পত্তি, সেই পরিমাণে খরচ পত্র করা উচিত।

শ্রীপদ। আমিও সেই কথাই বলছিলাম। মেঃ দাস আছেন, দেবনাথ বাবু আছেন, এবং অন্যান্য অনেক সভ্য আছেন।

মেঃ দাস। দেখুন যদিও সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া ফি দিতে হবে না, তবুও very very large sum খরচ হবে। জমিদারদিগকে ধরলে হয় না? তাঁরা হলেন ধনী।

দেবনাথ। বুঝলেন মেঃ দাস, ধরলে হয় না কি, ধরতে হবে। ভবিষ্যতে তাঁরা যে চাঁদার দায় হতে বেঁচে যাবেন, তা কি তাঁরা বুঝবেন না।

মেঃ দাস। দেবনাথ বাবু ঠিক বলেছেন, আপনি আমাদের দল ছেড়ে যাওয়াতে আমরা অত্যন্ত weak হ'য়ে পড়েছি।

শ্রীপদ। weak, strong বিচার না করে আপনাদের মধ্যে কে কত টাকা দেবেন লিখুন। আমাদের প্রজার সভা জমিদারের সঙ্গে আমরা ভাব রেখে চলতে চাই না, অর্থের বেলায় তাঁহাদের দ্বারে ধড়া-গলায় উপস্থিত—এটা পুরুষের যোগ্য কাজ নয়।

দেবনাথ। টাকা আদায়ের বেলা আর পুরুষ অপুরুষ কি? তাঁহা-দের টাকা আছে, দেশের সেবায় লাগাইলেই কাজ।

প্রতাপ। আপনার কি কম আছে? ইচ্ছা করলে আপনি সব খরচ দিতে পারেন। আবার এসে জুটে পড়ুন।

দেবনাথ। সে কথা পরে, সে কথা পরে। আপনারা কে কি দেবেন বলুন।

শ্রীপদ। আমি উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সভ্যগণের নাম এই খাতায় লিখিয়াছি। এখন যিনি যাহা দিতে চান লিখিয়া দিলেই চলিবে।

শীতলপ্রসাদ। কাজ চট্‌ পট্‌ সেরে ফেলাই ভাল।

শ্যামাপ্রসন্ন। দেখেছেন, ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে অতি সুন্দর একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে; হয় নাইট সাহেবের, নয় অসবরন্‌ সাহেবের লেখা।

শ্যামাপ্রসন্ন বাবু প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

মেঃ দাস। শ্রীপদ বাবু এক মস্ত শিকার ধরেছেন—ডাক্তার অনিল-কুমার—তিনি কি এবার দীক্ষিত হয়েছেন? অবিবাহিত—খরচাটা তাঁর কাছে আদায় করলে হয় না? তার পর ঐ যে, সে দিন নাম করলেন, কে একটি মেয়ে, যে পঞ্চাশ হাজার টাকা; তা অনিল বাবু খরচটা দিলেই ভাল হয় না।

শ্রীপদ। তিনি ত আর উপস্থিত নাই, বরং তাঁকে ধরা যাবে।

মেঃ দাস। তাঁকে ধরে যদি কিছু না হয়, পরে অন্য চেষ্টা দেখলে হয় না। Slow but sure।

প্রতাপ। তিনি এত টাকা দেবেন না, যাতে সব খরচ কুলিয়ে যাবে। আপনারা কে কত দেবেন ব'লে ফেলুন।

শ্রীপদ। আমি গরীব, এই দেখুন, আমি এক শত টাকা লিখে ফেলেছি।

মেঃ দাস। দেখুন, আমি আর টাইম দিতে পরি না। এই সময় একজন মোক্তার ঢাকা হ'তে এসে আমার বাড়ীতে অপেক্ষা করবেন, কথা আছে। That too is a keenly contested probate case, parties are big Zaminders, the case will fetch me a good round sum। আমি চল্লেম, যা হয় জানাবেন।

মেঃ দাস ধীরে ধীরে তাঁহার বারিষ্টারী লাঠী লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র। বাস্তবিক It is high time now। বিশেষতঃ আমাদের একটা consultation আছে।

শ্রীপদ। স্বাক্ষর করতে আর কত সময় যাবে, আমি বল্লেও লিখে নিতে পারি।

কৃষ্ণচন্দ্র। লিখলে ত হবে না, টাকাটা ত দিতে হবে। আর একটা দেখুন, উইল কোন্ কোন্ সাক্ষীদ্বারা প্রমাণ হবে, দেবপ্রসাদের পিতার

উইলের কোন মূল নাই, সাক্ষী আছে কি না, কেমন আছে, এসব দেখে কাজ করা উচিত নয় কি ?

শ্রীপদ। তা দেখ্‌তেও ত টাকার কাজ।

কৃষ্ণচন্দ্র। ফরিদপুরে আমাদের ঢের লোক আছেন, তাঁরা কি বিনা পয়সায় কিছু কর্‌তে পারেন না ?

প্রতাপ। আপনারা কি করতে পারেন, তাই আগে দেখা উচিত।

শ্যামাপ্রসন্ন। ওটা হলো মাষ্টারী বুদ্ধির কথা।

কৃষ্ণচন্দ্র। আপনারা অনর্থক বিলম্ব করলেন, আপনাদের জন্য আমি consultation fee টা হারাতে পারিনে। চল্লেম। আপনারা সব করে ফেলুন।

কৃষ্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে অধিবেশন হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

শ্যামাপ্রসন্ন। এখন পূজার সময়, আমার জন্য অনেক ক্রেতা অপেক্ষা কচ্ছে। যা হয় আপনারা একটা ক'রে জানাবেন। কিছু ত দিতেই হবে।

শ্যামাপ্রসন্ন বাবু দ্রুতপদে কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর অনুসরণ করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইলেন এবং উচ্চ হাস্যে উপস্থিত বিপদ হইতে অব্যাহতির জন্য পরস্পর আত্ম প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কালীনাথ। ওঁরাই যখন চলে গেলেন, তখন আর থেকে কি হবে ? নিজেদের দৃষ্টান্ত দেখান উচিত। এঁরা কাজটা বড় খারাপ করলেন—বড় বড় লোক।

কালীনাথ বাবু এই বলিয়া বিদায় হইলেন।

শ্রীপদ, শীতলপ্রসাদ, এবং প্রতাপচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। দেবনাথ বাবু ছাদের কড়ি কাঠ গণিতে লাগিলেন।

অধিবেশন স্থান—প্রতাপচন্দ্রের পৈতৃক গৃহ, সেই নিভৃত কক্ষ, সময়—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; ভগ্নপুরীতে রজনীর অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইতেছে। দেবনাথ বাবু বলিলেন,—"বুঝলেন শ্রীপদ বাবু, অত দুঃখিত হবেন না, আপনারা ব্রাহ্ম, সহজেই অধীর হয়ে ওঠেন; তা হ'লে চলবে কেন? উইল কাহার কাহার নামে?

শ্রীপদ। শীতল বাবু, প্রতাপ বাবু এবং আমার নামে।

দেবনাথ। একজনের নামে হ'লেই ভাল হতো তা যাক্, কাহাকেও অর্দ্ধেক লিখে দিতে পারেন কি? তা হলে দেখা যেতো উইল দাঁড় করান যায় কি না? দেবপ্রসাদের ভগ্নী, হাজার হলেও স্ত্রীলোক। কাশীতে ঢের যোগাড় করতে হবে; অনেক টাকা খরচ আছে।

শীতল। আপনার কি বিশ্বাস, হরপ্রসাদের উইল সত্য।

দেবনাথ। সে কথায় দরকার নাই; আপনি সম্পাদক, দেবপ্রসাদ উইল করিয়াছেন; আপনার সংবাদপত্রে প্রতি সপ্তাহে ছোট ছোট মন্তব্যে তাহার বিষয়গুলি এবং তাহাতে যে দেশের কত উপকার হইবে লিখিতে থাকুন।

শ্রীপদ। তবে কি দেবপ্রসাদের উইল টিকিবে না?

দেবনাথ। না টিকিলে আপনাদের কোন ক্ষতি নাই; খরচ তাঁর। আপনাদের একজন ব্রাহ্ম, একজন শিক্ষক; শীতল বাবু সম্পাদক বিচক্ষণ লোক বটেন কিন্তু কাগজে একবারে মগ্ন—

শীতল। যেরূপ দেখ্‌ছি কেভিয়েট উঠাইয়া নেওয়াই ভাল।

দেবনাথ। হঠাৎ এরূপ করবেন না, করবেন না, বরং আমার কথাটা ভাবিয়া দেখুন; এখন কাহাকেও এই প্রস্তাবের কথা বলবেন না।

শ্রীপদ। শচীপতি বাবু কাশীতে আছেন। দেবপ্রসাদের পিতার

উইল সম্বন্ধে তিনি নিজে অনুসন্ধান করুন, তাঁকে এই কথা লেখা হউক। কি বলেন? যাই বলুন, আমি এঁদের ব্যবহারে বড়ই ব্যথা পাইয়াছি।

দেবনাথ। আপনাদের হৃদয় কোমল, ব্যথা পাইবারই কথা। স্বার্থ এক স্বদেশানুরাগ আর? দেখুন, অনিল বাবুকে একবার আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বল্‌বেন।

শ্রীপদ। তা প্রতাপ বল্‌বেন্‌।

দেবনাথ। শচীবাবুকে অগোপনে পত্র লিখুন।

শচী বাবুকে পত্র লেখা স্থির করিয়া তিন জনে একত্রে চলিয়া আসিলেন। প্রতাপচন্দ্র গৃহে রহিলেন। উত্তেজনার আগুন সুলভ রাজনৈতিকগণের স্বকীয় চিত্র দেখাইয়া সহজেই নিবিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাশী—নূতন আত্মীয়।

আশ্বিনে কাশীর গঙ্গা কূল ডুবাইয়া বহিয়া যাইতেছে। "বন্দে মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি।" পুরাণে যাহাই থাকুক, প্রত্যক্ষে কাশীতে আশ্বিনের গঙ্গা করুণাময়ী, বৃদ্ধগণের আর সহস্র সিঁড়ি আরোহণ অবরোহণের আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। দশাশ্বমেধ ঘাটের অগ্রবর্ত্তী শিব মন্দিরের কটিদেশ স্পর্শ করিয়া গঙ্গার তর তর স্রোত এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত গাহিয়া যাইতেছে। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা, শারদচন্দ্র স্রোতোজলে, শুভ্র জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিয়াছে। জ্যোৎস্নার বিস্তারে নদীর বিপুলতা অধিকতর বর্দ্ধিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

এই মধুর সন্ধ্যায়, এই মধুর জ্যোৎস্নায় দশাশ্বমেধ ঘাট প্রকৃতির সেবক [illegible]মেশ্বরের সাধকে পূর্ণ হইয়াছে। কত সাধক আসিতেছে,

সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছে, চলিয়া যাইতেছে। প্রকৃতির সেবকগণ বসিতেছেন, সহজে উঠিতেছেন না, কেননা তাঁহাদের প্রাণায়াম, আচমন, যন্ত্র মন্ত্র কিছু নাই, কখন্ তৃপ্তি, কখন্ সমাপ্তি, প্রাণ তাহার মানদণ্ড। জনকোলাহল যতই কমিয়া যাইতেছে, গঙ্গার গাম্ভীর্য্য, জ্যোৎস্নার মাধুর্য্য ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। কূলপ্লাবী গঙ্গাতীরে শিব মন্দিরের কটিতটে শচীপতি বসিয়া আকাশ, বাতাস, জ্যোৎস্না এবং জলে তন্ময়,—মুক্তচক্ষে প্রকৃতির ধ্যানে নিমগ্ন।

একটী বৃদ্ধ আসিয়া অদূরে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। শচীপতি তাঁহার পদশব্দ লক্ষ্য করিলেন না। বৃদ্ধ অতি মৃদু অনুচ্চ স্বরে গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

কবে আমার এমন দিন হবে—
শিবময় এই বিশ্ব নয়নে হেরিব হে।
জ্ঞান ভক্তির বরুণ অসি ধার,
উজান বাহিবে মোর হৃদে অনিবার,
হর হর, বিশ্বেশ্বর এ কণ্ঠে বলিবে হে।

সঙ্গীত শুনিয়া শচীপতি গায়কের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

বৃদ্ধের পক্ক কেশ, রজতশুভ্র চন্দ্রালোকে অতি চিক্কণ দেখাইতেছে। নাসা-সেতুবন্ধে সোণার ফ্রেমমণ্ডিত সবুজ চসমা চক্ষের জ্যোতি-স্রোত-রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সোণার ফ্রেমে, সবুজ চসমায় সময়ে সময়ে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে। পরিধেয়, উত্তরীয়, অঙ্গরাখা—সমস্তই শুভ্র; হস্তের অঙ্গুলিগুলি পক্ষীর অঙ্গুলির ন্যায় মাংসহীন; চিবুক, গণ্ড সেই অনুপাতে কঙ্কালময়। ক্ষণকাল উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অনেক ব্যক্তির মুখভঙ্গীতে আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণ অধিক।

শচীপতির প্রসন্ন মুখশ্রী আহ্বান-প্রধান, তাকাইলেই তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা জন্মে। বৃদ্ধ শচীপতিকে বলিলেন, "অতি সুন্দর জ্যোৎস্না।"

শচীপতি। চন্দ্রের জ্যোৎস্না সুন্দর, কি গঙ্গার জল সুন্দর, বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি ত অতি মিষ্ট গাইতেছিলেন—"শিবময় এই বিশ্ব।" ওটী আরও শীতল সুন্দর শুনাইতেছিল।

বৃদ্ধ। আপনি কাশীতেই থাকেন, প্রতিদিনই এখানে আসেন, কালও আপনাকে দেখিয়াছি।

শচী। আমি কাশীতে থাকি না, অল্পদিন হইল কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। আমার একমাত্র কন্যা পীড়িত, তাঁহাকে লইয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইব, এটোয়া কি আলমোরা; এখানে তৈলঙ্গ স্বামীর পদধূলিই ঔষধ, তাঁর নিকট মেয়েটীকে লইয়া গিয়াছিলাম।

বৃদ্ধ। কি ব্যারাম, স্বামীজি কি বলিলেন?

শচী। ব্যারাম—মাথাটা কেমন খারাপ হইয়া গিয়াছে; একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে বিবাহের কথা ছিল; বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি মারা যান—সে অনেক কথা। তার পর হইতেই এই অসুখ। স্বামীজি মৌনী, ভাবে ভরসা দিয়াছেন—ভাল হবে।

বৃদ্ধ। মেয়েটীর বয়স কত? তবে এটোয়া কেন, স্বামীর কৃপায় এখানেই সেরে যেতে পারে।

শচী। বয়স এই পনর ষোল; মেয়ের ইচ্ছা সব দেশ দেখে; জব্বলপুর, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন একবার দেখিয়া আসিব। কাশী, তা সর্ব্বত্র—

কাশ্যাম্ হি কাশতে কাশী
কাশী সর্ব্বত্র কাশতে।
সা কাশী বিদিতা যেন
তেন প্রাপ্তা হি কাশীকা॥

বৃদ্ধ। তাই বটে (মৃদু স্বরে) "শিবময় এই বিশ্ব"—আপনার নাম জানিতে পারি কি?

শচী। আমার নাম শচীপতি, আপনার,—এখানেই থাকেন কি, কি করেন?

বৃদ্ধ। ভগবান দাস। সম্প্রতি এখানেই আছি, কোন কাজ নাই; কলিকাতায় একটী থিয়েটার খুলিব; এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কাশী, বৃন্দাবন হইতে কতকটী বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী সুন্দর সুন্দর বালক সংগ্রহ করিতেছি, করিয়াছি। শীতেই কলিকাতায় থিয়েটার খুলিব।

শচী। কেন, কলিকাতায় কি বালকের অভাব?

বৃদ্ধ। অভাব নয়, পশ্চিমেই তেজ অধিক। এখানে আপনি কোথায় থাকেন?

শচী। বাঙ্গালীটোলা, হাতি ফটকার নিকটে একটী বাড়ীতে ছিলাম, সম্প্রতি সিক্রোলে উঠিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীটোলায় একটী কাশীবাসী বৃদ্ধের দুই দৌহিত্রের সঙ্গে আমার ভ্রাতার দুটী মেয়ের বিবাহের কথা হইতেছে; আজ তাঁর ওখানে আসিয়াছিলাম। আপনার থাকা হয় কোথায়?

বৃদ্ধ। আমিও সিক্রোলে থাকি। আপনি আজ বাঙ্গালীটোলা থাকিবেন?

শচী। না, কথা স্থির করিয়া বিদায় হইয়া আসিয়াছি, সন্ধ্যা বেলা এই ঘাটে বসিয়াছি; চলুন, এক সঙ্গেই যাই। আমার ওদিকে পদধূলি দিয়ে যাবেন কি?

বৃদ্ধ স্বীকৃত হইলেন, শচীপতি রাস্তায় বাঙ্গালীটোলার বাজারের সম্মুখে গাড়ী খুজিতেছিলেন, বৃদ্ধ বলিলেন, "ঐ জুড়ী দাঁড়াইয়া, আসুন"।

বৃদ্ধ শচীপতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দক্ষিণে বসাইয়া আপনি বামে বসিলেন; জুড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া ঠিক শচীপতির বাসার সম্মুখে দাঁড়াইল।

স্বর্ণরেখা। কি বাবা আসিয়াছ, আমি তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছি; আজ এত দেরি!

স্বর্ণরেখার হাতে একটী লণ্ঠন ছিল; গাড়ী—জুড়ী; স্বর্ণ লণ্ঠনটী একটু উচ্চে ধরিল, অপর ব্যক্তির দিকে চক্ষু পড়িবা মাত্র লণ্ঠন রাখিয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

শচীপতি ভগবান দাস বাবুকে উপরে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন, সোণাকে ডাকিলেন, বলিলেন "বিদেশে বাঙ্গালী, আমরা সব আত্মীয়, কিছু খাবার আন না মা।"

স্বর্ণ অবিলম্বে খাবার রাখিয়া গেল, বৃদ্ধ তাঁহার চসমার ভিতর দিয়া দেখিলেন,—সবুজ সাগরে যেন একটী সোণার ভেলা ভাসিয়া যাইতেছে।

শচী। এই মেয়ে,—স্বামীজির কৃপায় ভাল হবে ত?

ভগবান দাস চসমা নাকে ভালরূপে আঁটিয়া দিলেন, বিশৃঙ্খল উত্তরীয় অঙ্গরাখার শৃঙ্খলা করিলেন; বলিলেন, "স্বামী মহাপুরুষ, তাঁর কৃপায় কি না হয়।"

শচীপতি পুনরায় দেখা সাক্ষাতের ভরসা লইয়া, আপনিও আশা দিয়া, আগন্তুক অতিথিকে বিদায় করিলেন।

অতিথি চলিয়া গেলে স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ইনি কে?"

শচী। ইহার নাম ভগবান দাস বাবু, খুব বড় লোক। বড় লোকের খেয়াল—কলিকাতায় এই শীতে থিয়েটার খুলবেন। তুমি কখনও থিয়েটার দেখনি?

স্বর্ণ। তুমি আমাকে কিছুই দেখাও না, থিয়েটার দেখালে না, আমি তবে তোমার জন্যে ফুল তুলবো না।

শচী। মা তুমিই আমার ফুল, শীতে কলিকাতায় ফিরিব। তখন ভগবান বাবুর থিয়েটারে নিয়ে যাব।

স্বর্ণ। সত্যি নেবে? মেয়েরা থিয়েটারে যায়?

শচী। সত্যি নেব, ভদ্র থিয়েটারে যায় বই কি?

স্বর্ণ দাঁড়াইয়া চেয়ারে উপবিষ্ট পিতার মাথার কেশে আপনার কোমল অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিল "বাবা, তোমার মাথায় অরূপার সেই সৌরভ।"

শচী। মা, ও কথা আর মনে আনিস্ না মা।

স্বর্ণ। মনে আনি কই, মনে আসে যে।

স্বর্ণের গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শচীপতির পত্র।

শ্রীপদ বাবু শচী বাবুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর পাইয়াছেন।

সুহৃদ্বর,

আপনার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইলাম। আপনি এত বিষয় জানাইয়াছেন এবং জানিতে চাহিয়াছেন তাহা আপনার আন্তরিক প্রীতিরই পরিচয়; আমি উহার কোন্ কথা আগে আরম্ভ করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি সোণার কথা শুনিতে চাহিয়াছেন; তাহার কথা আগে লিখিলেই, ভরসা করি, আপনি অধিক সুখী হইবেন।

কাশী আসিয়া সোণাকে একদিন সিদ্ধপুরুষ তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। স্বামীজি কি বিরাট পুরুষ!—মৌনী, কোন কথা কহিলেন না—কথা ভাব কি ভাষা, শব্দ কি অশব্দ, কিছু বুঝিতে পারি না;—একটী যেন চৈতন্যময়ী বক্তৃতা তাঁহার সমস্ত শরীর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সোণা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইবা মাত্র স্বামীজির মুখে একটী প্রসন্ন হাসি দেখা দিল, বোধ হইল যেন, প্রথম চন্দ্রোদয় দেখিয়া আদি পিতা আনন্দে অধীর হইয়াছেন। স্বামী এক পরিচারিকার হস্তে একটী ফুল তুলিয়া দিলেন; পরিচারিকা ফুল সোণার চুলে বাঁধিয়া সহাস্তে "শিব শিব" বলিয়া গেল; সেখানে অনেক দর্শন-প্রার্থী লোক ছিলেন, সকলেই বলিলেন, স্বামীর এরূপ করুণা অধিক দেখা যায় না; সকলেই বলিলেন, সব সেরে যাবে।

সোণা এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সুস্থ অবস্থায় সে এরূপ অনেক কথা বলে যাহা শুনিলে তাহার বয়স ভুলিয়া যাইতে হয়। আপনি জানেন, আমার বাগান কত প্রিয়; সোণা যখন কাছে বসিয়া সে সকল কথা কহিতে থাকে, তখন মনে হয়, কত সৌরভ ছুটিতেছে; পদ্ম, পারুল, যাতি, যুথি, বেল, বকুল স্বর্গের কত সুসমাচার বহিয়া আনিতেছে। তার দেশ দেখিবার বড় ইচ্ছা; এটোয়া কি আলমোরা যাইব, স্থির করিতে পারি নাই; কবে যাইব তাহাও জানি না।

আপনি উইলের প্রবেট লইবার জন্য অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করিয়াছিলেন; অধিবেশনের যে ফল হইয়াছে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া ব্যথিত হইলাম। আমরা এখনও স্বার্থ ভুলিতে পারি নাই, দেশের সেবা কি করিব? আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি, আপনাকে আমি আর অধিক কি লিখিব? আমরা সুখের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সুখের মূল কি তাহাও জানি না। চেলসীর সিদ্ধকবি কার্লাইলের কথা মনে

পড়িতেছে। কবি তাঁহার Anti-self consciousness theory কি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ভগবৎগীতার নিষ্কাম কর্ম্মের কথা তুলিতে চাই না, নব্যভারতের নূতন গুরু জন ষ্টুয়ার্ট মিল কার্লাইলের সুখের মূল সূত্রের উপর লিখিয়াছেন—

Those only are happy, who have their minds fixed on some object other than their own happiness; on the happiness of others, on the improvement of mankind, even on some art or pursuit; followed not as means but as itself an ideal end.

আমাদের জীবন,—শূন্যতৌল—জিনিস নাই, ওজন তুলিয়া দিলে সহজেই অন্য দিক উপরে উঠিয়া থাকে; কিন্তু তাহার মূল্য কি? শলিতা না পুড়িলে দীপের আলো হয় না, বীজ আপনার বুক চিরিয়া না দিলে অঙ্কুর জন্মে না। আমিত্বের দশী না পোড়াইয়া আমরা দেশ আলো করিতে চাই; আমরা আপনাকে খণ্ড না করিয়া প্রকাণ্ড হইতে চাই; তা হইবে কেন? স্বার্থ বুদ্ধি ঘুচিল না, একতা আসিল না। ফুল এত কোমল, সূঁচে না ফুঁড়িলে তাহাতে মালা হয় না; স্বার্থে একটু আঘাত লাগিলেই আমরা অস্থির। মালা গাঁথা হইল না; মনে বড় দুঃখ রহিল।

অর্থের পশ্চাতে অনর্থ; অর্থে প্রয়োজন নাই; ভিখারী ভাল। আমরা আপনার ভাল করিতে যাইয়া দেশের ভাল ভুলিয়া যাই। উইলের সম্পত্তি পাইলে আলস্য বাড়িবে, বিবাদ ঘটিবে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি স্বার্থান্ধ বহু কাণ্ডারীতে দেশের ভরাডুবি হইবার অধিক বিলম্ব নাই।

উইলের সম্পত্তি রাজনীতির চর্চ্চার জন্য না লইয়া ব্রাহ্মসমাজের

জন্ম লিখাইয়া লইতে পারেন নাই বলিয়া আপনি দুঃখিত হইয়াছেন। পরমহংস কামিনী কাঞ্চনের বিপদ ব্রাহ্মদিগকে বুঝাইয়াছেন। অর্থে ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম বৈরাগ্যে। আপনি ভ্রম করিতেছেন; ব্রাহ্মসমাজের যে দুই একখানি মাসিক পত্র পড়িয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি পরস্পর বিবাদের বারুদ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, এখন অগ্নি সংযোগ বাকী। যেরূপ দেখিতেছি, সে দিন বহু দূর নহে। ইঁহারা দোপাটী ফুলের বীজের ন্যায় ছুইবা মাত্র অবিলম্বে পরস্পর ছিটিয়া যাইবেন, তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। দুঃখ করিবেন না; দেবনাথ বাবু যদি সব লিখিয়া চাহেন, দিন; অর্থের চিন্তায় আপনার নির্ম্মল চিত্তকে কলুষিত করিবেন না। সোণা পঞ্চাশ হাজারের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠে। আমি উইলের কিছুতেই নাই।

হরপ্রসাদ বাবুর উইলের তত্ত্ব লইয়াছিলাম। কাশীতে শিব অশিব দুইই আছেন। যাঁহারা সাক্ষী বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন, তাঁহারা যে পক্ষে অধিক পাইবেন, সেই পক্ষে গড়াইবেন। এখানে অনেক বৃদ্ধ বাস করেন, মৃত্যুকালে উইল করেন; এখানে বহু লোকের সাক্ষী দেওয়া একটা ব্যবসায়, কাশীবাস উপলক্ষ মাত্র।

আপনাকে একটী সংবাদ দিতেছি। এখানে ভগবান দাস বাবু নামে একটী বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপে অতিশয় সুখী হইয়াছি। তিনি বৃদ্ধ, অথচ অতি উৎসাহী লোক; আপনাদের ন্যায় দেশের কল্যাণ কামনা তাঁহার অস্থি মজ্জায় মিশিয়া আছে। তিনি লোক-শিক্ষার জন্য আগামী শীতকালে কলিকাতায় এক থিয়েটার খুলিবেন। তাঁহার কাব্য নাটকের কল্পনা অদ্ভুত, অভিনয়ের প্রথা বিচিত্র। পত্রে তাহা লিখিয়া আপনাদের কৌতূহল ও বিস্ময় ভাঙ্গিয়া দিতে চাহি না। শীতে কলিকাতায় ফিরিব, এক সঙ্গে অভিনয় দেখিয়া চমৎকৃত হইব।

অন্যান্য কথা পরে, কুশল লিখিয়া সুখী করিবেন, সকলকে আমার শ্রদ্ধা জানাইবেন। আমার বাগানের ভার আপনার উপর; ফুঁলের গাছগুলি যেন অযত্নে উৎসন্নে না যায়।

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীশচীপতি।

শ্রীপদ বাবু পত্রখানি একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলেন। উইলের সম্বন্ধে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। চিন্তায় রাত্রিতে তাঁহার ভাল নিদ্রা হইল না। অর্দ্ধ নিদ্রায় স্বপ্নে শুনিলেন—স্বর্ণরেখা ডাকিয়া বলিতেছে, "শ্রীপদ বাবু—অরূপা উইল চুরি করিয়াছে।" তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

কার্ত্তিক মাস—বিধবার হবিষ্য করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। রতনমণি ম'শায় আচমন করিয়া আসিতে আসিতে প্রদীপ জ্বালিবার সময় হইল। পিতা নীচের যে ঘরে বসিতেন তিনি সেই ঘরে যাইয়া বসিলেন, দেওয়ানজীকে ডাকিলেন।

এই কক্ষে কয়েকটী আলমারী; আলমারীতে জমা জমির চিঠা পৈঠা, কবুলিয়ত, মোকদ্দমার কাগজ, চিঠিপত্র বস্তায় বস্তায় সাজান রহিয়াছে। কক্ষে আর কেহ নাই, দেওয়ানজী রঘুনাথ এবং রতনমণি

ম'শায়—তাঁহার হাতে জপমালা। উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছে, জপ-মালা-ধৃতা বিধবার ছায়া দেয়ালে দীর্ঘ আকারে নীরব নিস্তব্ধতাকে যেন কৃষ্ণবর্ণে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রতনমণি ম'শায় বলিলেন, "দেওয়ানজী, কলিকাতার পত্রের তাড়াটা বের করুন, পড়ুন, সে দিনের পত্রে মোক্তার কি লিখিয়াছেন।"

দেওয়ানজী আলমারী হইতে পত্রের বাণ্ডিল বাহির করিতে লাগি-লেন; তাঁহার দীর্ঘ ছায়া ছাদ অবধি স্পর্শ করিয়া হস্তপদের সঞ্চালনে অদ্ভুত দেখাইতে লাগিল। তিনি পত্র বাহির করিয়া, তারিখ দেখিয়া, বাছিয়া, এক অংশ পড়িলেন—"উইল তিন নামে ছিল, এখন প্রকাশ, উহা দেবনাথ বাবুর নামে। শ্রীপদ বাবু বলিতেছেন, তাঁহার নিকট যে উইল ছিল তাহা চুরি গিয়াছে, রেজেষ্টরী আফিসে নকলেও এক নাম—দেবনাথ বাবু। দেবনাথ বাবুর প্রতি সকলে অতিশয় রাগান্বিত হইয়াছেন, কিন্তু চটিয়া কোন ফল নাই, বিশেষতঃ তিনি তাঁহার নিকট লিখিত দেবপ্রসাদ বাবুর এরূপ কতকগুলি পত্র সকলকে দেখাইতেছেন যে, উইল তাঁহার নামেই করিবার কথায় বিশ্বাস হয়। এই সঙ্গে আর একটী কথা রটিয়াছে, দেবনাথ বাবুর নিকট একটী বিধবা পঁচিশ হাজার টাকা বিশ্বাস করিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। উইলের কথার উপর এই কথাই লোকের মুখে অধিক।"

রতনমণি। এখন বুঝিলাম, মোকদ্দমা দেবনাথ বাবুর সঙ্গে।

দেওয়ানজী। লোকটা কি ভয়ানক, বিধবার টাকাগুলি অস্বীকার করিতে একটুকুও ইতস্ততঃ ক[illegible]।

রতনমণি। বাঘ রক্তের আস্বাদ পাইলে সব শুষিয়া লইতে কি কিছু মনে করে? টাকায় যার লোভ সে সব করিতে পারে। দেখ এমন লোককেও গুরু ধরিয়াছিল! লোকে বলে মানুষ—মানুষের মধ্যে

সাপ, বাঘ, শেয়াল, কুকুর—কত কি আছে। গুরুদেব তুমি জান! ফরিদপুরের মোক্তারের পত্রের তাড়াটা বাহির করিয়া ১০ই তারিখের পত্রখানা পড়ুন ত?

দেওয়ানজী পত্রের কিয়দংশ পড়িলেন—"যে কেভিয়েট দাখিল হইয়াছিল তাহাতে পূর্ব্বে শুনিতে পাইয়াছিলাম তিন নাম, এখন আফিসে যাইয়া দেখিয়াছি, এক নাম—দেবনাথ বাবু।"

রতনমণি। আর একটু নীচে পড়ুন।

দেওয়ানজী। "এই সকল তল্লাসিতে আমলাদিগকে কিছু "কল্পনা" দিতে হইয়াছে, কল্পনার টাকা সত্বর পাঠাইবেন'

রতনমণি। দেওয়ানজী একটী কথা—আমার বাবার উইল সত্য—"কল্পনা" অধিক দিতে হইবে না। বাঙ্গালীটোলায় বটুক পাঁড়ে আছে, তার নামে সাহেব অবধি ভয়ে কাঁপে। দেবনাথ যেরূপ লোক, সাক্ষীগুলিকে বশ করিবার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করিতেছে। আপনি কাশী যান; বটুক পাঁড়েকে আমার কথা, বাবার কথা, উইলের কথা, সব বলিবেন; সে বাবাকে ও আমাকে খুব জানে; বাবাকে বড় ভক্তি করিত; তাহার দ্বারা সাক্ষীদিগকে ঠিক রাখিবেন।

দেওয়ানজী। কাশীবাসী, মিথ্যা বলিবে?

রতনমণি। আপনি কাশী চিনেন নাই। ওসব লোকের বিশ্বাস টাকা হলে বিশ্বনাথ সহিত তাহারা ৺কাশীধাম কিনিয়া লইতে পারে। আর একটী কথা—আমি সংবাদ লইয়াছি, শচীপতি সেখানে আছেন; আমার নাম করিয়া তাঁহারা সাহায্যতা লইবেন।

দেওয়ানজী। এদিকে ফরিদপুরেও উকীল মোক্তারের যোগাড় রাখা আবশ্যক।

রতনমণি। সে সমস্ত আমি করিব; ফরিদপুরে ভগবতীচরণ

নামে একটী নূতন উকীল আসিয়াছেন, সে সংবাদ আমি লইয়াছি,—তেজস্বী অথচ সৎ, তাঁকে উকীল দেওয়া যাবে।

দেওয়ানজী। বারিষ্টার দেওয়া—

রতনমণি। না, তা দেওয়া হবে না।; বারিষ্টার দেবেন কলিকাতার বাবু। আমাদের সত্য মোকদ্দমা—এক উকীল। তাদের উকীল বারিষ্টার অনেক থাকিবে। হাকিম বুঝিতে পারিবেন, অবস্থাটা কি? বাবার দস্তখতি কতকগুলি পাট্টা, দাখিলা, চিঠি পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন ত?

দেওয়ানজী। সব করিয়াছি। এই বাণ্ডিল।

রতনমণি ম'শায় মালা মাথায় তুলিয়া দস্তখতগুলি দেখিতে লাগিলেন; বলিলেন, "বাবার দস্তখত, তা জাল করা বরিশালের কর্ম্ম নয়; আমি যে দিন এই জালে জড়াইয়া দেবনাথকে জেলে পাঠাইব, সে দিন জানিবেন আমার নাম রতনমণি ম'শায়; আমার মাথায় মালা শব্দ করিতেছে,—"ঠিক, ঠিক, ঠিক"। "হাজার হইলেও স্ত্রীলোক" কেমন,—তাহা তখন বোঝা যাইবে। মোহান্তের তেলের তোলা এক টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল; "দেবনাথ তেল" আমি দশ টাকা তোলা করিয়া তবে ছাড়িব। আপনি কালই কাশী চলিয়া যান।

দেওয়ানজী কাশী চলিয়া গেলেন; রতনমণি ম'শায়ের মালা জপের মাত্রার সঙ্গে মোকদ্দমার মন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আপদে—অরূপা।

তিরাশি সনের শীতকালে বাবু ভগবান দাস কলিকাতায় থিয়েটার খুলিতে পারিলেন না। তিনি এলাহাবাদ হইতে শচীপতি বাবুকে লিখিলেন :—

শ্রদ্ধাভাজন,

বিপুল আয়োজন করিতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। আপনার ও আমার উদ্দেশ্য এক। আপনি স্কুলে মানুষের মন সত্যের দিকে ফিরাইতে চাহেন, আমি চিত্র ও দৃশ্যে তাহাই করিতে চাই। আগামী শীতে প্রস্তাব অসম্পন্ন রাখিব না। সে সময়ে, স্কুলের রাজা আপনি, বিজ্ঞানের অধ্যাপক আপনি, আপনাকে চাই। স্বামীজির কৃপায় সুফল হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম।

বিনীত

শ্রীভগবান দাস।

শচীপতি বাবু তখন বৃন্দাবন হইতে জব্বলপুরে আসিয়াছেন। তিনি কিছুদিন আগরায় ছিলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে আগরার অপূর্ব্ব শিল্প তাজমহল দেখিতে যাইতেন; তাঁহার মনে হইত শ্বেত পুষ্পের কোন পাহাড় প্রীতির সুখ-স্পর্শে শীতল হইয়া জমিয়া গিয়াছে।" আগরার তাজ তাঁহার অতিশয় প্রিয়, কাহার নয়? কিন্তু স্বর্ণরেখা প্রথম বারের পর আর উহা দেখিতে যাইতে চাহে না। অপ্রিয় বলিয়া নয়,—যুবতী, যাহ

বেগমের প্রতি বাদশাহের ভালবাসা ভাবিয়া চক্ষের জল রাখিতে পারে না, অসহ্য সুখ তাহাকে অধীর করিয়া ফেলে। অসহ্য সুখে একটা যাতনা আছে, এ যাতনা সহিবার জন্ম যুবতী প্রস্তুত নহে। স্বর্ণের অনুরোধে শচীপতি মধ্যে মধ্যে জব্বলপুর মর্ম্মর পর্ব্বত এবং নর্ম্মদা প্রপাত দেখিতে যাইতেন।

শচীপতি উইল সম্বন্ধে অনেক দিন হইল অজ্ঞ। তিনি শ্রীপদ বাবুর এক পত্র পাইলেন। উহার মর্ম্ম এই :—শ্রীপদ বাবু যখন দেখিলেন, দেবনাথ বাবুর জাল ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে, তখন একটু চিন্তিত হইলেন। মোকদ্দমার ন্যায় উন্মত্ততা আর কিছুতেই নাই। তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ গিয়াছে, উপাসনা গিয়াছে ; একতারার তার ছিঁড়িয়াছে ; মাকড়সা উহাতে সূতা বাঁধিয়াছে। শ্রীপদ বাবু হাঁটিয়া খাটিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়া যখন দেখিলেন, আপন জীবন মোকদ্দমার জালে জড়াইয়া গিয়াছে, তখন তিনি সব ছাড়িয়া কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ একতারা হাতে শিমলা পাহাড়ে চলিয়া গেলেন। শচীপতির বাগান মালীর হাতে। প্রতাপচন্দ্র কখনও উদাসীনের মত আসিয়া উহার তত্ত্ব লইয়া থাকেন। শীতলপ্রসাদের সংবাদপত্র সজোরে চলিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপের একটী প্রসঙ্গ উঠিয়াছে ; শীতলপ্রসাদ উহার বিরুদ্ধে অগ্নিময় প্রবন্ধ সকল লিখিতেছেন। ডাক্তার অনিলকুমার একটী বিষাদের মূর্ত্তি—শরীরে রক্ত নাই, মনে উৎসাহ নাই। তিনি রোগীর জন্ম ফস্‌ফরাস, ডায়ালাইজ্‌ড আয়রণ এবং সালসা ব্যবস্থা করেন, কিন্তু উহাদের গুণে তিনি স্বয়ং অবিশ্বাসী। উইলের মোকদ্দমার তারিখের পর তারিখ পড়িতেছে, মাসের পর মাস যাইতেছে, দেবনাথ বাবুর অবসাদ নাই, তিনি মোকদ্দমায় মাতিয়া আছেন।—ইত্যাদি ইত্যাদি।

উইলের বিষয়ে শচীপতি একটুকুও উদ্বিগ্ন হইলেন না। কিন্তু তাঁহার

বাগান এক গুরুতর চিন্তার বিষয় হইল। তিনি প্রতাপচন্দ্রকে বাগান দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিলেন। কন্যাকে রাখিয়া বা কন্যাকে লইয়া তাঁহার কলিকাতা যাইবার কোন উপায় নাই।

চুরাশি সনের অগ্রহায়ণ। শচীপতি তখন জব্বলপুরে। স্বর্ণরেখা পিতা মাতার সঙ্গে মর্ম্মর পাহাড় দেখিতে গিয়াছে। ঘাটে দর্শকদিগের জন্য রক্ষিত সুরঞ্জিত ডিঙ্গি নৌকা অপেক্ষা করিতেছে; তাঁহারা তিনজন এবং একটী ভৃত্য এক নৌকায় উঠিলেন। তখন পূর্ব্বাহ্ণ নয়টা। দাঁড়ীগণ উৎসাহের সহিত ডিঙ্গি নর্ম্মদার উজান বাহিয়া চলিল। নর্ম্মদার জল কি নির্ম্মল, স্রোত কি নিস্তরঙ্গ; তটে তটে রজত-শুভ্র পর্ব্বত-শৃঙ্গ সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল মুকুটের ন্যায় দেখাইতেছে। স্বর্ণ বলিল, "বাবা মার্ব্বল পাহাড় গলিয়া এই জল হইয়াছে, কি এই জল উথলিয়া জমাট হইয়া পাহাড় হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না; জলদেবীর কত কথা শুনা যায়, এই জলের তলে আমাদের বাড়ী ঘর হইলে কত সুন্দর হইত, কত সুখ হইত।

দাঁড়ী। মাই, এক রূপেয়া পাণি মে ফেঁক দেও, ময় উস রূপেয়া উঠা দেগা, বকসিস দেনা হোগা।

শচীপতি একটী টাকায় ছুরিকা দ্বারা নাম খুদিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন; দাঁড়ী জলে ঝম্পদিয়া পড়িল এবং টাকা তুলিয়া দিল।

স্বর্ণ। মা, তোমার এই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয় না? বাবা কি বল?

মহালক্ষ্মী মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আপনার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি স্বর্ণের বাম হস্তের অঙ্গুলিতে আবদ্ধ করিলেন; তাঁহার মনে হইল—খেপা মেয়ে, কি জানি, যদিই ঝাঁপাইয়া পড়ে।

ক্ষুদ্র তরণী নর্ম্মদার বাঁকে বাঁকে আনন্দে চলিতে লাগিল; মর্ম্মর

পর্ব্বত ক্রমেই উচ্চ, ক্রমেই শুভ্র। পশ্চাতে আর একখানি ডিঙ্গি অতি দ্রুত ছুটিয়াছে।

প্রপাতের অদূরে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া ডিঙ্গি ফিরিল; দ্বিতীয় ডিঙ্গিও তাহার পশ্চাতে চলিল। প্রথম ডিঙ্গি ঘাটে ফিরিল, দ্বিতীয় ডিঙ্গি ফিরিল না।

শচীপতি, মহালক্ষ্মী, স্বর্ণরেখা এবং ভৃত্য নর্ম্মদার তীরপথে ধোঁয়া ঘাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। গভীর রবে নর্ম্মদার জলস্রোত শতচ্ছিন্ন হইয়া সবেগে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে পড়িতেছে; জলচূর্ণ উড়িতেছে; ইন্দ্রধনু খেলিতেছে। দেখিলে নয়ন জুড়ায়; শুনিলে ইন্দ্রিয় অবশ হইয়া আইসে। শচীপতি এবং রাজলক্ষ্মী মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্বর্ণরেখা ধোঁয়াঘাটের নিকট ঊর্দ্ধে অল্প-তোয়া নর্ম্মদার গর্ভে শিলায় শিলায় বেড়াইতেছে, মর্ম্মর খণ্ডসকল সংগ্রহ করিতেছে। শিল বল, শিলা বল, ফুল বল, ফল বল, কুড়াইতে একটা নেশা জন্মে। শিলা কুড়াইবার নেশায় স্বর্ণ অনেক দুর চলিয়া গিয়াছে। একটু শ্রান্তি বোধ হইয়াছে, স্বর্ণ এক শিলাখণ্ডে বসিয়া একটী স্রোতরেখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড ফেলিয়া দিতেছে, শিলাখণ্ডগুলি সূর্য্যকিরণে দীপ্ত হইয়া গড়াইয়া যাইতেছে। স্বর্ণ গুন্ গুন্ সুরে গাইতেছে—"কিবা রূপ রস মাধুরী রে।"

পশ্চাৎদিক হইতে একটী ছায়া তার শরীরে পড়িল। তাপে ছায়া—সচকিত করিবারই সম্ভাবনা, কিন্তু স্বর্ণরেখার চৈতন্য নাই। ছায়া তাহার সম্মুখে স্রোতোজলে প্রকাশ পাইল—ছায়া, মানুষের মুখের স্পষ্ট এবং পরিষ্কার—স্রোতের তরঙ্গে সময়ে সময়ে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। স্বর্ণ বামে দক্ষিণে চাহিল—কেহ নাই, কাহারও ছায়া নাই; উঠিয়া পশ্চাতে ফিরিল, সম্মুখে—অনিলকুমার। ধোঁয়াঘাট বহুদুর, বামে দক্ষিণে সম্মুখে অগণ্য শিলাখণ্ড ব্যতীত কিছু নাই, চারিদিকে শব্দ ধ ধ করিতেছে।

অনিল। দেখ, তোমার সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এখানে আসিয়াছি; আজ সুযোগ পাইয়াছি। তুমি এখন ভাল হইয়াছ; সে বালিকা নও; এখনও বল,—আমি তোমাকে হৃদয়ের রাণী করিয়া রাখি। আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই, তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান। কাকা ও খুড়ীমা অমত করিবেন না, বরং সুখী হইবেন।

স্বর্ণ অলক্ষ্যে একখণ্ড শিলা তুলিয়া লইল; আপন বস্ত্র এক হস্তে আঁটিয়া ধরিল। চীৎকার করিল না; সুবোধেরা চীৎকার করে না। সে এক দৃষ্টিতে অনিলের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিল; অনিলের বোধ হইতে লাগিল,—যেন স্বর্ণের দেহ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, বজ্রপাতে বিলম্ব নাই।

স্বর্ণ। অনেক পত্র পাইয়াছি; অনেকগুলি পড়ি নাই, ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি; অনেকগুলি আগুনে পোড়াইয়াছি। শুনেছি, বেনামী পত্র—তুমি—তাঁর নামে কালি—আর তিনি—আমার—খুব লেখ, যত পার—আমাকে—কাকে ডরাই—তাতে পার নাই। কাপুরুষ, আজ চোরের ন্যায় আসিয়াছ, দূর হও পাপিষ্ঠ।

অনিল। এত অভিমান, এত রাগ কি ভাল, আজ একা—ধরিয়া লইয়া গেলে রাখে কে? যখন ভালবাসা পায় দলিলে, তখন বল ভিন্ন উপায় নাই।

উভয়ের মধ্যে একখণ্ড বৃহৎ শিলা ছিল; অনিল শিলাখণ্ড লঙ্ঘন করিয়া স্বর্ণের সম্মুখে আসিল। স্বর্ণ অটল; সে তাহার হাতের শিলা দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ করিতেছে।

অনিল। ও কোমল হাত, ক্ষুদ্র শিলা, পাহাড় ফেলিলেও আজ অনিলের ভয় নাই। বেহারা—পাল্‌কী—

চারিটা মূর্ত্তি যেন পাহাড় ভেদ করিয়া দাঁড়াইল।

স্বর্ণ অনিলের মাথা লক্ষ্য করিয়া শিলা নিক্ষেপে উদ্যতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"অন্নপা!"

স্বর্ণ অন্নপার কোন রূপ দেখিতে পাইল না; আকাশে যেন বিদ্যুৎ চমকিল—পাঁচটা লোক যেন বজ্রাহত হইয়া কর্কশ শিলাখণ্ডে পড়িয়া গেল।

স্বর্ণ তখনও অটল, ভয়ে পলায়ন করে নাই; শচীপতি ধোঁয়াঘাট হইতে অনেক দূরে; স্বর্ণের দিকে অগ্রসর হইতেছেন; সম্মুখে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল।

তখন অনিল ও বেহারাগণের চৈতন্য হইয়াছে। পাপিষ্ঠ পাল্‌কীতে উঠিয়া ইঙ্গিত করিল; বেহারাগণ পাল্‌কী লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। অদূরে অরণ্য; উহারা কোন্ দিকে গেল, শচীপতি তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

পার-ঘাটে গাড়ী প্রতীক্ষা করিতেছিল; শচীপতি স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। স্বর্ণ নীরব; শচীপতি ক্রোধে আগুন—পাথর তাতিয়াছে। মহালক্ষ্মী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন। সান্ত্বনার শীতল জল প্রতপ্ত শচীপতির মুখে পুনঃ পুনঃ "পাপিষ্ঠ এমন" অভিসম্পাতে ছন্ ছন্ করিয়া উঠিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চিত্র নয়—চরিত্র।

১২৮৩ সনের পৌষে রাজপ্রতিনিধি লর্ড লীটন মহাসমারোহে দিল্লীনগরে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কলিকাতা তখন নিষ্প্রভ। ১২৮৩ সনের শীতে বাবু ভগবান দাস নাট্যাভিনয় আরম্ভ করিতে

পারিলেন না। ১২৮৪ সনের শীতের প্রারম্ভে নাট্যশালার প্রথম বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। নাম—মহাশক্তি নাট্যশালা; স্থান—ধর্ম্মতলা।

ভগবান দাস কাশী, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, আগ্রা হইতে একদল বালক সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি উহাদিগকে রাজপুত-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কলিকাতার পথে উপস্থিত করিলেন। বালক কি সুন্দর; বালিকা কি সুন্দরী; যুবক কি বীর্য্যবান; যুবতী কি তেজস্বিনী;—কারুকার্য্য-খচিত বিবিধ বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নাট্যদলের অভিযান যখন রাজপথে শ্বেত, কৃষ্ণ, ধূমল, পাটল অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হইল, তখন নগরে কৌতূহলের এক কলকোলাহল উথলিয়া উঠিল। এক সপ্তাহকাল অপরাহ্ণে অভিযান, অগ্রে অগ্রে বাদ্যোদ্যম, কলিকাতার চক্ষুকর্ণ ওই দিকে। চলন্ত জীবন্ত বিজ্ঞাপন।

সপ্তাহান্তে নাট্যাচার্য্য, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট নাট্যশালার সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে বিচিত্র বিজ্ঞাপন বিন্যস্ত করিলেন। বামে বৃহদক্ষরে অশক্তি, দক্ষিণ ভাগে শক্তি লেখা।

অশক্তির কতকগুলি চিত্র এইরূপ—এক ব্যক্তি একটী কোমলমতি বালকের মস্তিষ্কে হাতুড়ী প্রহারে বীজগণিত প্রবিষ্ট করাইতেছে, বালক বেদনায় মুখ বিকৃত করিয়া দুই হস্তে কর্ণ চাপিয়া ধরিয়াছে; অদূরে এক স্তূপ পুস্তক পড়িয়া আছে। অন্যত্র কতকগুলি বালক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাদের ললাটে ৫৲ ৩৲ ২৲ ১৲ ১।০ ও ৷৵ আনা মূল্য মুদ্রিত। এদিকে এক ব্যক্তি সামলা মাথায় বসিয়া আছেন;—চোগা চাপকানে দণ্ডবিধি দেওয়ানী বিধির সমস্ত ধারা নামাবলীর ন্যায় মুদ্রিত; তাঁহার গাত্রে ঐ সকল ধারা ব্যতীত ভিন্ন ধারণের স্থান নাই। অন্য এক ব্যক্তি ইঁহারই অনুরূপ;—জিহ্বা—প্রসারিত হস্তে

"জামিন" শব্দ ধরিয়া আছেন। অন্যত্র উচ্চাসনে বসিয়া এক ব্যক্তি কি সমস্ত তৌল করিয়া একে একে বণ্টন করিতেছেন; উভয় পার্শ্বে অসংখ্য লোক; কেহ প্রসন্ন কেহ বিষণ্ণ; একটী বৃদ্ধ যষ্টির উপর আপনার শীর্ণ দেহভার ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—উহার মস্তকের উপর এক ব্যক্তি ব্যঙ্গ বিতৃষ্ণ ভঙ্গীতে একটী মুদ্রিত শ্লোক ধরিয়া—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি মোকদ্দমাভাণ্ডং॥

মোকদ্দমা শব্দের অক্ষরগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এক স্থানে এক ব্যক্তি একটী পাত্র হস্তে ক্রেতা আহ্বান করিতেছে; পাত্রে লেখা —"ইহা ব্যবহারে চুল তুচ্ছ কথা, মাথা কাটিলে মাথা অবধি গজাইয়া উঠে"। অদূরে এক বিরাট পুরুষ—কয়েক স্তর কৃষকশ্রেণীর উপর সমস্ত দেহ ভার রাখিয়া বসিয়া আছেন; তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষের উপর উষ্ণীষ—লেখা "রায় বাহাদুর" "রাজা" "মহারাজা" "K. C. S. I." উষ্ণীষের স্তরের অনুপাতে বিরাট বপুভারে পিষ্ট কৃষকস্তর ক্রমে কৃশ হইয়া কঙ্কাল মাত্রায় অবশিষ্ট। অন্যত্র এক ব্যক্তি একখানি সংবাদপত্র ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, উহাতে লিখিত "* * * * * বঙ্গের বৃহস্পতি", উহার অদূরে লিখিত "বটেই ত ইনি একাই একশত খণ্ডের ক্রেতা, বৃহস্পতি না হইবেন কেন?" এদিকে পাঁচ ছয় ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত—হাতে সুদীর্ঘ লৌহলেখনী, একে অন্যের অঙ্গে লেখনী বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। ওদিকে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া একে অন্যের মুখে সুন্দর করিয়া সুনিপুণ তুলি টানিতেছে,—উভয়েরই বাম হস্তে উজ্জ্বল-মলাট কাব্য-পুস্তক। তাহাদের মস্তকের উপর বিজ্ঞাপন "প্রথম

সংস্করণ জগতে কখনও প্রকাশিত হয় নাই; দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; আসুন পড়ুন,—ইনি সেক্‌সপীয়রের পুরোহিত, মিল্টনের দীক্ষা-গুরু।” এক ব্যক্তি জনমণ্ডলীর সম্মুখে হাতের ইঙ্গিতে চোখের ভঙ্গিতে চীৎকারের ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। এক স্থানে একটী “বায়ুর গতি-নিদর্শক” যন্ত্র ঘুরিতেছে। উহা বস্ত্রনির্ম্মিত একটী লম্বমান ঢক্কার উপর স্থাপিত। ঢক্কা চিত্রিত; উহার এক পার্শ্বে গৈরিক বসনধারী, দীর্ঘ-শ্মশ্রু, দীর্ঘ-কেশ এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া; অপর পার্শ্বে ঐ মুখ ঐ দেহ, কিন্তু পরিচ্ছদ ভিন্ন—বিলাস উপাদানে সজ্জিত—উপসর্গ সহ স্বামী অর্থাৎ পতি—কর্ম্মানুরূপ উপকরণের কোন অভাব নাই। ঢক্কা বায়ুর গতিনিদর্শক যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ঘুরিতেছে। অন্যত্র এক বাল-বিধবা কন্যা ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে। সম্মুখে পিতা, সুদীর্ঘ পুরুষ, পক্ক কেশ, পক্ক গোঁফ—বালিকা ভার্য্যার সঙ্গে রসালাপে প্রবৃত্ত ;—উর্দ্ধ আকাশে একখানি মুখ—নক্ষত্র তাঁহার চক্ষু, বারিধারা তাঁহার অশ্রুজল,—মুখ খানি বিদ্যাসাগরকে স্মরণ-করাইয়া দিতেছে। অদূরে স্তরে স্তরে কতক-গুলি কৃত্রিম কুষ্মাণ্ড সজ্জিত রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে একদিন এই নাট্যশালায় “দিল্লী দরবার” নাটিকার অভিনয় হইয়াছিল। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সূত্রধর, ভারতীয় রাজবৃন্দ পরিচারক বালক ভৃত্য এবং নকীব; কতিপয় সম্পাদক বাদ্যকর; একজন সম্পা-দক ব্যাণ্ডমাষ্টার।

শেষ অঙ্কে একজন উদাসীন অভিনয় করেন ;—উদাসীন বাষ্পাকুল নেত্রে বলিতেছিলেন এই কুরুক্ষেত্রের রঙ্গভূমিতে না অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী অমিততেজা ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইয়াছে; এই স্থানে-না ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহারথগণ কাল নিদ্রায় মূর্চ্ছিত রহিয়াছেন; হস্ত্যশ্ব রথ পদাতিকের কলকোলাহল অগ্ন্যস্ত্রের গগনভেদী গভীর গর্জ্জন শুনিয়া কুরুক্ষেত্র

রণভ্রমে তাঁহারা কেন জাগ্রত হইলেন না? ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয় নাই ভাবিয়া হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিলেন না? এই স্থানে তাঁহাদের দেহাস্থি পড়িয়া আছে; এই স্থানে লৌহ-ভীম চূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় মিশিয়াছে। আর্য্যজাতির অমিত বীর্য্য যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, একবার উঠিয়া তাঁহারা কেন তাঁহাদিগকে দেখাইলেন না;—এই আমাদের পাশুপত অস্ত্র,—এই আমাদের অজেয় গাণ্ডীব,—এই পাঞ্চজন্য শঙ্খ,—এই রাজসূয় যজ্ঞাগার,—এই বিক্রম, এই সাহস। দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনকালে ব্যাসকাশীতে দ্বৈপায়ন ঋষিকে ভারতের দুরবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি তাহার উত্তর না দিয়া তর্জ্জনী ললাটে স্পর্শ করিলেন।

দেবনাথ বাবু এই অভিনয় দেখিয়া তুষ্ট হইয়া দেবপ্রসাদের অঙ্কিত কূর্ম্ম হস্তী এবং অনন্তের সেই চিত্র উপহার দিয়া গিয়াছেন। তোরণ-দ্বারের শীর্ষদেশে এই চিত্র শোভা পাইতেছে। সভ্য শিক্ষিত দর্শকের সমাবেশ এই চিত্রের সম্মুখে।

দক্ষিণ পার্শ্বে শক্তির কোন চিত্র নাই, কতকগুলি সরল রেখা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যে শক্তির আভাস মাত্র দেখা যাইতেছে।

সজীব এবং সচিত্র বিজ্ঞাপনে নাট্যশালার নাম অগোণে কলিকাতার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অভিনয় আভাস।

অভিনয়—টড সাহেব কৃত রাজস্থানের দুর্গোৎসব। প্রদর্শন পর্য্যায় এইরূপ—

প্রথম অঙ্ক।

উৎসব অঙ্ক—দৃশ্যাবলী।

১ম দৃশ্য—সেফালী সরোবর।

২য়—আয়ুধশালা। অনধ্যায় উৎসব ও লেখনী পূজা।

৩য়—খড়্গাপূজা ও খড়্গাভিষান।

৪র্থ—কৃষ্ণ দ্বার।

৫ম—মহাসভাধিবেশন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—অম্বা-মন্দির।

২য়—হরসিদ্ধি মন্দির।

৩য়—মহিষমর্দ্দন।

৪র্থ—হস্তিযুদ্ধ।

৫ম—আশাপূর্ণার মন্দির।

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—বলি স্মরণ।

২য়—ভিখারী নাথ।

৩য়—অশ্বপাল পরিচয়।

৪র্থ—যজ্ঞাগার।

৫ম—যোগী ভোজ।

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—সুক্রিয়া বাবার আশ্রম।

২য়—হোম।

৩য়—গোঁসাই দর্শন।

৪র্থ—পিতৃপূজা।

৫ম—কুমারী ভোজন।

পঞ্চম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—অশ্ব অবগাহন।

২য়—পুরস্কার প্রদান।

৩য়—পুনর্যাত্রা।

৪র্থ—যোগী মহোৎসব।

৫ম—তরুপূজা।

৬ষ্ঠ—বিহঙ্গ-বিমোচন।

বিহঙ্গ-বিমোচন দৃশ্যের একটী সজ্জিপ্ত বর্ণনা বিজ্ঞাপনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

চারিটী রাজপথ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, চারিদিক হইতে আসিয়া সমকোণে স্পর্শ করিয়াছে। কেন্দ্রস্থলে বিস্তীর্ণ চত্বর। চত্বর প্রদীপস্তম্ভ, প্রস্রবণ এবং বৃক্ষাবলীতে সুশোভিত। দলে দলে বালক বালিকা পিঞ্জর ভরিয়া নীলতাচ পক্ষী লইয়া আসিয়াছে। পাখী পিঞ্জরে, পাখী দাঁড়ে, পাখী হাতে, পাখী মাথায়। দলে দলে রাজপুত, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। পিঞ্জরে কত সুখের আহার, তথাপি পাখীর প্রাণে সুখ নাই। খায় দায় পাখীটী বনের দিকে আঁখিটী। স্বাধীন পাখী সূতায় বাঁধা। মুখে মুখে মন্ত্রে মন্ত্রে পাখী মুক্ত হইতেছে।—

হায় কি কর্ম্ম সূত্রে বাঁধা আছি—

যা বনের পাখী বনে যা—একটী উড়িয়া গেল। হায়, কি কপটাচারে বাঁধা আছে—

যা বনের পাখী বনে যা—আর একটী উড়িল। হায়, কি যশের জোয়ালে বাঁধা আছি—

যা বনের পাখী বনে যা—আর একটী উড়িল। হায়, কি আমিত্ব-ডোরে বাঁধা আছি।

যা বনের পাখী বনে যা—আর একটী উড়িল। হায়, কি মায়াসূত্রে বাঁধা আছি।

যা বনের পাখী বনে যা—আর একটী মুক্ত হইল।

দলে দলে স্বভাব-স্বাধীন প্রমুক্ত বিহঙ্গ মুক্ত আকাশে উড়িয়া যাইতেছে। কি আনন্দ! পিঞ্জরে বসিয়া আধার খাইতেছিল; যাই দ্বার মুক্ত হইল, পাখী আহার ফেলিয়া উড়িয়া গেল; পাখী দাঁড়ে বসিয়া মিষ্ট দাড়িম্বে ঠোক দিয়াছিল—যাই সূতা কাটা গেল, পাখী

ফল ফেলিয়া পলায়ন করিল। পাখীতে পাখীতে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; নিকটবর্ত্তী কাননকুঞ্জ মুক্ত বিহঙ্গের মনোহর সঙ্গীতে ভরিয়া গিয়াছে।

অভিনয় কল্য আরম্ভ হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উপহার,—অভিনয়প্রসঙ্গ।

পৌষ মাসে শচীপতি কলিকাতায় ফিরিলেন। সুহৃদ স্বজনের যাতায়াতে তাঁহার উদ্যানবাটিকা সজীব হইয়া উঠিল। স্বর্ণরেখা সুস্থ হইয়া আসিয়াছে—অতিশয় সুখের সংবাদ। যাহারা পুষ্পচিকিৎসার পক্ষপাতী, তাহারা পুনরায় সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু শচীপতি বাবুর সহিত আলাপে বিলাপের বিস্তর সমাবেশ হইয়াছে। একটী কথার সঙ্গে অমনি "নীলের সার রাখিয়া গিয়াছিলাম, তা দেয় নাই, তাই আমার গোলাপ গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। স্থলপদ্মের গাছগুলি আরও একটু নীচে ছাঁটা উচিত ছিল" "বেলীর গাছগুলি একটু পুতিয়া দিলে এমন হইত না।" "ফুলের গাছ আর ছেলে পিলে, নিজের চোকের উপর রাখা চাই, অন্যের ভরসা মিথ্যা।" বন্ধুর বিলাপে কেহ বিরক্ত হন না, তাঁহার তন্ময় ভাবে সকলকে বরং পুলকিত করিয়া তুলিয়া থাকে।

অপরাহ্নে অনেক সুহৃদ সমবেত হইয়াছিলেন। একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন। শচীপতি ৯টার পর আহার করিয়া পুষ্পপরিবৃত কক্ষে আসিয়া বসিয়াছেন এমন সময় বাবু জীবান দাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শচীপতি। এই আপনার দোষ, একদিনও আপনি দিনের বেলায় দেখাদেন না; কাশীতেও রাত্রি, এখানেও রাত্রি। দিনে আসিলে বাগানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন।

ভগবান। রাত্রির বাহার ত আর দিনে হয় না; নাটকের লোক, রাতই তাদের দিন। দশটা রেজিমেণ্ট চালান সোজা, কিন্তু নাটকের দল চালান বড় কঠিন। এক এক জনের এক এক মেজাজ, বিদেশী বালক—তা আরও মুস্কিল—মরজি যোগাইয়া সময় হয় না।

শচীপতি। ঠিক, ঠিক, এক এক ফুলের এক এক কেয়ারী। তা অতি উত্তম, কবে অভিনয় আরম্ভ করিতে চাহেন?

ভগবান। কালই করিবার কথা, এখন ভাবিতেছি, আপনার পুষ্প উপহার এক সপ্তাহ চলিবার পর আরম্ভ করিলেই ভাল। গত শীতে আরম্ভ করা যাইত কিন্তু দিল্লী দরবার ছিল, সুবিধা হইত না।

শচীপতি। আপনি নাকি দিল্লী দরবার নামে এক নাটিকা অভিনয়ে খুব আমোদ করিয়াছেন?

ভগবান। আমোদ হইয়া থাকিবে। দেবনাথ বাবু নামে একজন বড় লোক উহা দেখিয়া একখানি চিত্র উপহার দিয়াছেন।

শচী। দেবনাথ, ওর কথা বল্‌বেন না, সকল কাজেই একটা বাহাদুরী লইবার বুদ্ধি, ভিতরে বজ্জাতির একশেষ। দেবপ্রসাদের উইল জাল করিয়া কি ভয়ানক মোকদ্দমারই সৃষ্টি করিয়াছে; আমাকেও হয়ত সাক্ষ্য দিতে হবে।

ভগবান বাবু এই প্রসঙ্গে চাপা দিয়া বলিলেন, সপ্তাহ ভরিয়া কিন্তু কেবল লাল ফুল বিলাইতে হইবে।

শচী। শীত—জবা, তা হবে। শতদল রক্ত করবী, রক্ত শাপলা

দেওয়া যাবে। বিধাতা দিলেন না, দেবপ্রসাদ থাকিলে তার রূপসী বিলের লাল পদ্ম আনিয়া কলিকাতা ডুবাইয়া দিতাম।

ভগবান। এখন কি আনা যায় না?

শচী। আনা যায় বই কি? সোণা লিখিলে দেবপ্রসাদের দিদি এই দণ্ডে পাঠাইবেন; তিনি সোণাকে কত ভালবাসেন।

ভগবান। তা বেস্ ত, কিন্তু জবা চাই—বড় তেজস্কর ফুল। রক্ত লাল, জবা লাল। লোক বাছিয়া উপহার দিবেন। আমি টীকেট বাজারে বেচি না, লোক বুঝিয়া দি, তবে পয়সা লই বটে। আপনাদের সকলকেই কিন্তু দেখ্‌তে যেতে হবে।

শচী। মেয়েরা যেয়ে থাকেন কি?

ভগবান। দেখিয়া যখন টীকেট দি, যে সে যেতে পারে না; টীকেটের মূল্য উচু; কত বড় বড় পরিবারের মেয়েরা যেয়ে থাকেন; দিল্লী দরবার দেখ্‌তেই এই; দুর্গোৎসব আরম্ভ হলে হয় ত লোকের আগ্রহ আরও বাড়্‌বে। তা হলেও টীকেট্ বেচা হবে না। আপনার ফুলের উপহার—চোক ও নাকে শিক্ষা; আমার অভিনয়—চোক ও কাণে। তবে চোকের কাজই অধিক। আমি নাকি স্বরে চেঁচানটা অনেক কমাইয়া দিয়াছি। যাত্রা নষ্ট জুড়ীতে, অভিনয় নষ্ট বাচালে। যাত্রার জুড়ী চারটাকে গঙ্গাযাত্রা করাইলে গান জমিত ভাল। নাটকে নাকি স্বর কমাইলে হয় ভাল। আমি মেয়েদের বসিবার উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছি। গেলারীর প্রত্যেক কামরার জন্ত পৃথক্ সিঁড়ি।

শচী। উত্তম বন্দোবস্ত। তা যাব। আপনার শরীর ত এখন খুব সুধরিয়েছে। কখানা হাড় দেখিয়াছিলাম—হাড়েই কত তেজ!

ভগবান। মাংস কি ভাল? কখানা টীকেট রেখে যাব?

ভগবান বাবু তাঁহার চসমা ও পরিচ্ছদ শৃঙ্খলা করিলেন।

শচী। কোন্ শ্রেণীর কত মূল্য?

ভগবান্। আপনারা শ্রেণীর অনেক উপরে—অমূল্য। কাশীতে আপনার ওখানে যেরূপ আদরে আহার করা গিয়াছে, তা আগে শোধ হ'ক্। আপনাদিগকে যে আদর কর্‌বো এমন আয়োজন আমার নাই। আমার গৃহ—

"আমার গৃহ" কথায় শচীপতি মনে একটু ব্যথা পাইলেন। ভগবান দাসের পরিবার পরিজন নাই।

শচী। আহারের একটা শোধ, বলেন কি? টীকেট ক'খানা? তাইত? সোণা দেখতে যাবে কি না জানি না, কাশীতে ত বলেছিল; জব্বলপুর হতে এসে অবধি কোন আমোদ ভালবাসে না।

ভগবান। ভাল কথা, ঘটনাটা কি ঘটেছিল? আপনারা ভাল মানুষ, ওখানে দুটুক্‌রো কর্‌লে কি হতো? পাপিষ্ঠ কোথায় গেল?

শচী। এখানে আসিয়া শুনিলাম সম্প্রতি কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় গিয়েছে।

ভগবান। আপদ গিয়েছে। আমার অনুরোধ থাক্‌লো, তাঁকে নিয়ে যাবেন। তা নৈলে তাঁর মা ঠাকরুণও ত যাবেন না।

শচী। আমি এখনি জেনে আসি।

শচী বাবু জানিয়া আসিয়া বলিলেন, তাঁরা সন্তোষের সঙ্গে যাবেন।

ভগবান দাস বিদায় হইলেন; জুড়ী ফটকে অপেক্ষা করিতেছিল। শচীপতি তাঁহার সঙ্গে ফটক পর্য্যন্ত চলিলেন। স্থানে স্থানে দীপালোকে উদ্যান আলোকিত—শচীপতি ফুলের কথা কহিয়া, ফুলের কেয়ারী দেখাইয়া, ভগবান বাবুকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

খড়্গ পূজা। অসির মুখে স্বর্ণরেখা।

খৃষ্টমাস রজনীতে কলিকাতার ইংরেজ অধিষ্ঠানগুলি আমোদ আহ্লাদে উথলিয়া উঠিয়াছে। এই রজনীতে "মহাশক্তি" নাট্যশালার অভিনয়। ধর্ম্মতলায় নাট্যশালার সম্মুখে গুণগ্রাহী দর্শকগণের শকট পথের উভয় পার্শ্বে সজ্জিত রহিয়াছে। অট্টালিকার শিখরদেশ হইতে গভীর তূর্য্যধ্বনির পর অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। ঐকতান বাদ্যে বিলাস অপেক্ষা বিক্রম অধিক, চিত্রপটগুলি শক্তিসামর্থ্যের পরিচায়ক।

শচীপতি বাবু সস্ত্রীক এবং সকন্যা যখন নাট্যশালায় উপস্থিত হইলেন তখন দুর্গোৎসবের প্রথম অঙ্কের দুই গর্ভাঙ্ক অভিনীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা মঞ্চে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে "খড়্গপূজার" অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল।

আবরণ-পট উত্তোলিত হইলে একখানি বিস্তীর্ণ শ্যামল তৃণক্ষেত্রের মনোহর দৃশ্য প্রকাশ পাইল। অদূরে ভাগীরথী বহিয়া চলিয়াছে, তীরে গায় গায় তরণী। আকাশ ভরা চন্দ্রালোক; ক্ষেত্রময় চন্দ্রালোক; গঙ্গার নিস্তরঙ্গ বক্ষে নির্ম্মল চন্দ্রালোক ভাটার দিকে সাঁতার দিয়াছে। তীরে চন্দ্রাতপ তলে এক অপূর্ব্ব সভা। অধিবেশনের কেন্দ্রস্থলে শতদলকমলাসনা এক মহামহিমময়ী রমণীমূর্ত্তি; পদতলে একদিকে মেষ অন্য দিকে সিংহ ক্রীড়া করিতেছে। ঐ মূর্ত্তি বলয়াকারে বেষ্টন করিয়া হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, শিখ, মিবারী, মহারাষ্ট্রী উপবিষ্ট।

এই দৃশ্য সম্মুখে রাখিয়া একদল প্রফুল্লশ্রী বালক বালিকা গাইতেছে—

আহা মরি কিবা সুশোভন।
সবে মিলে একাসনে যেন এক প্রাণ মন॥
পোহাইল ঘোর দুঃখ আঁধার
ফুটিল বিমল হাসি মুখ চন্দ্রমার,
একতা সরসে, হাসিছে হরষে,
আজি আশা কুমুদ কানন।
ভুলি পর ভাব মিশেছে কেমন,
য়ুনানী পারসী শিখ ইহুদী মুসলমান
বঙ্গবাসী সনে পরাণে পরাণে
মিশিয়াছে রাজপুতগণ।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, হাতে হাত ধরিয়া, বালক ও বালিকা;—কি শ্রী, কি উৎসাহ। আবেশে যখন দর্শকমণ্ডলী অবশ হইয়া গেল, তখন একটী বালিকা অভিনয় মঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল—মুখশ্রী মলিন—বালিকা পরমা সুন্দরী, সুতরাং মলিনতা দর্শকমণ্ডলীকে অতিশয় ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। বালিকার সম্মুখে এক মহা-শ্মশান; মহাশ্মশানে এক মহাসমাধি।

মঞ্চের অপর দিক হইতে একটী পুরুষ প্রহরী অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ও কে গা বাছা, এই কচি বয়স;—লজ্জা নাই—ভয় নাই; একাকিনী এদিকে—"

বালিকা, নিরুত্তর।

প্রহরী। কি ঘনঘটা; কি নিশ্চল নিস্তব্ধতা; ঐ আবার প্রবল বাতাবর্তিক্ষোভ গম্ভীর গুনগুনায়মান, মেঘ মেদুরান্ধকার নিরন্ধ্র,

নিবদ্ধম্, একবার বিশ্ব গ্রাস বিকচ বিকরাল, কালকণ্ঠ কণ্ঠ বিবর্ত্তমান-মিব যুগান্ত যোগনিদ্রা, নিরুদ্ধ সর্ব্ব দ্বার নারায়ণোদর নিবিষ্টমিব ভূত-জাতং প্রবেপতে। বাছা একাকিনী, এ দিকে আরও আসিতেছ, ভয় নাই?

বালিকা, অগ্রসর কিন্তু নিরুত্তর।

প্রহরী। গুরু গুরু, দুরু দুরু, সোঁ সোঁ, সন্ সন্, দপাট সপাট, ঘর ঘর, মড় মড় শব্দে মেদিনী কম্পিতা; কি ঘনঘটা;—তাও কি বাছা দেখ্‌ছ না? সঘন চপলা চমকিতেছে, যেন রণরঙ্গিণী শ্যামার করধৃত কোষ-নিষ্কাষিত অসি আস্ফালন করিতেছে,—কড় কড় চড় চড় চড়াৎ, ঘড় ঘড় গুড়ুম ঘড়, দম্ভোলির কি ভীষণ ভৈরব গর্জ্জন,—তাও কি বাছা শুন্‌তে পাচ্ছ না?

বালিকা আরও অগ্রসর, কিন্তু নিরুত্তর।

প্রহরী। করকাপাত—যেন সঘন সন্তাড়ন-কম্পিত বদরী বৃক্ষ হইতে বদরী বর্ষিত হইতেছে। মুষলধারে বৃষ্টি; এই ঘোর নিশীথে এই মহাশ্মশানে কে গো বাছা,—কথা নাই; কলার কচি পাতাটীর মত কোমল বয়স; বিদ্যুতে কিবা রূপ অনুপম; অবগুণ্ঠন নাই; ভয় নাই; একাকিনী এ দিকে?

বালিকা সমাধির পার্শ্বে উপনীত হইয়া ডাকিল—পিতঃ, জাগো, আমি হরবরা, তোমার এবং সুয়াকুর একমাত্র কন্যা, তোমাকে জাগাইতে আসিয়াছি। সুয়াকুরনামার জন্য বামনবিনির্ম্মিত সেই সুতীক্ষ্ণ খড়্গ তোমার সমাধি হইতে আমাকে প্রদান কর। মৃত্যুলোক হইতে আইবড়ের কোন পুত্র কি আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারে না?

সমাধি মুখব্যাদান করিল। অভ্যন্তরে শত সহস্র শিখায় নীলাভ বহ্নি জ্বলিতেছে; সমাধি-কূপ হইতে উত্তর আসিল—

"মা হরবরা, এই অন্ধকার রাত্রি, এখন মুষলধারে বৃষ্টি, ঘন ঘন অশনি পাত; এ সময়ে মা তুই একাকিনী এখানে এসেছিস্; দেখছি তুই মরা বাঁচাতে যাদু জানিস্; কেন ডাক্‌ছিস্ বল দেখি? আমাকে আমার বাপেও গোর দেয় নি, বন্ধুও গোর দেয় নি। আমার মৃত্যুর পরে যে দুইজন বেঁচে ছিল, তাদের কাছে তীরসিং খড়্গা ছিল; এখন খড়্গা তাদের একজনের কাছে আছে।"

হরবরা। বাবা, ওসব কথায় তোমার মেয়ে ভুলবার নয়; তীরসিং না পাওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে স্বোয়াস্তি দিচ্ছি না।

প্রহরী। (স্বগত) বাছা আমার দিব্বি মেয়ে, কি সুন্দর রাঙ্গা ঠোঁট; মন চায় কি, কমলার কোষের মত চুষে নি? ওগো আর এগিয়ো না; মারা যাবে।

হরবরা। মরণ ত একদিন বই দুদিন নাই।

পিতা। মা, তোর এই বয়স, অসি নিয়ে কি কর্‌বি, ঘরে ফিরে যা, খড়্গা সাপে ঘেরা।

প্রহরী। ঐ সাপ আস্‌ছে, ওগো খেলে গো।

হরবরা। সাপ বাঘের ভয় থাক্‌লে কি হরবরা এখানে আস্‌তো; বাবা, তোমার অসি লুকিয়ে রাখা ভাল হচ্ছে না।

পিতা। তবে কি তুই অসি না নিয়ে ছাড়িবি না। হিয়ালমার আমার বালিশের নীচে আছে; কিন্তু মা সে আগুনে ঘেরা; লোহার হাতের সাধ্য নাই ধরে; তোর কচি হাত যে পুড়ে যাবে।

হরবরা। পুড়্‌লেও পাব ত? দেও না বাবা।

পিতা। তোর হাত পুড়বে, তা আমি কি করে দেখবো।

হরবরা। কোথায় আমার মা, তুই থাক্‌লে কি বাবা খড়্গা লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌তো? এতগুলি ভাই ভগ্নী আমরা, সব গিয়েছে। কাঁদ-

যার জন্যে কেবল আমি অভাগিনী র'য়েছি; যে দিন তুই গিয়েছিস্ সে দিন সব গিয়েছে; কে আমার মুখের দিকে তাকায় মা? ক্ষেতে ধান নাই, হাঁড়িতে ভাত নাই, হাড়ে মাংস নাই, পরিবার কাপড় নাই। দেখে যা মা, এই যে ছেঁড়া নেকড়া প'রে আছি,—এতে মূল সূতা থেকে সেলাইর সূতাই বেশী মা,—লজ্জা থাকে না মা, স্ত্রীলোকের যা সারধন তাও বুঝি যায় মা, আর বুঝি রাখ্‌তে পারলাম না। আমি কি অনাথা; আর দুঃখ সয় না, একবার তোর মেয়েকে কোলে তুলে নে যা মা।

পিতা। (অশ্রু সংবরণ করিয়া) এই তবে ধর।

হরবরা দিব্য খড়্গ তুলিয়া লইল। একখানি রত্নসিংহাসন আকাশ হইতে নামিয়া আসিল। বালিকা খড়্গ ঐ সিংহাসনে স্থাপন করিল।

একজন পুরোহিত অগ্রবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মন্ত্র উচ্চারণ করিল—

ওঁ খড়্গায় নমঃ ওঁ খড়্গবীজাত্মনে নমঃ
ওঁ তীক্ষ্ণায় নমঃ ওঁ ব্যালব্যালিনে নমঃ
ওঁ ভাস্বরাকারদৈত্যেন্দ্র বীজাত্মনে নমঃ
অগ্রে রুদ্রায় নমঃ মধ্যে বিষ্ণবে নমঃ
মূলে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ
পার্শ্বয়ে ওঁ কালযমাভ্যাং নমঃ

(সিংহাসনে স্থাপিত অসির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)

সারলেমান আপন অসি জয়ীযুস নামে অভিহিত করিয়াছিলেন; স্কেণ্ডানেভিয়ার বীর অনঙ্গতীর ইহাকে তীরসিং নামে আহ্বান করিতেন। বামনরাজবিনির্ম্মিত সুয়াফুরনাম্নার কৃপাণই হউক কিংবা বেয়ার যে করবালে প্রথম ফ্রানসিসকে সামন্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহাই হউক অথবা এরিষ্টোর নায়কের সম্মোহন শাণিত অসিই হউক, ইহাদের কেহই প্রতিবর্ষে মিবারের বীরগণ-সেবিত দ্বিমুখ খড়্গের সহিত সমতুলিত

হইতে পারে না। যাহার সাহস নাই তাহার জন্য এ অসি নহে; যে ব্যক্তি বীর, তাঁহার নিকট সমাধিভূমি কুসুমকানন সদৃশ; যে সকল বীরপুরুষ, বীরনারী, শ্মশানে ভস্মীভূত কিম্বা সমাহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অস্থিমজ্জা অম্বুরেণুপরিবাহী পরাক্রম, বসুন্ধরাগর্ভস্থ দ্রব ভূমিতে প্রবেশ করিয়াই যেন লৌহ ধাতুতে পরিণত হইয়াছে। এই লৌহই কোথাও কীলক, কোথাও কর্ত্তরী, কোথাও সূচী, কোথাও শর এবং দৃঢ়তার মূর্ত্তিমান অবতার ক্ষত্রিয় শক্তির প্রধানায়ুধ খড়্গ। এই সেই খড়্গ—যাহার আঘাতে শুম্ভনিশুম্ভ নিপাত হইয়াছে; এই সেই খড়্গ,—যাহার প্রহারে করাল কালী লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া তদুপরি রক্তবীজবংশ ধ্বংস করিয়াছেন; এই সেই খড়্গ,—যাহা মন্দোদরীর গৃহে লুক্কায়িত ছিল, শ্রীরামচন্দ্র যাহা উদ্ধার করিয়া রাবণ বধ করিয়াছিলেন। এই সেই খড়্গ,—যাহার তীক্ষ্ণধারে অর্জ্জুনহস্তে দুঃশাসন নিহত হইয়াছিল। খড়্গ হিন্দুর মূর্ত্ত শক্তি, রাজপুত্রের বাহুবল ও ক্ষত্রিয়ের অক্ষয় তেজ—

ওঁ কৃষ্ণং পিণাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিণং
উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনং
রক্তাম্বরাধরাঞ্চৈব পাশহস্তকুটম্বিনং
পিবমানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্য সংহতি
হ্রীং হ্রীং খড়্গায় নমঃ

ইত্যষ্টৌ তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা।
নক্ষত্রং কীর্ত্তিকাঞ্চৈব গুরুর্দ্দেব মহেশ্বরং॥
হিরণ্যঞ্চ শরীরন্তে ধাতা দেব জনার্দ্দন।
মহোঽসি দেব ত্বং মাং তু পালয় সর্ব্বদা॥
ওঁ অসির্ব্বিশেসন খড়্গ তীক্ষ্ণধার দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ব্বো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তুতে॥

পুরোহিত ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণত হইবামাত্র দুই পার্শ্ব হইতে রাজপুত বেশধারী উৎসাহ দৃপ্ত একদল বালক এবং একদল বালিকা খড়্গহস্তে সবেগে বহির্গত হইল; আপন আপন শরীরের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে খড়্গ ঘূর্ণিত করিতে লাগিল;—যেন শত শত খদ্যোত পিণ্ডাকারে আবর্ত্তিত হইতেছে;—যেন সহস্র বিদ্যুত ক্রীড়া করিতেছে। বালক বালিকা অদৃশ্য; কেবল খড়্গ এবং খড়্গ বর্ত্তুল—ভীষণশব্দে রত্নসিংহাসনের চতুর্দ্দিকে নাচিয়া বেড়াইতেছে;—এক খণ্ড তৃণ ফেলিলে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। হরবরা সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল,—বালিকা তাহার উদ্ধৃত খড়্গ লইয়া ভৈরব নৃত্য আরম্ভ করিল। দর্শকগণের ভয় হইতে লাগিল,—কে কাহার আঘাতে শত ছিন্ন হইয়া যায়।

শচীপতি মহালক্ষ্মী এই ভীষণ দৃশ্যে মগ্ন। কোন্ সময়ে স্বর্ণরেখা গেলারীর আসন হইতে উঠিয়া গিয়াছে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই। নিম্নতলে দর্শকপংক্তি ভেদ করিয়া অতি দ্রুতপদে স্বর্ণরেখা রঙ্গমঞ্চের দিকে যাইতেছে আর বলিতেছে—"বাবা ঐ যে অরূপা খড়্গ হাতে নাচিতেছে; তাহার হাতে মরিলে কি সুখ।"

ঊর্দ্ধ গেলারীতে, স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা, নিম্নে সমস্ত দর্শকমণ্ডলী আসন হইতে দাঁড়াইয়া ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল—"ধর ধর; কে এ;—মারা গেল; খড়্গের মুখে খণ্ড খণ্ড হইল যে!"

আর এক পদ—অমনি খণ্ড খণ্ড।

ভগবান দাস চীৎকার করিয়া বালকবালিকাদিগকে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। বালকবালিকাগণ সিংহাসন বেড়িয়া, হরবরাকে ঘিরিয়া খড়্গ আস্ফালনে, ভীষণ নৃত্যে মত্ত; কোনি আদেশ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল না।

দর্শকগণ দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিতেছে;—"গেল

গেল", "মল মল", "ধর ধর", আর এক পদ—অমনি খণ্ড খণ্ড।

সহসা কি এক বিদ্যুৎ খেলিল; স্বর্ণরেখা মঞ্চে উঠিয়াই অচেতন হইয়া পড়িল। খড়্গনৃত্য থামিয়া গেল।

সমস্ত দর্শকমণ্ডলী ঐদিকে ছুটিয়া আসিল; শচীপতি আসিয়া কন্যাকে ধরিলেন; মহালক্ষ্মী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। ভগবান দাস জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধপথে অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল। অনেকে "বিহঙ্গ বিমোচন" অভিনয় দেখিতে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; আর তাহা দেখা হইল না। দর্শকমণ্ডলী ভগ্ন-হৃদয়ে একে একে গৃহে প্রস্থান করিলেন।

ভগবান দাস ভাবিতে লাগিলেন,—আজ কি ভীষণ কাণ্ডই না হইত, ভগবান বাঁচাইয়াছেন। তিনি শচীপতিকে সস্ত্রীক, সকন্যা গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। তখনও স্বর্ণের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় নাই। স্বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে বলিতেছে—"ঐ খড়্গ হাতে অরূপা নাচিতেছে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লেখনীর সমাধি।

পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ধর্ম্মতলায় মহাশক্তি নাট্যশালায় সপ্তাহে তিন দিন অভিনয় হইতে লাগিল। খড়্গপূজা এবং বিহঙ্গ-বিমোচন এই দুই অভিনয়ই পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে। খড়্গপূজায় স্বর্ণরেখার মূর্চ্ছার পর হইতে ভগবান দাস মহিলাগণের এই নাট্যশালায় আগমন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই মহাশক্তি নাট্যশালায় শিক্ষিতসমাজসংস্পৃষ্ট অনেক ব্যক্তি

পরিচারক। মাঘে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজার বিবাহ প্রসঙ্গ; ফাল্গুনে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বিবাহের পর ব্রাহ্মসমাজের এক স্রোত, এক প্রবাহ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। দলে দলে বিবাদ বিসংবাদে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের বহু লোক ব্যাপৃত হইলেন। মহাশক্তি নাট্যশালা কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ভগবান দাস কি ভাবিয়া নাট্যশালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

নাট্যশালায় মূর্চ্ছার পর স্বর্ণরেখা অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন। শচীপতি পুনরায় কাশী চলিয়া যান। তিনি এখন কাশীতে। ভগবান দাস শচীপতিকে পত্র লিখিলেন—

শ্রদ্ধাভাজন,

অভিনয় যাহা করিবার করা হইয়াছে, আর নয়। নাট্যশালা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। সংকল্প করিয়াছি "লেখনীর সমাধি" অভিধান করিয়া জীবনের এই অঙ্ক শেষ করিব। সমাধি কোথায় করিব তাই ভাবিতেছি। আপনার কুসুম উদ্যানে সমাধির একটু স্থান দিলে অতিশয় সুখী হইব।

আপনার কন্যার অবস্থা কেমন জানাইবেন। তাঁহার অসুখের পুনরাবির্ভাবের জন্য আমি কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী। ভরসা করি, তৈলঙ্গ স্বামীর কৃপায় তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

বিনীত

শ্রীভগবান দাস।

শচীবাবু উত্তর লিখিলেন,—

সুহৃদ্‌বর,

আমার উদ্যানে লেখনীর সমাধি হইবে ইহাতে আমি আমাকে

শ্লাঘ্য মনে করিতেছি। দুঃখের বিষয় সে সময়ে আমি উপস্থিত থাকিতে পারিব না—সমারোহ দেখিলে স্বর্ণের স্বাস্থ্য বড় খারাপ হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল এখানে থাকিব মনে করিয়াছি, আমি সমাধির উপর স্বর্ণ-মন্দির গড়িয়া দিব।

এবার সোণাকে লইয়া স্বামীজির দর্শনে যাইবামাত্র স্বামীজি একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, আবার কি ভাবিয়া আপনার দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া দিলেন, বুঝাইলেন, সোণা যেন তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করে। সোণা পদধূলি গ্রহণ করিবামাত্র স্বামী স্বহস্তে একটী ফুল তাহার মাথায় তুলিয়া দিলেন। তাঁহার কৃপার কথা ভাবিলে চোখের জল রাখিতে পারি না। সোণা এবার সুস্থ সবল এবং শান্ত। পণ্ডিত রাখিয়া দিয়াছি সর্ব্বদা লেখাপড়া করিয়া থাকে।

কবে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হইবে?

আপনার প্রীতিমুগ্ধ—

শ্রীশচীপতি—

২রা চৈত্র অতি সত্বরতার সহিত মুদ্রাযন্ত্র সংহিতা বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। এই পত্র পাইয়া ভগবান দাস আর বিলম্ব না করিয়া লেখনীর অভিযানের আয়োজন করিলেন।

২রা চৈত্রের অপরাহ্ণ চারিটা। স্বর্ণসিংহাসনে এক সুবৃহৎ স্বর্ণ-লেখনী সংস্থাপিত,—রক্তমাল্যে লেখনীর অঙ্গ শোভিত। লেখনীর কলেবর রুধিরাক্ত; ক্ষত হইতে অবিরল ধারায় রক্ত ঝরিতেছে। যেন মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত। সম্পাদক, সাহিত্যসেবী, কবি, সঙ্গীতবিৎ শতসংখ্যক পরিচারক শ্মশান সিংহাসন স্কন্ধে লইয়াছেন। কাহারও মুখে শব্দ নাই। অগ্রে অগ্রে রাজপুতবেশে বালক বালিকা

নগ্নপদে বাহিনী গড়িয়া অগ্রসর হইতেছে ; সকলেই নীরব এবং নগ্নপদ ; পিতৃমাতৃহীনের ন্যায় সকলের স্কন্ধে শ্বেত উত্তরীয়। অভিমন্যু বধে পাণ্ডবগণ বুঝি বা এরূপ শোকসন্তপ্ত হন নাই ; ম্যাটসিনী, গেরিবলডীর মৃত্যুতে ইটালী বা এমন বিচলিত হয় নাই ; কসুথের মৃত্যুতে হঙ্গেরী এবং কস্কিওস্কোর মৃত্যুতে পোলাণ্ডকে হয়ত এমন ম্রিয়মাণ দেখায় নাই ; ওয়াসিংটনের মৃত্যুতে আমেরিকাকে হয়ত এমন মুহ্যমান করে নাই ; হাসেন হোসেনের মৃত্যুতে মুসলমান সমাজ হয়ত এরূপ মর্ম্মাহত হন নাই। ধর্ম্মতলা মহাশক্তি নাট্যশালা হইতে অভিযান বহির্গত হইল। রাজপথ লোকে লোকারণ্য। সকলেই মলিন, সকলেই বিষণ্ণ।

ধীরে ধীরে অভিযান ধর্ম্মতলা, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, বহুবাজার, কলেজষ্ট্রীট, মেছুয়া বাজারষ্ট্রীট, নারিকেল ডাঙ্গার পথে শচীপতি বাবুর কুসুম উদ্যানে উপনীত হইল। সূর্য্যদেব অস্তপ্রায়—ক্রমেই অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে ; কাহারও বারণ নাই ; জনপ্রবাহ মঞ্চে মঞ্চে উদ্যান-শিখরে আরোহণ করিল।

পূর্ব্বেই সমাধি খোদিত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই সমাধিভূমিতে ধূপদীপ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। বাহকগণ "জয় সচ্চিদানন্দ" শব্দে ঊর্দ্ধ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া লেখনীর শবদেহ সমাধির পার্শ্বে স্থাপন করিলেন।

মহাশক্তি নাট্যশালায় কেহ কখনও ভগবান দাসকে অভিনয় করিতে দেখে নাই। তিনি শুভ্র উত্তরীয় স্কন্ধে সমাধির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন—

Oh the Orator's voice is a mighty power
As it echoes from shore to shore ;

And the fearless Pen has more sway ov'r men
  Than the murderous canon's roar.
Let a word be flung from the orator's tongue
  Or a drop from the fearless Pen,
And the chain accursed assunder burst
  That fettered the minds of men!
Hurrah for the Voice and Pen
        Hurrah!
  Hurrah for the Voice and Pen.

আজ সেই লেখনীর সমাধি—হে মহা আয়ুধ! তুমি শূলপাণির শূল অপেক্ষাও শক্তিশালী; তুমি ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর; তুমি বিষ্ণুর চক্র অপেক্ষাও সুতীক্ষ্ণ; আবার তুমি কন্দর্পের কুসুমচাপ অপেক্ষাও সুকোমল; বীণাপাণির বীণা অপেক্ষাও সুমধুর। তোমার স্পর্শে কাব্যে মহাশক্তির সঞ্চার হয়; মৃত সাহিত্য সজীব হইয়া উঠে। তোমার প্রসাদে ইতিহাস—বাচস্পতি, বিজ্ঞান—বিশ্বকর্ম্মা, জীবনচরিত—আচার্য্য এবং উপদেষ্টা। এস ভাই, আজ সেই লেখনীর সমাধি করি।"

বলিতে বলিতে মহা উচ্ছ্বাসে দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রন্দনের মহারোল উঠিল; শবশয্যা সহিত লেখনী, সমাধির অখাতে ধীরে ধীরে স্থাপিত হইল। সহস্র হস্তের পুষ্পবর্ষণে সমাধি পূর্ণ হইয়া গেল। সমাধির চতুষ্পার্শ্বে ফুলের স্তূপ—শচীপতির উদ্যান সার্থক হইল।

সমাধির মুখ রুদ্ধ হইবে, এই সময়ে শীতলপ্রসাদ দৌড়িয়া আসিলেন; তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছিন্ন, দরবিগলিত ধারে রুধির পড়িতেছে। শীতলপ্রসাদ অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল রুধিরাক্ত করিয়া সমাধিতে বর্ষণপূর্ব্বক নিমেষে জনপ্রবাহে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সাহিত্যকার,

সঙ্গীতকার, ঐতিহাসিক, বাগ্মী, কবি জন্মভূমির বক্ষ হইতে মৃত্তিকা লইয়া লেখনীর সমাধি ঢাকিয়া দিল। জগৎ ঘোর আঁধারে ডুবিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

খড়্গ বিসর্জ্জন।

ভগবান দাস যে সকল বালক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আপন আপন গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছেন; মহাশক্তি নাট্যশালার অট্টালিকা তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। সাজসজ্জা বিচিত্র চিত্র তেমনি আছে; কতিপয় পরিচারক তথায় বাস করিয়া থাকেন।

৩রা চৈত্র অস্ত্র আইনও বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। ভগবান দাস রজনীতে সমস্ত পরিচারকদিগকে এক কক্ষে সমবেত করিলেন; একখানি সিংহাসনে হরবরার উদ্ধৃত খড়্গ লম্বভাবে স্থাপন করিলেন; সিন্দূরে উহার চক্ষু রঞ্জিত হইল; রক্তজবার সুদীর্ঘ মাল্যে উহার অঙ্গ ভূষিত হইল। পরিচারকগণ একে একে রক্তবস্ত্র পরিধান করিলেন, একে একে রক্তমাল্য ধারণ করিলেন, ললাট রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইল।

রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। দীপ ধূপে কক্ষ পূর্ণ; পরিচারকগণ সেই মহাখড়্গের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। দীপশিখা উজ্জ্বল গম্ভীর; পুষ্পপাত্রে পুষ্পমাল্য সাশ্রু গম্ভীর; রক্তচন্দনচর্চ্চিত মহাখড়্গ ভৈরব গম্ভীর। পরিচারকগণ নীরব গম্ভীর।

ভগবান দাস প্রণত হইয়া পুনরায় মস্তক তুলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—মহা আয়ুধ! নৃমুণ্ডমালিনীর করধৃত অসি তুমি; রক্তবীজ বিনাশে বিশাল করবাল তুমি; রাঘব পাণ্ডব, কৌরব যাদব বীরচূড়ামণি

চুম্বিত খড়্গ তুমি ; রাজপুত বীরগণের প্রতাপ পুরুষকারের রক্ষক তুমি ; তোমাকে আজ আমরা বিসর্জ্জন করিতেছি। আমরা কাহার তীক্ষ্ণ ধারে আমিত্ব, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং পশুত্ব বলিদান করিব ?

বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলে পূর্ণ হইয়া আসিল ; সকলে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। একে একে সকলে মহাখড়্গকে প্রণাম করিলেন, স্পর্শ করিলেন, চুম্বন করিলেন, আবার উপবেশন করিলেন ; এক সময়ে প্রত্যেকের বাম গুল্‌ফ মৃত্তিকায় প্রহত করিয়া "হর হর বিশ্বেশ্বর বম বম্" ধ্বনিতে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন।

তখন রাত্রি প্রভাত প্রায়। পরিচারকগণ খড়্গ প্রদক্ষিণ করিয়া সিংহাসন স্কন্ধে লইলেন ; ধীরে ধীরে মহা আয়ুধ জাহ্নবীতীরে নীত হইল ; ধীরে ধীরে খড়্গ বিসর্জ্জিত হইল।

বিসর্জ্জনের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে গঙ্গাজলে এক আবর্ত্তের সৃষ্টি হইল। আবর্ত্তে খড়্গ ডুবিল ; ভগবান দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন—এক অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী রমণী মূর্ত্তি ঐ আবর্ত্তের চক্রে চক্রে পদক্ষেপ করিয়া হস্তসঙ্কেতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। ভগবান দাস তীরে দাঁড়াইয়া ছিলেন,—গঙ্গাজলে অবতরণ করিলেন। রমণী চক্ষুর ইঙ্গিতে ডাকিতেছে ; ভগবান দাস দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া জানুজলে অগ্রসর হইতেছেন। রমণী হস্তসঙ্কেত, চক্ষুসঙ্কেত, ওষ্ঠসঙ্কেতে ডাকিতেছে ; ভগবান দাস উরুজলে। রমণী ডাকিয়া ডাকিয়া সরিয়া যাইতেছে ; ভগবান দাস বাহু প্রসারিত করিয়া বুকজলে,—ক্রমে গলাজলে—ঐ মনোমোহিনী রমণী মূর্ত্তি ধরিতে চাহিতেছেন। রূপমুগ্ধ ভগবান দাস জলে মগ্ন প্রায়। তাঁহার সুহৃদ্‌গণ এতক্ষণ তীরে দাঁড়াইয়া এই উন্মাদ আচরণ দেখিতেছিলেন,—তাঁহারা ভয়ত্রস্ত সত্বরপে ভগবান দাসকে তীরে তুলিয়া আনিলেন। তাঁহার শরীর হিম হইয়া গিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত

হইতেছে। মুখে বাক্য নাই; জিজ্ঞাসায় উত্তর নাই। তিনি বহুক্ষণ পরে সুস্থ হইয়া বলিলেন—"কে যেন ডাকিতেছিল,—কিছু না; তোমরা কি সে দিন—শচী বাবুর মেয়ে যে দিন—সেদিন ষ্টেজে কিছু দেখেছিলে?" তাঁহারা বলিলেন—"কোথায় কি, ওঁর মেয়ে অরূপা পরী আশ্রিতা,তা, কি আপনি জানেন না?" ভগবান দাস গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরিচারকগণ ভাগীরথী জলে স্নানান্তে উত্তরীয় ধারণ করিয়া মহাশক্তি নাট্যশালায় ফিরিয়া আসিলেন।

৪ঠা চৈত্রের প্রভাত। মহাশক্তি নাট্যশালার সমস্ত সাজসজ্জা উন্মোচিত হইল। চিত্রগুলি যে যাহা পারিল লইয়া গেল। অপরাহ্ণে ভগবান দাস কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। কোথায় চলিয়া গেলেন কেহ জানিল না, কাহাকেও জানাইলেন না। মহাশক্তি নাট্যশালা শূন্য পড়িয়া রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্পাদকসভা—নীরব বক্তা।

মহাশক্তি নাট্যশালার দ্বার রুদ্ধ হইবার পর একদিন সহকারী সম্পাদক এবং সহযোগী লেখকগণ বাবু শীতলপ্রসাদের গৃহে সমবেত হইলেন। সম্পাদকী টেবিল্ আছে কিন্তু উহাতে দোয়াত কলম কিছুই নাই, দুই দশখানি শাদা শ্লিপ কাগজ পাথরের চাপায় পড়িয়া আছে, শীতল প্রসাদের পুত্র সেই পরিষ্কৃত টেবিলে উঠিয়া উহা বিবিধ উপায়ে আরও পরিষ্কৃত (!) করিতেছে।

শীতলপ্রসাদ, সুলেখক এবং সুবক্তা। সুলেখক তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া লেখনীর কণ্ডুয়নের পথ রুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার * **

পত্র বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, এখন তিনি মৌনী। অঙ্গুষ্ঠ জগন্নাথকে, ভাষা বাগ্দেবীকে দান করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদক নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

নদীতে যদি স্রোত থাকে তাহা একদিকে রুদ্ধ হইলে আর একদিকে প্রবাহিত হয়। অঙ্গুলি গিয়াছে, মাথা আছে; বাক্য গিয়াছে, চিন্তা আছে। মূকের চিন্তার গভীরতা অনেক অধিক।

* * * পত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় হয় নাই। সহকারী সম্পাদক এবং সহযোগী লেখকগণের একটা বৈতনিক অবৈতনিক বৃত্তি গিয়াছে, এখন অবসর সময় অতিশয় গুরুভার।

লেখকগণ উপস্থিত হইবামাত্র সম্পাদক শীতলপ্রসাদ অধিকতর সৌজন্যের সহিত সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। অধিকতর এই জন্য যে পূর্ব্বে সৌজন্য দেখাইবার অবসর ছিল না, কলমেই সকল সৌজন্য শুষিয়া লইত।

সহকারী সম্পাদক। গবর্ণমেণ্ট মুচলিকা তুলিয়া লইয়াছেন, এখন * * * পত্রখানি পুনঃ প্রচার করিলে হয় না?

১ নং সহযোগী লেখক। সুসভ্য, স্বাধীনতার অবতার, হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট, তা না করিবেন কেন? দুই পাঁচ জন রাজপুরুষের যাহাই মত হউক, গবর্ণমেণ্ট আপনার ভ্রম বুঝিবামাত্র তাহার সংশোধন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উদারতা, সরলতা, প্রজাহিতৈষণা ব্যক্ত হইয়াছে।

২ নং সহযোগী। আমাদিগকেও সেই উদারতার ফল সংগ্রহ করা উচিত; * * * পত্রখানি পুনঃ প্রচার করাই সঙ্গত।

শীতলপ্রসাদ ছিন্নাঙ্গুলি-দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী এবং মধ্যমার মধ্যে একটা রৌপ্য মুদ্রা ধরিয়া, সহকারী সম্পাদকের হস্তে তুলিয়া দিয়া, বাম-হস্তে তাঁহার যষ্টিখানি লইয়া, দেয়ালে একখানি লক্ষ্মীমূর্ত্তি ছিল—তাহার

দিকে ইঙ্গিত করিলেন; তাহার পুত্রটী একখানি জাহাজ লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল,—ঐ জাহাজ এক দৌড়ে নীচের চৌবাচ্চার জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলেন; আকাশে ১ এর তলে ২ আঁকিয়া যষ্টিখানি পরিষ্কৃত মেটিংএর উপর লাঙ্গলের ন্যায় চালাইলেন। মুহূর্ত্তে একখানি চেয়ারে মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া পুনরায় আপন ললাটে অর্দ্ধেক লিখিলেন; নিমেষে বামহস্তে বস্ত্রাঞ্চল ভিক্ষাপাত্রের আকারে ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিশূন্য দক্ষিণ হস্ত আকাশে এমনভাবে বামে দক্ষিণে আন্দোলন করিতে লাগিলেন যেন একটী পুরুষ-পরম্পরা উদ্ধৃত শ্লোক—একটী সারগর্ভ বক্তৃতা—মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল।

সহকারী। ভিক্ষায় কেবল চীৎকারই সার, তাহা বুঝি কিন্তু কৃষি-বাণিজ্যের মূলধন কোথায়?

শীতলপ্রসাদ আপন দক্ষিণ হস্ত বামহস্তের উপর মর্দ্দন করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিলেন; দেয়ালে কতকগুলি লোকের চিত্র ছিল; একে একে জানালা দিয়া উহার কয়েক খানি নীচে ফেলিয়া দিলেন, কাঁচ খণ্ড চূর্ণ হইয়া গেল। দেবনাথ বাবুর একখানি তৈলচিত্র অতি সুন্দর ফ্রেমে মণ্ডিত ছিল; উহা মেটিংএ ফেলিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, পুত্রটী উহার ছিন্নাংশ কুড়াইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

সহকারী। ধন এবং মনুষ্যত্বের মূল্যের সম্বন্ধ কি বিপরীত। টাকা সুলভ হইলে কি মনুষ্যত্ব দুর্লভ; মনুষ্যত্ব সুলভ হইলে কি টাকা দুর্লভ!

১ নং সহযোগী। জগতে লোকে ধনেরই পূজা করে। আজ সকল প্রকার কুকর্ম্মান্বিতের টাকা থাকুক, তাহার বিরুদ্ধে সমাজের সহস্র রঘু-নন্দন নির্ব্বাক্; কত উচ্চশ্রেণীর সম্পাদক হয়ত তাহার অনুকূলে লিখিতে থাকিবেন, "আতপান্ন, নিরামিষ, ঘৃতপক্ক, স্বপাক, একাহার—ওরূপ সংযমী কি আর একটী হয়!"

২ নং। এই শ্রেণীর চাটুকার এবং ঐ শ্রেণীর কপটাচারিগণের জন্যই সব পণ্ড হইল।

৩ নং। কেবল তাহাই নহে, "স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে সম্ভজনীয় তৎপর স্বদেশানুরাগ" ইহাই এখন অনেকের জল্পনা হইয়া পড়িয়াছে।

সহকারী। আমরা তবে সংবাদপত্র লিখিয়া করিলাম কি?

শীতলপ্রসাদ ১ নম্বরের কাণ মলিয়া দিলেন; ২ নম্বরের হাত দিয়া নিজের কাণ মলাইয়া লইলেন; একে অন্যকে বীরের ন্যায় আক্রমণের ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। আকাশে একটী প্রকাণ্ড ০ আঁকিলেন।

শীতলপ্রসাদের চক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল; তিনি সকলকে গৃহে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া একখানি সোফায় শুইয়া শরীর ঢাকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বালক দৌড়িয়া নিকটে আসিয়া কোমলহস্তে পিতার চক্ষু খুলিতে লাগিল; বলিতে লাগিল—"বাবা মলে না।"

সহকারী ১ নং সহযোগীকে বলিলেন শীতলপ্রসাদ বাবু সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব হইয়াছেন।

১ নং। এখন করা যায় কি? ভগবান দাস কিছুদিন কলিকাতা মাতাইয়া তুলিয়াছিল; সেও নাট্যশালা বন্ধ করিয়া গেল।

২ নং। ভগবান দাস—এ ব্যক্তিটী কে?

সহকারী। এও একটী নীরব বক্তা, চিত্রগুলিতে অনেকের চৈতন্য হইয়া থাকিবে।

১ নং। আর চৈতন্য! চীৎকারে উহার পরিমাণ করিলে হইয়াছে বটে কিন্তু বল ত তৈলঙ্গ স্বামী অধিক বক্তা কি * * * বাবু অধিক বক্তা? কর্ম্মী কে অধিক?

সংবাদপত্রে লিখিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া সহযোগিগণ আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীপদ বাবু শিমলায়; প্রতাপচন্দ্র শ্রীপদের প্রভাবে রাজনৈতিক গণ্ডী হইতে একটু দূরে দূরে অবস্থিতি করেন। সংবাদপত্রের অভাবে শীতলপ্রসাদ এবং তাঁহার সহযোগিগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। শচীপতি বাবু এখন কাশীতে। পুষ্পতত্ত্ব এবং অরূপা প্রসঙ্গে যে প্রেত-তত্ত্বের আলোচনা হইত, তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দেবনাথ বাবু উইল চিন্তায় মগ্ন। তিনি উইল সিদ্ধ হইলে কি কি জনহিতকর অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহার এক নির্ঘণ্ট প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে "অরূপা অনাথ আশ্রম" একটী। "অরূপা অনাথ আশ্রম" প্রস্তাবে দেবপ্রসাদের সুহৃদ্‌গণের সহানুভূতির স্রোত কাটা-গঙ্গার ন্যায় দেবনাথের দিকে প্রবাহিত হইল। সহৃদয় ব্যক্তিগণ "অরূপা অনাথ আশ্রম" প্রতিষ্ঠার দিন গণিতে লাগিল।

অরুপা।

তৃতীয় খণ্ড—মুক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রতনমণি ম'শায়ের সাক্ষ্য।

দীর্ঘ দুই বৎসর ব্যাপিয়া ফরিদপুরের জজ আদালতে উইলের মোকদ্দমার তারিখের পর তারিখ পড়িতে লাগিল। কাণপুর, কাশী, কলিকাতা হইতে রতনমণি ম'শায় এবং দেবনাথের পক্ষে অনেক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছেন। রতনমণি ম'শায়ের সাক্ষ্য আবশ্যক। উভয় পক্ষে দুইজন উকীল এবং কমিশন সাক্ষ্য গ্রহণ জন্য ভাগবতপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। গৃহের চারি দিকে অনেক লোক কৌতূহল বশতঃ সমবেত হইয়াছে; কিন্তু কেহই গৃহের ভিতর প্রবেশাধিকার পাইতেছে না। রতনমণি ম'শায় চিকের অন্তরালে বসিয়া সাক্ষ্য দিতেছেন।

কমিশন। আপনার নাম?

রতনমণি। সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি, এরূপ ধারার ত অনেক প্রশ্ন আছে, সবগুলি লিখিয়া লউন।

কমিশন। আপনার পিতার আপনার নামে এই উইল করিবার কারণ কি?

রতনমণি। কোন কারণ ছিল না; বাবা জীবিত কালে দেবপ্রসাদের মতিগতি দেখিয়া পৌত্রের নামে এক উইল করেন; শেষে সে উইল ছিঁড়িয়া ফেলেন; হঠাৎ পৌত্রের মৃত্যু হয়; বাবা কাশী চলিয়া যান; তাঁহার সন্দেহ থাকে,—পাছে দেবপ্রসাদ তাহার মনের মত কোন কোন

কার্য্যের জন্য দেবনাথ বাবুকে এক উইল লিখিয়া দিয়া যায়, তাই তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে সজ্ঞানে এই উইল করিয়া গিয়াছেন।

কমিশন। তবে দেবপ্রসাদের দেবনাথের নামে উইল সত্য?

রতনমণি। সম্পূর্ণ মিথ্যা; দেবনাথ—কারণগুলি দিলে হরমুতের খেসারতে না পড়িলে—

দেবনাথের উকীল। I object

রতনমণি। উইল শ্রীপদ, প্রতাপ এবং শীতল বাবুর নামে করে। তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছিলেন।

রতনমণির উকীল। দেবনাথ বাবু আপনার নিকট কোন লোক পাঠাইয়াছিলেন কি না?

রতনমণি। তিনি পাঠাইয়াছিলেন কি না জানি না; একজন আসিয়া বলিয়াছিল,—দেবনাথ বাবু পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইলে আপোষ করতে পারেন।

কমিশন। আপনি কি উত্তর দেন।

রতনমণি। পঞ্চাশ হাজার! পাঁচটী কপর্দ্দক দিয়াও দেবনাথের সঙ্গে আপোষ করিব না। আমার সত্য উইল, আমি ত তাঁহার নিকট আপোষের প্রস্তাব করি নাই। তিনি এক বৈঠকে বলিয়াছিলেন,—তিন জনের নামে না হইয়া এক জনের নামে হইলেই ভাল হইত,—সে সাক্ষী আদালত পাইয়াছেন।

কমিশন। এই উইলে যে আপনার পিতার স্বাক্ষর তার প্রমাণ কি?

রতনমণি। এ সম্বন্ধে অনেকে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাঁর অনেক স্বাক্ষর দেওয়া হইয়াছে।

দেবনাথের উকীল। সে সকল স্বাক্ষর যে জাল নয় তার প্রমাণ কি?

রতনমণি। তা অপর পক্ষেও হইতে পারে।

কমিশন। থামুন।

রতনমণি ম'শায় দেওয়ান রঘুনাথকে ডাকিলেন। দেওয়ান এক-তাড়া কাগজ লইয়া উপস্থিত হইলেন।

রতনমণি ম'শায় চিকের অন্তরাল হইতে জপমালা-ধৃত হস্তে ঐ কাগজের তাড়া ধরিয়া বাহিরে রাখিলেন;—বলিলেন, "আদালত দেখুন, এই দলিলগুলির প্রত্যেক খানির চারি কোণে এবং মধ্যে আঙ্গুলের ছাপ আছে কি না? নীচে হাতের গাদার ছাপ আছে কি না? এই সকল দলিল এক সনের নয়, বহু সনের পুরাতন।

কমিশন এবং উকীলদ্বয় বেশ করিয়া দেখিলেন,—আঙ্গুলের ছাপ-গুলি মিলাইয়া দেখিলে ঠিক একখানি পাঞ্জা হয়।

রতনমণি। উইলের পৃষ্ঠায় দেখুন। কমিশন এবং উকীলদ্বয় দেখিয়া অবাক্ হইলেন—উইলের পৃষ্ঠার পাঞ্জায় এবং এই সকল পাঞ্জায় একটুকুও প্রভেদ নাই।

রতনমণি। বাবা ইংরেজ পল্টনে রসদ যোগাইতেন, হুসিয়ার লোক বলিয়া সাহেবগণ—সব পাঞ্জা তাঁর হাতের—

রতনমণি চক্ষু মুছিলেন, বলিলেন—"দেবনাথ বাবুর উপস্থিত উইলে একটী পাতা নাই যাহাতে এই ধারা আছে যে, প্রিয়প্রসাদকে পাওয়া গেলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তাহার হইবে। এসম্বন্ধে সাক্ষী দেওয়া হইয়াছে।"

রতনমণি ম'শায় "সদাশিব হে তুমি জান" বলিয়া মালা মাথায় তুলিলেন।

কমিশন এই স্থানে সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করিলেন। তাঁহারা তখনই ফরিদপুর চলিয়া যাইতে চাহিলেন। রতনমণি ম'শায় দেওয়ানজীকে তাঁহাদের আহারের আয়োজন করিতে বলিয়া সবিনয়ে অনুরোধ

করিলেন। দেওয়ানজীকে বলিলেন, "দেবনাথ বাবুর উকীল বাবুর আদরের যেন কোন ক্রটী না হয়।"

কমিশন, দেবনাথ বাবুর উকীলের কাণে কাণে বলিলেন, "ঐ টুকু আপনার I object এর পুরস্কার।"

উকীল। সাবাস স্ত্রীলোক,—নামের যোগ্য বটে!

কমিশন ফরিদপুর চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে বিচারে হরপ্রসাদের উইল সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইল। জজ সাহেব দেবনাথ বাবুর জাল উইল সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আদেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবনাথ ও অনিলকুমার।

ফরিদপুর জাল উইল সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান চলিতেছিল, দেবনাথ বাবু চতুর কৃতকর্ম্মা সেরেস্তাদারের সাহায্যে সূচনাতেই তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; এখন আর সে ভয় নাই! তিনি সময়ের বাতাস বুঝিয়া পাল তুলিয়াছেন, জীবনতরী অতি উত্তম চলিয়াছে।

যে নদী গৃহস্থের ঘর বাড়ী ভাঙ্গে সে বড় নদী। যে পীড়ন করিয়া পরের ধন আত্মসাৎ করে, সে বড় লোক। দেবনাথ বড় লোক। কত লোকের ভূমি বেদখল করিয়াছেন, কত লোকের গচ্ছিত ধন অম্লান বদনে অস্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার নিন্দা হয় নাই; অকারণে দরিদ্রের নিন্দা ঘটে; ধনীর তস্কর অপবাদ কেহ বিশ্বাস করে না। ঐশ্বর্য্যের আড়ালে তস্করতা—ছায়ার তলে ছায়া, ধরিবার উপায় কি?

দেবনাথ বাবু কেবল এই দুই পথে ধনী নহেন। জমিদারী, কোম্পানির কাগজ, ব্যবসা, বাণিজ্য—লক্ষ্মী সহস্র পথে দেবনাথের গৃহে ধন বহিয়া আনিতেছেন। লোকে গোপনে আরও অনেক কথা বলিয়া থাকে। দেবনাথ ধর্ম্মযোগের রাজ্য, কর্ম্মযোগের রাজ্য উত্তীর্ণ হইয়া এখন ভোগের রাজ্যে উপস্থিত।

বহুবাজারে দেবনাথ বাবুর একখানি ত্রিতল বাড়ী আছে। কিন্তু তাহা এখন ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে। ঐশ্বর্য্য আয়তন চাহে। টাকাটা ট্যাঁকে চলে, সহস্রের জন্য সিন্ধুক চাই। তিনি টিভলী গার্ডেনের অনতিদূরে আজ কতিপয় বৎসরের উদ্যোগে বহু অর্থব্যয়ে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার চতুর্দ্দিকে ফুল ফলের কয়েকটী উদ্যান। এই সমস্ত উদ্যান বেষ্টন করিয়া একটী তরুণ দেবদারুবীথি। এই বলয়াকার বীথিকা পশ্চাতে রাখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র ছন্দের একটী প্রশস্ত পরিখা—রজতশুভ্র পরিখার বক্ষে সম এবং সুদূর ব্যবধানে পঞ্চসংখ্যক সুরম্য হর্ম্ম্য শোভা পাইতেছে। পরিখার নির্ম্মল জল স্পর্শ করিয়া চতুঃসংখ্যক সুরক্ষিত সুশোভিত সেতু, পঞ্চ হর্ম্ম্যকে প্রণয়শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তীর হইতে এই সকল অট্টালিকায় উঠিবার কোন সেতু নাই; সখের তরণী পরিখার উভয় পার্শ্বে প্রতীক্ষা করিতেছে।

এই পঞ্চ অট্টালিকার আভ্যন্তরিক ঐশ্বর্য্যের কথা এখন থাকুক; দেবনাথ বাবুর এই নূতন বাসভবনের বহির্দ্দেশে যে দিকে চাহিবে সেই দিকেই কেবল ভোগ, কেবল বিলাস, কেবল ভোগ, কেবল বিলাস।

এই নূতন গৃহ প্রবেশের আর এক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে। এখনও রাজমিস্ত্রিগণ প্রাসাদের স্থানে স্থানে ধীরমন্থরহস্তে কর্ণী প্রয়োগ করিতেছে; সূত্রধরগণের হাতুড়ীর শব্দ শুনা যাইতেছে; মর্ম্মর প্রস্তর কর্ত্তনে টুংটাং ঠুংঠাং শব্দ হইতেছে; চিত্রকর তুলিকা চালাইতেছে;

মালি ময়দানে যন্ত্রযোগে তৃণাগ্র ছেদন করিতেছে; মালিনী বৃক্ষতলে উদ্যানপথে তানলয়ে দুই হস্তে যুগল সম্মার্জ্জনী চালাইতেছে। দেবনাথ বাবু সকলের কার্য্য দেখিয়া যাহার যাহা করিবার বলিয়া যাইতেছেন।

তখনও সূর্য্যের শেষ রশ্মি নূতন প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায় ক্রীড়া করিতেছে, সরোবরের মৃদু তরঙ্গে সাঁতার খেলিতেছে। পরিখার দূর কর্ণে বটচ্ছায়ায় একখানি তরণী সংবদ্ধ ছিল; দেবনাথ বাবু ধীরে ধীরে ঐ নৌকায় উঠিলেন; কক্ষে প্রবেশ করিয়া মুক্ত বাতায়ন পথে চাহিয়া দেখিলেন, ডাক্তার অনিলকুমার তীরে প্রতীক্ষা করিতেছেন। দেবনাথ বাবু তাঁহাকে নৌকায় আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

অনিলকুমার। আপনি গৃহপ্রবেশ কাণ্ডে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন।

দেবনাথ। দিন নিকটে।

অনিল। কবে?

দেবনাথ। আগামী বুধবার।

অনিল। ব্যাপারও যেমন, হয়ত আয়োজনও সেইরূপ হইতেছে। সকল দলেরই ত নিমন্ত্রণ হইবে?

দেবনাথ। তা কই?

অনিল। ব্রাহ্মগণ?

দেবনাথ। আপনার ছেলে বেলার পোষাক গায় হয় কি?

অনিল। রাজনৈতিক দল।

দেবনাথ। ভাত শেষ, পাতে দরকার?

অনিল। তবে কে, কে?

দেবনাথ যেন প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন না; অবান্তরিক অধিক কথার লহর তুলিবার সুযোগ প্রদান করা তাঁহার অভ্যাস নহে। তিনি জানেন, বিধাতা নাকে কাণে কপাট দেন নাই, কিন্তু রসনার কক্ষ

বত্রিশ দন্তে এবং দুইখানি ওষ্ঠের কপাটে আবদ্ধ থাকে; লঘু প্রয়োজনে তাহা খুলিতে নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মনে ক'রে?"

অনিল। আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। সব কথা এক দিন আপনাকে বলিয়াছি।

দেব। তার পর।

অনিলকুমার। স্বর্ণরেখা এখন কাশীতে।

দেব। তার পর।

অনিল। কত বৎসর গেল, আমি কিন্তু তার ভরসা এখনও ছাড়িতে পারিতেছি না। আমার বিশ্বাস, একবার হাতে আসিলে সে অসম্মত হইবে না।

দেব। তার পর।

অনিল। আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, কাশীতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং'র সন্ধান লইয়াছি, কালীঘাটেও তত্ত্ব লইয়াছি। কুমারী, বিধবা, বিবাহিতা, সংগ্রহে ইহারা সিদ্ধ-হস্ত, ইহাদের* ব্যবসায় বিস্তৃত। বহুলোক ইহাদের অধীনে কার্য্য করে। আদেশ পাইলে বাঙ্গালার সকল স্থানে ইহারা গ্রাহকগণের মনোমত স্ত্রীলোক পাঠাইয়া থাকে। আমি পাপ আচরণ করিতে চাই না, বিবাহ করিতে চাই। আপনি একটু সহায়তা করিলেই হইতে পারে।

দেব। কিরূপ?

অনিলকুমার তাঁহার আসন দেবনাথ বাবুর আসনের নিকটে টানিয়া লইলেন, কাণের কাছে মুখ লইয়া চুপে চুপে তাঁহার মনের কথা বলিলেন, একটু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন; "আপনার পরিবার এ বাড়ীতে কবে আসিবেন?"

দেব। সেই দিন।

অনিলকুমার আবার দেবনাথ বাবুর কাণে কাণে কতকগুলি কথা বলিলেন।

দেব। তা হবে।

অনিলকুমার দেবনাথ বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় হইলেন। দেবনাথ বাবু দুইজন ভৃত্য ডাকিলেন। তাহারা নৌকা বাহিয়া লইল। তিনি পরিখার মধ্যস্থলে প্রথম হর্ম্ম্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপর দ্বিতীয়, ক্রমে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ভবন দেখিয়া আর একখানি নৌকায় উঠিয়া তীরে অবতরণ করিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তীরে নামিবার সময় তাঁহার মুখে একটী কথা শুনা গেল "—এও এক উত্তম।" সেদিন অমাবস্যার অন্ধকার ছিল, কথাটা অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যেন পূর্ণিমার চন্দ্র উঁকি দিতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জুমন।

বারাণসী দশাশ্বমেধ-ঘাটের অদূরে দক্ষিণে একখানি দ্বিতল গৃহে শচী-পতি এবং স্বর্ণরেখা বাস করিয়া থাকেন। গৃহের সম্মুখে গঙ্গা স্পর্শ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র বাগান; বাগানের প্রান্তে অপ্রশস্ত সোপানস্তর পুণ্য স্রোতে অর্দ্ধ অবগাহন করিয়া রহিয়াছে। গৃহে একটী বালক ভৃত্য —নাম জুমন। সময়ে সময়ে এই বালকের একটী পরিচিত আত্মীয় রামলাল জুমনের তত্ত্ব লইবার জন্য যাতায়াত করে। একজন দ্বারবান ও একজন দাসী আছে। ফুল এবং গঙ্গাজল আনিয়া দিবার জন্য ইহাদের আবশ্যক হয় না। স্বর্ণরেখা স্বয়ং বাগানের ফুল ও ঘাটের

গঙ্গাজল তুলিয়া আনেন। বাঙ্গালীটোলার বাজারে দ্রব্যসামগ্রী অতি সস্তা, শচীপতি স্বয়ং সমস্ত ক্রয় করেন। এক গোয়ালিনী নিত্য দধি, দুগ্ধ যোগাইয়া থাকে। গোয়ালিনী মণিয়া—যুবতী, সুন্দরী; দধি দুগ্ধ নবনীতের স্পর্শে তাহার সৌন্দর্য্যে একটা সৌরভ আছে। মণিয়া "নির্মাভি" বস্ত্র পরে না। তাহার স্বজাতিগণ তাহাকে একটু ভিন্ন চক্ষে দেখে, বাঙ্গালী বলিয়া সময়ে সময়ে উপহাস করে। মাড়ওয়ারীর পুষ্ট অঙ্গে রঙ্গিণ বুটাদার ছিটের নিবদ্ধ কাঁচুলী, পরিধানে বাঙ্গালী ছন্দ, অতি উত্তম দেখায়। স্বর্ণ ডাকে "মণি দিদি", মণিয়া ডাকে "সোণা দিদি" স টী ছএর উচ্চারণ ধরিয়া ডাকটী বড় মিষ্ট শুনায়। উভয়ে জাহ্নবী-যমুনা ভালবাসা। স্বর্ণরেখা দেশে যাইবে শুনিয়া মণিয়া অতিশয় অধীর হইয়াছে। রামলাল যেন কি ভাবিয়া ঘন ঘন আসিতেছে।

মধ্যাহ্নে স্নান, আহ্নিক এবং আহার শেষ করিয়া শচীপতি এক কক্ষে নিদ্রা গিয়াছেন; স্বর্ণ গঙ্গার দিকে বারেন্দায় আসিয়া বসিয়াছেন; একটী পাত্রে, বিড়ালের দুইটী ছানাকে দুধ খাইতে দিয়াছেন। জুমন মনোযোগের সহিত ছানা দুটী দেখিতেছে এবং চক্ চক্ শব্দ শুনিতেছে।

এই সময়ে মণিয়া "সোণা দিদি" বলিয়া উপস্থিত হইল।

স্বর্ণ রেখার সঙ্গে মণিয়া, রামলাল ও জুমনের যে কথা হইতেছিল তাহা হিন্দি ভাষায়। কিন্তু আমরা এস্থলে পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে বাঙ্গালাতেই উদ্ধৃত করিলাম।

স্বর্ণ। আমি মণি দিদিকে আমাদের বাঙ্গালা দেশে নিয়ে যাব।

মণিয়া। আমি—জুমনকে আমার বাড়ী নিয়ে যাব। আমি বাঙ্গালা দেশ দেখেছি—সেখানে বড্ড জ্বর হয়।

স্বর্ণ। বাঙ্গালা কোন্ জেলা? কিরে জুমন, যাবি?

মণিয়া। জেলা নদীয়া। জুমন কথা বলিস্ না যে, যাবি?

ঝুমন একবার স্বর্ণরেখার মুখের দিকে চাহিল, আবার মণিয়ার মুখের দিকে তাকাইল, পুনরায় স্বর্ণরেখার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া বলিল, "আমি যাব না।"

মণিয়া। সোণা দিদি যাদু জানে রে, যাদু জানে। কেন যাবি নে? সোহাগী গাই দেখবি, ভাল খাবি, ভাল পরবি।

সোহাগী গাইর কথায় স্বর্ণরেখা পলকে অতীতের একটা সুখ ও শোকের রাজ্যে পৌঁছিলেন। মণিয়া ও ঝুমন কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। স্বর্ণ চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে রামলাল আসিল।

মণিয়া। রামলাল দাদা, আমি বলি ঝুমন তুই চল, ঝুমন শোনে না। সোণা দিদি যাদু জানে রে, যাদু জানে।

রামলাল। ঝুমন, যাবি, না যাবি না। মা ওর কপাল বড় মন্দ, বিশ্বেশ্বরের কৃপায় বেচারা বেঁচে গিয়েছে। মা এতকাল ওকে পেলেছেন, এখানে ও বড় সুখে আছে।

স্বর্ণ। বেঁচে গিয়েছে, একথার অর্থ কি রামলাল?

রামলাল। মণিয়া তুই একথা জানিস না? মাকে এতদিন বলিস্ নাই?

মণিয়া। আমি কি জানি? সোণাদিদিকে ওকথা বলো না।

বিড়ালছানার দুধ খাওয়া অনেক ক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছে। ছানা দুটী ঝুমনের আঙ্গিয়া বহিয়া মাথায় উঠিয়া পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যাইতেছিল, পুনঃ পুনঃ উঠিতেছিল। ঝুমন ছানা দুটীকে কোলে লইয়া "আরে কোকো, যারে কোকো, জঙ্গল পাকা বের। বাবা বেরা খানে মাজা দামরী কো দো সের॥" বলিয়া সোহাগ করিতে করিতে রামলালের নিকটে গিয়া বসিল।

রামলাল। কি রে জুমন, কিছু মনে আছে? ও ছেলে মানুষ ওর কি মনে থাকবে।

স্বর্ণ। লসমীয়া আমাকে ত কিছুই বলে নাই। জুমন, দেখত বাচ্চা, বাবা উঠেছেন কি না?

রামলাল। ও কি বলবে, লসমীয়া জুমনের মা নয়।

স্বর্ণ। লসমীয়া ত আমাকে বলেছে সে-ই তার মা।

রামলাল। সেত বলবেই।

জুমন লসমীয়াকেই মা বলিয়া জানিত, কিন্তু মা বলিয়া মনে করিত না, তাহার প্রাণে কি যেন একটা আঁধার খেলিত। স্বর্ণ জানিতেন, লসমীয়াই জুমনের মা,—গরীব—ছেলেটী তাহাকে পালিতে দিয়াছে।

জুমন শচীপতির ঘরের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রামলালের দিকে আরও সরিয়া বসিল।

মণিয়া স্বর্ণরেখার কেশে হাত বুলাইয়া "সোণা দিদি এ ভালা না" বলিয়া আপনার বেণীবদ্ধ কেশ খুলিয়া তাহার শেষ অংশ স্বর্ণরেখার শির হইতে পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দিল। আগুল্ফ লম্বিত গুচ্ছবদ্ধ মণিয়ার কেশদাম ঘন মেঘের ন্যায় স্বর্ণরেখার পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িল।

স্বর্ণ। মণি দিদি, তোমাকে আর জুমনকে—দুজনাকেই কলিকাতা নিয়ে যাব। কেমন রামলাল, তুমি কি যাবে? রাত্রে একবার এস; মণি দিদি, তুমিও এস।

তখন আর কোন কথা হইল না। মণিয়া ও রামলাল চলিয়া গেল। অপরাহ্নে শচীপতি বাহির হইলেন না। সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গেলেন না। স্বর্ণরেখা রন্ধন করিলেন, পিতাকে এবং জুমনকে আহার করাইলেন। আপনি পিতার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া

অন্যান্য কাজ কর্ম্ম সারিয়া কক্ষে বসিয়া "শান্তি শতক" পড়িতে লাগিলেন।

সে দিন শুক্লা চতুর্থী; প্রহরের পর, গঙ্গা-স্রোত প্লাবিত করিয়া চন্দ্র উঠিল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে মণিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণ দেখিয়া আসিলেন,—জুমন ঘুমাইয়াছে। রামলালের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বর্ণ মণিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জুমনের সম্বন্ধে বিষয়টা কি? মণিয়া কিছু বলিল না; কেবল জানাইল "সে অনেক দিনের কথা, আমার কিছুই মনে নাই, শুনেছি রামলালের কাছে কি এক কাগজ আছে, রামলাল সেই কাগজ দেখিয়ে মধ্যে মধ্যে লসমীয়ার কাছে টাকা আদায় করে। টাকা না দিলে, বলে পুলিশে খবর দেব।

স্বর্ণরেখা এই সমস্ত সন্দেহজনক কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, পিতাকে ডাকিলেন, এবং মণিয়ার কথার মর্ম্ম তাঁহাকে জানাইলেন, ইহাও জানাইলেন, রামলালের এখনই আসিবার কথা আছে।

রামলাল আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার সঙ্গে আর দুইজন আসিল। ঐ দুইজন নীচে রহিল; রামলাল উপরে আসিল।

রামলাল বসিবার পূর্ব্বে স্বর্ণরেখা এবং শচীপতির ঘর দুইখানি উত্তমরূপে দেখিয়া লইল, বারেন্দায় দাঁড়াইয়া একবার গঙ্গার দিকে তাকাইল। সকলেই বারেন্দায় বসিলেন।

স্বর্ণ। এস, বস রামলাল, আর দুই জন লোক তোমার সঙ্গে এসেছে কেন?

রামলাল। আমি এখন হাতি ফটকা থেকে অনেক দূরে গিয়েছি, রাত্রে একাকী যেতে হবে বলে আমার আত্মীয় দুই জন লোক সঙ্গে এনেছি।

স্বর্ণ। জুমনের কথা কি জান?

রামলাল। এসম্বন্ধে আমি কিছুই বলবো না। কোন রকম গোলমাল হয় এ আমার ইচ্ছা নয়। মা তুমি এই ছেলেটাকে ভাল বাস, আমিও ভালবাসি। মণিয়া বলে থাকবে আমার নিকটে এক খত আছে, সে খত নহে এক জবানবন্দী। আমি ঐ জবানবন্দী তোমাকে দিয়ে কাশী থেকে চলে যাব। কিন্তু এই জবানবন্দীর জন্যে আমাকে এক শ টাকা দিতে হবে।

শচীপতি। সে খত এখন তোমার কাছে আছে?

রামলাল। এক শ টাকা বাবুর নিকটে আছে?

শচী। টাকা না দিলে খত দেখাবে না?

রামলাল। আমি বাবুকে জানি, বাবুও আমাকে জানেন।

মণিয়া। রামলাল, আমি তোমাকে একশ টাকা দেবো, তুমি খৎ বাবুকে দেও।

স্বর্ণরেখা একবার ভাবিলেন, একশত টাকা দেখাইয়া তখনই ঐ জবানবন্দী লইয়া নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ হইবেন। আবার ভাবিলেন, রাত্রিতে টাকার প্রসঙ্গ উপস্থিত না করাই সঙ্গত; এত টাকা ঘরে আছে জানিলে বিপদ ঘটিতে পারে; ইহারা তিন জন, কি উদ্দেশ্য কে জানে? কাহার মনে কি আছে? স্বর্ণরেখা বলিলেন, "মণিয়া টাকা দিলে তুমি ও কাগজ দেবে ত?

মণিয়ার যৌবনোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল চন্দ্রকরোদ্ভাসিত গঙ্গাজলের ন্যায় টল টল করিতেছে; রামলাল তাহার দিকে একবার তাকাইল।

মণিয়ার মুখের ভাব তখন এমন হইয়াছে, রামলাল সম্মত না হইলে উহা নিমিষে অমাবস্যা অপেক্ষাও বিষণ্ণ হইয়া উঠিবে। রামলাল উহা সহিতে পারিতেছে না।

স্বর্ণ। রামলাল টাকা পাবে, চিন্তা নাই।

রামলাল নিশ্চল। মণিয়ার হাতে দুইগাছি সোণার পৈঁছা ছিল। মণিয়া উহা খুলিয়া রামলালের হাতে দিল, বলিল, "পাঁচ ভরি, আকবরি" এক শ টাকা দিয়ে আমি পৈঁছা ফিরে আনব।

রামলাল নিত্য-নবনীত-স্পর্শ-কোমল মণিয়ার হাতে পৈঁছা পরাইয়া দিল। তাহার শরীর তখন কাঁপিতেছিল। গোয়ালা আহিরী চিত্তবেগ সংবরণ করিয়া শচীপতিকে বলিল, "কাল আপনি মণিয়ার নিকটে খত পাবেন; আপনার ইচ্ছা হইলে রাখবেন, বা গঙ্গায় ফেলে দেবেন; জুমনের হিসাব চুকাইয়া দিবেন। আর এক কথা বলি, কাশীতে আর বেশী দিন আপনার থাকা ভাল নয়; শীঘ্রই জুমনকে নিয়ে দেশে চলে যাবেন।

রামলাল আর সেখানে থাকিল না, সেলাম দিয়া বিদায় হইল, মণিয়াকে বলিল, "তুই থাকবি, না যাবি?" উত্তরে এক মুহূর্ত্ত গৌণ হইল; রামলাল মণিয়ার প্রতীক্ষা না করিয়া দোতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিল, সঙ্গীদ্বয়কে লইয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন বিপদ।

তখনও অর্দ্ধ প্রহর রাত্রি আছে। বাঙ্গালীটোলার পথে প্রদীপের পাণ্ডুরোগ হইয়াছে, আলোক নিষ্প্রভ। গঙ্গাস্নানার্থিগণ দল বাঁধিয়া, "শিব শম্ভু বিশ্বেশ্বর" "অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর" বলিতে বলিতে দশাশ্বমেধ এবং কেদারেশ্বর ঘাটের দিকে ছুটিয়াছে। বক্রপথে অন্ধকারের সুযোগ বুঝিয়া যাত্রীরূপী চতুর তস্কর দুই একটী দলভ্রষ্ট অসাবধান পথিকের কিম্বা

সদ্যঃসমাগত তীর্থযাত্রীর ব্যাগ বোচ্‌কা চুরি করিয়া পলাইতেছে; চারিদিকে ধর্ ধর্ কান্না হাটি শোর গোল পড়িয়া যাইতেছে; কখনও "রাম নাম সত্য হ্যায়" "গোবিন্দ নাম সত্য হ্যায়" বলিতে বলিতে খোল করতাল ধ্বনি করিতে করিতে, শববাহীদল মণিকর্ণিকার দিকে চলিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে দ্বিতলে ত্রিতলে অধিবাসিগণের অনেকে জাগ্রত হইয়াছে, একতলে দোকান প্যাট সব বন্ধ।

এই সময় পাঁচজন কনেষ্টবলসহ একজন সবইন্‌স্পেক্টর কুকুরগলির পথে প্রবেশ করিল। সবইন্‌স্পেক্টর এবং একজন কনেষ্টবল শচীপতি বাবুর বাসার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই জন তাঁহাদের ঘাটের দুই দিকে স্থান লইল; দুইজন গৃহসংলগ্ন একটী নিম্ব বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আশ্রয় লইল—নীরব, নিস্তব্ধ।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। স্বর্ণরেখা উঠিয়া ফুল তুলিবার জন্য বাগানে প্রবেশ করিয়াছেন,—বাগানের উভয় পার্শ্বে এত প্রত্যূষে দুই জন কনেষ্টবল দেখিয়া তিনি একটু দ্রুতপদে পুনরায় উপরে চলিয়া গেলেন, পিতাকে ডাকিলেন। শচীপতি উঠিয়া বারেন্দায় আসিয়া দেখিলেন, দুই জন কনেষ্টবল সদর দ্বারে লোহার হাতকড়া বাজাইতেছে। শব্দ শুনিয়া দ্বারবান ও চাকরাণী চমকিয়া উঠিল। একজন কনেষ্টবল বাজখাঁই সুরে ডাকিল, "শচী বাবু ঘর হ্যায়"—

দ্বারবান্ দ্বার খুলিয়া দিল, এদিকে শচীপতি উপর হইতে নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সবইন্‌স্পেক্টর। আপনার নাম শচী বাবু, এখানে ঝুমন নামে কোন বালক আছে?

শচী। হাঁ আমার নাম—ঝুমন—

সবইন্‌স্পেক্টর। কি বল্‌ছেন, ঝুমন এখানে আছে কি না? সত্য

কথা বলুন ; এই ওয়ারেণ্ট দেখুন, অভিযোগ—বালক গুম্ করা,—সহজে না দিলে অগত্যা অন্দরে প্রবেশ করিয়া "লেকড়া" বাহির করতে হবে।

সবইন্‌স্পেক্টর ওয়ারেণ্ট শচীপতির হাতে দিল, এবং কনেষ্টবল সদর্পে লোহার দুই হাত-কড়া ভিতরে রোয়াকের উপর ঝণাৎ শব্দে স্থাপন করিল।

সবইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে একটা বিলাতি কুকুর ছিল ; কুকুর এতক্ষণ নীরব ছিল, এখন ঘোর রব করিতে লাগিল। কতকগুলি বাঙ্গালী কুত্তা তাহার শব্দে আসিয়া সমবেত হইল ; উহারা ঐ বিলাতি কুত্তাটা এবং অপরূপ পুলিশগুলিকে আক্রমণের চেষ্টায়, আস্ফালন, ভূমিকর্ষণ এবং তর্জ্জন গর্জ্জনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। তখন পল্লীর কেহ উঠিয়াছে, কেহ উঠে নাই ; কেহ মুখ ধুইয়াছে, কেহ ধোয় নাই। বিষয়টা কি জানিবার জন্য বালক বৃদ্ধ বহু লোক আসিয়া সমবেত হইল। পল্লীর অভিভাবক স্থানীয় বৃদ্ধ তীর্থবাসী পেন্সনপ্রাপ্ত রায় শ্রীনাথ বাহাদুর শচীপতির নিকট হইতে ওয়ারেণ্ট লইয়া দেখিলেন—অভিযোগ—বালক গুম ও মারপিট,—তারিখ পূর্ব্ব রাত্রি, ফরিয়াদী— ভীমা গোয়ালা।

শচীপতি স্তম্ভিত হইলেন ; ভীমা গোয়ালা কে, তিনি কিছুই জানেন না। সমস্তই ষড়যন্ত্র। তখন উপর তলায় কান্নার রোল শুনা যাইতেছিল। শচীপতি উপরে চলিলেন।

সবইন্‌স্পেক্টর। পালাবেন না, এখানে থাকুন।

"আপনি অপেক্ষা করুন, আমি এই আসিতেছি, পালাইব না, পালাইবার কোন প্রয়োজন নাই ; গাছের ডালে, গঙ্গার জলে প্রহরী দেখিতেছি ; জুমন এখানেই আছে। ঘরে আমার একটী কন্যা আছে ; তাহার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া জুমনকে লইয়া আসিতেছি।"

সব ই। রামদীন, গোকুল পাঁড়ে, দুই জন সঙ্গে যাও।

দুই জন কনেষ্টবল উপরে যাইতে উদ্যত দেখিয়া—কাশীর দুই বাঙ্গালী-বাবু-গুণ্ডা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল, বলিল "দেখ, ইয়ে ডাণ্ডা, উপর জানেছে, শির তোড় দেগা।" পাঁচ জন কনেষ্টবল সহ সবইন্‌স্পেক্টর সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল—সিঁড়িসঙ্কটে তখন দ্বিতীয় মেরাথন।

এই সময়ে মণিয়া জনতা ভেদ করিয়া উভয় দলের মধ্যে উপস্থিত হইল।

সব ই। আরে তু কাঁহাছে রে ?

মণিয়া। রে দাদা, চিড়িয়াভি নেহি বোলি হ্যায়, এতনা সবেরে এতনা হল্লা কেঁও ?

রামসিংহ। সুরৎ সে কই কাম নেহি হোগা।

মণিয়া। কিসিকি সুরৎ সে আলবৎ কাম হোগা।

মণিয়া পলকে উপরে চলিয়া গেল, পলকে আসিয়া সবইন্‌স্পেক্টরকে ছুইয়া দাঁড়াইল। সাপের মাথায় যেন ধূলা পড়িল। সবইনস্পেক্টর একটু শান্ত সুরে ডাকিল মাধো সিং, হরি সিং—মণিয়ার দিকে একটু প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "দো আঁখি, দো ক্যাণ, দো হাত, দো পা, এক মু, এক নাক।"

মণিয়া পুনরায় উপরে ছুটিয়া গেল, পুনরায় আসিয়া সবইনস্পেক্টরকে ছুইয়া দাঁড়াইল।

দ্রব্যের গুণ, ইন্দ্রজাল।

সব ই। এত গোলযোগ কিসের ? এখানে খুনও হয় নাই জখমও হয় নাই ; আপনারা সকলে বাহিরে যান ; এই বুড়ো বাবু থাকুন। শচী বাবুকে বলুন সব ঠিক করে জুমনকে লইয়া আসুন। চিন্তা কি—মণিয়া।

মণিয়া তাহার আঁচল হইতে লইয়া কিছু চুণা, কিছু তামাকপাতা এই ভোজপুরীগুলিকে বাঁটিয়া দিল।

তখন উপরে বর্ষা হইতেছিল। শচীপতি, স্বর্ণরেখা এবং জুমন। এত দিন স্বর্ণরেখা জুমনকে পুত্রের ন্যায় পালন করিয়াছেন। লোকে যত্ন করিয়া শোক দুঃখ ভুলিতে পারে না, নূতনে চিত্ত সমাবেশ পুরাতন ভুলিবার মহৌষধ। জুমনকে লইয়া স্বর্ণরেখা অতীতের অনেক আঘাত ভুলিয়া গিয়াছেন,—লালনপালন, স্নেহমমতায় এক নূতন ঘর বাঁধিয়াছেন। পালন মানুষের অতি শৈশবের প্রবল প্রবৃত্তি। বালক বালিকা পুতুল পালে, বালিশটীকে চুমো দেয়, পাখী পড়ায়, বিড়াল কুকুরকে যত্ন করে; পালনেই পৃথিবীর অস্তিত্ব,—মানুষের সংসার এবং সুখ। স্বর্ণরেখা সুন্দরী যুবতী, সংসারে তাহার সকল সুখের আশা ভরসা ফুরাইয়া গিয়াছে; যুবতী একটী স্নেহের ঘর বাঁধিয়াছিল, তাহাও আজ ভাঙ্গিয়া যায়। জুমন পুলিশের হাতে যাইতেছে; কোন্ আবর্ত্তে কোথায় যাইয়া পড়িবে; হয় তো আর আসিবে না বলিয়া কুমারী অধীর হইয়া পড়িয়াছে। জুমন কাঁদিতেছে, শচীপতি কাঁদিতেছেন। মণিয়া চোখের জল মুছিতেছে।

স্বর্ণরেখা। বাবা, ইহাও কি যাইবে, তবে কি লইয়া থাকিব ?

শচী। কোন চিন্তা নাই, আমি জুমনকে লইয়া আসিব।

স্বর্ণ। মোকদ্দমা, কে আসিয়া কিরূপে কাড়িয়া লয় ? যার ধন মা লইলে দুঃখ ছিল না, ওর মা নাই, মা বাপ সাজিয়া কে লইবে, কষ্ট দিবে, এত যত্ন কে করিবে ? বাবা যত টাকা লাগে; কত বিপদ তোমার—বাচ্চা—

স্বর্ণরেখা জুমনের মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন, চুম্বন করিলেন, দুই মুঠা টাকা আনিয়া পিতার হাতে দিলেন।

শচী। অত টাকা লইব না; পাড়ার রায় শ্রীনাথ বাহাদুর সঙ্গে যাইবেন; তাঁহাকে জামিন দিলেই হইবে।

স্বর্ণ। বাবা বিশ্বনাথ কি চাহিবেন না? মণিয়াকে লইয়া আমি স্বামিজীর কাছে যাইব, তাঁর কৃপা। বেলা হবে, খিদে পাবে, জুমনকে কিছু কিনে দিও।

জুমন স্বর্ণরেখার দিকে ছল ছল চক্ষে চাহিল; স্বর্ণরেখা জুমনের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

নীচে শব্দ হইল "কেতনি দেরী হোতি হ্যায়।"

শচীপতি জুমনকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন; পুলিশ পলটন শিকার লইয়া প্রস্থান করিল। স্বর্ণ মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কোতোয়ালী।

কাশীর কোতোয়ালী বাঙ্গালার কোতোয়ালী অপেক্ষা ভিন্ন নহে। তবে একটু প্রভেদ এই, ঘরটী পাথরের। পুলিশ প্রহরীগুলির উপর পাথরের একটা প্রভাব পড়িয়াছে। যে পুলিশ সবইন্‌স্পেক্টর শচীপতির গৃহে বহু তর্জ্জন গর্জ্জনের পর তৈলে তরঙ্গের ন্যায় প্রশান্ত হইয়াছিল, পুলিশ ষ্টেশনে আসিয়া পুনরায় নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। শিকার ধরিতে পারিলে ব্যাঘ্র কিম্বা ভল্লুকের যেরূপ স্ফূর্ত্তি হয় তাহার তদ্রূপ হইয়াছে। হিন্দিতে আপন পুরুষত্বের অনেক পরিচয় দিয়া, শচীপতির দিকে

কঠোর কটাক্ষে বহুবার চাহিয়া, পুলিশ-পুঙ্গব আসামীকে ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল।

ইন্‌স্পেক্টর একটী ফিরিঙ্গী, বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। বার্ণিসের ভাসা রং নয়, সুরাতেই হউক কি স্বভাবতঃই হউক তাহার বর্ণটী তৈলে পাকা বাঁশের লাঠীর ন্যায় লাল। শচীপতি এবং শ্রীনাথ বাহাদুর সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন। এখানে শিষ্টাচারের কোন সম্বন্ধ নাই; সাহেব চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছিলেন; ভস্মলোচনের দগ্ধ কটাক্ষে ইঁহাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সাহেব আবার লিখিতে লাগিলেন।

আসামীকে পুলিশ একবার বারেন্দায়, একবার এ ঘরে, একবার সে ঘরে, দাঁড় করাইতেছে, বসাইতেছে, ঘুরাইয়া ফিরিতেছে; এক কনেষ্টবলের পর আর এক কনেষ্টবল আসিয়া দুই একটা দুর্ব্বোধ্য হিন্দি বাৎ বলিয়া যাইতেছে। সূর্য্য ক্রমেই তাতিয়া উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের ঘর, কাঠের আসবাব, কাগজের পুস্তক, শিকারী পুলিশ—সব গরম। টেবিলের উপর চামে বাঁধা কতকগুলি বড় বই ছিল; সাহেব একখানির উপর আর একখানি ধুপ্ ধাপ্ শব্দে ফেলিতে লাগিলেন; পুলিশ পলটন, জোরে জুতা পিঁষিয়া চলিতে লাগিল। বেলা বারটা গড়াইয়া যায়; সাহেব, সবইন্‌স্পেক্টরকে ইঙ্গিত করিলেন। সবইন্‌স্পেক্টর একখানি দরখাস্ত সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন। ধ্বনি হইল—জামিন। রায় বাহাদুর পরিচিত, সম্ভ্রান্ত এবং সম্পন্ন লোক—জামিন সহজ, কিন্তু পূজা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণা—মূল কথার মীমাংসা কি? জলে নামিয়া অনার্দ্র শরীরে উঠিয়া যাওয়া সম্ভব, কোতোয়ালীতে আসিয়া আসামীর সেলামী না দিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। দশ, কুড়ি, পঁচিশ, পঞ্চাশ—কথা মিটে না, জামিন

লেখা হয় না। জুমন ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। তাহার জন্য দু'খানি দালপুরির খরচ হইল—দুই টাকা। পুলিশ ষ্টেশনে মিঠাই বড় মহার্ঘ। রায় বাহাদুর পাকা লোক; তিনি জানিতেন, এক কথায় সম্মত হইলে নররূপী জলৌকাগুলি নানা পাকে রক্ত শুষিবার চেষ্টা করিবে। তিনি সূর্য্যের দিকে তাকাইলেন না, সহিষ্ণুতার সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একটা বাজিল; দুইটা বাজিল; এদিকে পিতা ফিরিলেন না দেখিয়া স্বর্ণরেখা অধীর হইয়া উঠিলেন। রান্না হয় নাই; আহার হয় নাই। মণিয়া অনেকবার সাধিয়াছে; পিতা অনাহারে, জুমন ক্ষুধায় কাতর, স্বর্ণরেখা জল গ্রহণ করিলেন না। মণিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, সান্ত্বনা করিয়া ঘরে চলিয়া আসিল। উপরের কক্ষ নীরব নিস্তব্ধ। স্বর্ণরেখা কপাট জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। নীরব নিস্তব্ধতায় ঘর আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল। এই অবরুদ্ধ অন্ধকারে অরূপার প্রতিমূর্ত্তি—স্বর্ণরেখা ভীত হইলেন, একবার মনে করিলেন, উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিবেন, পা তুলিবার সাধ্য নাই; একবার ভাবিলেন, মণিয়াকে ডাকিবেন, কথা বলিবার শক্তি নাই। দুঃখে দেবতাকে মনে পড়ে, বিপদে বন্ধুকে মনে পড়ে। কাশী বিশ্বেশ্বরের কথা পাঁচবার স্মরণ হইল, বিরাটবপু তৈলঙ্গ স্বামীজি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চলিয়া গেলেন। দূরে কুলঙ্গীর মধ্যে একখানি আর্শি ছিল। আর্শি যেন হঠাৎ নড়িয়া উঠিল, স্বর্ণরেখা ঐদিকে তাকাইলেন। আর্শিতে প্রতিচ্ছবি—আঁধারে আর্শিতে প্রতিচ্ছবি—অসম্ভব। অরূপার কথা মনে পড়িল, তবে কি এ অরূপা? স্বর্ণরেখা, "অরূপা", "দিদি" "অরূপা" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, কেহ সাড়া দিল না। স্বর্ণ দেখিল—ঐ ক্ষুদ্র আর্শিতে এক বৃহৎ চিত্র,—কত লোক আসিতেছে, কত লোক যাইতেছে,—

এক দস্যু একটী স্ত্রীলোককে স্কন্ধে করিয়া লইয়া ছুটিয়াছে,—চারিদিকে কোলাহল—"ধর্ ধর্" "মার মার"।

এই সময়ে দ্বারে আঘাত পড়িল ; শচীপতি ডাকিলেন "মা"।

উত্তর নাই। দ্বার রুদ্ধ। শচীপতি সবলে আঘাত করিলেন, শব্দ নাই। নানা আশঙ্কায় তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। আবার আঘাত করাতে খিল ভাঙ্গিয়া গেল। শচীপতি ও জুমন ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্বর্ণরেখা "অন্নপূর্ণা" অন্নপূর্ণা" বলিয়া অস্পষ্ট শব্দ করিতেছেন ; জুমন তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল ছিটাইতে লাগিল। স্বর্ণের সোণার কবচ প্রাতঃকালের গোলযোগে খসিয়া পড়িয়াছিল, তিনি আর উহা ধারণ করেন নাই, তাঁহার স্মরণ ছিল না। শচীপতি কবচ খুঁজিয়া বাঁধিয়া দিলেন। স্বর্ণরেখা উঠিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে জুমনকে কাছে টানিয়া লইলেন, আদর করিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—পুলিশ জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে,—মোকদ্দমা উপস্থিত,—তারিখ মত উপস্থিত হইতে হইবে।

মোকদ্দমার তারিখ আসিয়া উপস্থিত হইল। বিচারকের নিকট মোকদ্দমা উঠিল। কিন্তু ফরিয়াদী ফেরার, রামলাল, লছমীয়া সাক্ষী, উভয়েই নিরুদ্দেশ। মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গেল। শচীপতি সমস্ত দিন আদালতের উষ্ণতা অনুভব করিয়া ফিরিবার সময় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বিশ্বনাথ এ কি ভোগ।" কর্ম্মভোগ ভুগিতেই হইবে। শচীপতি কাশীত্যাগের ইচ্ছা করিলেন। সম্মুখে শিব চতুর্দ্দশী—স্বর্ণরেখা কাশীতে বিশ্বনাথের মহাপূজা ফেলিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শিবরাত্রি—অশিব ঘটনা।

কাশীতে শিব চতুর্দ্দশী—মহাসমারোহ। আজ বিশ্বনাথের অহেতুকী কৃপায় পাপাত্মা ব্যাধের পরামুক্তির পুণ্যতিথি। গঙ্গাতটে, রাজপথে, বাজার বিপণিতে চারিদিকে কেবল "জয় জয় বিশ্বেশ্বর শিব শম্ভো।" "হর হর বম্ বম্" ধ্বনি উঠিতেছে। শিবমন্দিরের স্বর্ণচূড়া সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইল। চিত্র বিচিত্র পতাকাশ্রেণী যেন উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া হস্ত-সঙ্কেতে যাত্রিগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। কত বালক, বালিকা, যুবক, বৃদ্ধ নৌকাপথে, পদব্রজে কাশীর দিকে ছুটিয়াছে। প্রভাত হইয়াছিল; মধ্যাহ্ন আসিল; সূর্য্য অস্ত গেল; অন্ধকার হইল। রাত্রিতে শিবমন্দির যেন শর্করাখণ্ড,—উপাসকগণ পিপীলিকার ন্যায় মন্দির বেড়িয়া দাঁড়াইয়াছে, এক আসিতেছে, আর যাইতেছে। মুহু-র্মুহুঃ শঙ্খ ঘণ্টা, দামামা, ডমরু, বাজিতেছে—পদে পদে গুলফ ধ্বনি; আসনে আসনে বম্ বম্ গাল বাদ্য; কণ্ঠে কণ্ঠে কেবল "জয় জয় বিশ্বেশ্বর" "শিব শম্ভো" "হর হর বম্ বম্"। মহানগরী কাশী আজ জনপদভরে প্রকম্পিত। বিশ্বনাথ বিল্বপত্রে ডুবিয়া গিয়াছেন; তাঁহার শিরে গঙ্গাজলের স্রোত বহিতেছে; ধূপের গন্ধে, দীপালোকে ভক্ত-জনের চিত্ত বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে।

রাত্রি তখন ৯টা। দূরে বাজিতেছে দামামা, ডমরু, দূরে শুনা

যাইতেছে—"জয় জয় শিব-শম্ভো।" সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, পাঁচ জন লোক বেণীমাধবের ধ্বজার অদূরে গঙ্গাগর্ভে অন্ধকার এক পাষাণ গহ্বরে সমবেত হইয়াছে।

১ম জন। পাঁচ পাঁচ টাকা।

২য় জন। কাজ হইলে বক্‌সিস।

৩য় জন। বক্‌সিস্ নাহি মাঙ্‌তা, দশ দশ রূপেয়া।

১ম। (কাণে কাণে) পুছা হ্যায় ?

৩য়। ষেইতো উস্ তরফ নেহি যাতা।

৪র্থ। বহুত হুঁসিয়ার। যেয়সা বিলাতি কুত্তা।

১ম। কাণে কাণে।

৪র্থ। বেমার।

৫ম। বাঁচিবার ভরসা নাই। আজ কাজ হয় কিনা তাই ভাব্‌ছি।

১ম। কোন চিন্তা নাই, চল।

পাঁচ জন গহ্বর হইতে বাহিরে আসিল; ১ম ব্যক্তি অন্য পথে চলিয়া গেল। আর চারি জন নেঙ্‌ট পরিল, গালপাট্টা বাঁধিল, মাথায় উত্তমরূপে কাপড় জড়াইয়া, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে ছুটিল।

১০টা বাজিল, পাষাণময় অট্টালিকা প্রতিধ্বনিত করিয়া বাজিতেছে দামামা ডমরু, বাজিতেছে শঙ্খ ঘণ্টা, কোলাহল উঠিতেছে "জয় জয় বিশ্বেশ্বর শিব শম্ভো।" যে শিব চতুর্দ্দশীর জন্য স্বর্ণরেখা পিতার ইচ্ছা ঠেলিয়া প্রতীক্ষা করিলেন, আজ বা সে শিব চতুর্দ্দশীতে বিশ্বনাথ দর্শন না হয়। মণিয়া মৃত্যুশয্যায়, তিন দিন জ্বর, এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে কে জানিত। স্বর্ণরেখা হাতিফটকার মণিয়ার গৃহে মণিয়ার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন; পিতা শচীপতি প্রতীক্ষা করিতেছেন,—কন্যাকে লইয়া শিব দর্শনে যাইবেন।

মণিয়া। সোণা দিদি, বাঙ্গালা মুলুক—বড় বোখার্। ঝুমনকো ডাকুলোক মারলিয়া। পাক্ড়ো উস্কো।

স্বর্ণ। এই ত ঝুমন তোমার পা টিপিতেছে।

স্বর্ণ বৈদ্য ডাকিয়াছেন, কবিরাজ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। ঔষধের এই সময়—স্বর্ণ ঔষধ মণিয়ার মুখে তুলিয়া দিলেন।

দূরে শুনা যাইতেছে "জয় জয় শিব শম্ভো।" ঐ দেব সেবার বাণ, এই লোক সেবার টান। রমণীর মন এই সঙ্কটে একটী রাখিয়া অন্য-দিকে ছুটিতে পারিতেছে না।

স্বর্ণ। বাবা, কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর, একবার হাত দেখুন।

বৈদ্য হাত দেখিলেন; কিছু বলিলেন না। পাঁচ মিনিট গেল, আবার হাত দেখিলেন।

মণিয়া। দিদি সবভি যায়েগা, হামভি যায়েগা, হামকো মণিকর্ণিকামে লে্য যাইও। শুন উও ক্যা নেহি আয়া।

স্বর্ণ মণিয়ার মুখের কাছে মুখ লইলেন।

মণিয়া। ঝুমন কা যব সাদি—

মণিয়া তাহার পৈঁছায় হাত বুলাইতে লাগিল। তখন নিশ্বাস ঘন বহিতেছিল। মণিয়ার মা নিকটে আসিয়া ডাকিল—সংজ্ঞা নাই।

দূরে ঐ প্রাণ মন কাড়িয়া ধ্বনি হইতেছে, "জয় জয় শিব শম্ভো।"

ঐ দেবতা, এই মানব। কাহার কে? এক বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর মেয়ে; এক মাড়ওয়ারী গোয়ালা আহিরী। কিন্তু বিশ্বনাথ এক, করুণাময়ের প্রেম এক। স্বর্ণরেখা পঞ্চদল ত্রিপত্র জানে নিত্য-নবনীত-কোমল মণিয়ার দক্ষিণ কর আপনার হৃদিপদ্মে "জয় জয় বিশ্বেশ্বর" বলিয়া স্থাপন করিলেন। তখন বোধ হইল, শিবমন্দিরের সদাশিব

ত্রিপত্রের স্তূপ হইতে পলায়ন করিয়া স্বর্ণরেখার হৃদ্‌কমলে আশ্রয় লইয়াছেন।

মণিয়া। সোণা দি—দি, মৎ—যাও।

স্বর্ণ। না দিদি, এইখানে, কোথায় যাইব। আমার শিবরাত্রি এখানে, বাবা তুমি একবার বিশ্বনাথ দেখিয়া আইস।

শচীপতি যাইলেন না।

মণিয়া একটু চাহিয়া আবার চক্ষু বুঁজিল। কবিরাজ আবার হাত দেখিলেন—উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

স্বর্ণরেখা মনে করিলেন—এই শেষ। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, ঝুমন কাঁদিতে লাগিল। মণিয়ার স্বামী নন্দ আজ কদিন চুনার গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই।

কবিরাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আপনি ঔষধ মাড়িলেন; আপনি মণিয়ার মুখে ঢালিয়া দিলেন। রোগী ঔষধ খাইল। পাঁচ মিনিট। কবিরাজ আবার হাত দেখিয়া বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, নাড়ী উঠিয়াছে। আমি এখানে আছি,—বাবা ঠাকুর, আপনার কন্যাকে লইয়া আপনি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইতে পারেন।"

তখন রাত্রি ১২টা; মণিয়া আরামে ঘুমাইয়াছে। শিব রাত্রি—বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অবারিত দ্বার। পথের জনতা একটুকুও হ্রাস পায় নাই। বরং সেই সময়ে নানাদেশের রাণী মহারাণী বস্ত্রান্তরাচ্ছাদিত যানারোহণে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। লোকের জনতা বাড়িয়াছে; ভিখারীর চীৎকার বাড়িয়াছে; পথে পথে ষাঁড়ের গতিবিধি বাড়িয়াছে। নিশীথ আরতি ঘোর ঘটায় চলিয়াছে,—"জয় জয় শিব শম্ভো।" অগ্রে ঝুমন, মধ্যে স্বর্ণরেখা, পশ্চাতে শচীপতি। তাঁহারা জনস্রোত ভেদ করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেই হৃদয়বিহারী

শিব, মণিয়ার রোগাপহারী "তাপংহর পাপংহর সদাশিব হে।" স্বর্ণরেখা করধৃত পিত্তল পুষ্পাধার হইতে গঙ্গাজল বিল্বদল শিবের মাথায় ঢালিয়া দিলেন। শচীপতি "জয় জয় বিশ্বেশ্বর শিব শম্ভো।" গাইতে লাগিলেন। ঝুমন গাইল "বিশভেশর ছিব ছম্ভো।"

স্বর্ণরেখা দক্ষিণা দিয়া বিদায় হইতেছিল। পাণ্ডা স্বর্ণকে চিনিতেন। এই বাঙ্গালী মহিলার মুখে যে স্বর্গীয় মাধুরী খেলিয়া থাকে, পাণ্ডা তাহার মহিমায় মুগ্ধ ছিলেন। তিনি স্বর্ণের মাথায় আশীর্ব্বাদ তুলিয়া সহাস্য মুখে প্রসন্নতা জানাইলেন।

মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া তিন জনে গৃহের দিকে চলিলেন। স্বর্ণ বলিলেন "বাবা মণিয়া হয়ত এতক্ষণ আরও ভাল হইয়াছে।"

শচী। বিশ্বনাথের কৃপা।

স্বর্ণ। তুমি দেশে যাইতে চাহিয়াছিলে, দেশে গেলে মণিয়ার চিকিৎসা হইত না, মণিয়া বাঁচিত না। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। সব—নন্দ, তার মা—

বগল্ বগল্ শব্দে দারভাঙ্গার মহারাণীর সিপাহী শাস্ত্রী ছুটিয়াছে। বগল্ বগল্ শব্দে পুটিয়ার রাণীর রক্ষিগণ আসিয়া পড়িল। বড় জনতা, বড় জনস্রোত। ঝুমন ছুটিয়া পড়িল; শচীপতি স্বর্ণকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। এক দস্যু স্বর্ণরেখাকে স্কন্ধে করিয়া পার্শ্বের এক গলির পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। "ধর্ ধর্ সব গেল সর্ব্বস্ব গেল—মা—"—বহু কণ্ঠে 'ধর ধর', বহু লোক পশ্চাতে দৌড়িল।

দস্যুর পৃষ্ঠদেশে যেন সর্পে দংশন করিল, কণ্ঠ যেন পিষিয়া দিল। দস্যু শিকার ফেলিয়া পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় দস্যু মূর্চ্ছিত স্বর্ণরেখাকে স্কন্ধে লইয়া ছুটিল। সম্মুখে শিবের বাহন বৃষরাজ মন্থরগতিতে—তেছিল। দস্যু পার্শ্ব রক্ষা করিতে পারিল না। বৃষরাজ

দস্যুকে তুলিয়া মমতাহীন মজুরের ন্যায় মাথার ভার দশ হাত দূরে ফেলিয়া দিল। পতিত প্রথম দস্যুর চারিদিকে লোক; দূরে বৃষ-নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় দুর্বৃত্তের চারিদিকে লোক। কেবল কথা, কেবল কোলাহল। কেহ বলিতে লাগিল,—"মাথায় একটা মোট ছিল"; কেহ বলিল—"মোট নয় একটা মেয়ে মানুষ"—"কিসিকো জরু জনানা—ক্যা আপশোষ!" শচীপতির মুখে হাহাকার; জুমন কাঁদিয়া ব্যাকুল; কিছু কাল পরে উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু স্বর্ণরেখা কোথায়, কোন্ পাপাত্মার হস্তে আজ লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত! শচীপতি রাত্রেই থানায় থানায় সংবাদ দিলেন। শচীপতির শিবরাত্রি এইরূপ অশিব ঘটনায় অশুভ হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গৃহপ্রবেশ—পঞ্চ কুটীর।

আর এক রাত্রি প্রভাত হইলেই দেবনাথ বাবুর গৃহপ্রবেশের শুভদিন উপস্থিত হইবে। আজ মঙ্গলবার। রাজমিস্ত্রিগণ তাহাদের ঝুড়ী শীর্ষ উচ্চ মঙ্গলধ্বজা তুলিয়া লইয়াছে; মারবল পাথরের টুং টাং ঠুং ঠাং শব্দ থামিয়া গিয়াছে; সূত্রধরগণের আর কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। এখন চারিদিকে মালী, মালাকর, আলোকর, শোভাকর, উৎসাহ উদ্যমে কার্য্য করিতেছে। নানা বর্ণের নানা ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘ পতাকা-শল্যো।..কর সুদীর্ঘ রজ্জুকে পরাস্ত করিয়া উত্থান পতনে আকাশে জনস্রোত যে..র্য্যের তরঙ্গ তুলিয়াছে; পত্রমাল্য পুষ্পমাল্যের লহর

চলিয়াছে। রক্তাভ রথ্যার উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কদলী বৃক্ষ অবগুণ্ঠনবতী পল্লী-বধূর ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রাসাদের সমুন্নত সোপানের উভয় পার্শ্বে সারি সারি নারিকেল, গুবাক বৃক্ষ সকল নিশ্চল প্রহরীর ন্যায় নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে। টবে টবে লতা গুল্ম; কৃত্রিমের উপর স্বাভাবিক; স্বাভাবিকের উপর কৃত্রিম; উদ্যানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভাঙ্গিয়া পুষ্পের হার, পুষ্পের ঝাড়, স্তবক কোরকের সৃষ্টি হইয়াছে। পরিখায় ভাসমান দীপাবলির আয়োজন হইয়াছে; পঞ্চ কক্ষ—উহাদের শোভা সম্পদ দেখাইবার এখন সময় নাই।

ক্ষিপ্রহস্তে শোভা সম্পাদনের কার্য্য চলিয়াছে, দ্রুতপদে দিবাকর পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতেছেন। সূর্য্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া শিল্পিগণ সত্বর হইয়াছে। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এই সময়ে একজন লোক—শবদাহ-মূর্ত্তি, ভয়াক্রান্ত ভঙ্গী—একজন লোক, দেবনাথ বাবুর তোরণ দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া এই শোভা সম্পদের তরঙ্গ ভেদ করিয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইল। ইহার পদার্পণেই সমস্ত সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত হইল, কিম্বা সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত শোভা আবৃত হইল, বলিতে পারি না। দেবনাথ বাবু আগন্তুকটীকে দেখিয়া একটু দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। আগন্তুক—ডাক্তার অনিলকুমার। কোন্ দুর্ভাবনার হাতুড়ী প্রহারে তাঁহার দেহযষ্টি যেন দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে।

অনিল। ভয়ানক ব্যাপার।

দেবনাথ। কি রূপ, কি?

অনিল। সব হইয়াছিল—শিবরাত্রি—খুব ভিড়—বড় সুবিধা—ভীমা গোয়ালা—লইয়া ছুটিল,—অমনি—লোক দেখে নাই—ঘাড় মটকাইল—পড়িয়া গেল—

দেবনাথ। তার পর?

অনিল। গোবিন্দা জোয়ান—হুঁসিয়ার—স্ব—তুলিয়া ছুটিল—ষাঁড়—সিং———

দেব। গুতায় গত ?—ভীমার দশা ?

অনিল। যায় যায়—যায় নাই—দু'জন—আধ মাস—আনিয়াছি—স্বর্ণ—কোথায় গেল, কে নিল—খোঁজ নাই—সর্ব্বনাশ।

অনিল বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

দেব। তাইত; কোন চিন্তা নাই; দেখা যাক্; তুমি ফের যাও, কি লোক পাঠাও;—শচীপতি ?

অনিল। এপার ওপার। আর যাও! লোক পাঠাও! সর্ব্বনাশ—হইয়া গিয়াছে—আপনি বুদ্ধিমান—আপনার বুদ্ধি।

দেব। বুদ্ধি ভাল, দৈব মন্দ; পত্র দিতেছি ভট্টাচার্য্যকে; হাতে আসিবে—অবশ্য।

দেবনাথ বাবু ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং'র ভট্টাচার্য্যের নামে পত্র লিখিয়া দিলেন। অনিল উহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবনাথ (স্বগত) কি শিকারই ছুটিল, যাক্।

দেবনাথ বাবু মনে করিয়াছিলেন, একটী কুমারীর উদ্ধারে (!) তাঁহার গৃহপ্রবেশের শুভ দিন সুখকর হইয়া উঠিবে। বিধাতা অন্যরূপ বুঝি-লেন। তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া বহুবাজারের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। একটা বৃহৎ শুভ যোগভঙ্গের ভাবনায়, কল্যকার উৎসব সমারোহের চিন্তায়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রা হইল না। শারী-রিক অবসাদ সুষুপ্তির নিত্য সহচর। দেবনাথ অবশেষে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

গৃহ প্রবেশের শুভদিন প্রভাত হইল। দেবনাথ বাবু সপরিবারে নূতন গৃহে উপস্থিত হইলেন; মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। দিনে দান;

রাত্রিতে নাচ ও ভোজ,—দিবাকরের আলোক অসহনীয়; রজনীর অন্ধকারে এইরূপ আমোদ অতি উত্তম। আলোক—আমোদ—আমদ—আহার—আরাম। দান—গৃহিণীর অর্থে।

অনন্তর মহিলাগণের হুলুধ্বনি, ইষ্টপূজার শঙ্খরব, মঙ্গল অনুষ্ঠানের এক মঙ্গল-অধ্যায় হইয়া উঠিল। নিমন্ত্রিতা মহিলাগণের পালকি ও পরিচারিকা আসিতেছে, যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ভোজনে বাচস্পতি, বিদ্যা-রত্ন, তর্কালঙ্কার, তর্কচূড়ামণি, ন্যায়রত্ন, ন্যায়চুঞ্চু অনেকে সমবেত হইয়া-ছেন। দেবনাথের বিনয়ে বাধা নাই, গলবস্ত্র। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে সূর্য্যদেব অন্তঃপুরের শুদ্ধাচারের সাক্ষী হইয়া রহিলেন।

নব উৎসব—নব্য পন্থা; কলিকাতা রাজধানী—রজনীর সমারোহ। দেবনাথ বাবুর গৃহপ্রবেশ—উহাতে একটু ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক দশমিক ধর্ম্মনৈতিক ছায়া আছে,—কতিপয় ইংরেজ পাদ্রি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; একটু রাজনৈতিক ছন্দ আছে;—ইংরেজ বাঙ্গালী অনেক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী কার্ড পাইয়াছেন; একটু বণিকসূত্র আছে;—কতিপয় উকীল, ডাক্তার, কবিরাজ, প্রফেসার, বারিষ্টার নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; একটু চাণক্যনীতি আছে;—কতিপয় ইংরেজ বাঙ্গালী সম্পাদক সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

দেবনাথ উপাধি লাভের উদ্‌যোগ করিয়া একবার পরাস্ত হইয়াছেন। তাহা তাঁহার হৃদয়ে বিষবাণের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুলতান-মামুদের দ্বাদশবারের আক্রমণ—সোমনাথ-অভিযানে অতুল ধনলাভ। দেবনাথের এইটী দ্বাদশবারের আক্রমণ। যখন দেখিলেন,—গবর্ণমেণ্ট সমাজ সংস্কারকদিগকে উপাধিদানে ইচ্ছুক হইয়াছেন, বাঙ্গালার বণিক, অমনি বিদ্যাসাগর মতে দুই একটী বিধবা বিবাহ সংস্কার করিয়া ফেলি-লেন। কিন্তু সব নিষ্ফল, উপাধি লব্ধ হইল না। লুই কেভেনগিরির

স্বরণার্থ ভাণ্ডার খুলিল—চতুর চাণক্য, ঐ দিকে অর্থ চালিয়া দিল কিন্তু সব বৃথা। যিনি এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা লর্ড লীটনের বিরুদ্ধ-বাদী ছিলেন তিনি তাঁহার স্মৃতি-তহবিলে মুক্তহস্তে অর্থদান করিলেন। কিন্তু নব্য মেকিয়াভেলীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। এইবার নাচে ভোজে, মুণে গুণে, ইংরেজ বাঙ্গালী সকল দলের সিপাহী লইয়া উপাধি অভিযান। সুলতান মামুদ Breaker of Image রূপে দণ্ডায়মান; দেবনাথ Winner of Title রূপে সুসজ্জিত।

নব্যপন্থী—আয়োজন নব্যপন্থার তুল্য,—কলিকাতা-রাজধানীর অনুরূপ। হিন্দু অহিন্দু, সব—ব্রাহ্মণ উইলসন একত্র। যে বালক পল্লীগ্রামে পরম হিন্দু, সেও কলিকাতা আসিয়া থেকারের বাড়ীতে চিক্কণ কাফ চামড়ায় বাঁধা সোণালী নাম লেখা ব্রহ্মসঙ্গীত বগলে করিয়া বেদীর কাছে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া যায়—নিবাসে আবার যে নৈষ্ঠিক সেই নৈষ্ঠিক। কলিকাতা মহা নগরের মহাসাগরে সব নদ নদী একাকার। এখানে সব সাজে। দেবনাথ বহু আকারে এক-আকারের আয়োজন করিয়াছেন। হিন্দু অহিন্দু অনেক সুহৃদকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

সন্ধ্যা সমাগত—সস্ত্রীক ইংরেজ, বাঙ্গালী-সাহেব, বাঙ্গালীবিবি দলে দলে আসিতে লাগিলেন। সাহেব পদভরে পৃথিবী রসাতলে প্রস্থান করেন কি সাহেবগণই ভূকম্পে বসুন্ধরা-গর্ভে স্থান গ্রহণ করেন, বলা দুঃসাধ্য। বিবিগণের পোষাকে পাখা উঠিয়াছে। পতঙ্গ, হয় উড়িয়া যাইবে, না হয় বহ্নিমুখে প্রবেশ করিবে। গ্যাসালোকে প্রাসাদ, পথ, উদ্যান, উপবন, সব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বারাকপুরের অনুকরণে কামিনীর একটী গোলোকধাঁধা আছে। সাহেব বিবিগণ উহাতে প্রবেশ করিয়া নানাদিকে প্রহত হইয়া উচ্চ করতালিতে আপনাদের অকুশলতা মুখরিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।—ইতস্ততঃ দলে দান

বিহার আলাপ ও আপ্যায়ন। দেবনাথ বাবু আজ স্বয়ং কক্ষের কার-
পেট, কৌচের কিনখাপ, কবুবার আস্তর, পথের ধুলি, বৃক্ষের ছায়া।

দেবালয়ের ঘণ্টাধ্বনি উঠিয়া গিয়াছে, উদরপূজায় তাহার স্থান
হইয়াছে। ঠক্ ঠং, ঠক্ ঠং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সাহেব বি
ইন্দ্রপুরী-তুল্য সজ্জিত কক্ষে আহারের আসন গ্রহণ করিলেন। অক্ষর্ম-
জন—জলচর, স্থলচর, খেচর, ভূচর, উভচর, চরাচর সমস্ত। প' অর্জ্জন
মধ্যে এই—পাচকের হস্তে চুল্লীস্থ পাবকে সকলেই প' কেহ জানে
করিয়াছে; উদরস্থ হইলেই উহাদের পরামুক্তি। সেরি অর্জ্জন করিতে-
বস্তু প্রথম শ্রেণীর। আহার্য্য-নির্ঘণ্ট সুদীর্ঘ; সমাপ্ত আসিল। রাত্রি
উত্তীর্ণ হইল। দেশায় নৃত্যগীতের অভাব ছিল ইয়া উঠিয়াছেন।
বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বিদায় হুসর সঙ্গে স্বর্ণের দেখা হইল।
সুনিশ্চিত। সতীর সম্মান রক্ষা—স্বর্ণরেখা

তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। বাস্থা, অরূপা পাপিষ্ঠের ঘাড় ভাঙ্গিয়া
সুসজ্জিত কক্ষে সমবেত হইলেন। হাত দেখিয়াছিলাম, তার নিশ্বাস

লক্ষ্মীবিলাস কবিরাজ। কি খ—বড় রাগ—সংহারিণী মূর্ত্তি।"
দের খানার ঘণ্টাধ্বনি শুনেই এনো না।

মেঃ দাস (বাঙ্গালী পোষ্ণল।
বিলেতি ঔষধ নয়, টালিলেন্দরে দুই সপ্তাহ থাকিতে হইল। শচীপতি,
পারেন;—অনুপান চাই, সংবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নী আরোগ্য-
বড়ী, ছিটা গুলির মত ছিটা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

কবিরাজ। বুঝিবেন করিয়া যে দিন স্বর্ণরেখা স্বামীজির পদপ্রান্তে
নৈলে কি কেউ আমা বাক্‌সিদ্ধ বিরাট পুরুষ স্পষ্ট দেবনাগর অক্ষরে
দেবনাথের অন্তরঙ্গ এবং শচীপতি সম্বন্ধে এক অনুশাসন পত্র লিখিয়া
শচীপতির হস্তে অর্পণ করিলেন। বাঙ্গালা এই :—

বাবু অনুনয় বিনয় করিয়া দর্শকদিগকে বাহিরে রাখিয়া আসিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

শচীপতির মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে, বৃদ্ধা জানাইয়াছেন—স্বর্ণরেখা এখনও জীবিত আছে কিন্তু তথায় যাওয়া নিষেধ।

অতি যত্নে সেবা শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্য চলিয়াছে। মুন্সেফ কর্ম্ম-জীবনে একের ধন, একের ভূমি অপরকে দিয়া হয়ত পাপ অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহার বিবেক ও বৈরাগ্যের মূল কি, কেহ জানে না; কিন্তু রোগীর সেবায় তিনি এ কদিন অসীম পুণ্য অর্জ্জন করিতে-ছেন। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রোগের তেজ কমিয়া আসিল। রাত্রি প্রহরে ডাক্তার বলিলেন,—স্বর্ণরেক্ষা সঙ্কট কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে পিতা, মণিয়া ও জুমনের সঙ্গে স্বর্ণের দেখা হইল। পুনর্জ্জন্ম, পুনর্ম্মিলন। দস্যুহস্ত হইতে সতীর সম্মান রক্ষা—স্বর্ণরেখা একটু সুস্থ হইয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, অরূপা পাপিষ্ঠের ঘাড় ভাঙ্গিয়া না দিলে রক্ষা ছিল না, আমি তার হাত দেখিয়াছিলাম, তার নিশ্বাস আমার গায় লাগিয়াছিল চেনা মুখ—বড় রাগ—সংহারিণী মূর্ত্তি।"

শচী। মা, ও কথা মুখে এনো না।

স্বর্ণরেখা চুপ করিয়া রহিল।

স্বামীজির আদেশে মন্দিরে দুই সপ্তাহ থাকিতে হইল। শচীপতি, দেশে স্বর্ণের মাকে তারে সংবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নী আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন, মহালক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া যে দিন স্বর্ণরেখা স্বামীজির পদপ্রান্তে প্রণতা হইলেন, সেদিন বাক্‌সিদ্ধ বিরাট পুরুষ স্পষ্ট দেবনাগর অক্ষরে সরল সংস্কৃতে স্বর্ণ এবং শচীপতি সম্বন্ধে এক অনুশাসন পত্র লিখিয়া শচীপতির হস্তে অর্পণ করিলেন। বাঙ্গালা এই :—

অদ্য তারিখ হইতে পূর্ণ ছয় বর্ষকাল কাশী পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। বরুণার তীরে তীর্থবাস করিবে; কাহারও নিকট কোন পত্রী প্রেরণ করিবে না, কাহারও পত্রী পাঠ করিবে না; আবশ্যক বোধে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মৌনী হইয়া পথ চলিবে, মৌনী হইয়া গৃহে প্রস্থান করিবে। ইতি বিশ্বেশ্বর, শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইহা উলঙ্গ সন্ন্যাসীর সামান্য লিপি নহে, রাজরাজেশ্বরের অলঙ্ঘ্য ঘোষণা পত্র।

শচীপতি বাঙ্গালীটোলার বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরুণায় প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পুষ্পচয়ন ও পুষ্পাঞ্জলি, পুত্রীর শাস্ত্রপাঠ ও শিব-পূজা, সহধর্ম্মিণীর স্বামী কন্যা সেবা, এবং জুমনের সকলের পরিচর্য্যায় বরুণার আশ্রম এক শান্তি-নিকেতন হইয়া উঠিল; স্বর্ণরেখা এবং শচীপতি পূর্ণ ছয়টী বৎসর ধ্যানে, জ্ঞানে, দর্শনে,—তৈলঙ্গ স্বামী বিশ্বেশ্বর, কি বিশ্বেশ্বর তৈলঙ্গস্বামী—বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। শুদ্ধাচার এবং দেবসেবা, সংযম এবং শান্তিতে সময়ের ভার এবং বিস্তৃতি অতি লঘু হইয়া পড়ে। আশ্রমপাদ গঙ্গাস্রোত, অদূরে রেলের পথ—ইহাদের সময় অতি দ্রুত চলিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

পাপিষ্ঠের পতন।

চৈত্রমাস অপরাহ্ণ; অদূরে বরুণার আম্রকুঞ্জে সূর্য্যরশ্মি প্রহত হইয়াছে;—নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া শচীপতির আশ্রমাঙ্গন স্পর্শ করিয়াছে; শীতল বাতাস বহিতেছে। অঙ্গনের একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান; উদ্যান হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভ ছুটিয়াছে। শচীপতি লতাগুল্মে

জলসিঞ্চন শেষ করিয়া আলবালের দুই পার্শ্বের দুইটী গোলাপশাখায় একটী তোরণদ্বার রচনা করিতেছিলেন। কণ্টক-শাখা পোষ মানিতেছে না,—পাতাগুলি যেমন তাঁহার ইচ্ছা তেমন থাকিতেছে না। পুষ্পপালকের পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় অবাধ্য বাধ্য হইল। প্রস্ফুটিত পুষ্প-শোভিত কতকগুলি লতাগুল্ম ইতস্ততঃ টবে টবে শোভা পাইতেছিল। তিনি ঐ সকলে একটী কুঞ্জ সাজাইয়া ঐ গোলাপ-তোরণের নিম্নে উপবেশন করিলেন। কলিকাতার সেই সুরম্য সুবৃহৎ উদ্যান আর এই ক্ষুদ্র কুঞ্জ। অভ্যাস ক্ষুদ্রকে লইয়া বৃহতের তৃষ্ণা মিটাইয়া থাকে। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। শচীপতি লতাকুঞ্জে শীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ আরাম উপভোগ করিতেছেন।

এমন সময়ে জুমন আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল।

শচীপতি পত্রখানি স্পর্শ করিতে শঙ্কিত হইলেন, নিমেষে তাঁহার মনে ছয়টী বর্ষ ঘুরিয়া আসিল। তিনি পত্র লইলেন; পত্র ডাকের; শিরোনাম, শিলমোহর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন,—কলিকাতার—শ্রীপদের—পত্রখানি স্থূল। ছয় বৎসর পরে সুহৃদের পত্র। দীর্ঘ-প্রবাসী বান্ধবকে উপস্থিত দেখিয়া কে আলিঙ্গনে বিলম্ব করিতে পারে? কিন্তু শচীপতি পত্র খুলিলেন না।

তখন আশ্রম-কুটীরে প্রদীপ জ্বলিয়াছে। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন, সন্ধ্যা বন্দনা করিলেন, একখানি কাঁচি লইয়া অতিযত্নে পত্রের একদিক ছিন্ন করিলেন, পত্র রাখিয়া একখানি পঞ্জিকা খুলিলেন, দিন গণিলেন। তৎপর আগ্রহের সহিত পত্র পড়িতে লাগিলেন।

"শ্রীচরণকমলেষু,

স্বামীজির আদেশ পালনের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আপনি এখন পত্র পড়িবেন। উদ্যান রক্ষার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া দিয়া-

ছিলেন। মোকদ্দমার মত জগৎবেড় জাল আর একটা নাই। জালের জাল মহাজাল। দেবনাথের জাল উইলের উপদ্রবে শিমলা চলিয়া গিয়াছিলাম; তাহা সেই সময়েই জানাইয়াছি। স্বামীজির আদেশে আপনাদের বরুণা-বাস; ভগবানের প্রত্যাদেশে আমার হিমালয়-বাস। দুই বৎসর হইল ফিরিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় কাশী যাইয়া দেখা করিব। আপনাদের ব্রতবাস—নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হয় নাই। দীর্ঘ দুই বৎসর। আপনার ন্যায় বৃক্ষবাৎসল্য এবং পুষ্পপ্রীতি আমি কোথায় পাইব? অযত্ন এবং অনাদরে ইহাদের শ্রী অনেক নষ্ট হইয়াছে। আপনার এই অসংখ্য অগণ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ, বহুবর্ণ, চিরনীরব পুত্র কন্যার দিকে চাহিয়া সত্বর আসিবেন। বিলাসিনী গাভীর কোন অযত্ন হয় নাই।

এ কবৎসরে অনেক ঘটিয়াছে, কিছুই লিখি নাই। অনেক দিন হইল দিদির এক পত্র পাইয়া দু'দিনের জন্য ভাগবতপুর গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, বৃদ্ধা অতিশয় রুগ্না হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রক্তিম গোমুখের আরক্তিম দীপ্তি ম্লান হয় নাই, শিবপূজা তেমনি চলিয়াছে;—শোকে সাধনার একটা স্বর্গীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে। শোকাতুরা বৃদ্ধা আপনার ও স্বর্ণমার কথা তুলিয়া অনেক কাঁদিয়াছিলেন।

শীতলপ্রসাদ তাঁহার মৌনব্রত এখনও ভঙ্গ করেন নাই, করিবেন বলিয়াও মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ের প্রতি তাঁহার একটা যেন অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িয়াছে। দেবনাথ বাবুর পতনে (সে কথা পরে লিখিতেছি) তিনি একদিন মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিলেন—"ঠিক হইয়াছে।" ইহার পর তাঁহার মুখে কোন কথা শুনি নাই। তাঁহার কার্য্যালয়ে যে সকল সংবাদপত্র ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক ছিল, একদিন ঐ সকল

একস্থানে স্তূপাকার করিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছিলেন। যখন অগ্নি-শিখা উচ্চে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তখন তাঁহাকে করতালি দিয়া হাসিতে দেখিয়াছিলাম। মূকের হাস্য এক মর্ম্মভেদী বৃহৎ অভিধান বিশেষ।

ভগবান দাস কোথায় চলিয়া গিয়াছেন কেহ তাহা বলিতে পারে না। কলিকাতা এখনও তাঁহার অভাব অনুভব করে।

প্রতাপচন্দ্র বিবাহ করিয়াছে; একটী পুত্র হইয়াছিল, পুত্রটী নাই। প্রতাপ শোকে বড় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। আপনি কবে ফিরিবেন অনেক সময় জানিতে আসিয়া থাকে। আপনি আসিলে সে অনেকটা সান্ত্বনা পাইত।

ডাক্তার অনিলকুমার—তার কথা আর লিখিব কি? দেবনাথ বাবুর এক মোকদ্দমায় উকীল তাহার ষ্টেটমেণ্ট লইয়াছিল। কাশীতে শিবরাত্রিতে ঐ ভীষণ দস্যুতা উভয়ের পরামর্শের ফল। কিন্তু সে অনেক সত্য গোপন করিয়াছিল। আপনি যে বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হইয়া স্বর্ণমার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন উহা দেবনাথ বাবুর উপদেশে হইয়াছিল। কলিকাতার দিকে অনুসন্ধানের পথরোধ করা উহার উদ্দেশ্য ছিল। ভগবানের চক্র অদ্ভুত, তিনি যেন স্বহস্তে সকল ছিন্ন করিয়াছেন। উকীল ষ্টেটমেণ্ট লইয়াছিলেন কিন্তু অনিলকুমারকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করেন নাই; অনিল ষ্টেটমেণ্ট করিবার পর হইতে উন্মাদের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। আমি পাপিষ্ঠকে প্রথমেই চিনিয়াছিলাম। ব্রাহ্মসমাজে উহার গতিবিধি সরল ভাবে বলিয়া বোধ হইত না। আপনার ও আপনার কন্যার সরলতায় সে আদর পাইয়াছিল। পরে জব্বলপুরের ঘটনায় আপনাদের চৈতন্য হইয়াছিল। উহাকে আমি সময়ে সময়ে কলিকাতার পথে দেখিতে পাই।

দেবপ্রসাদের পিতার উইল সত্য বলিয়া স্থির হইবার পর যে দিন দীর্ঘশ্মশ্রু দেবনাথ তাহার দাড়ি গোঁফ ফেলিয়া মাদ্রাজী নারিকেল-মালা ছন্দের মসৃণ মুখে নূতন মূর্ত্তি ধরিল সেই দিন হইতেই লোকে প্রমাদ গণিতেছিল। তাহার পরিণামের কথা কিছুই লিখিলাম না। একখানি সংবাদপত্র পাঠাইলাম; উহাতে তাহার অদ্ভুত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। পড়িয়া দেখিবেন।"

সেবক

শ্রীপদ

শচীপতি * * সংবাদপত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। প্রথম স্তম্ভ—সম্পাদকীয়।

দেবনাথের পতন।

রাজনীতির মন্ত্রগুরু, ধর্ম্মনীতির উচ্চধ্বজা, সমাজসংস্কারে চতুর চক্রী, সংবাদসাহিত্যে মহারথী, বাগ্মিতায় বাচস্পতি, লক্ষপতি উত্তমর্ণ, অপ্রাপ্তবয়স্কের বিজ্ঞ অভিভাবক, ভূম্যধিকারী বাবু দেবনাথ উইল জাল করা অপরাধে কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন। কলিকাতার আবাল-বৃদ্ধ তাঁহার কথা আলোচনা করিতেছে। আমরা তাঁহার কলুষিত জীবনের কদর্য্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতাম না। কিন্তু দেবনাথ উচ্চস্তরের একজন পরিচিত পুরুষ। তাঁহার চরিত্র আলোচনায় জনসাধারণের চৈতন্যোদয়ের ভরসা অন্যায় নহে।

অনেকেই তাঁহাকে ধর্ম্মমন্দিরে, বক্তৃতা-মঞ্চে সংস্কার আসরে, রাজনৈতিক মন্ত্র-ভবনে, সম্পাদক এবং সাহিত্যসমাজে বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছেন। কেহ তাঁহার গুণপণা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সমস্ত গুণপণাতেই তাঁহার নিজমূর্ত্তি গোপনের উত্তম আবরণ ছিল। কিন্তু অবৈধ স্বার্থের অবাধ সন্তজনায় গুণগরিমার বিকৃতি

ঘটিয়া থাকে। দেবনাথের দশা-পরিণাম সেই বিকারের স্বাভাবিক ফল। কি উপাদানে এই অপদেবতার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। তাঁহার মস্তক ব্যবচ্ছেদের সুযোগ ঘটিলে অস্ত্রচিকিৎসকগণ উহাতে হয়ত শত সয়তানের হস্তচিহ্ন দেখিতে পাইবেন।

গুপ্তচরের গুপ্ত পত্র পাইয়া যে দিন পুলিশপ্রহরী তাঁহার নূতন ভবন বেষ্টন করে সে দিন কলিকাতাবাসী সভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। প্রভাতের পূর্ব্বে আলোক-অন্ধকারে কমিশনরপ্রমুখ শতসংখ্যক পুলিশের নীরব অভিযান, গৃহস্থের নিদ্রিত অবস্থায় গৃহদ্বারে সবলে সঘন আঘাত, দলে দলে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন, অট্টালিকার শিরে শিরে সশস্ত্র শাস্তিরক্ষকের সদর্প পর্য্যটন ও সোৎসাহ উল্লম্ফনে দেবনাথের পরিবার ও প্রতিবাসীর কি হৃদ্‌কম্পই না উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধানে গুপ্তচরের গুপ্ত অভিযোগে বর্ণিত অপহৃত সামগ্রীর কোন নিদর্শনই লক্ষিত হয় নাই। কাহার ইঙ্গিতে কিরূপে চতুর পুলিশ, পঙ্ককুটীরপরিখায় ইষ্টকস্তম্ভে সাবলাঘাত করিল বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তার অসংখ্য অলঙ্কার, স্বর্ণ রৌপ্যের অগণ্য তৈজসপত্র, মোহর মুদ্রা, রেসম পশমের মূল্যবান্ বস্ত্র পরিচ্ছদ স্তূপাকারে বাহির হইয়া পড়িল। চোর দস্যুর সুহৃদ্ দেবনাথ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল; তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল।

পুলিশ, দস্যুতস্করতার গুরুত্ব হ্রাস করিবার জন্য অনেক সময় অপহৃত সামগ্রীর ওজন ও পরিমাণ প্রকৃত ওজন ও পরিমাণ অপেক্ষা কম লিখিয়া থাকে। দেবনাথের গৃহে যে সকল অপহৃত সামগ্রীর উদ্ধার হইয়াছিল, পুলিশের হস্তে আধুনিক এবং পুরাতন অপহরণ

অভিযোগের তালিকার তৌলের সঙ্গে উহার সমন্বয় হইল না; সেনাক্ষের শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়িল; উৎকোচের যাদুমন্ত্র, ব্যবহারজীবের অব্যর্থ কৌশল এবং আত্মীয় স্বজনের যত্ন চেষ্টায়, দেবনাথ "দস্যুর সুহৃদ্" "অপহৃত সামগ্রীর কোষাধ্যক্ষ" অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভ করিল। কিন্তু অর্থের শোক এবং অপমানের আঘাতে অহঙ্কৃত পুরুষ একবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল।

দেবনাথ এক ধনবান্ অপ্রাপ্তবয়স্কের অভিভাবক ছিলেন। উল্লিখিত ঘটনার অব্যবহিত পরে ঐ বালকের পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের এক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হয়। ক্ষতিপুরণের পরিমাণ সার্দ্ধ এক লক্ষ টাকা। আপোষের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। কিন্তু ব্যবহারজীবের উদর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে এইরূপ প্রস্তাব কখনও শেষ মীমাংসায় উপনীত হয় না। দীর্ঘ দেওয়ানী মোকদ্দমার ব্যয়, হুতাশনরূপী উকীল মোক্তারে অর্থাহুতি এবং ক্ষতিপুরণে দেবনাথ একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

অতঃপর উইল জালের এই মোকদ্দমা। ফরিদপুরের জজ সাহেব জাল উইলের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য আদেশ করিলে দেবনাথ তাহা সিদ্ধচতুর সেরেস্তাদারকে তুষ্ট করিয়া সূচনাতেই নিষ্ফল করিয়া দেয়। শরীরে পারদ এবং জীবনে পাপ গোপন করা সহজ নহে। দেবনাথ আপন দুষ্কৃতি-ফলে বহু শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছিল। উহাদের কেহ গুপ্ত আবেদন করিয়া লুপ্ত অনুসন্ধান জাগাইয়া তুলে। ফরিদপুরের জজ সাহেব উইল জাল অভিযোগের বিচার করেন, দেবনাথের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীলেও বিচারপতিগণ দণ্ড স্থিরতর রাখিয়াছেন। এই ক'দিন বিচারালয়ে যে জনতা হইয়াছিল, উভয় পক্ষের কৌন্সলীতে যে বাক্‌যুদ্ধ হইয়াছিল

আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিতে চাহি না। সহস্রমুখে দেবনাথের সংস্কারের প্রতি তীব্র শ্লেষ, বাগ্মিতায় বিকট বিদ্রূপ, ধর্ম্মে ঘোরতর ধিক্কার, ঐশ্বর্য্যে কঠোর অভিসম্পাত এবং রাজনৈতিক চর্চ্চার উপর যে শাণিত ব্যঙ্গোক্তি ব্যক্ত হইয়াছিল তাহাতে বর্ত্তমান যুগের একটী লজ্জাকর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সমাজের গলিত আবর্জ্জনার গৌরববৃদ্ধি গুপ্ত বিষের ন্যায় ভয়াবহ। প্রচণ্ড সম্মার্জ্জনীর প্রচণ্ড প্রহারে স্বস্থান-নির্দ্দেশ ভিন্ন উহার অন্য প্রতিকার নাই। এত দিনে পাপের প্রতিকার হইল।

দেবনাথ দেবপ্রসাদের যে জাল উইল উপস্থিত করে তাহাতে স্বর্ণরেখা নামে এক বালিকার যৌতুক স্বরূপ পঞ্চাশ হাজার টাকার অঙ্গীকার ছিল। অন্য গূঢ় অভিপ্রায় যাহাই থাকুক, ঐ বালিকার সঙ্গে অনিলকুমারের বিবাহের সহায়তায় দেবনাথের গুপ্ত গর্হিত উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত বালিকা হস্তগত হইলে, দেবনাথ অনায়াসে উইলের লিখিত পঞ্চাশ হাজার কি তাহার কিয়দংশ হস্তগত করিতে পারিত। "অন্নপূর্ণা অনাথাশ্রম" প্রস্তাবনার ঘোষণা—জনসমাজের বিশ্বাস ও ভক্তি আকর্ষণ জন্য এই চাণক্য চতুরের একটী কপট কৌশল মাত্র। এতদিনে সব কৌশলজাল ছিন্ন হইল।

উপাধি শিকারে যশান্ধ চতুরের অল্প অর্থ ব্যয় হয় নাই। তাহার উপাধি লাভও আসন্ন হইয়াছিল, ইতিমধ্যে উল্লিখিত যশঃ-সৌরভ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনিলকুমার হইতে উকীল যে উক্তি আহরণ করিয়াছিলেন, বিচারালয়ে তাহার প্রসঙ্গ না হইলেও দেবনাথের ঘৃণিত চরিত্র ভাবিয়া তাহার সুহৃদ্‌সমাজ স্তম্ভিত হইয়াছেন। কত সতীর মর্ম্মভেদী অভিসম্পাত এত দিনে সফল হইল।

চিকিৎসকের দর্শনীতে মেকী মুদ্রা তরাইবার উত্তম সুযোগ উপস্থিত

হইয়া থাকে। তাঁহাদের মুদ্রা পরীক্ষার সময় নাই অথবা তাহা রীতি-বিরুদ্ধ। সংস্কারকসমাজ অচলের গতি। লোক-নির্ব্বাচনে সাধারণতঃ ইঁহারা উদাসীন অথবা চরিত্র জ্ঞানে অপরিপক্ক। একবার নিশান ধরিলেই হইল; একবার চিহ্ন লইলেই হইল। সংস্কারক সম্প্রদায়ে দেবনাথ প্রতারণার উত্তম সুযোগ পাইয়াছিলেন। এতদিনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল।

দেবনাথ বর্ত্তমান যুগের কপটাচারের এক চিহ্নিত মূর্ত্তি। দুষ্কৃতির দণ্ডদাতা পাপিষ্ঠকে দীর্ঘকাল বর্দ্ধিত করেন; আমরা দিন গণিয়া অধীর হই। ঐশ্বরিক শাসনরাজ্যে কোন সময় শতাব্দী নাই। কিন্তু দেবতার বজ্র অব্যর্থ। খাণ্ডববন তিন দিনেপ্রস্তুত হইলে উহার দাহ কার্য্যে জগতের তেমন ত্রাস জন্মাইত না, তৃতীয় পাণ্ডবের শক্তিও উহাতে তেমন ব্যক্ত হইত না। বহু ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষেপ না করিলে লোকে তাহা দেখিতে পায় না; পাপিষ্ঠের পুষ্ট অস্থি তেমন চূর্ণ হয় না, জনসমাজে দৃষ্টান্ত হয় না। লোকে দুরাত্মার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ন্যায়-শাসনে সন্দিহান হইয়াছিল। পাপিষ্ঠের পতনে অধর্ম্মের পরাজয় হইয়াছে, ধর্ম্মের জয় হইয়াছে। আজি দেবনাথ কারাগারে, দীন অপেক্ষাও হতদরিদ্র। রাজনীতি ইঁহার অঙ্গরাখা, ধর্ম্মানুশীলন ইঁহার উত্তরীয়, সমাজসংস্কার ইঁহার উচ্চ উষ্ণীষ, সংবাদ-সাহিত্য ইঁহার শাণিত অস্ত্র, বাগ্মিতা ইঁহার মোহমন্ত্র ছিল;—সমস্তই সাময়িক স্বার্থসাধনের কপট পরিচ্ছদ। সত্যের সাংঘাতিক আঘাতে সে বিচিত্র বেশ ভূষা, সে কপটকঙ্কাল খসিয়া পড়িয়াছে। কোথায় তাহার বক্তৃতা অভিযান, কোথায় তাহার পতাকা-শোভিত সাধের তরণী, কোথায় তাহার পঞ্চ কুটীর—অতুল্য ঐশ্বর্য্য এক ফুৎকারে উড়িয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর আগমন নারিকেলে উদকতুল্য, লক্ষ্মীর অন্তর্ধান গজভুক্তকপিত্থবৎ। পাপের উদরে পাপের অগ্নিতে

বিপুল ঐশ্বর্য্য অলক্ষিতে অদৃশ্য হইয়া যায়—রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ প্রবাদ, শাস্ত্র বিধি চিরকাল এই তত্ত্বই ঘোষণা করিতেছে।

সংবাদপত্র পড়িয়া শচীপতি হতবুদ্ধি হইলেন। তিনি পুষ্প পালনে পুষ্প বিতরণে এক শুভ্রচিত্র আঁকিতেছিলেন; এ দিকে এ কি হইল! শচীপতি পত্র বন্ধ করিলেন। শ্রীপদ পুনশ্চ লিখিয়াছেন, এই পত্র যেন আর কেহ পাঠ না করে। তিনি পত্র ও সংবাদপত্র বাক্সে বন্ধ করি-লেন। সে রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। শচীপতি শেষ রাত্রিতে ধ্যান করিয়া থাকেন। তিনি ভগবানে চিত্ত সমাধান করিলেন। এই সময়ে স্বর্ণরেখা ডাকিল—"বাবা!" তিনি কিয়ৎকাল পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে দেখিলেন—স্বর্ণরেখা সেখানে নাই; তিনি ডাকিলেন—"সোণা। তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই। তিনি উঠিয়া অঙ্গনে খুঁজিলেন—সোণার কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না। পুনরায় ধ্যানে বসিলেন, মন স্থির হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পুষ্প-রহস্য।

"ওগো একটু তাড়াতাড়ি ওঠ।
ওগো একটু তাড়াতাড়ি ফোট।
বড় আলস্য, উঠিব কি?
মেঘে জল দেয় না, ফুটিব কি?
না ফুটিলে শাপ খণ্ডিবে কেন?
শাপ খণ্ডিবার ক'দিন বাকী?
তুই ত যত গোল ঘটাইয়াছিস।

দিন না বৎসর,—বৎসর না যুগ,—যুগ না মন্বন্তর,—মন্বন্তর না কল্প।

ইং. দিন হউক কল্প হউক এই মেয়েটীকে সুধা।"

বরুণাশ্রম; বৈশাখ মাস; আকাশ ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নালোকে শেষ রাত্রে স্বর্ণরেখা ফুল তুলিতেছেন।

স্বর্ণরেখা প্রতি রাত্রে এই সময়ে আপনার এবং পিতা মাতার জন্য ইষ্ট পূজার ফুল তুলিয়া থাকেন। আজ ফুল তুলিবার সময় উপরের ঐ কথাগুলি তাঁর কাণে গেল।

সাজি হাতে করিয়া যুবতী ত্রস্তব্যস্তে পূজার কক্ষে প্রবেশ করিবেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন—তুলট কাগজে অতি সুন্দর অক্ষরে "পুষ্প রহস্য" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লেখা রহিয়াছে। সম্মুখের কক্ষে তখনও প্রদীপ জ্বলিতেছিল। স্বর্ণ আলোকে বসিয়া প্রবন্ধটী পড়িলেন, পিতাকে শুনাইতে ছুটিলেন। পূজার কক্ষে পিতা তখন ধ্যানস্থ; পদশব্দ মাত্র শচীপতি উঠিয়া আসিলেন, বলিলেন—

"ও কে, মা? খুঁজিতেছিলাম; ফুল তুলিতে গিয়াছিলে, ফুল তোলা হয়েছে?"

স্বর্ণ। ফুল তোলা ত হয়েছে, ফুলে কি বাবা কথা কয়?

স্বর্ণ উপরের লিখিত কথা গুলি আবৃত্তি করিলেন।

শচীপতি। তার পর।

স্বর্ণ। তার পর ঘরে আসিয়া তুলট কাগজে এই লেখা পাইলাম, শোন,—

স্বর্ণ পড়িতে লাগিলেন; শচীপতি মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন; তখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই; গঙ্গাস্নানার্থিগণ বন্দনা গাইয়া গঙ্গার দিকে যাইতেছে।

[পুষ্প রহস্য।]

"দেবলোক তারকাসুরে অধিকার করিয়াছে,দেবগণের দুর্গতির এক শেষ। নন্দন কাননের সে শ্রী নাই; ঐরাবতের সে বল নাই; উচ্চৈঃশ্রবার সে তেজ নাই; দেবতাদের কেহ পাখা টানে, কেহ পাণ আনে, কেহ তামাক সাজে; দেব-দুহিতাগণ তারকের গা পা টিপিয়া আর সময় পায় না। অতি নীচ কার্য্যে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম অশ্বিনীকুমারগণ কালাতিপাত করিতেছেন।

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ একদিন বৃহস্পতিকে পুরোভাগে করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা তারক-বধের নিগূঢ় রহস্য জ্ঞাপন করিলেন। দেবগণ তদনুসারে তারক বধের উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবগণ দেবলোকে গোপনে এক সভা করিলেন বয়স্কগণের আহূত সভায় বয়স্কগণই উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বালক বালিকা স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমান। সুযোগ করিয়া কতিপয় দেব বালক বালিকা, যুবক যুবতী সভায় উপস্থিত হইলেন; অন্তরালে লুকাইয়া থাকিলেন।

সভার অধিবেশনে ইন্দ্র বলিলেন,"ব্রহ্মার আদেশ—এখন উমার দ্বার শিবকে সংসারী করা হউক; মঙ্গলময়ের ঔরসে উমার গর্ভে জাত কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতি করিয়া আমরা অমরলোক অসুর-হস্ত হইতে চির দিনের জন্য উদ্ধার করিব।".

চপলস্বভাব বালক বালিক শতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তারকা কি এক, যুগে যুগে যায়গায় যায়গায় অনেক।"

সুরপতির কথার উপর কথা, এত বড় স্পর্দ্ধা, সভা নির্বাত-নিষ্কম্প, যেন—ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ,—সুরপতি বজ্রগম্ভীর স্বরে অভিসম্পাত বাক্য উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইলেন।

কেহ পিতা, কেহ মাতা কেহ ভ্রাতা, ইন্দ্রকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "ও কি কর, ও কি কর।"

হস্তীর দন্ত বাহির হইয়াছে,—ধনুক হইতে তীর ছুটিয়াছে,—মেঘ হইতে বজ্র খসিয়াছে।

ইন্দ্র দেখিলেন প্রমাদ! তিনি অভিসম্পাতের কঠোরতা খর্ব্ব করিয়া বলিলেন,—"এই সকল বালক বালিকা যুবক যুবতী ফুল হইয়া নীরবে ফুটুক, নীরব শোভা দেখাক্, নীরব সৌরভ বিতরণ করুক, নীরবে পবিত্রতা দিউক্; আজ ইহারা মুখের দোষে সব মাটি করিয়াছে; ইহারা আর কথা কহিতে পারিবে না। এই নীরব নির্ব্বাক্ পরোপকারব্রত উদ্‌যাপনের পর শাপাবসান।

পৃথিবীতে ফুল সুরপতির এই শাপভ্রষ্ট বালক বালিকা, যুবক যুবতী, কুমার কুমারী,—নীরব বক্তা, নীরব উপদেষ্টা, নীরব গুরু।

পুষ্পের পুণ্যে যে দিন পৃথিবীর পাপ ফুরাইবে, সেই দিন অসুর আর জন্মিবে না, সেই দিন অভিশাপের অবসান।

পৃথিবীর পাপ ফুরাইবে কি?"—

শচীপতি। মা অতি উত্তম, অতি উত্তম, কে এই পুথি, এই পাতা দিল।

স্বর্ণ। তা কিছুই জানি না।

শচীপতি। মা, ফুল তোল, মালা গাঁথ, মালা বিলাও; ফুলের জয় হউক; স্বর্গের বালক বালিকাদের উদ্ধার হউক। এখন কলিকাতায় আমার বাগানে হয় ত কত ফুল ফুটিয়াছে। ঠিক বলেছে—"যুগে যুগে, যায়গায় যায়গায় অনেক"; ঠিক হয়েছে—যেমন পাপিষ্ঠ তেমন হয়েছে।

স্বর্ণ। কার কথা বল্‌ছ?

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; প্রভাতের প্রথম আলোক-রেখা আশ্রম-কুটীরে প্রবেশ করিয়াছে। শচীপতি এতক্ষণ কন্যার দিকে দেখেন নাই। প্রশ্নে চাহিয়া দেখিলেন—স্বর্ণ আর সে স্বর্ণ নাই; কপালে সিন্দূর জ্বলিতেছে; বৈধব্যসূচিত বলয়ভ্রংশ মণিবন্ধে স্বর্ণচুড় শোভা পাইতেছে; বিচিত্র বসন প্রভাত-পবন-হিল্লোলে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে; অর্দ্ধযুগ-বর্দ্ধিত কেশদাম পৃষ্ঠদেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শচীপতি বিস্ময়ে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

স্বর্ণ। ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে; ভোরে উঠিয়া এই সব পরিতে সাধ হইল, পরিলাম; কেন হইল জানি না। তুমি কত সুখী হবে।

শচীপতির আনন্দ,—কন্যা রোগমুক্তা; অর্দ্ধ অশ্রুধারা—এই বয়স, দুহিতা অবিবাহিতা। তিনি ডাকিলেন, "ওগো দেখে যাও, দেখে যাও।"

মহালক্ষ্মী তখন নিদ্রিতা ছিলেন, ডাক শুনিয়া উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন—স্বর্ণরেখা আনন্দময়ীবেশে দাঁড়াইয়া—সে বৈধব্য বেশ নাই, সে চির-যোগিনী ধুতুরা-ভাব নাই,—চিরপ্রফুল্ল কুমারী মূর্ত্তি;—মুখমণ্ডলে যেন লীলা-কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। মাতা কন্যাকে সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

স্বর্ণরেখা। চল মা, স্বামীজির শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় লইয়া আজ আমরা কলিকাতা যাই। শ্যামলা, সুরূপা, জেঠা মহাশয়, জেঠিমা সকলকে দেখিবার জন্য মন বড় উতলা হইয়াছে।

জুমন উঠিয়া দেখিয়া অবাক্; সম্মুখে যাইয়া স্বর্ণরেখার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত কণ্ঠে ডাকিল—"মাই।"

বালক এমন রূপ, এমন করুণাময়ী লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি আর কখনও দেখে নাই।

শচীপতি যাত্রার সব আয়োজন করিতে লাগিলেন। বরুণার আশ্রম উঠিল। তাঁহারা অপরাহ্নে তৈলঙ্গ স্বামীর আশ্রমে উপনীত হইলেন। একে একে সকলে স্বামীজিকে প্রণাম করিলেন। মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে স্বামীজিকে অধিক দেখা যায় না। সিদ্ধ পুরুষ সহাস্যমুখে স্বর্ণরেখার কপাল কপোল সস্নেহে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীর মুখে কি অনাবিল মমতা!

স্বর্ণরেখা সেই শুশ্রূষাকারিণী বৃদ্ধার পদধূলি লইলেন—মুন্‌সেফ বাবুটীকে খুঁজিলেন, শুনিলেন,—তিনি স্বামীজির আদেশে হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহারা সকলে স্বামীজির আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া বাঙ্গালীটোলায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজির কৃপাগুণে রোগমুক্তা স্বর্ণরেখাকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধা, যুবতী, বালক বালিকা আসিয়া সমবেত হইল। তাহারা দেখিল—রূপ; তাহারা দেখিল—রূপে শীলতা; তাহারা দেখিল—শীলতায় শান্তি এবং সৌন্দর্য্য।

সেদিন সকলের অনুরোধে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালীটোলায় থাকিতে হইল। পরদিন মধ্যাহ্নে তাঁহারা কাশী পরিত্যাগ করিলেন। মণিয়া প্রায় প্রতিদিন দীর্ঘপথ হাঁটিয়া বাঙ্গালীটোলা হইতে বরুণায় তাহার "ছোণা দিদিকে" দেখিতে যাইত। তিন বৎসর হইল মণিয়ার একটী পুত্র হইয়াছে। স্বর্ণ সপুত্র মণিয়া, নন্দ, মণিয়ার মা—সকলকে সঙ্গে লইলেন। এই আহিরী পরিবার স্বর্ণের মনে সংসার সুখের একটী সুন্দর চিত্র আঁকিয়া দিল। তাঁহারা পরদিন প্রত্যুষে কলিকাতা পৌঁছিলেন। তাঁহাদের পদার্পণে শচীপতির উদ্যান হাসিতে লাগিল। শ্রীপদ এখন শচীপতির উদ্যানবাসী। শ্রীপদ স্বর্ণের অপূর্ব্ব রূপান্তর দেখিয়া মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলেন—এ কি সময়ের ফল, না, সিদ্ধ পুরুষের

কৃপা। যাহাই হউক, স্বর্ণরেখা বিধাতার যে এক অপূর্ব্ব মনোহর সৃষ্টি সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিল না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মাল্যবিতরণ—লোমহর্ষণ ঘটনা।

কলিকাতায় স্বর্ণরেখার এক বৎসর গেল, দুই বৎসর গেল, তৃতীয় বৎসর চলিয়াছে। স্বর্ণ কুমারী, বয়স—পঞ্চবিংশতি—কূলপ্লাবী স্রোতস্বতী; হিন্দু সমাজে এমন কে আছে যে,এই বর্ষীয়সী কুমারীর পাণিগ্রহণ করে। কুমারীও বিবাহ-বিমুখী। শচীপতি সেই পুষ্প-বিজ্ঞান লইয়া ব্যস্ত; কাশী হইতে আসিয়া প্রতিদিন মাল্য বিতরণে মন দিয়াছেন। মাল্য গৃহে গৃহে প্রেরণ নহে,—দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধের ন্যায় ব্যবস্থা এবং বিতরণ।

শেষ রাত্রি হইতে এই মহোৎসব আরম্ভ হয়। বৈশাখের শেষ; আজ সেই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উদ্যানে জনপ্রবাহ উঠিতেছে, মাল্য উপহার লইয়া অবতরণ করিতেছে। যে দিন জগন্নাথের জীব-উদ্ধার-বার্ত্তা প্রচারিত হয় সেদিন লোক-সমারোহ কেমন হইয়াছিল জানি না, কাশীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইবার দিন কত লোক সমবেত হইয়াছিল দেখি নাই; ভাগীরথীর কলুষ নাশের কাহিনী কীর্ত্তনে উভয় তীরে কত লোক মঙ্গল কোলাহল করিয়াছিল শুনি নাই; বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু প্রথম আসন লইলে, কৈলাসে কৈলাসপতি বসিলে, কিরূপ সমারোহ হইয়াছিল বলিতে পারি না; মাল্যবিতরণে শচীপতির পুষ্পোদ্যান লোক-সমাগমে সজীব পুণ্যতীর্থ হইয়া উঠিয়াছে।

শচীপতি—বোধন-সচেতন-তনু,—আরাধনা-আকুলকান্তি—ধ্যান-গম্ভীরবদনমণ্ডল, — প্রার্থনা-পুলকিত-লোচনজ্যোতি ; — তপস্বীতুল্য পুরুষ উদ্যান প্রদক্ষিণ করিয়া মাল্য বিতরণ করিতেছেন, ফুল ছড়াইয়া দিতেছেন।

শচীপতি। এতগুলি টেলিগ্রাফ আফিস এখানে কে বসাইল? কোনটী লাল, কোনটী সাদা, কোনটী বেগুনে, কোনটী নীল, কোনটী পীত, কোনটী হরিৎ। এতগুলি তারের ঘর এখানে কেন? তার বাবুদের বসিবার আসনগুলি কি চমৎকার—কত বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরে কত আকারে গঠিত; কেবল বাবু নন বিবিও আছেন; কেবল যুবক নন, যুবতীও আছেন; কেবল কুমার নন, কুমারীও আছেন। স্বর্গ হইতে সংবাদ বহিবার তারের ঘর—দেব পুত্র কন্যা, যুবক যুবতী, কুমার কুমারী খবর আনিতেছেন। কি সহিষ্ণুতা, মুখে একটী কথা নাই; স্বর্গের সংবাদ আসিতেছে; একটু ঠক্ ঠক্ খট্ খট্ শব্দ নাই। তার ত দেখি না—তারের এত বড় স্পর্দ্ধা, স্বর্গের সমাচার আনিবে—সৌরভ বহিয়া স্বর্গের সংবাদ আসিতেছে। কি চমৎকার অক্ষর দেখ দেখি। ইনি গোলাপ; ইনি গন্ধরাজ; ইনি অশোক; ইনি অপরাজিতা; ইনি বেল; ইনি বকুল; ইনি চাঁপা; ইনি চামেলী—এক এক ফুলে এক এক অভিধান—কলি হইতে কুসুম ফুটিতেছে, অপেক্ষা করিতেছে;—কত কি বলিয়া বুঝাইয়া ঝরিয়া যাইতেছে, আবার ফুটিতেছে; কতকাল ইহারা নীরবে স্বর্গের সংবাদ বহিতেছে। (একটী অশোকের ডাল ধরিয়া) বল, কতকাল পৃথিবীতে অশোকের সংবাদ বহিতেছ! তুমি অশোক;—যাঁহাকে পাইলে শোকসন্তাপশূন্য হইতে পারি তিনি কোথায়? (কামিনীকুঞ্জে) ঐ দেখ কামিনী কি খবর আনিল; —সংবাদ দিবে কি, উহার সব পত্র হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া

যাইতেছে। জবা এইবার মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের খবর—কনফিডেন-স্যাল ;—তা আমাকে দিয়ে দরকার নাই—তবে একবার সেই ভীম-ভৈরব পাষণ্ড-দলন সেনাপতিকে দেখাইতে পার কি? স্বর্গ হইতে কত সংবাদ আসিতেছে।—ভববন্ধন ছিন্ন হয় কই? মায়া কাটে কই? স্বর্গের দিকে মন চলে কই? চলে না, লাগাও চাবুক।

বলিতে বলিতে শচীপতি মালা, সমাগত বালক বালিকা যুবক বৃদ্ধগণের গলায় তুলিয়া দিতেছেন। বিতরণে বিভোর নেশা হইয়াছে। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন,—মর্ত্তালোকের এক দুই তিন গলা যেন অমর লোকের কি এক মহিমান্বিত বিরাট গলায় মিশিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র মালা ক্ষুদ্র গলা; গলা বাড়িল, মালা দীর্ঘ হইল। —মুখ নাই, বুক নাই, হাত নাই, পা নাই, কেবল গলা—থাককাটা, স্পর্শকোমল, বাহুলতার বিলাসবৃক্ষ—আলিঙ্গনে শোকসন্তাপহর —দর্শনে সর্ব্ব-শরীর-লোমাঞ্চকারী—এমন গলা।—ত্রিকালে ত্রিবলী; দর্শনে মনোহর; নিরীক্ষণে নয়নরঞ্জন; স্পর্শে পুলকিতকারী; প্রার্থনায় বরাভয়প্রদ—এমন গলা। মানব মুখের সহস্র নয়নদীপ্ত,—মধ্যে মধ্যে চাঁপা চামেলী, গোলাপ গাঁদা, জবা, যুই, পদ্ম, পারুল—তাহার সঙ্গে কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্য, কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র হীরক-খণ্ডবৎ গ্রথিত,—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ব্যাপী সুদীর্ঘ মালা। ধন জন যৌবন রূপ বল ঐশ্বর্য্য, ফুল, ফল, জীব, জন্তু, জড় পদার্থ আসিয়া সেই মালায় মিলিত হইল। শচীপতি বলিয়া উঠিলেন, "এমন মালা পাইলাম, দিবার যোগ্য গলা পাইলাম কই? স্বর্গ মর্ত্ত্যে ধরে না, কালে কুলায় না, সেই গলা ধরিতে পাই না কেন?"

তখনও ভোর হয় নাই; শচীপতি জনপ্রবাহে অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে একটী সুন্দর সুদীর্ঘ মালা হাতে গৃহের দিকে

ছুটিলেন, স্বর্ণের কক্ষে উঠিলেন,ডাকিলেন—"মা"। ডাকিলেন—"সোণা"। দেখিলেন,—খুঁজিলেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কক্ষে ও কক্ষে কোথাও স্বর্ণরেখা নাই। জুমন বলিয়া উঠিল, "মেই ত দেখা নেহি, মাই কাঁহা গিয়া।"

জনস্রোত তখন অবতরণ করিয়া গিয়াছে; গৃহে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল; গৃহ ছাড়িয়া দাস দাসী উদ্যানে ছুটিল; কোথাও স্বর্ণরেখা নাই। তাহারা অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল।

মহালক্ষ্মী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন; জুমন লুঠাইয়া কাঁদিতেছে; দ্বারবান্ পুলিশে সংবাদ দিবার জন্য ছুটিয়াছে।

এই সময়ে শচীপতি দেখিতে পাইলেন,—একটা লোক উদ্যানের সিঁড়ি বাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। লোকটা—ভগবান দাস বাবু; সুদীর্ঘ কাল পরে আসিয়া উপস্থিত।

শচীপতি। আমার ত সর্ব্বনাশ, সোণাকে পাওয়া যাইতেছে না, এতকাল পরে কোথা হ'তে?

ভগবান। বোম্বে মেলে—এই আসিতেছি। দ্বারবানের—মুখে কিছু—শুনিলাম। কিরূপে—কি হইল—শীঘ্র বলুন?

শচীপতি। শেষ রাত্রে মালা বিলাইতেছিলাম, বহু লোক আসিয়াছিল। সকলে চলিয়া গেল—তখন ভোর হইয়াছে—মাকে একটা মালা দিতে গেলাম,—যাইয়া দেখি,—শয্যা-শূন্য,—কামরা শূন্য,—গৃহ শূন্য,—বাগান শূন্য।

ভগবান্ দাস দক্ষিণে পলাশকুঞ্জের ভিতর দিয়া সবুজ চসমা চোকে আকাশের দিকে চাহিয়া শূন্য মনে চলিয়াছেন; তখন সূর্য্যের প্রথম কিরণ আসিয়া পলাশপাতায় পড়িয়াছে; ঊর্দ্ধশাখায় একখানি শুভ্র বস্ত্র দেখা গেল।

শচীপতি ঐ বস্ত্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঐ ত আমার মা, অত উচায় ফাঁশী,—কেন দিল—কে দিল ? হায় হায় ! কি হইল !"

শচীপতি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ভগবান দাস তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে বারণ করিয়া বলিলেন,—"একটী শব্দও যেন না হয়, আমি গাছে উঠিয়া দেখিতেছি।

ভগবান্ দাস মইর অপেক্ষা করিলেন না ; গাছ প্রকাণ্ড ; তাঁহার চাদরে কয়েকটী গ্রন্থি বাঁধিয়া পলাশের একটী নীচের শাখায় আবদ্ধ করিলেন ; জাহাজের খালাসীর ন্যায় ঐ সকল গ্রন্থিতে পা দিয়া নিমেষে উপরে উঠিয়া গেলেন। দেখিলেন,—স্বর্ণরেখা একখানি ক্ষীণ শাখায় পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ;—অচেতন—নিশ্চল—নিস্তব্ধ ;—পদতলের শাখা ভারসহিষ্ণু, উর্দ্ধে আর একটী শাখা প্রকাণ্ড। কোন প্রকারে চৈতন্য হইলে প্রমাদ ; অমনি ভূতলে প্রস্তর-বেদিকায় পড়িয়া দেহ চূর্ণ হইয়া যাইবে। ভগবান্ দাস চাদরের রজ্জু তুলিয়া লইলেন ; আপনার শরীরে বাঁধিয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হইলেন ; চাদর হাতের নীচে আপন বুকে বাঁধিয়া, উপরের বৃহৎ শাখায় সংবদ্ধ করিয়া, স্বর্ণরেখাকে সাপটিয়া ধরিয়া, দুই হস্তে আপনার পরিধেয় বস্ত্রের মুক্ত অংশ কসিয়া দিলেন। ভগবান্ দাস শচীপতিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"শুকনো পাতা তুলিয়া লইবার যে জাল আছে দড়ী বাঁধিয়া শীঘ্র উপরে তুলিয়া দিন, শীঘ্র—

শচীপতি ভয়ে কাঁপিতেছেন। মালী নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, গাছে উঠিল ; জাল উপরে তুলিয়া লইল ; উপরের বড় শাখাটীর সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া জাল ঝুলাইয়া অপর দিকের দড়ী নীচে নামাইয়া দিল ; তলায় কয়েক জনে তাহা সজোরে ধরিল। ভগবান্ দাস স্বর্ণরেখাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঐ জালে যুগপৎ শুইলেন। তলার মালিগণ তাহাদের হাতের

দড়ী ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিতে লাগিল; স্বর্ণরেখা ও ভগবান্ দাস সহ জাল ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

শচীপতি সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন,—উভয়েই অচেতন। সকলে উভয়ের শবতুল্য দেহ অতি সাবধানে অট্টালিকার শয়ন-কক্ষে লইয়া গেল। স্বর্ণরেখা এবং ভগবান্ দাস উভয়েই বস্ত্রপাশে বাহুপাশে দৃঢ় আবদ্ধ;—জীবিত কি মৃত—সম্রস্তে তাহারই পরীক্ষা হইতেছে। চৈতন্যসঞ্চারের চেষ্টা হইতেছে—উভয়ের শরীরই বরফের ন্যায় শীতল এবং স্পন্দহীন। কক্ষ দাসদাসীতে পরিপূর্ণ; সকলের মুখে বিষাদ এবং উৎকণ্ঠার একশেষ। মহালক্ষ্মী কন্যার দশা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। একটী দেখিতে আর একটীর শুশ্রূষা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

আজ দ্বাদশ বৎসর দেবপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে; তাহার শ্রাদ্ধ হয় নাই, হইতে পারে নাই। রূপসী বিলে অগ্নিদাহের কালে কেহ বলিয়াছে—তাঁহাকে পুড়িতে দেখিয়াছে; কেহ বলিয়াছে—তাঁহাকে দেখে নাই; শবদেহ পাওয়া যায় নাই; পণ্ডিতগণ যথারীতি শ্রাদ্ধের পাঁতি দেন নাই।

আজ সময় পূর্ণ হইয়াছে, রতনমণি ম'শায় হৃদয়ের সকল শোক সমবেত করিয়া ভ্রাতার কুশপুত্তল-শ্রাদ্ধের-আয়োজন করিয়াছেন। যূপ, যূপমণ্ডপ, দানের গরু, দানসামগ্রী সব যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের "কার্যাপণং" "তুলাদান" "প্রায়শ্চিত্ত" ইত্যাদি কথার

বিচারে কাণ পাতা ভার। আহূত রবাহূত নিমন্ত্রিত লোকে ভাগবতপুরের গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

রতনমণি ম'শায় অন্তঃপুরের অঙ্গনে বসিয়া—দুই চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি খোকাকে একটী আম চুষিয়া খাইতে দিয়াছিলেন; বালক আমের রস চুষিয়া শেষ করিলে উহার আঁটিটী খোকার হাতে, উঠানে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহাতে আম ধরিয়াছে; বৈশাখের শেষ, আম পাকিয়াছে; পিসীমা ঐ আম—গাছ ভরা আম—দেখিয়া গাছের তলায় লুঠাইয়া কাঁদিতেছেন—"তোর হাতের গাছে আম ধরিয়াছে, খোকা রে তুই নাই,—কে এই আম খায় রে বাপ!" বৃদ্ধার ক্রন্দনে শ্রাদ্ধবাসর শোকের মহাশ্মশান হইয়া উঠিয়াছে।

এই সময়ে ডাকে একখানি পত্র আসিল। দেওয়ানজী তাহা লইয়া রতনমণি ম'শায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইবার অধিক বিলম্ব নাই; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ গৃহে আসন লইয়াছেন।

রতনমণি। কাহার পত্র?

দেওয়ানজী। খুলি নাই।

রতনমণি। খুলিয়া আপনি পড়ুন; আমার চসমা নাই; থাকিলেও কিছু চোখে দেখিব না। মোহর দেখুন, কোথাকার? পড়ুন।

দেওয়ানজী মোহর দেখিয়া বলিলেন—"কলিকাতার।" পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীচরণকমলেষু

আনন্দের সমাচার—সমাচার লিখিতে কত আনন্দ হইতেছে তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব?

রতনমণি। আমার আনন্দের সমাচার বিধাতা ত রাখেন নাই, পড়ুন।—

"দেবপ্রসাদ বাবু।"

রতনমণি। কি? কি?

দেবপ্রসাদ বাবু আমাদের এখানে আসিয়াছেন। রূপসী বিলে অগ্নিদাহে তিনি রক্ষা পাইয়া কুণ্ডলায় ভাসিয়া যান, একজন কৃষক তাঁহাকে নদী হইতে তুলিয়া তাহার গৃহে লইয়া যায়।

রতনমণি। পণ্ডিতদিগকে সংবাদ দিন,—শ্রাদ্ধ বন্ধ,—শ্রাদ্ধ বন্ধ,—তারপর,—তারপর। তাড়াতাড়ি পড়ুন।

"অরূপার" অগ্নিদাহের রাত্রে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছে; কৃষক সেবা শুশ্রূষা করে; তিনি সেই সময়ে দেখিতে পাইলেন—তাঁহার সমস্ত চুল সাদা হইয়া গিয়াছে। অনেকটা ভাল হইয়া তিনি কলিকাতায় আইসেন; দুই একজন বন্ধুর নিকট আপন পরিচয় দেন; তাঁহার চেহারার ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে জাল বলিয়া মনে করেন। তখন তাঁহার উইলের কথা চলিতেছিল,—এই ব্যক্তি জাল বলিয়া লোকের মনে সন্দেহ বাড়িয়া গেল। তিনি কোন উপায় না দেখিয়া পশ্চিমে চলিয়া যান; তৎপর এখানে আসিলে যে অভাবনীয় ঘটনায় আমরা তাঁহাকে চিনিয়া লইয়াছি, পত্রে তাহা লিখিতে পারিতেছি না। এখন তাঁহার সে সাদা চুল নাই, সে রোগা চেহারা নাই—সেই দেবপ্রসাদ বাবু। শ্রীপদবাবু, প্রতাপচন্দ্র বাবু সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া লইয়াছেন। পলাশ গাছ হইতে সোণাকে সহকারে যখন নামাইলাম তখন তাঁহাকে আমি চিনিতে পারি নাই; আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই; সোণার চৈতন্য হইলে—

রতনমণি। পলাশ গাছ,—সোণা গাছে,—ব্যাপার কি,—শুনিয়াছি,

ভূতে পাইলে লোকে স্বপ্নে গাছে উঠিয়া থাকে। একি তাই,—তার-পর তাড়াতাড়ি—

সোণা তাহাকে চিনিয়া লয়; শ্রীপদ বাবু আসিয়া পরিচয় করেন; সে যে কি ব্যাপার হইয়া গিয়াছে পত্রে লিখিয়া জানাইতে পারিতেছি না। আপনি আজ রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতা চলিয়া আসিবেন। তিনি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইতেন কিন্তু তাঁহার শরীর অতিশয় অসুস্থ।

সেবক

শ্রীশচীপতি।

রতনমণি। দেওয়ানজী শ্রাদ্ধ বন্ধ করিয়া দিন। আমি শিবের মাথায় বৃথা বেলপাতা দেই নাই। আমার খোকা—

পিসিমার চোকের জল ঝরিতে লাগিল।

পত্র শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্রাদ্ধ-আসরে দেবপ্রসাদের কথা রটিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের মুখে একদিকে আনন্দ, একদিকে নিরানন্দ- সুখাসন, ষাঁড় বাছুর, রূপার তৈজস পত্র সব যে বৃথা যায়।

রতনমণি ম'শায়, যাহার যেরূপ প্রাপ্য তদ্রূপ তথনই দানের আদেশ করিলেন। নিমন্ত্রিত রবাহূত ব্যক্তিগণের আহারে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তিনি দেওয়ানজীকে এবং বামা ঝিকে লইয়া রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

মৃতের পুনরুত্থান, ভাই ভগ্নীতে পুনর্ম্মিলন কি আনন্দ! এমন সুখের দিন বিধাতা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন,—স্বর্ণরেখা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

রতনমণি আসিয়াই বিবাহের দিন স্থির করিলেন; কলিকাতাতেই বিবাহ হইবে।

বিবাহের বিপুল আয়োজন হইল—রতনমণির হাতে এই সুদীর্ঘ

সময়ে পিতার সম্পত্তি হইতে বহু টাকা জমিয়াছে, রতনমণি ভ্রাতার বিবাহে টাকা ঢালিয়া দিলেন।

স্বর্ণ প্রস্তাব করিলেন,—"বাবা এই বাগানের নাম "অরূপা উদ্যান" রাখিলে হয় না ?

শচীপতি অরূপার কথায় ভাবিলেন,—রাগ সারে নাই। তথাপি তিনি কন্যার কথায় সম্মতি দিলেন, আরও বলিলেন,—"এই তোর বিবাহের যৌতুক,—অরূপা উদ্যান, এই উদ্যানে থাকিয়া জীবন ভরিয়া ফুলের মালা বিলাইয়া দিস্।"

দেবপ্রসাদ প্রকারান্তরে জানাইলেন, তিনি অরূপা নামে স্বর্ণ-রেখাকে বিবাহ করিবেন। উমাপতি, রাজলক্ষ্মী, আত্মীয় কুটুম্বে অরূপা উদ্যান পূর্ণ হইয়া গেল। শ্যামলা, সুরূপা সন্তান ক্রোড়ে লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। রতনমণি ম'শায় শ্যামলাকে বলিলেন, "বেশ মানাইয়াছে,—অরূপা, শ্যামলা, সুরূপা—দুই দিকের রূপে তোর রূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"

জুমন। কো বুড়া মাই, এতনা দিন, মাইকো সাদি নাই হুয়া।

রতনমণি চমকিয়া উঠিলেন,—কোথায় কোন কটাহে বহুদিনের সুরক্ষিত কস্তুরীর গন্ধ যেন ছুটিয়া আসিল।—"কে এ ?"

মহালক্ষ্মী। জুমন—সোণার ছেলে; সোণা কাশীতে ইহাকে লালন পালন করিয়া এখানে আনিয়াছে।

রতনমণি। মহালক্ষ্মী, ডাক ত উহাকে, দেখি।

মহালক্ষ্মী হাতে ধরিয়া জুমনকে রতনমণির সম্মুখে লইয়া আসিলেন, তিনি উহার মুখের কাছে মুখ লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন,-স্কন্ধে দেখিলেন—তিনটী তিল ; দক্ষিণ হাতের কণুই হইতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত একটী কর্ত্তন রেখার শুষ্ক চিহ্ন।

রতনমণি। মহালক্ষ্মী, আমাকে ভাঁড়াইও না, এ যে আমাদের খোকা। তার কি কোন ভুল আছে, হিন্দিতে কি সে মুখের ছবি ঢাকে?

রতনমণি তাহাকে কোলে তুলিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। গৃহে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল।

এই কোলাহলের সময় রামলাল কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শচীপতি ত্রস্তে ব্যস্তে জুমনের সমাচার জানিতে চাহিলেন। রামলাল তাঁহার হাতে একখান পত্র দিল।

কাশীতে জুমন সম্বন্ধে মোকদ্দমার সময় রামলাল ফেরার হইয়াছিল। সে তখন কলিকাতায় পলাইয়া আইসে, কলিকাতায় কয়েক বৎসর থাকিয়া কাশী যায়। সেখানে যাইয়া দেখিতে পায়—শচীপতি কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছেন, মণিয়া প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। রামলাল কাজকর্ম্মের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া শচীপতির সন্ধান লইয়াছে—নারিকেলডাঙ্গার এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—যে পত্র শচীবাবুর হাতে দিয়াছে—তাহা বালীর কাগজে, উপরে নাগরী লেখা—উহার উপর পোষ্টাফিসের শীলের উপর শীল পড়িয়াছে; পত্র মণিয়ার নামে; ঠিকানা নাগরী; কেহ পড়িয়াছিল কালিকট, কেহ কালকা—কেহ কাল্লিকোট;—কেহ কালীকচ্ছ; কেহ পড়িয়াছিল—কলিকাতা। মালিকের কোন ঠিকানা হয় নাই; পত্র বেয়ারিং; পত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাশীতে রামলালের নিকট উপস্থিত হয়। বেয়ারিং পত্র—মাসুল দুই আনা দণ্ড দিয়া রামলাল পত্র লইয়াছে। পত্রে সেই জবানবন্দী। রামলাল শুনিয়াছে জুমন শচীপতির সঙ্গে আসিয়াছে। তাহার ভরসা আছে—এই জবানবন্দী পাইলে শচীপতি তাহাকে অঙ্গীকৃত টাকা দিবেন। সেই টাকার ভরসায় রামলাল পত্র

লইয়া আসিয়াছে—সে যে ঝুটা নয়, এই কথা বার বার বুঝাইয়া পত্রখানি শচীপতিকে দিয়াছে। লেখা নাগরী, দ্বারবান্, ফুলমালী উহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্বারবান্ পড়িতেছে "ভাগগেয়া"; ফুলমালী পড়িতেছে "ভাগবত্তা", আবার বলিতেছে "ভগতপুরা", পাঁচবারে ভাগবতপুর সাব্যস্ত হইতেছে। জবানবন্দী এইরূপ—

আমার নাম (পুরাতন কাগজ—দশ ভঁাজে ভাঙ্গা—নাম উঠিয়া গিয়াছে) পিতার নাম (ঐরূপ) রওয়ানী বেহারা। ফরিদপুরের অন্তর্গত ভাগবতপুর হইতে অন্নপ্রাশনের দিন এই ছেলেকে চুরি করি, ইহার গায় অনেক গহনা ছিল। আমরা রাত্রে পদ্মার তীরে লইয়া গহনা খুলিয়া উহাকে পদ্মায় ফেলিয়া দিতেছিলাম; সেই সময়ে বালকটী কাঁদিতে লাগিল, বলিতে লাগিল—"মালে না" "মা কানবে" "পিসিমা কানবে" "বাবা কানবে" "মালে না।" বালকের কান্না শুনিয়া উহাকে বধ করিতে ক্ষান্ত হই এবং উহাকে লইয়া আরা যাই। আরায় লছমীয়া নামে এক আত্মীয়ের নিকট উহাকে রাখিয়া দেই। লছমীয়া উহাকে কোথায় লইয়া যায়, জানি না। সে ছেলে আছে কি না তাহা বলিতে পারি না। যে বালকচুরির মোকদ্দমায় আমি আসামী, তাহাতে আমি নির্দ্দোষ।

যে সময়ের এই জবানবন্দী সে সময় কাশীতে ছেলে চুরির বড় ধূম পড়িয়াছিল, এই সকল চুরির অনুসন্ধানে এই জবানবন্দী লেখা হয়। জবানবন্দী শুনিয়া আর সংশয় রহিল না,—এই জুমনই প্রিয়প্রসাদ। জুমন দেবপ্রসাদের পুত্র; হারাধন পাওয়া গিয়াছে—শচীপতির উদ্যানে আনন্দের এক উচ্চধ্বনি উঠিয়াচে—মণিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছে—"বেটা ত মিলি—সোণা দিদি, সাদি—ভগবান কা কৃপা—সব হোতা।" শচীপতি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন; মহালক্ষ্মী জুমনকে

আদর করিতেছেন। পিসিমা মহালক্ষ্মী হইতে জুমনকে লইয়া কলতলায় উপস্থিত হইলেন—গামোছা দ্বারা ঘসিয়া ঘসিয়া জুমনের গা লাল করিয়া তুলিয়াছেন; পিসিমার ক্ষান্তি নাই—তাঁহার মনে হইতেছে—এই ঘর্ষণে ঘর্ষণে বালকের মুখের হিন্দি ছুটিয়া সেই "পিসিমা ছুছু" কথা বাহির হইয়া পড়িলে ভাল হইত। হিন্দি বুলি দূর না হউক, কিন্তু পিসিমার হাতে জুমন মাড়ওয়ারী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী বালকে রূপান্তরিত হইল। বর্ণ উজ্জ্বল, দৃষ্টি প্রফুল্ল—অরূপার মুখচ্ছবির ছায়া উহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দুই সপ্তাহ পরে মহাসমারোহে অরূপা উদ্যানে অরূপা-স্বর্ণরেখার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ রাত্রিতে—সে কি রাত্রি—সৌরকর-সমুজ্জ্বল প্রথম প্রভাত—কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কাননে ভ্রমরগুঞ্জন—একযুগের সঞ্চিত প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছে। মানস-সরোবর কূল প্লাবিয়া ছুটিয়াছে; দেবপ্রসাদ—ভগবান দাস; স্বর্ণ—অরূপা। কখন কত কথা—কখনও কথা নহে, কেবল অবাক্ দেখা—আবার কত কথা।

স্বর্ণরেখা। আমাকে বলিলে আমি কি চিনিতাম না।

দেবপ্রসাদ। চিনিতে না, সে চিহ্ন কই? চোক কাণা, চুল সাদা; কেহ চিনিতে দিত না।

স্বর্ণ। কিন্তু কাশীতে কি কলিকাতায় যখনই আসিয়াছ—যখনই দেখিয়াছি, ঐ সবুজ চস্‌মার দিকে চাহিলে আমার শরীর কাঁটা দিয়া উঠিত। এখনও উঠিতেছে, দেখ; অভিনয়ের দিনও ঐরূপ—খড়্গা বিরূপ ঘুরিতেছিল—এখনও ভয় হয়।

দেবপ্রসাদ দেখিলেন স্বর্ণরেখার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

দেবপ্রসাদ। তুমি আমাকে অনেক দিনই দেখ নাই; আমি কি কাশীতে, কি কলিকাতায় কতদিন গোপনে তোমাকে দেখিয়াছি।

"অরূপা" পুড়িয়া অরূপার সব ছবি গিয়াছে। খুব পরিচিত হইলেও মনে মনে ভাবিয়া কাহারও ছবি আঁকা যায় না, সম্মুখে বসাইয়া দেখিতে হয়। কাশীতে তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া অরূপার এক ছবি আঁকিতেছিলাম; যখন তুমি গঙ্গার ঘাটে নাইতে আসিতে তখন নৌকায় বসিয়া কতদিন তোমার মুখের ছবি লইয়াছি, দেখিবে? (দেবপ্রসাদ তোরঙ্গ হইতে অরূপার চিত্র বাহির করিয়া দিলেন)—তোমাকে পাইব, খোকাকে পাইব, এমন কি কখনও ভাবিয়াছি—সব ভগবানের কৃপা। এ জীবনে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহারই প্রসাদে ঐ অভিনয়; ঐ অভিনয়ে না থাকিলে পাগল হইয়া যাইতাম; ভাগ্যে জলে ডুবিয়াও হাতে বাবার তাবিজটা ছিল—পাঁচ লাখ—সেই টাকায় এত সমারোহ—সব ভগবানের কৃপা। দেবপ্রসাদের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আনন্দে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। স্বর্ণরেখা চোখের জল মুছাইয়া দিলেন। রাত্রি প্রভাত প্রায়—আনন্দ আরামে উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বিবাহের পরদিন প্রাতে শ্রীপদ বাবু এবং প্রতাপচন্দ্র উপস্থিত হইলেন; শ্রীপদ বাবু দেবপ্রসাদকে বলিলেন, "বাইরণের চিলন-বন্দীর কালো চুল একরাত্রে সাদা হইয়াছিল, তোমারও তাই; তবে তোমার সাদা চুল এক ঘণ্টায় কালো হইয়া গেল—একি স্পর্শের গুণ, না, মন্ত্রের মহিমা? স্বর্ণরেখা কি চক্ষু দিতে পারেন না? তুমি যখন কলিকাতায় নাট্যাচার্য্য তখন আমি থাকিলে তোমাকে ধরিয়া ফেলিতাম।"

এই সময়ে শচীপতি এক সাজি ফুল লইয়া তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন—"কি কাণ্ড কি রূপান্তর, কি চিকিৎসা,—বুড়া জোয়ান হয়ে গেল,—ভগবান দাস—দেবপ্রসাদ বাবু; উহাও ফুলের গুণ; মা ই আমার ফুল; ফুলে ফুলে মা ফুল হইয়া গিয়াছেন। ভগ-বান্‌দাস বাবু খাসা অভিনয় দেখিয়েছেন—বাবাজি খাসা, কাশীতে

দশাশ্বমেধ ঘাটে ভগবান দাস বাবুর—বাবাজির—সেই গানটী "শিবময় এই বিশ্ব" বড় মিষ্ট। এ বিশ্ব শিবময়ই বটে।

শচীপতি সাজি হইতে ফুল লইয়া সকলকে এক এক মুষ্টি দিয়া গেলেন।

দেবপ্রসাদ। থিয়েটার করিবার পূর্ব্বে কত দিন পাশ দিয়া গিয়াছি, শ্রীপদ দেখেন নাই। প্রতাপ ত একদিন বহুবাজারের পথে আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াই চলিয়া গেলেন।

প্রতাপ। আমি, কিছুই চিনিতে পারি নাই; আমার মনেও হয় না।

শ্রীপদ। তুমিই কেন, প্রকাশ করিলে না,—দেবপ্রসাদ?

দেব। দিদি আমার বাবার উইল উপস্থিত করিলেন; দেবনাথ বাবু জাল উইল। তাঁর কি দুঃসাহস! চুল সাদা হইয়াও তবু ছিল, জালপ্রতাপচাঁদ হইলে আমার মাথাটাও থাকিত না। অবশেষে তাঁর এই—কি লজ্জা, কি পরিতাপ; ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।

রতনমণি ম'শায়, দেবপ্রসাদ কখন কি বলে সেই মিঠা কথা শুনিবার জন্য বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া থাকেন। দেবনাথ জেলে, তাহা তিনি ভাগবতপুরেই সংবাদ পাইয়াছিলেন এখানে আসিয়া সে প্রসঙ্গ তুলিবার সময় হয় নাই। বিবাহের আনন্দ আহ্লাদে তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু রতনমণি ম'শায় সেই রতনমণি ম'শায়। তিনি ডাকিলেন—"দেওয়ানজি।"

দেওয়ানজি। কি আজ্ঞা।

রতনমণি। ঐ কাঠের বাক্সটী লইয়া আসুন।

দেওয়ানজি বাক্স লইয়া আসিলেন।

রতনমণি। শ্রীপদ তুমি বাক্স খোল।

শ্রীপদ বাক্স খুলিলেন।

ঘাস খড়ের আবরণ হইতে উঠিতে লাগিল,—শিশির পর শিশি,—লাল তৈল টক্ টক্ করিতেছে—লেখা দেবনাথ তৈল,—তোলা ১০৲ দশ টাকা।

তখন সেখানে উমাপতি, শচীপতি, রাজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, শ্যামলা, সুরূপা, স্বর্ণরেখা সকলে উপস্থিত। সকলে রতনমণি ম'শায়ের অটল প্রতিজ্ঞা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইল।

রতনমণি ম'শায়, দেবপ্রসাদকে হাতে ধরিয়া আনিয়া বলিলেন, তোর গুরু-দেব—শিশির মুখ তুই খোল; আর প্রতাপচন্দ্র, তুমি তার চেলা তুমি শিশিগুলি হইতে সব তৈল ঢালিয়া ফেল। এই প্রতিশোধ লইবার আমি কে, মাথার উপরে ঐ এক দণ্ডদাতা বিধাতা পুরুষ আছেন, তিনি বিচারকর্ত্তা, বিচার করিয়াছেন—পাপের দণ্ড হইয়াছে। সত্যের জয় অসত্যের ক্ষয় হয়—পুরাণ পুথিতে বাপ পিতামহের মুখে তিন কালে ইহাই শুনিয়াছি। সদাশিব হে তুমি জান।

রতনমণি ম'শায় দাঁড়াইয়াছিলেন, দাঁড়াইয়াই হাতের মালা আকাশে তুলিয়া মাথায় রাখিলেন।

সকলে নীরব নিস্পন্দ।

রতনমণি ম'শায়, বলিতে লাগিলেন—"সদাশিব সব মঙ্গল করিয়াছেন কিন্তু সব সাধ মিটে নাই। আমার বাপের পুরী আঁধার হইয়া রহিয়াছে; সকলে সেইখানে চল। ভাগবতপুরে আবার চাঁদের হাট মিলিবে, আমি সেখানে সোণার শিব পূজা করিব; পিতা স্বর্গ হইতে আসিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। আমার দেবপ্রসাদ,—আমার খোকা—প্রিয়প্রসাদ, আমার বৌ-মা অরূপা-স্বর্ণরেখা—আমার আত্মীয়, আমার স্বজন বান্ধব—"

বৃদ্ধার চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। এই মহীয়সী ভগ্নীর পদতলে দেবপ্রসাদ আসিয়া লুটাইয়া পড়িল। আনন্দ-রোদনের এক কোলাহল পড়িয়া গেল। ক্ষণকালে সকলে শান্ত হইলে মধ্যাহ্ন-আহারের আয়োজন হইল। অপরাহ্ণে শচীপতি ভাগবতপুর যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

রতনমণি ম'শায় যে দিন দেবপ্রসাদ, প্রিয়প্রসাদ, স্বর্ণরেখা, শ্রীপদ, প্রতাপচন্দ্র এবং আত্মীয় স্বজন লইয়া উপনীত হইলেন সে দিন ভাগবতপুরে কি আনন্দ। শবদেহ শ্মশান হইতে উঠিয়া আসিয়াছে—অপহৃত ধনের উদ্ধার হইয়াছে—স্বর্ণরেখায় অন্নপা-বউ গৃহে ফিরিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বের পল্লী ভাঙ্গিয়া লোক আসিতে লাগিল;—নিত্য, কত!

ভানুসিং মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধিয়া নাগরা জুতা পায় মস্ মস্ করিয়া পাহারা দিতেছে। পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য সুন্দর, অট্টালিকার একতলা দোতলার সমস্ত দরজা খুলিয়া ঝাড়ন লইয়া মেজ, মাচিয়া, খাট, পালঙ্ক সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছে। বামা ঝি, থালা, গ্লাস, রেকাব, পানদান,পিকদান ইত্যাদি রূপার ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া মাজিতেছে, জলভরা কলসী রাখিয়া বলিতেছে—"খোকা এক ডেলা মাটি ফেলে দিয়ে যা না।" পিসিমা খোকার মাথায় সেই ছোট বালিশগুলা তুলিয়া দিতেছেন; কখনও একটী বাটী হাতে ধরিয়া বলিতেছেন—"এই বাটী আমার বাবার—দুধ খাইতেন।" তিনি এমনি উলটি পালটি বাটীটি দেখিতেছেন—যেন উহার ভিতরে তাঁহার পিতার স্পর্শ, তাঁহার পিতার

মুখশ্রী স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দেওয়ানজী তাঁহার বার বৎসরের সেরেস্তা 'দুরস্ত' করিতেছেন, কাগজপত্র 'সিজিল' করিতেছেন। উমাপতি, শচীপতি গৃহের অভিভাবক হইয়া বসিয়াছেন। শ্রীপদের ব্রহ্মসঙ্গীত, প্রতাপচন্দ্রের রাজনৈতিক চর্চা সমান চলিয়াছে। শীতলপ্রসাদ হঠাৎ একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—দুই হাতে দুইটী হারিকেন লণ্ঠন। একটিতে লেখা আছে—"সকাম কর্ম্ম।", আর একটিতে—"নিষ্কাম কর্ম্ম" জ্বালিবার দোষে সকামটির কাচাবরণে কালিমা আঁধার—কর্ম্মের কালী; জ্বালিবার কৌশলে নিষ্কামটির কাচাবরণে নির্ম্মল আলোক—কর্ম্মের জ্যোতিঃ। সুযোগ বুঝিয়া ঐ দুই লণ্ঠন দিনেও জ্বালাইয়া থাকেন, রাত্রিতে নিবাইয়া রাখেন। রাজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, শ্যামলা, সুরূপা, স্বর্ণরেখা, মণিয়া, মণিয়ার মা, অন্তঃপুর আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। বিলাসিনী গাই এখন বুড়া হইয়াছে—প্রিয়প্রসাদ তাহার মুখে ঘাস তুলিয়া দিতেছে। মণি বিড়াল ও সুন্দরী বিড়াল মরিয়া গিয়াছে।

ভাগবতপুরে দেবপ্রসাদের গৃহে নিত্য উৎসব। রতনমণি ম'শায় সোণার শিবপূজার অনুষ্ঠানে উৎসব আরও আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছেন। ভক্তি-কোলাহলে, বাদ্যোদ্যমে সোণার ত্রিপত্রে সোণার শিবের পূজা হইয়া গেল। তিনি সেই সোণার ত্রিপত্র লইয়া বৌকে আশীর্ব্বাদ দিলেন, বলিলেন—"সোণা, বৌ—বিবাহের রাত্রে আমি তোমাকে কোন আশীর্ব্বাদ দেই নাই; শিবের ইচ্ছায় সব হইয়াছে; এই সোণার বেলপাতা—দেবতার নির্ম্মাল্য তোমার মাথায় দিলাম; চির আয়তি হইয়া ধনে পুত্রে সুখে থাক, আমার বাবার ভিটায় চিরকাল সোণার বাতি জ্বলুক।

স্বর্ণরেখা পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রণি-

নিদর্শন। রতনমণি ম'শায়ের অপেক্ষা স্নেহশীলা কে ? স্বর্ণরেখার মত ভক্তিমতী কে ?

পিসিমা পরদিন পিতার উইলে তাঁহাকে প্রদত্ত সমস্ত প্রিয়প্রসাদকে লিখিয়া দিয়া, "আমি তোমাকে কাশী রাখিয়া আসিব"—ভাইকে তাঁহার পূর্ব্বের ঐ কথা স্মরণ করাইয়া, ভাইর উপর মাসিক বৃত্তির ভরসা রাখিয়া, কাশী যাত্রার উদ্‌যোগ করিলেন। এত দিনের পরে এই ভরা সুখ—দেবপ্রসাদ প্রতিবাদী হইলেন; স্বর্ণরেখা যাইতে দিলেন না; প্রিয়প্রসাদ "হামি কাশীর রেল ভেঙ্গে দিবে" বলিয়া বাধা হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধার কাশী যাত্রা হইল না। বুড়ী যাইলে সংসারের সুখও সৌন্দর্য্য উঠিয়া যাইত।

আনন্দ উৎসবের পর প্রতাপচন্দ্র শ্রীপদ চলিয়া গেলেন; শীতল প্রসাদ হঠাৎ আসিয়াছিলেন হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। শচীপতি, উমাপতি, শ্যামলা, সুরূপার যাইবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামলা প্রাতে দিদিকে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দিদি, তুমি ত খুব ভূগোল জানতে—প্রণালী ও যোজক এক—এ হেঁয়ালি পূরণ কর্‌তে পার।" সুরূপা বলিল, "আমি পারি—যে প্রণালী দুই হৃদয়কে যুক্ত করে তাহাকে যোজক অর্থাৎ বিবাহ কহে; বড়দি, এতদিনে হলো তো?" "খুব উত্তর দিয়েছিস" বলিয়া স্বর্ণ সুরূপাকে চুম্বন করিলেন। শ্যামলা বলিল "যাহা স্থলের সঙ্গে স্থলকে যুক্ত করে তাহাকে যোজক কহে। যাহা জল ও স্থলকে যুক্ত করে তাহাকে কি কহে?" স্বর্ণরেখা উত্তরে বলিল, "কোন কিছুতেই যুক্ত করে না, জলস্থল যুক্ত হয়েই আছে—জলস্থলে পৃথিবী—নরনারীতে সংসার।" এই সময়ে শচীপতি আসিয়া বলিলেন, "যাত্রার সময় হয়েছে, চল।" তিন ভগ্নী, দুই মা, সকলে মিলিয়া তখন কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীতে তিনভাগ জল, এইবার আর এক ভাগ

বাড়িল। রমণীর চোখে এত জল না থাকিলে মাটি মরু হইত, পুরুষ পাথর হইত। স্বর্ণ শ্যামলার শিশু পুত্র এবং সুরূপার শিশুকন্যাটিকে চুম্বন করিলেন; শ্যামলা, সুরূপা রতনমণি ম'শায়কে দিদিকে ও জামাই বাবুকে প্রণাম করিলেন। শচীপতি উমাপতি মহালক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী কন্যা জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রতনমণি মহাশয়ের নিকটে বিদায় লইলেন।

শ্রাবণ মাস—"অরূপা মহোৎসবের" রাত্রি। মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। সেই মহোৎসবের রাত্রি—দ্বিতলে দেবপ্রসাদ এবং স্বর্ণরেখা এক শয্যায় বসিয়া,—নিকটে এক খাটে প্রিয়প্রসাদ নিদ্রা যাইতেছে। সেই অরূপার হাস্য-পরিহাস উল্লসিত কক্ষ; সেই অরূপার স্পর্শ-সুরভি-শয্যা; সেই অরূপার কেশ-সংস্পৃষ্ট উপাধান; সেই অরূপার রূপ-চুম্বিত দর্পণ;—অদূরে এক সময়ের সেই অরূপা-তরণী-শোভিত রূপসী বিল—রূপসী বিল হইতে মৃদু পবন হিল্লোলে তেমনি পদ্মের সৌরভ আসিয়া কক্ষ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কক্ষে উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিতেছে।

দেবপ্রসাদ। দেখিতেছ?

স্বর্ণরেখা। কি দেখিতেছি?

দেব। ঐ যে।

স্বর্ণ। কৈ যে।

দেব। ঐ যে প্রিয়কে বুকে আগুলিয়া ধরিয়া রহিয়াছে;—চুলে মুখ ঢাকা, দেখা যায়, দেখা যায় না।

স্বর্ণ। কৈ, কিছু না।

দেব। দেখিতেছ না, ঐ যে, এখন আরও স্পষ্ট।

স্বর্ণ। হাঁ দেখিতেছি, দেখিতেছি,—দিদি অরূপা।

দেব। চুপ।

স্বর্ণ। দিদি, দি—দি ?

দেব। চুপ।

মায়ের মমতা—কত কাল পরে—কোলে ;—পক্ষী যেমন আপন শাবককে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, অরূপা তেমনি—মায়ের হাত সন্তানের দুই পাশে, মায়ের বুক সন্তানের বুকের উপরে—শরীরের এক অংশ খোকা, খাট এবং মেজে ছুইয়া হেলিয়া আছে। প্রিয়প্রসাদ গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। দেবপ্রসাদ—স্বর্ণরেখা কাহারও উঠিবার সাধ্য নাই—উভয়েই নিস্পন্দ। অরূপা খোকার কপোলে হাত বুলাইতেছে, চুম্বন করিতেছে।

স্বর্ণরেখা। দিদি—অরূপা—দিদি ?

দেবপ্রসাদ। অরূপা ?

অরূপা ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীর পাশে আসিয়া বসিল, বলিল—"এতদিনে—সাধ—মিটিয়াছে ; সোণা—এই স্বামী তোমার—এই পুত্র তোমার—এতদিন—এই বার বৎসর—বৎসর কি—কি জানি—খাটিয়াছি—এই সেই সব একত্র।

দেবপ্রসাদ অরূপাকে দক্ষিণে টানিয়া লইলেন, ভাবিলেন—এই সেই অরূপা, তবে এ স্বর্ণ কে ? স্বর্ণকে বাম দিকে টানিয়া লইলেন, দেখিতে লাগিলেন—এই সেই স্বর্ণ, তবে অরূপা কে ?—এক নয়—দুই ;—দুই নয়—এক ;—না, তা নয়—দুই। দেবপ্রসাদের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল—"কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে লইলাম ! কাহাকে দেখিয়া কাহাকে ভাসাইলাম !"

অরূপা। স্বামি, প্রভো, যেরূপ চাহিয়াছ, দাসী সেই আদেশই পালন করিয়াছে।

অরূপা স্বর্ণরেখাকে দেবপ্রসাদের কোলে বসাইয়া দিল।

দেবপ্রসাদ। এই বার বৎসর ভারতবর্ষের কোথায় না তোমাকে খুঁজিয়াছি—তীর্থে তীর্থে—মঠে মঠে—কত ডাকিয়াছি—দেখি নাই—দেখা দেও নাই।

অরূপা। কেন, সেই গঙ্গাজলে?

দেব। ইসারা—কথা বলিলে কই?

অরূপা। তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না। আমরা কখন্ কেন কথা কইতে পারি, কখন্ কেন পারি না,—কখন্ দেখি, কখন্ দেখি না, জানি না।

স্বর্ণ। আমাকে দেখেছ, জুমনকে দেখেছ।

অরূপা। তোমাকে দেখেছি—কত দিন; তুমিও দেখিয়াছ সেই "সংহারিণী মূর্ত্তি",—মনে নাই? খোকাকে দেখি নাই—এই আজ।

অরূপা দ্রুত উঠিয়া নিদ্রিত খোকাকে আবার চুম্বন দিয়া আসিয়া বসিল।

স্বর্ণ। খোকাকে দেখ নাই—এ কিরূপ?

অরূপা। মানুষেও ত দূরে দেখে, কাছে দেখে না; কাছে দেখে দূরে দেখে না। আমরা কখন্ দূরে দেখি, কাছে দেখি না, কখন্ দেখি, কখন্ দেখি না, কেন কি হয়, বুঝি না।

অরূপা স্বর্ণকে চুম্বন করিল; স্বামীর পদধুলি লইল।

অরূপা অদৃশ্য হইল।

দেব। অরূপ—অ—রূপা, যেও না, যেও—না।

স্বর্ণ। ঐ ত, দেখা যায়, যায় নাই।

দেব—আমিত দেখিতে পাই না।

অরূপা। (চক্ষুহইতে জলধারা বহিতেছে) স্বামি, প্রভো, এই ত

আমি; তুমি দেখ না, সে কেন দেখে—কেন তোমরা শোন, শোন না; কেন আমরা শুনি, কেন আমরা শুনি না,—কেমন করিয়া বুঝাইব? তুমি জ্ঞানী, তুমি বিদ্বান্—কেন একই ছড়ের একই আঘাতে বীণার একটী তার বাজে, আর সব তার বাজে না, কেন একই কাচে এক জনের ছবি ভাল উঠে আর এক জনের উঠে না—আমি তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব? এখন আমার মুক্তির সময়—এ লোক হইতে বিদায় লইবার সময়—স্বামি, প্রভো, ও পদে কত অপরাধ করিয়াছি, দোষ লইও না, ক্ষমা করিও। কত ভালবাসিয়াছ, কত ভালবাস, তার ধার কি দিয়া শুধিব? এই সুন্দর মুখ (মুখে হাত বুলাইয়া) আর দেখিব না; এই সুন্দর কথা আর শুনিব না। হায় মুক্তি!

অরূপা নিমেষে খোকাকে চুম্বন করিল, স্বামীর পদধুলি লইল, স্বর্ণের এবং স্বামীর হাত আপন হাতে আঙ্গুলে আঙ্গুলে বাঁধিয়া রাখিল।

অরূপা। স্বামি, প্রভো, তোমাকে ফেলিয়া, খোকাকে ফেলিয়া মুক্তি চাহিতে ইচ্ছা হয় না! কিন্তু সাধ না থাকিলেও মানুষ মরে—ঐ মুক্তি ডাকিতেছে। আর এই ভাগবতপুরে, আর ঐ গঙ্গা-তটে, কাশীক্ষেত্রে কোথাও অরূপা আসিবে না। চাঁদের কিরণ, ফুলের সৌরভ, পতির প্রেম, সন্তানের স্নেহ, সোণার সংসার—সব সুন্দর—অরূপা এ সব আর ভোগ করিবে না। সব রহিল, সব রাখিয়া গেলাম—ঐ মুক্তি ডাকিতেছে। এখন বিদায় দাও, স্বামি, প্রভো, কি বুঝি, কি বুঝাইব? যে ভালবাসে সে মরিয়াও ভালবাসে; ভালবাসার জন্য সে সব করে। মানুষের দুই হাত, দুই পা। ভালবাসার ইচ্ছাই পা, ইচ্ছাই হাত; ইচ্ছা কত শত; ইচ্ছায় কত বল—যখন তুমি জলে ডুবিয়া যাও,

মরিয়া যাইতে—সব তাঁর ইচ্ছা—যদি——সু—

যখন স্বর্ণরেখা খড়্গোর মুখে,

দু টুকরা হইয়া যাইত—সব তাঁর ইচ্ছা—যদি—

যখন অনিল জব্বলপুরে,

সব ফুরাইত—সব তাঁর ইচ্ছা—যদি——

যখন স্বর্ণ কাশীতে দস্যুর হাতে,

কি সর্ব্বনাশ হইত—সব তাঁর ইচ্ছা—যদি—

দেবনাথ কত কি ভাবিতেছিল,

কত কি বিপদ হইত—সব তাঁর ইচ্ছা—যদি—

পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্বর্গে বসিয়া পৃথিবীর ভালবাসার জনের মঙ্গল করেন—যতদিন না মুক্তি—মুক্তিতেও মঙ্গল মনন করেন—সহস্র যোজন দূরের গ্রহ নক্ষত্রের দৃষ্টিতে যদি শুভ হয়, তবে মুক্তিলোক হইতে মননে মঙ্গল হইবে না কেন? অরূপা—দাসী—মুক্তিলোক হইতে তোমাদের মঙ্গল কামনা——

বাগ্দেবীর বীণা ঝঙ্কার থামিয়া গেল। অরূপার দুই কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। মহাযাত্রীর মায়া যেমন কাটিয়াও কাটে না—সেই পুত্র পৌত্রীর কথা,—সেই কন্যা দৌহিত্রীর প্রসঙ্গ। বৃদ্ধা কাশী-বাসিনী মাতা— যাঁহার পথ চলিবার সামর্থ্য ফুরাইয়াছে—দূরে থাকিয়া স্নেহভাজনগণের জন্য মঙ্গল কামনাই যেমন তাঁহার সুখ ও সম্বল; অরূপা পতি-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল কামনা সম্বল লইয়া—আর দুই মুহূর্ত্ত—তবেই মুক্তির পথে।

দেবপ্রসাদ "অরূপা অরূপা" বলিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। অরূপা ক্ষণকাল সেই চিরপরিচিত চিরবাঞ্ছিত আশ্রয়-স্থলে মাথা রাখিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবপ্রসাদ "অরূপা" বলিয়া আদর করিতেছেন। অরূপা একদৃষ্টে, সতৃষ্ণে শেষ আলিঙ্গনে তাহা শুনিতেছে।

ছু টুকরা হইয়া যাইত—সব তাঁর ইচ্ছা—যদি—

যখন অনিল জব্বলপুরে,

সব ফুরাইত—সব তাঁর ইচ্ছা—যদি——

যখন স্বর্ণ কাশীতে দস্যুর হাতে,

কি সর্ব্বনাশ হইত—সব তাঁর ইচ্ছা—যদি—

দেবনাথ কত কি ভাবিতেছিল,

কত কি বিপদ হইত—সব তাঁর ইচ্ছা—যদি—

পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্বর্গে বসিয়া পৃথিবীর ভালবাসার জনের মঙ্গল করেন—যতদিন না মুক্তি—মুক্তিতেও মঙ্গল মনন করেন—সহস্র যোজন দূরের গ্রহ নক্ষত্রের দৃষ্টিতে যদি শুভ হয়, তবে মুক্তিলোক হইতে মন মঙ্গল হইবে না কেন? অরূপা—দাসী—মুক্তিলোক হইতে তোমান মঙ্গল কামনা——

বাগ্দেবীর বীণা ঝঙ্কার থামিয়া গেল।

অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল জান্মিয়াছে। বৃদ্ধা রতনমণি ম'শায় শিশু-টাকে এক পৌত্রীর লালন পালন করিয়া কাশিবাসিনী হইয়াছেন। দেব-প্রসাদ এবং স্বর্ণরেখা প্রতিবর্ষে তাঁহাকে দেখিবার জন্য কাশী যাইয়া থাকেন! যতদিন তৈলঙ্গস্বামী জীবিত ছিলেন, তাঁহারা স্বামীজিকে দেখিতে যাইতেন। শচীপতি ফুলে সেইরূপ তন্ময়—সস্ত্রীক সময়ে সময়ে ভাগবতপুরে আসিয়া কন্যা, জামাতা, প্রিয়প্রসাদ এবং নাতিনী-টীকে ফুল বিলাইয়া যান।

একদিন অরূপা-স্বর্ণরেখা আলমারীর দেরাজ খুলিয়া বাহির করিল—প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা আছে—"এক ঈশ্বর, এক বিবাহ, অর্দ্ধ বিত্ত এবং জীবন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে দান করিব" স্বাক্ষর দেবপ্রসাদ।

স্বর্ণরেখা স্বামীকে বলিলেন,"ঈশ্বর এক, বিবাহ এক হইয়াছে কি?